

# ঔষধ নির্দেশিকা



**শার্মিন**  
ফার্মাসিউটিক্যালস് লিমিটেড  
বাংলাদেশ

স্যামসন এইচ চৌধুরী  
সেন্টার অফ এক্সিলেন্স  
কালিয়াকৈর, গাজীপুর



২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে আর্তজাতিক মানসম্পদ নব নির্মিত এই ওষুধ  
গবেষনা কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।

A

এইস®

Ace®

**উপাদান :** প্যারাসিটামল। ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৬৬৫ মি.গ্রা. এক্সটেডেড রিলিজ ট্যাবলেট ১২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ, ১২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন, ৮০ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ এবং ৬০, ১২৫, ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. সাপোজিটিরি।  
**নির্দেশনা :** জুর, সর্দিজুর এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। মাথাব্যথা, দাঁত ব্যথা, কানের ব্যথা, শরীরের ব্যথা, মাঝ প্রদাহ জনিত ব্যথা, খাতুন্বাব জনিত ব্যথা এবং মচকে ঘাওয়ার ব্যথা। অন্তে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, অঙ্গেপচার পরবর্তী ব্যথা, প্রসব-পরবর্তী ব্যথা, ক্যাপ্সার জনিত দীর্ঘহারী ব্যথা, প্রদাহ জনিত ব্যথা ও শিশুদের টিকা দেবার পরের জুর ও ব্যথা। বাত ও অষ্টিওআর্থাইটিস- এর দরুণ সৃষ্টি ব্যথা ও অস্তিসংযোগ সমূহের অনমনীয়তা।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট : প্রাপ্ত বয়সক : ১-২ টি ট্যাবলেট ৪-৬ ঘন্টা পর পর দিনে সর্বোচ্চ ৮ টি ট্যাবলেট। শিশু (৬-১২ বছর) : আধা থেকে ১টি দিনে ৩-৮ বার। সিরাপ এবং সাসপেনশন : শিশু (৩ মাসের নীচে) : ১০ মি.গ্রা. হিসাবে (জিভিস থাকলে ৫ মি.গ্রা. হিসাবে) দিনে ৩-৮ বার। ৩ মাস - ১ বছরের নীচে : ১/২ থেকে ১ চা চামচ দিনে ৩-৮ বার। ১-৫ বছর : ১-২ চা চামচ দিনে ৩-৮ বার। ৬-১২ বছর : ২-৪ চা চামচ দিনে ৩-৮ বার। প্রাপ্তবয়সক : ৪-৮ চা চামচ দিনে ৩-৮ বার। এক্স আর ট্যাবলেট : ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার। সাপোজিটিরি : ৩ মাস - ১ বছরের নীচে : ৬০-১২০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার। ১-৫ বছর : ১২৫-২৫০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার। ৬-১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার।  
**প্রাপ্তবয়সক ও ১২ বছরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য :** ০.৫-১ গ্রাম দিনে ৪ বার। **পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ :** শিশু : ৩ মাস বয়স পর্যন্ত : ০.৫ মি.লি. (৮০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার। ৪-১১ মাস বয়স পর্যন্ত : ১ মি.লি. (৮০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার। ১-২ বছর বয়স পর্যন্ত : ১.৫ মি.লি. (১২০ মি.গ্রা.), দিনে ৪ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** প্যারাসিটামলের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সর্বস্তরে ব্যবহার করা নিরাপদ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হিমাটোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া, অগ্নাশয়ের প্রদাহ, চামড়ায় ফুসকুড়ি ও অন্যান্য এলাজি দেখা দিতে পারে।

**সরবরাহ :** এইস® ট্যাবলেট : ৫০ X ১০ টি। এইস® এক্স আর ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এইস® সিরাপ : ৬০ মি.লি. এবং ১০০ মি.লি।। এইস® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি।। এইস® পেডিয়াট্রিক ড্রপ : ১৫ মি.লি ও ৩০ মি.লি।। এইস® ৬০ সাপোজিটিরি : ২ X ৫ টি।। এইস® ১২৫ সাপোজিটিরি : ৪ X ৫ টি।। এইস® ২৫০ সাপোজিটিরি : ৪ X ৫ টি।। এইস® ৫০০ সাপোজিটিরি : ৪ X ৫ টি।।

এইস® প্লাস

Ace® Plus

**উপাদান :** প্যারাসিটামল ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্যাফেইন ৫৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** জুর, মাথা ব্যথা, মাইগ্রেইন, মাংসপেশীর ব্যথা, পিঠে ব্যথা, দাঁত ব্যথা এবং খাতুন্বাব জনিত ব্যথা।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-২ টি ট্যাবলেট ৬ ঘন্টা পরে পর। দিনে সর্বোচ্চ ৮ টি ট্যাবলেট। ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** নিউট্রোপেনিয়া, গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সমস্যা ইত্যাদি।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এটা ক্লোরামফেনিকল এবং কুমারিনের রক্ত জমাট বিরোধী শুণ বাড়িয়ে দেয়। অ্যালকোহল সেবনকারী অথবা যে সমস্ত রোগী খিঁচুনীর ঔষুধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে প্যারাসিটামলের মাধ্যমে যকৃতে বিষক্রিয়া তৈরীর বৰ্ক বাড়তে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্যারাসিটামল গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নিরাপদ সত্ত্বেও ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

**সরবরাহ :** এইস® প্লাস ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

এস্ট্রিম™

Acetram™

**উপাদান:**এস্ট্রিম™ ট্যাবলেট: প্যারাসিটামল বি.পি. ৩২৫ মি.গ্রা.এবং ট্রামাত্তল হাইড্রোক্লোরাইড বি.পি.

৩.৭.৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** এসিট্রাম<sup>TM</sup> ট্যাবলেট মাঝারী এবং মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় প্রাণ্গ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত। এসিট্রাম<sup>TM</sup> ট্যাবলেট তীব্র ব্যথার স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায়ও নির্দেশিত।

**মাত্রা এবং সেবনবিধি:** এসিট্রাম<sup>TM</sup> খাবারের আগে বা পরে যেকেনেন সময় সেবন করা যেতে পারে।

মাঝারী অথবা মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ১-২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘণ্টা পর পর এবং দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট সেবন করা যায়।

তীব্র ব্যথায় স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন অথবা এর কম) চিকিৎসায় ২টি ট্যাবলেট প্রতি ৪ অথবা ৬ ঘণ্টা পর পর (দিনে সর্বোচ্চ ৮টি ট্যাবলেট) সেবন করা যায়।

**প্রতিনির্দেশনা:** ট্রামাডল, প্যারাসিটামল অথবা এ

ওষুধের অন্য যে কোন উপাদান বা অপিয়ড -এর প্রতি

সংবেদনশীল রোগীকে এওষুধটি দেয়া উচিত নয়। যে সকল ক্ষেত্রে অপিয়ড প্রতিনির্দেশিত, সেসব ক্ষেত্রে এওষুধটিও প্রতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা:** এটি গাঢ়ী চালানো অথবা মেশিন পরিচালনার মত জটিল কাজ করতে যে পরিমান মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় তার ব্যাপার ঘটাতে পারে।

এই ওষুধটি অ্যালকোহলযুক্ত কোমল পানীয়ের সাথে সেবন করা উচিত নয়।

অন্যান্য ট্রামাডল অথবা প্যারাসিটামল যুক্ত ওষুধের সাথে এবং OTC ওষুধের সাথে একত্রে এই ওষুধটি সেবন করা উচিত নয়।

ট্রানকুলাইজার, হিপনোটিকস অথবা অন্যান্য অপিয়ড এনালজেসিক এর সাথে সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**শিশু এবং ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** শিশুদের ক্ষেত্রে এওষুধটির নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো নিরীক্ষা করা হয়নি।

সাধারণত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণে সতর্ক হওয়া উচিত। সমসাময়িক অন্য রোগ এবং এ সকল রোগের বিবিধ চিকিৎসার কারণে যকৃত, কিডনি অথবা হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা হঠাতে করে কমে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর পর্যালোচনা করে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত।

**বৃক্ষ সংক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** এসিট্রাম<sup>TM</sup>

বৃক্ষের সমস্যাজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত নয়।

যে সকল রোগীদের ক্রিয়েটিনিন ফ্লিয়ারেলে ৩০ মি.লি./মিনিট এর কম তাদের ক্ষেত্রে দুটি মাত্রার মধ্যবর্তী

সময় বাঢ়াতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি ১২ ঘণ্টায় ২টি ট্যাবলেটের বেশি না হয়।

**যকৃতের সমস্যার আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে:** এসিট্রাম<sup>TM</sup> যকৃতের সমস্যাগুলি রোগীদের উপর নিরীক্ষিত নয়। তাই এর ব্যবহার এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এসিট্রাম<sup>TM</sup> সেবনে নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে: এসথেনিয়া, অবসন্নতা, হটফ্লাস, রিমুনি, মাথাব্যথা, কাঁপনি, পেটব্যথা, কোষ্টকাট্টি, ডায়ারিয়া,পেট ফাঁপা, মুখগ্রহণের শুক্তা, বমি ,এনোরেক্সিয়া, উৎকর্ষা, দ্বিধা, ইউফেরিয়া, নির্ঘৃততা, বিচলতা, সোমনোলেপ্স , প্রারাইটাস, র্যাশ,অতিরিক্ত ঘাম ইত্যাদি।

**গর্ভবতী ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সি ক্যাটগরি-সি।

গর্ভবতী মহিলাদের উপর এখনো কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবল জনের ক্ষতির ঝুকির তুলনায় চিকিৎসায় মায়ের উপকারের পরিমাণ অতিমাত্রায় বিবেচিত হলে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই গর্ভবতীয় এওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু নবজাতক এবং ইনফেক্টেদের উপর এওষুধটির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই অবসেট্রিক্যাল প্রি-অপারেটিভ মেডিকেশন এবং ডেলিভারী পরবর্তী এনালজেসিক হিসেবে নির্দিষ্ট মায়েদের ক্ষেত্রে এওষুধটি নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ:** প্রতি বাত্রে আছে ৩০টি ট্যাবলেট প্লিস্টার প্যাক -এ।

**এড্রিল®**

**Adryl®**

**উপাদান :** ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** নাকে প্রাদাহ, নাক-চোখে সর্দি বারা, চোখ লাল হয়ে প্রাদাহ সৃষ্টি প্রভৃতিতে কার্যকরী। কোন কিছু খাওয়া বা ছোঁয়া লাগায় আর্টিকেরিয়া দেখা দিলে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বমি বমি ভাব, ভ্রমণজনিত পীড়া, ঠাভা কাশিতে এটা ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বয়ক ও ১২ বসরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য: ২-৩ চা চামচ (১২.৫-২৫ মি.লি.) দিনে ৩-৪ বার। ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের

শিশুদের জন্য: ১-২ চা চামচ দিনে ৩ থেকে ৪ বার।  
১ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২-১ চা চামচ দিনে ৩ থেকে ৪ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** গাঢ়ী ও ভারী মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি যাদের অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়। নবজাতকের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কারও কারও ক্ষেত্রে মাথা বিমর্শ করা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা মায়েদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা থাকলে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :** এড্রিল® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

না। তাই ক্রগের বুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

চোখে এই ওষুধ প্রয়োগের পর মানুষের দুধে এই ওষুধ পাওয়া যায় কিনা তা জানা যায়নি। তথাপি স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ৭% ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা হতে দেখা গেছে। যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ৫% এর কম রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেগুলো হল-দুর্বলতা, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখে জ্বালাপোড়া, কোল্ড সিন্ড্রোম, চোখের শুক্রতা, বাহ্যিক বস্ত্রের প্রতি সংবেদনশীলতা, হাইপারেমিয়া, অতিসংবেদনশীলতা, কেরাটাইটিস, চোখের পাতায় ইডিমা, বমি বমি ভাব, ফ্যারিংস্ এর প্রদাহ, চুলকানি, রাইনাইটিস, সাইনাস এর প্রদাহ এবং মুখের স্বাদ নষ্ট হওয়া।

**সরবরাহ:** এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: ৫ মি.লি.।

## এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস Alacot™ DS Eye Drops

**উপাদান:** এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: প্রতি মি.লি. এ আছে ওলোপ্যাটাডিন ২ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি।

**নির্দেশনা:** এলার্জিক কনজাংটিভাইটিস এর লক্ষণ উপর্যুক্ত নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** এ্যালাকট™ ডিএস চোখের ড্রপস: আক্রান্ত চোখে এক ফেঁটা করে দিনে ১ বার প্রয়োগ করতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** কন্টাক্ট লেসের কারণে সৃষ্টি জ্বালাপোড়ায় ওলোপ্যাটাডিন হাইড্রোক্লোরাইড চোখের ড্রপস ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব রোগী কন্টাক্ট লেস ব্যবহার করছে তাদের এই ওষুধ প্রয়োগের পর কমপক্ষে ১০ মিনিট পরে কন্টাক্ট লেস ব্যবহার করা উচিত।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** এই ওষুধ গর্ভবত্তায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনের উপর গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সব সময় মানুষের উপর প্রয়োগের ফলাফল বিবেচনা করা যায়

## এফান® Afun®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম ক্রামে আছে ক্লোট্রিমাজল ১০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** ট্রাইকোফাইটিন প্রজাতি দ্বারা সৃষ্টি সব ডার্মাটোমাইকোসিস, মৌল্দস্য ও অন্যান্য ছাঁচাক দ্বারা সৃষ্টি ডার্মাটোমাইকোসিস এবং ত্বকের রোগসমূহ যেগুলোতে ছাঁচাকজনিত সংক্রমণ সমূহ দেখা যায়। উপরে উল্লেখিত ডার্মাটোমাইকোসিসগুলোর মধ্যে আছে ইস্টারভিজিটাল মাইকোসিস প্যারোনাইকিয়াস, ক্যান্ডিডা ভালভাইটিস, ক্যান্ডিডা ব্যালানিটিস, পিটাইরিয়াসিস ভারসিকলার।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ২ থেকে ৩ বার আক্রান্ত স্থানে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ক্লোট্রিমাজলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** খুবই কম ক্ষেত্রে প্রয়োগস্থানে চুলকানি বা জ্বালা পোড়া হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসক প্রয়োজন মনে করলে গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দিতে পারেন।

সরবরাহ : এফান® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

## এফান® ভিটি

## Afun® VT

**উপাদান:** এফান® ভিটি ১০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্লোট্রিমাজল বিপি ১০০ মি.গ্রা।

এফান® ভিটি ২০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্লোট্রিমাজল বিপি ২০০ মি.গ্রা।

এফান® ভিটি ৫০০: প্রতিটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটে আছে ক্লোট্রিমাজল বিপি ৫০০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** ভ্যাজাইনাল চুলকানি, পুনঃসংক্রমণ মূলক ভ্যাজাইনাল সংক্রমণ (মূলত ভ্যাজাইনাল ক্যানডিডা), ছুটাক দ্বারা ভ্যাজাইনাইটিস, ক্লোট্রিমাজল এর প্রতি সংবেদনশীল এমন যেকেন ছুটাক দ্বারা তৈরী ভ্যাজাইনাল প্রদাহে এফান® ভিটি কার্যকর।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** এফান® ভিটি ১০০ ও ২০০:

প্রথম সংক্রমণ: ক্যানডিডা ভ্যাজাইনিটিস-এর জন্য সাধারণত তিন দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। পরপর তিন রাতে ২টি করে এফান® ভিটি ১০০ অথবা ১টি করে এফান® ভিটি ২০০ যোনির যতটা ভিতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে (এ্যাপ্লিকেটর ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী দেখুন)। চিংহয়ে শুয়ে হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায়।

**পুনঃসংক্রমণ:** সাধারণত ৬ দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। উপরে উল্লেখিত জীবাণুগুলো দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণের ক্ষেত্রেও ৬ দিনের চিকিৎসা যথেষ্ট। পরপর ৬ রাতে একটি করে এফান ভিটি ১০০ যোনির যতটা ভেতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে ২টি করে এফান ভিটি ১০০ (১টি সকালে এবং অপরাতি বিকালে) অথবা ১টি এফান ভিটি ২০০ ৬ থেকে ১২ দিনের জন্য ব্যবহার করা যাতে পারে।

**এফান® ভিটি ৫০০:** একক মাত্রা, সম্পূর্ণ চিকিৎসায় একটি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট। এফান® ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট যোনির যতটা ভিতরে সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে। চিংহয়ে শুয়ে হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়োগ করা যায়। চিকিৎসার সময় সীমা এমনভাবে করতে হবে যেন ঝুঁতুচুর এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং ঝুঁতুচুর শুরুর পূর্বে চিকিৎসা শেষ করা যায়। পুনঃসংক্রমণ পরিহার করার জন্য, সঙ্গীকেও এফান® ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।

এফান® ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট বর্ণনায় যা অন্তর্বাসকে রঞ্জিত করে না।

যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ক্লোট্রিমাজল এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ভ্যাজাইনা দ্বারা ক্লোট্রিমাজল ট্যাবলেট এর তেমন কোন শোষণ হয় না বলে সিস্টেমিক কার্যকারিতা ঘটার সুযোগ কর। ক্লোট্রিমাজল ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট স্থানীয়ভাবে খুব ভাল সহনশীল। স্থানীয় চুলকানি বা জ্বালাপোড়া খুব কর ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু এটি স্ফটিকর বলে বিবেচিত হয় না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

### প্রয়োগবিধি

১। না বেঁধে যাওয়া পর্যন্ত চাপদণ্ড A টানুন। অ্যাপ্লিকেটর র মধ্যে ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেটটি স্থাপন করুন।

২। ট্যাবলেট সহ অ্যাপ্লিকেটরটি সাবধানে ভ্যাজাইনার যত ভিতরে সম্ভব প্রবেশ করান।

৩। না থেঁমে যাওয়া পর্যন্ত চাপদণ্ড তে চাপ দিন যাতে ট্যাবলেটটি ভ্যাজাইনার মধ্যে স্থাপিত হয়।

৪। ব্যবহার শেষে অ্যাপ্লিকেটর থেকে চাপদণ্ড কে পুরোগুরি টেনে নেব করুন। তারপর ইহা হালকা গরম এবং সাবানযুক্ত পানিতে ভালভাবে ধূয়ে শুকিয়ে রাখুন।

গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার: কেবল মাত্র ডাক্তার কর্তৃক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হলেই ক্লোট্রিমাজল গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যাবে।

**সরবরাহ:** এফান® ভিটি ১০০: প্রতি বাস্তু আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ৬ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

এফান® ভিটি ২০০: প্রতি বাস্তু আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ৩ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

এফান® ভিটি ৫০০: প্রতি বাস্তু আছে অ্যাপ্লিকেটরসহ ১ টি ভ্যাজাইনাল ট্যাবলেট।

## অ্যাট্রিওন™

## Atreon™

**উপাদান:** অ্যাট্রিওন™ ৫০০: আজট্রিওনাম ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ইঞ্জেক্ষনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন যুক্ত)।

অ্যাট্রিওন™ ১ গ্রাম: অ্যাজট্রিওনাম ১ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেক্ষনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন যুক্ত)।

অ্যাট্রিওন™ ২ গ্রাম: অ্যাজট্রিওনাম ২ গ্রাম এর সমতুল্য

ইঞ্জেকশনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (বাফার হিসেবে আরজিনিন সুজ)। সুস্থ ব্যক্তিদের উপর তুমিন্ট ধরে ৫০০ মি.গ্রা., ১ গ্রাম এবং ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন দেয়ার পরে সর্বোচ্চ প্লাজমা লেভেল যথাক্রমে ৫৮, ১২৫ এবং ২৪২ মি.গ্রা./লিটার পাওয়া যায়। আইএম ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্লাজমা লেভেল ১ ঘন্টার মধ্যে অর্জিত হয়। আইএম/আইভি উভয় ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বৃক্ষীয় কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম এর গড় অর্ধায় ১.৭ ঘন্টা।

সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইএম/আইভি ইঞ্জেকশনের ৬০-৭০%, ৮ ঘন্টার মধ্যে মুদ্রে নিষ্কাশিত হয় এবং এ নিষ্কাশন ১২ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

**নির্দেশনা:** নিম্নোক্ত এ্যারোবিক, গ্রাম নেগেটিভ জীবাণু দ্বারা সংঘটিত সংক্রমণ সমূহে অ্যাজট্রিওন™ নির্দেশিত-মূল্যালীর সংক্রমণ: পাইলোনেফ্রাইটিস, সিস্টাইটিস (একিউট ও ক্রনিক) এবং এসিমটেমেটিক ব্যাকটেরিউরিয়া (এমাইনোগ্লাইকোসাইড, সেকালোস্পেসোরিন অথবা পেনিসিলিন প্রতিরোধক জীবাণুর ক্ষেত্রে)।

**গনোরিয়া:** তীব্র, অজটিল ইউরোজেনিটাল অথবা এনোরেকটাল সংক্রমণ এর ক্ষেত্রে।

**নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ:** নিউমোনিয়া, ব্র্যাকাইটিস, সিস্টিক ফিব্রোসিস সহ নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ সমূহে।

**ত্বক এবং ত্বকীয় কলার সংক্রমণ:** অঙ্গোপচারজনিত ক্ষত, আলসার এবং আগুনে পোড়ার ফলে সৃষ্টি ক্ষত এর ক্ষেত্রে।

**গাইনোকোলজিকাল সংক্রমণ:** পেলভিক ইনফ্রামেটোরী ডিজিজ (পিআইডি), এন্ডোমেট্রাইটিস এবং পেলভিক সেন্ট্রালাইটিস।

**ইন্ট্রা-এবডেমিনাল সংক্রমণ:** পেরিটোনাইটিস।

**ব্যাকটেরিয়া/সেপটিসেমিয়া:** ই-কোলি, ফ্রেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, সিউডোমোনাস ওরিজিনোসা, প্রোটিয়াস মিরাবিলিস, সিরাশিয়া মারসিশেনস এবং এক্টেরোব্যাকটার প্রভৃতি প্রজাতি দ্বারা সংক্রমিত সেপটিসেমিয়ার ক্ষেত্রে।

**অস্থি এবং অস্থিসংধির সংক্রমণ:** অস্টিওমাইলাইটিস, সেপটিক আথ্রাইটিস।

অ্যাজট্রিওনাম অঙ্গোপচারের ফলে সংক্রমিত জীবাণু

দ্বারা গঠিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সহযোগী ওষুধ হিসেবে কার্যকর।

সিউডোমোনাস সংক্রমণ এ আক্রান্ত জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম এবং এমাইনোগ্লাইকোসাইড একত্রে ব্যবহার করলে সিনারজিস্টিক ফল পাওয়া যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:প্রাগ্বয়স্ক:** অ্যাজট্রিওনাম এর সাধারণ মাত্রা দৈনিক ৩-৪ গ্রাম (সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা দৈনিক ৮ গ্রাম)।

জীবাণু সংক্রমণের তীব্রতা এবং রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সঠিক মাত্রা ও ব্যবহারবিধি নির্বাচন করতে হবে।

সিউডোমোনাস এরোজিনোসা সংক্রমণের জন্য ২ গ্রাম প্রতি ৬/৮ ঘন্টা হারে ব্যবহার করতে হবে।

**শিশু:** ১ সংগ্রহের বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ৩০ মি.গ্রা./কেজি/প্রতিবার প্রতি ৬/৮ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত ২ বছর ও তার বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি প্রতিবার প্রতি ৬/৮ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

১ সংগ্রহের কম বয়সী নবজাতকদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনামের মাত্রা ও সেবনবিধির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**প্রতিনির্দেশনা:** অ্যাজট্রিওনাম অথবা এর কোন উপাদান এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** অ্যাজট্রিওনাম সাধারণত সুসহনীয়। ক্লিনিক্যাল স্টাডি সমূহে নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ পাওয়া গিয়েছে-

অতিসংবেদনশীলঃ এনাফাইলেক্সিস, এনজওইডিমা, একোস্প্যাজম।

ডারমাটোলজিঃ র্যাশ, প্রফিলটাস, প্যাটেচি, পুরপুরা, ডায়াফোরেনিস, ফ্লাশিং, আর্টিকারিয়া, ইরাইথ্রেমা মাস্টিফোর্মি, টক্সিক এপিডর্মাল ন্যাক্রোলাইসিস, এক্সফেলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস।

**হেমাটোলজিকঃ** ইসিনোফিলিয়া, প্রোথ্রমিন এবং পারশিয়াল থ্রোপ্লাস্টিনের সময় বৃদ্ধি, থ্রোসাইটোসিস,

প্রোথোসাইটোপেনিয়া,

লিউকোসাইটেসিস, নিউট্রোপেনিয়া, অ্যানিমিয়া, পেনসাইটেপেনিয়া।

হেপাটোবিলিয়ারিঃ হেপাটিক ট্রাঙ্গ-এমাইনেজ এবং অ্যালকালাইন ফসফেটেস্ এর মাত্রার সাময়িক বৃদ্ধি। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনালঃ ডায়ারিয়া, বমি-বমিভাব, বমি, পেটের মাংসপেশীতে টান, মুখের আলসার এবং স্বাদের পরিবর্তন। শিশুদের ক্ষেত্রে পাকহলীর সমস্যা দেখা দিতে পারে। খুবই কম ক্ষেত্রে সি. ডিফিসিলি জনিত ডায়ারিয়া, সিউডোমেমেব্রেনাস কোলাইটিস অথবা পরিপাকভ্রেণের রক্ষণাত্মক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বৃক্ষীয়ঃ সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম বৃক্ষের কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটায় না।

স্থানীয় প্রতিক্রিয়াঃ আইভি ইঞ্জেক্শন প্রয়োগের স্থানে অস্থিভাব এবং ফ্লেবাইটিস হতে পারে। আইএম ইঞ্জেক্শন প্রয়োগের স্থানে কিছুটা অস্থিভাব হতে পারে।

মিশঃ নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়াসমূহ খুবই কম দেখা যায়- ভ্যাজাইনাইটিস, ক্যানডিডিয়াসিস, হাইপোটেনেশন, মৃগী, দুর্বলতা, পেরাস্থেসিয়া, বিধা, ঝিমুনি, মাথাধোরা, নির্মতা, টিনিটাস, মাথাব্যথা, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, স্বাদের পরিবর্তন, মাংস পেশীতে টান, জ্বর, অস্থি, হাঁচি এবং নাসারঞ্জ বন্ধ হওয়া।

অন্য উন্নধরে সাথে প্রতিক্রিয়াঃ প্রবেনিসিড অথবা ফিউরোসেমাইড।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার  
গৰ্ভাবস্থায়**

গ্রেগনেসি ক্যাটগরি-বি। অ্যাজট্রিওনাম প্লাসেন্টা অতিক্রম করে জ্বরের রক্ত সংঘালনে প্রবেশ করে। তাই ফিটাসের ক্ষতির তুলনায় মায়ের সুস্থিতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসংগত হয়েই কেবল অ্যাজট্রিওনাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

**স্তন্যদানকালে**

মায়ের সেরামে প্রাণ্ত অ্যাজট্রিওনাম এর ঘণমাত্রার ১% এর ও কম মাত্রায় মাতৃদূষ্ঠে নিঃস্ত হয়। তাই অ্যাজট্রিওনাম ব্যবহারের সময় স্তন্যদান করা থেকে সাময়িক বিরতি নিতে হতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ ১ সংগৃহ বা তার চেয়ে বেশি ব্যবসীদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম নির্দেশিত। স্বাভাবিক বৃক্ষীয় ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাজট্রিওনাম আইভি ইঞ্জেক্শন প্রয়োগ করতে হবে। শিশুদের মাংসপেশীতে প্রয়োগের ব্যাপারে অথবা বৃক্ষের সমস্যাজনিত শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর্যাণ তথ্য

পাওয়া যায়নি।

ব্যক্তি রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারঃ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৃক্ষীয় কার্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ক্রিয়াটিনিন ফ্লিয়ারেস এর মাত্রার উপর নির্ভর করে অ্যাজট্রিওনাম এর মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে।

**সৱবৰাহঃ** অ্যাজ্বিওন™ ৫০০ঃ প্রতিটি বারে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ইঞ্জেক্শনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ৫ মি.লি. ইঞ্জেক্শনের উপযোগী পানি।

অ্যাজ্বিওন™ ১গ্রামঃ প্রতিটি বারে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ১ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেক্শনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ৫ মি.লি. ইঞ্জেক্শনের উপযোগী পানি।

অ্যাজ্বিওন™ ২গ্রামঃ প্রতিটি বারে রয়েছে অ্যাজট্রিওনাম ২ গ্রাম এর সমতুল্য ইঞ্জেক্শনের উপযোগী অ্যাজট্রিওনাম ইউএসপি (আরজিনিন যুক্ত) এর একটি ভায়াল এবং একটি অ্যাম্পুল ১০ মি.লি. ইঞ্জেক্শনের উপযোগী পানি।

## এ্যালাকট® চোখের ড্রপস্

### Alacot® Eye Drops

**উপাদান :** ওলোপ্যাটাইডিন ০.১% চোখের ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** এলার্জিক কনজাংকটিভাইটিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** এক ফেন্টা করে আক্রান্ত চোখে দিনে দু'বার (৬-৮ ঘণ্টা ব্যবধানে)।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ওলোপ্যাটাইডিন হাইড্রোক্লোরাইডের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, চোখে জ্বালা পোড়া, কাঁটা বেঁধার মত যন্ত্রণা, কোল্ড সিনড্রোম, চোখের শুক্রতা, হাইপারেমিয়া, অতিসংবেদনশীলতা।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভস্থ শিশুর বৃক্ষীয় মাত্রার উপর বিবেচনা করে গৰ্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সৱবৰাহঃ** এ্যালাকট® চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি.।

**এ্যালারিড®**

**Alarid®**

**উপাদান :** কিটোটিফেন । ১ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ ।

**নির্দেশনা :** ব্রংকিয়াল এ্যাজ্মার প্রতিরোধক চিকিৎসায় এবং এলার্জিক রাইনাইটিস ও কনজাংক্টিভাইটিসের উপসর্গ প্রশমনে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** পূর্ণবয়স্ক : সাধারণভাবে ১ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার খাবারের সাথে খেতে হবে । বিশেষ ক্ষেত্রে এক সাথে ২ মি.গ্রা. দিনে ২ বার খাওয়া যাবে । ৩ বছরের অধিক বয়স্ক : ১ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার আহারের সাথে সেব্য । খুব বেশি ঘুম পেলে চিকিৎসা শুরুর প্রথম ক'দিন রাতের বেলা খাবারের সাথে ০.৫ থেকে ১ মি.গ্রা. এ্যালারিড অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে । ৬ মাস-৩ বছরের শিশু : প্রতি কেজি ওজনের জন্য, ০.০৫ মি.গ্রা. (০.২৫ মি.গ্রা. সিরাপ) করে দিনে দুইবার (সকালে এবং বিকালে একবার) সেব্য । বার্ষিক : পূর্ণবয়স্কদের অনুরূপ মাত্রা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মুখে খাওয়ার এক্সিডেন্টাল এজেন্টের সাথে সেবনে রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা হাস পেতে পারে । গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে গ্রহণ অনুমোদিত নয় ।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া :** তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মুখে শুক্তা এবং শৃঙ্খল মাথা বিষ বিষ ভাব দেখা দিতে পারে ।

**সরবরাহ :** এ্যালারিড® ট্যাবলেট : ১০ X ১০টি ।  
এ্যালারিড® সিরাপ : ১০০ মি.লি. ।

পরামর্শ অনুযায়ী ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এ্যালারিড ০.২৫% চোখের ড্রপে বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড আছে, যা নমনীয় কন্ট্যাক্ট লেন্সে জমতে পারে । তাই কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারকারীদের এ্যালারিড চোখের ড্রপস্ দেওয়া উচিত নয় । ব্যবহারের পূর্বে লেন্স খুলে ফেলতে হবে এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে পুনরায় দেয়া যাবে না ।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া :** স্থানীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অতিসংবেদনশীলতা যেমন চোখের জ্বালাপোড়া, চোখের শুক্তা, চোখের পাতার অস্বাভাবিকতা, আলোর প্রতি অসহনীয়তা, কর্ণিয়ার প্রদাহ, চোখ দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি ।

**প্রতিনির্দেশনা :** কিটোটিফেন অথবা এর যেকেন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি প্রতি নির্দেশিত ।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** যদি অন্য চোখের ওষুধের সাথে ব্যবহার করতে হয় তবে দুটি ওষুধ ব্যবহারে কমপক্ষে ৫ মিনিটের ব্যবধান অবশ্যই রাখতে হবে ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা মায়েদের উপর এ্যালারিড চোখের ড্রপের কোন সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়াত্ত্ব গবেষনা নাই । তাই গর্ভাবস্থা মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । মানুষের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবহারে নির্ণয়যোগ্য মাত্রা মাত্রাকে পাওয়া যায় নাই ।

**সরবরাহ :** এ্যালারিড® চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি. ।

**এ্যালারিড® চোখের ড্রপস্**

**Alarid® Eye Drops**

**উপাদান :** কিটোটিফেন ০.০২৫% চোখের ড্রপস্ ।

**নির্দেশনা :** সিজেনাল অ্যালার্জিক কন্জাংটিভাইটিস জনিত লক্ষণ ও উপসর্গের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাঞ্চবয়স্ক এবং তিন বছরের অধিক বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে: আক্রান্ত চোখের কন্জাংটিভাল স্যাকে ১ ফোটা ওষুধ দিনে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে দিতে হবে । তিন বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে: চিকিৎসকের

**এ্যালাট্রোল®**

**Alatrol®**

**উপাদান :** সেটিরিজিন হাইড্রোক্লোরাইড । ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ২.৫ মি.গ্রা./ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ ।

**নির্দেশনা :** সিজেলাল এলার্জিক রাইনাইটিস, পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস এবং ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকোরিয়ায় নির্দেশিত । এটি এ্যালার্জেন-এর ফলে সৃষ্ট এ্যাজমাকে দূর করে ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৬ বছর বা এর বেশী বয়সের শিশুদের এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ট্যাবলেট: দৈনিক ১টি ট্যাবলেট । সিরাপ: ২ চা চামচ প্রতিদিন একবার

অথবা ১ চা চামচ প্রতিদিন দুই বার। ২-৬ বৎসরের বাচ্চাদের : সিরাপ: এক চা চামচ প্রতিদিন। অথবা ১/২ চা চামচ প্রতিদিন দুই বার। ৬ মাস-২ বছরের নীচে বাচ্চাদের : সিরাপ: ১/২ চা চামচ প্রতিদিন। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১/২ চা চামচ করে প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে। পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ঃ: ১ মি.লি. করে দিনে

একবার। ১২-২৩ মাসের শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রা ১ মি.লি. করে প্রতি ১২ ঘণ্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা** ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গাঢ়ী ও ভারী মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সেটিরিজিন গ্রহণ এর পর অতিরিক্ত অ্যালকোহল বা অন্যান্য সিএনএস ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সামান্য পরিমাণ ঘূম ঘূম ভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা না থাকলে সেটিরিজিন গ্রহণ করা উচিত নয়। সেটিরিজিন মায়ের দুর্বের সাথে নিঃস্ত হয়। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ইহা নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :** এ্যালট্রোল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এ্যালট্রোল<sup>®</sup> সিরাপ : ৬০ মি.লি। এ্যালট্রোল<sup>®</sup> পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ঃ : ১৫ মি.লি।

## এ্যালমেক্স<sup>®</sup>

## Almex<sup>®</sup>

**উপাদান :** এ্যালবেনেডাজেল। ৪০০ মি.গ্রা। ট্যাবলেট এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** কৃমি দ্বারা সংক্রমিত আঞ্চের একক বা মিশ্র সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-২ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: অর্ধেক এ্যালমেক্স<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট বা ১ চা চামচ এ্যালমেক্স<sup>®</sup> সাসপেনশন একক মাত্রায় সেব্য। প্রাণ্ত বয়স্ক এবং ২ বছর বা অধিক বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এসকারিয়াসিস, এস্টারেনিয়াসিস, বক্র কৃমি সংক্রমণ, ট্রাইচুরিয়াসিস-এর চিকিৎসায় সাধারণ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা। স্ট্রেংগাইলইডিয়াসিস এবং টিনিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ৪০০ মি.গ্রা. করে পর পর তিনদিন। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হাইড্রাটিড রোগের চিকিৎসায় ৪০০

মি.গ্রা. দিনে দুই বার করে ২৮ দিন সেব্য। সুস্থ না হলে ১৪ দিন ব্যবধানে পুনরায় ২৮ দিন সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** তলপেটে অস্থায়ী ব্যথা, ডায়ারিয়া, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, লিভার এনজাইমের বৃদ্ধি এবং নিউকোপেনিয়া।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় সেবন করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** এ্যালমেক্স<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট : ২৫ X ২ টি। এ্যালমেক্স<sup>®</sup> সাসপেনশন : ১০ মি.লি।

## Ambrox<sup>®</sup>

**উপাদান :** এমব্রোক্সুল হাইড্রোক্লোরাইড। ৬ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ঃ, ১৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ৭৫ মি.গ্রা. এসআর ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** শ্লেঞ্চাযুক্ত কাশি, শ্বাসতন্ত্রের শ্লেঞ্চাযুক্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ, রাইনো ফেরিনজিয়াল ট্রান্স-এর শ্লেঞ্চাযুক্ত প্রদাহ (ল্যারিনজাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, সাইনুসাইটিস এবং রাইনাইটিস), শ্লেঞ্চাযুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রক্ষাইটিস, ব্রেঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রেঙ্কিয়েক্টেসিস, দীর্ঘস্থায়ী নিউমোনিয়া।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক সেবন মাত্রা (খাবার পর গ্রহণ করা উক্তম):

পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ঃ : ০-৬ মাস বয়স : ০.৫ মি.লি. দিনে ২ বার। ৬-১২ মাস বয়স : ১.০ মি.লি. দিনে ২ বার। ১-২ বছর বয়স : ১.২৫ মি.লি. দিনে ২ বার।

সিরাপ : ২-৫ বছর বয়স : ২.৫ মি.লি. (১/২ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার। ৫-১০ বছর বয়স : ৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার। ১০ বছরের বেশি বয়সের শিশু ও বয়স্ক : ১০ মি.লি. (২ চা চামচ) দিনে ২-৩ বার।

**ক্যাপসুল :** ১২ বছরের বেশি বয়সের শিশু ও বয়স্ক : ১টি ক্যাপসুল দিনে ১ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা থাকলে। গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের এবং খিঁচুনীর রোগীদের সাবধানতার সাথে দেয়া উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকস্থলীর প্রদাহ, ভার ভার ভাব দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টিটাসিভ (যেমন কোডেইন) এর সাথে গ্রহণ করা উচিত নয়।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন সময়ে,

বিশেষ করে প্রথম ৩ মাস ব্যবহার করা উচিত নয়।  
**সরবরাহ:** এমব্রোক্স® পেডিয়াট্রিক ড্রপস : ১৫ মি.লি.।  
 এমব্রোক্স® সিরাপ : ১০০ মি.লি.। এমব্রোক্স® ৭৫  
 এস আর ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি।

**এমিস্টার™**

**Amistar™**

**উপাদান:** এমিস্টার™ ১০০ আইএম/আইভি  
**ইঞ্জেকশন:** প্রতিটি ২ মি.লি. এ্যাম্পুল-এ রয়েছে  
 এমিক্যাসিন ১০০ মি.গ্রা. এমিক্যাসিন সালফেট  
 ইউএসপি হিসাবে।

**এমিস্টার™ ৫০০ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন:** প্রতিটি  
 ২ মি.লি. এ্যাম্পুল-এ রয়েছে এমিক্যাসিন ৫০০ মি.গ্রা.  
 এমিক্যাসিন সালফেট ইউএসপি হিসাবে।

**নির্দেশনা:** এমিক্যাসিনের প্রতি সংবেদনশীল গ্রাম-  
 নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি তৈরি সংক্রমণের  
 চিকিৎসায় এমিক্যাসিন নির্দেশিত যেমন সেপ্টিসেমিয়া  
 (নবজাতকের সেপসিস সহ), শ্বসনতন্ত্রের তৈরি  
 সংক্রমণ, অঙ্গি ও অঙ্গি সদূর সংক্রমণ, কেন্দ্রীয়  
 স্নায়ুতন্ত্রের সংক্রমণ, (মেনিনগাইটিস সহ), তৃক ও  
 কোমল কলার সংক্রমণ, উদরের অভ্যন্তরীন সংক্রমণ  
 এবং আগুনে পোড়াজনিত বা পোস্ট-অপারেটিভ  
 সংক্রমণের (রক্তনালীর শল্যচিকিৎসা পরবর্তী  
 সংক্রমণসহ) চিকিৎসায়।

জেন্টামাইসিন বা টোবরামাইসিন রেজিস্ট্যান্ট গ্রাম-  
 নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন প্রোটিয়াস রিটিগেরি,  
 প্রভিডেসিয়া স্টুয়ার্ট, সেরেসিয়া মারসিসেস এবং  
 সিউডোমোনাস এরোজিনোস সৃষ্টি সংক্রমণেও  
 এমিক্যাসিন নির্দেশিত।

এছাড়াও এমিক্যাসিন স্ট্যাফাইলোকক্সি সংক্রমণেও  
 কার্যকর দেখা গিয়েছে। ইহা স্ট্যাফাইলোকক্সাল  
 গ্রোগসমূহে অথবা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি  
 সংক্রমণের প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে বিবেচিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্ত ব্যাক্ষ ও শিশুদের জন্য:  
 ১৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি সমবিভক্ত মাত্রায়  
 (৫০০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার এর সমতুল্য)।  
 শিশুদের ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রার জন্য ১০০ মি.গ্রা./২  
 মি.লি. মাত্রাটি নির্দেশিত।

নবজাতক ও অপরিণত নবজাতকের জন্য: প্রথমে

১০ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে লোডিং ডোজ দিয়ে  
 পরবর্তিতে ১৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি  
 সমবিভক্ত মাত্রায়।

**ব্যাক্ষদের জন্য:** ক্ষতিগ্রস্ত রেচনক্রিয়াগত রোগীদের  
 ক্ষেত্রে মাত্রা সমন্বয় করা উচিত।

প্রাণঘাতী সংক্রমণ এবং/ অথবা সিউডোমোনাস  
 ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ:

প্রাপ্ত ব্যাক্ষদের জন্য মাত্রা প্রতি ৮ ঘণ্টা পরপর ৫০০  
 মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে তবে দিনে ১.৫  
 গ্রাম এর অতিরিক্ত নয় এবং ১০ দিনের বেশী নয়।  
 পূর্ণমাত্রা সম্পন্ন করতে সর্বোচ্চ ১৫ গ্রাম এর বেশী  
 অতিক্রম করা যাবেনা।

**মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ** (সিউডোমোনাল ব্যতীত অন্য  
 সংক্রমণে):

৭.৫ মি.গ্রা./কেজি/দিন হিসাবে ২ টি সমবিভক্ত মাত্রায়  
 (২৫০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার এর সমতুল্য)। ক্ষতিগ্রস্ত  
 রেচনক্রিয়া: ক্ষতিগ্রস্ত রেচনক্রিয়াগত রোগীদের ক্ষেত্রে  
 দৈনিক মাত্রা সমন্বয় করা উচিত এবং ২ টি মাত্রায়  
 মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশী হওয়া উচিত যাতে  
 ওষ্ঠের জমে যাওয়া এড়ানো যায়।

**প্রয়োগবিধি**  
 বেশীরভাগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে ইন্ট্রামাসকুলার পথে  
 প্রয়োগই নির্দেশিত তবে প্রাণঘাতী সংক্রমণে বা যে  
 সকল রোগী ইন্ট্রামাসকুলার পথে গ্রহণ করতে সক্ষম  
 নয় সেক্ষেত্রে ইন্ট্রাভেনোস পথে দেয়া যেতে পারে।

**ইন্ট্রাপেরিটেনিয়াল ব্যবহার**

চেতনানাশকের কার্যকারিতা থেকে পুনরুদ্ধার হওয়ার  
 পর এমিক্যাসিন ০.২৫% ইরিগেন্ট হিসাবে ব্যবহার  
 করা যেতে পারে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার**

১৬ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে এমিক্যাসিনের  
 নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এমিক্যাসিন ব্যবহারের ফলে যে  
 ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-  
 চিলিটাস, মাথা মোরা, বধির হওয়া, ক্ষিন র্যাশ, মাথা  
 ব্যথা, প্যারাসথেসিয়া, বমিভাব এবং বমি।

**প্রতিনির্দেশনা:** এমিক্যাসিন অথবা এ ওষ্ঠের যে কোন  
 উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে  
 ইহা প্রতিনির্দেশিত।

**গর্ভবত্ত্বাত্মক ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** এমিক্যাসিন অতি  
 দ্রুত প্লাসেটা অতিক্রম করে ভ্রমণের রক্তসংবহনতন্ত্র ও  
 এমনিউটিক ফ্লাইডে প্রবেশ করে ভ্রমণের শ্রবণ শক্তির

মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। স্ন্যদানকালে ব্যবহার সুপ্তিগ্রস্ত নয়।

**সরবরাহ:** এমিস্টার<sup>TM</sup> ১০০ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বার্সে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল অ্যালু-পিভিস স্লিপ্স্টার প্যাক-এ।

এমিস্টার<sup>TM</sup> ৫০০ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বার্সে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল অ্যালু-পিভিস

স্লিপ্স্টার প্যাক-এ।

## এ্যামোডিস®

## Amodis®

**উপাদান :** মেট্রেনিডাজল। ৪০০ মি.গ্রা. ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন এবং ১০০ মি.লি. আইভি ইনফিউশন।

**নির্দেশনা :** এ্যামিবিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, জিয়ারডিয়াসিস, ব্যাকটেরিয়াল ভেজাইমোসিস, তৈব্র আলসারেটিভ জিঙ্জিভাইটিস, এ্যানারোবিক সংক্রমণ যেমন সেপটিসেমিয়া, ব্যাকটেরিয়াম, পেরিটোনাইটিস, রেইন এ্যাবসসেস, নেক্রোটাইজিং নিউমোনিয়া, অস্টিওমাইলেনাইটিস, পিটুরপেরাল সেপসিস, পেলভিক এ্যাবসসেস, পেলভিক সেলুলাইটিস ইত্যাদি, পারের আলসার এবং প্রেসার সোর, দাঁতের তৈব্র সংক্রমণ, সার্জিকাল প্রোফাইল্যাক্সিস এবং লক্ষণযুক্ত তীব্র পেপটিক আলসার।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৪০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার অথবা ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, গর্ভকালীন সময়ে ইহগ করা উচিত নয় অথবা অন্য কোন বিকল্প না থাকলে তবেই ইহগ করা উচিত। মেট্রেনিডাজল ইহগেকালীন অথবা ইহগের দুর্দিন পর্যন্ত বাচাকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, ধাতব স্বাদ, জিহ্বার উপরে আবরণ, ঘূম ঘুম ভাব এবং মুখনালীতে অস্তি অনুভূত হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এলকোহল, ডাইকোমারল, ওয়ারফারিন, ফেনিট্যেন, ফেনোবারবিটেন, ফরোইউরাসিল, ডাইসালফিরাম, লিথিয়াম ও সিমেটিডিনের সঙ্গে ইহগ করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** এ্যামোডিস<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট : ২০ X ১০

টি। এ্যামোডিস<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এ্যামোডিস<sup>®</sup> সাসপেনশন : ৬০ মি.লি। এ্যামোডিস<sup>®</sup> আইভি ইনফিউশন: ১০০ মি.লি।

## এ্যানাডল®

## Anadol®

**উপাদান:** ট্রাইডাল হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। ৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা. এস আর ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন, ৫০ মি.গ্রা./মি.লি.

ইঞ্জেকশন এবং ১০০ মি.গ্রা. সাপোজিটরি নির্দেশনা: মাঝারি থেকে তীব্র ব্যথাজনিত উপসর্গসমূহে এ্যানাডল কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপসর্গসমূহ নিম্নরূপঃ

অস্ত্রপচার পরবর্তী ব্যথা।

কলিক ও স্প্যাসাটিক ব্যথা।

ক্যাপারের ব্যথা।

সন্নিহিত সংযুক্ত সংক্রান্ত ব্যথা।

ঘাঢ় ও পিঠের ব্যথা উপসর্গজনিত ব্যথা।

অষ্টিওপোরোসিস এর উপসর্গজনিত ব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: এ্যানাডল ক্যাপসুল: স্বাভাবিক সেবনমাত্রা ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা অন্তর। তীব্র ব্যথার (Acute) ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা ১০০ মি.গ্রা. প্রয়োজন। ক্রনিক ব্যথার (Chronic pain) ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা. প্রারম্ভিক মাত্রা নির্দেশিত। পরবর্তী মাত্রাসমূহ ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে কি মাত্রার ও কতবার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। মুখে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা. এর বেশী হওয়া উচিত নয়।

এ্যানাডল<sup>®</sup> এসআর ক্যাপসুল: একটি এস আর ক্যাপসুল ১২ ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে কি মাত্রার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে তা ১২ ঘন্টার কম ব্যবধানে ব্যবহার করা উচিত নয়। দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা. এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

এ্যানাডল<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন: প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা পরপর ৫০-১০০ মি.গ্রা. মাত্রায় আইএম ও আইভি ২-৩ মিনিট ব্যাপী অথবা ইনফিউশনের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। অঙ্গোপচারোভাব ব্যথার চিকিৎসায় প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে ১০০ মি.গ্রা. ব্যবহার করতে হবে যা ১০-২০ মিনিট অন্তর ৫০ মি.গ্রা. মাত্রার

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রথম ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ৫০-১০০ মি.গ্রা. প্রতি চার থেকে ছয় ঘণ্টা হিসেবে ৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

এ্যানাডল সাপোজিটরিঃ এ্যানাডল সাপোজিটরি পায়পথে ব্যবহার্য।

প্রাণ্ত ব্যক্ষনের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাবিক মাত্রা হচ্ছে ১০০ মি.গ্রা. ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড ছয় ঘণ্টা অন্তর। সাধারণভাবে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা. ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড (৪টি এ্যানাডল সাপোজিটরি) যথেষ্ট। তবে ক্যাপ্সার এর ব্যথায় এবং অস্ত্রোপচারে পরবর্তী ব্যথায় আরও অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ট্রামাডলের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। এ ছাড়াও এলকোহল জনিত বিষত্রিয়া, হিপনোটিক, কেন্দ্রিয়ভাবে কার্যম ব্যথানাশক ওষুধ, অপয়োড অথবা সাইকোট্রাপিক ওষুধ সমূহের সাথেও ট্রামাডল ব্যবহার করা যাবে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যাওয়াঃ যখন কোন অবশকারী ওষুধ অথবা এলকোহলের সাথে ট্রামাডল অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যেতে পারে।

অপয়োড নির্ভরশীলতাঃ অপয়োড ওষুধ সমূহের উপর নির্ভরশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ট্রামাডল নির্দেশিত নয়। স্নায়ুতন্ত্রীয় নিষেজকারক এর সাথে ব্যবহারও স্নায়ুতন্ত্রীয় ডিপ্রেসেন্ট যেমন এলকোহল, অপয়োড, এনেসথেটিক, ফেনোথায়াজিন, ট্রাক্সলাইজার ও সিডেটিভ হিপনোটিক এর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রামাডল সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, একাকিন্ত, বমি হওয়া, ফুসকুড়ি, স্নায়ুবিক উত্তেজনা, দুর্বলতা ইত্যাদি। কদাচিং সংঘটিত প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- অসুস্থ বোধ হওয়া, এলার্জি বিক্রিয়া, ওজনহানতা, রক্তনালীর প্রসারণ, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: সাধারণভাবে ট্রামাডলের সাথে অন্য ওষুধের পারস্পরিক বিক্রিয়া নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার তেমন প্রয়োজন নেই।

মনোমাইন অ্যান্ডেজ ইন্হিবিটরস-ই একমাত্র ওষুধ

যা ট্রামাডলের সাথে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়। কার্বামাজেপিন ও ট্রামাডল একত্রে ব্যবহার করলে ট্রামাডলের বিপাকক্রিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে ট্রামাডলের মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তায় ট্রামাডলের ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ট্রামাডল পাসেন্টা ভেদ করতে পারে। সুতরাং একান্ত অপরিহার্য না হলে গর্ভবত্তায় ট্রামাডল ব্যবহার না করাই শোয়। মাতৃদুর্খি নিঃস্ত হয় বলে দুঃখদানকারী মায়েদের ট্রামাডল হাইড্রোক্লোরাইড গ্রহণ করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:** এ্যানাডল® ৫০ ক্যাপসুল: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৪০ টি ক্যাপসুল। এ্যানাডল® ১০০ এস আর ক্যাপসুল: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ক্যাপসুল। এ্যানাডল® ১০০ ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্ত্রে আছে ১০ টি এ্যাম্পুল। এ্যানাডল® ১০০ সাপোজিটরি: প্রতি বাস্ত্রে ২০ টি সাপোজিটরি।

## এনক্লগ®

**Anclog®**

**উপাদান :** ক্লোপিডোগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এ্যাথেরোক্লেরোসিস (ইসকেমিক স্ট্রোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা স্থায়ী প্রাণ্তীয় ধৰ্মনীর রোগ) এর ইতিহাস আছে, সেসব রোগীদের এ্যাথেরোক্লেরোটিক ইভেন্ট এর প্রতিরোধে নির্দেশিত। এটি প্রতিরোধক হিসাবে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এবং স্ট্রোকের মত থোমো-এমবোলিক অস্থানাবিকতার ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৭৫ মি.গ্রা. করে দিনে একবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা এবং পাকস্থলী বা অস্ত্রে ঘা অথবা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজেজনিত রক্তক্ষরণে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** রক্তক্ষরণ (পরিপাকতন্ত্র ও ইন্ট্রাক্রেনিয়াল), পেটে অস্পষ্টবোধ, বমি বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, মাথা ঘিমুবিমু করা, মাথাঘোরা, প্যারেসথেসিয়া, র্যাশ, চুলকানী, কিডনী এবং যকৃত সংক্রান্ত জটিলতা, নিউট্রোপেনিয়া ইত্যাদি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এ্যাসপিগ্রিন,

এনএসএআইডি ।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

**সরবরাহ :**

এনক্লগ® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি ।

**এনক্লগ® প্লাস**

**Anclog® Plus**

**উপাদান :** ক্লোপিডোথেল ৭৫ মি.গ্রা. এবং এ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** যে সকল রোগীদের লক্ষণসহ এখেরোক্লেরোসিস রোগ (যেমন- ইসকেমিক স্ট্রোক, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা তীব্র করোনারী সিনিঙ্গ্র) যায়েছে, তাদের এখেরোক্লেরোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ১ টি করে ট্যাবলেট ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এনএসএআইডি অথবা এই ওষুধের যে কোন উপাদানে অতিসংবেদনশীলতা, যে কোন ধরণের রাজক্ষয়ণে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, ফুসকুঁড়ি, বমি, নিউরালজিয়া, প্যারেসথেসিয়া, চুলকানি ।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভবত্তার শেষ ৩ মাস ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**সরবরাহ :** এনক্লগ® প্লাস ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি ।

**এনজিলক®**

**Angilock®**

**উপাদান :** লোসারটেন পটাসিয়াম ২৫, ৫০ ও ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** সব ধরণের উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** নিয়মিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার। তবে ২৫-১০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন রোগীর অবস্থা বুঝে ব্যবহার করা যায়। বয়োবৃদ্ধ রোগীদের মাত্রা নিম্নমাত্রায় অর্থাৎ ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার ব্যবহার করতে বলা হয়ে থাকে। বৃক্ষের

অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে অথবা ডায়ালাইসিস করা হচ্ছে এরকম রোগীর মাত্রা শুরুতে নিম্ন মাত্রায় অর্থাৎ ২৫

মি.গ্রা. ব্যবহার করতে বলা হয়ে থাকে ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা, উচ্চমাত্রায় মৃত্ৰ বৰ্ধক ব্যবহারের ফলে যাদের শিরাপথে রঞ্জ প্ৰবাহ কমে যায় সেসব রোগীদের মাত্রা নিম্নরক্তচাপ দেখা দিতে পারে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা বিমুক্তি করা, ফুসকুঁড়ি এবং এনজিওইডিমা, যেমন মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা ফুলে যাওয়া কদাচিত দেখা দিতে পারে। বৃক্ষীয় সমস্যা আছে এ ধরণের রোগীদের মাত্রা মারাত্মক নিম্নরক্তচাপ দেখা দিতে পারে ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ক্লিনিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, ডিগোক্সিন, ফেনোবারিটোন, ওয়ারফেরিন, কিটোকোনাজল এবং সিমেটিডিনের উপর এ ক্ষেত্রে ফাৰ্মাৰোকাইনেটিক পৱীক্ষা নিৰীক্ষা চালানো হয়েছে ।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**সরবরাহ :** এনজিলক® ২৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি । এনজিলক® ৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি । এনজিলক® ১০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি ।

**এনজিলক® প্লাস**

**Angilock® Plus**

**উপাদান :** (লোসারটেন পটাসিয়াম ৫০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ১২.৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট, (লোসারটেন পটাসিয়াম ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ১২.৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট এবং (লোসারটেন পটাসিয়াম ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসায় নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১টি ট্যাবলেট দিনে একবার ।

**সৰ্বোচ্চ মাত্রা হল** লোসারটেন ১০০ মি.গ্রা. ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, বৃক্ষের অকার্যকারিতায় কিংবা সালফোনামাইডে অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহারে প্রতিনির্দেশ আছে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেটে ব্যথা, ইডিমা (ফুলে যাওয়া), পিঠে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘুরানো, কাশ,

সাইনাসের প্রদাহ, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং চামড়ায় ফুসকুঁড়ি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : মাতৃদুক্ষে নিঃসরিত হয় কিনা তা এখনও জানা যায়নি। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ : এনজিলক<sup>®</sup> প্লাস ৫০/১২.৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। এনজিলক<sup>®</sup> প্লাস ১০০/২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। এনজিলক<sup>®</sup> প্লাস ১০০/১২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## এনজিভেন্ট<sup>®</sup> এম আর Angivent<sup>®</sup> MR

উপাদান : ট্রাইমেটাজিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ৩৫ মি.গ্রা. এম আর (মিডিইড রিলিজ) ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : এ্যানজাইনা পেকটোরিস এর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার (সকাল ও রাতে খাবার সময়)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তীব্র বিষণ্ণতা, তীব্র রেনাল ফেইলিংওয়ার (ক্রিয়েটিনিন প্লিয়ারেস <১৫ মি.লি.মি.বিট)।

পর্যাপ্ততা : পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে যা অত্যন্ত বিরল।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ : এনজিভেন্ট<sup>®</sup> এম আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০টি।

## এনলেপ্টিক<sup>®</sup>

## Anleptic<sup>®</sup>

উপাদান: কার্বামাজেপিন বিপি। ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা. সিআর ট্যাবলেট এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এনলেপ্টিক<sup>®</sup> (কার্বামাজেপিন) নির্দেশিত-

পর্যাপ্তাল এবং সেকেন্ডারী জেনারাইলজড টনিক ক্লিনিক সিজার (মৃগীরোগ)।

প্রাইমারী জেনারাইলজড টনিক ক্লিনিক সিজার।

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া।

বাইপলার ডিজঅর্ডার প্রতিরোধ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ইপিলেপ্সি: প্রারম্ভিক- ২০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১ চা চামচ দিনে ৪ বার (দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা.)। কাঞ্জিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রহস্ত প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ২ বার অথবা ৪ বার করে সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ১২-১৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা দৈনিক ১০০০ মি.গ্রা. এর বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয় এবং ১৫ বছরের উর্দ্ধে এ সেবন মাত্রা ১২০০ মি.গ্রা. বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ সেবন মাত্রা ১৬০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত হতে পারে।

অব্যাহত মাত্রা-সাধারণত দৈনিক ৮০০-১২০০ মি.গ্রা.

।

৬-১২ বছর শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক- ১০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১-২ চা চামচ দিনে ৪ বার (দৈনিক ২০০ মি.গ্রা.)। কাঞ্জিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রহস্ত প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা. করে দৈনিক ২ বার অথবা ৪ বার করে সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেবন মাত্রা দৈনিক ১০০০ মি.গ্রা. এর বেশি বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক ৪০০-৮০০ মি.গ্রা.।

৬ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রতি কেজিতে ১০-২০ মি.গ্রা. হারে ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট দিনে ২বার অথবা ৩ বার অথবা সাসপেনশন দিনে ৪ বার। কাঞ্জিত ক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রহস্ত সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক প্রতি কেজিতে ৩৫ মি.গ্রা. এর নিচের মাত্রাতে কাঞ্জিত ক্রিয়া পাওয়া যায়। যদি কাঞ্জিত ক্রিয়া লক্ষিত না হয় তাহলে প্লাজমা মাত্রা পরিমাপ করে দেখতে হবে যে তা থেরাপিউটিক মাত্রার ভেতর রয়েছে কিনা। প্রতিদিন প্রতি কেজিতে ৩৫ মি.গ্রা. এর বেশি সেবনের ক্ষেত্রে কার্বামাজেপিন এর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়।

যৌথ চিকিৎসা: কার্বামাজেপিন একাকি অথবা অন্য ঝিঁঁচুনী প্রতিরোধক এর সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন অন্য ঝিঁঁচুনী প্রতিরোধক এর সাথে ব্যবহার করা হয় তখন কার্বামাজেপিন এর সেবন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং অন্য ওষুধের সেবন ধীরে ধীরেহাস করতে হবে। শুধুমাত্র ফিনাইটয়েন এর

সেবন বৃদ্ধি করতে হবে।

**ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া: প্রারম্ভিক- প্রথম দিন ১০০ মি.গ্রা.** দিনে ২ বার ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট অথবা ১-২ চা চামচ দিনে ৪ বার সাসপেনশন হিসেবে দৈনিক সর্বমোট ২০০ মি.গ্রা। ট্যাবলেট অথবা সিআর ট্যাবলেট এর ক্ষেত্রে প্রতি ১২ ঘন্টায় ১০০ মি.গ্রা. করে অথবা সাসপেনশনের ক্ষেত্রে প্রতি ১২ ঘন্টায় ৫০ মি.গ্রা. সেবন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দৈনিক ১২০০ মি.গ্রা. এর বেশি সেবন বৃদ্ধি করা উচিত নয়।

**অব্যাহত মাত্রা- সাধারণত দৈনিক ৪০০-৮০০ মি.গ্রা.** হারে সেবন করলেই ব্যথা থেকে নিরাময় পাওয়া যায়। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে এ মাত্রা ২০০ মি.গ্রা. এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ১২০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি ৩ মাসে এক বার সেবন হ্রাস করার চেষ্টা করা উচিত অথবা সেবন বন্ধ করা উচিত।

**কার্বামাজেপিন সেবনের সাথে খাবার গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই।**

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কার্বামাজেপিন ব্যবহার করা যাবে না:

**কার্বামাজেপিন অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে**

**এট্রিম ডেন্ট্রিফুল রক**

**বোনমের ডিপ্রেশন**

**পোরফাইরিয়াস**

**ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট।**

**যারা বিগত ১৪ দিনের মধ্যে কোন মনোএমাইনো অ্যাঞ্জেড এন্টিডিপ্রেসেন্ট গ্রহণ করেছে**

**সাবধানতা:** কার্বামাজেপিন বাঁচুনি এবং ঘুম ঘুম ভাব তৈরী করতে পারে। তাই গাঢ়ী অথবা মেশিন চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নেয়া উচিত। এলার্জি দেখা দিতে পারে। যদি কোন র্যাশ, চুলাকানি অথবা অন্য কোন অনাকাঞ্চিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তখন সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কদাচিৎ ক্ষেত্রে যকৃতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যদি চুলকানি, চামড়ায় হলদেটে ভাব অথবা ভিন্ন রকম গাঢ় মূত্র, বমি, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামদ্দা অথবা ঝুঁ এর লক্ষণ দেখা যায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। কার্বামাজেপিন ইন্স্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরেন ইত্যাদি হরমোনাল কন্ট্রাসেপ্টিভ এর রক্তের মাত্রাহ্রাস করে। ফলে জন্ম বিরাতি করণ ওয়্যাধের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে। যেসব মহিলারা জন্ম বিরাতিকরণ

ওয়্যাধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ মি.গ্রা। ইন্স্ট্রোজেন মাত্রার জন্ম বিরাতি করণ ট্যাবলেট অথবা কনডম ব্যবহার করা উচিত। কার্বামাজেপিন এর সেবন হঠাত বন্ধ করা উচিত নয়। যদি সেবন হ্রাস প্রয়োজন হয় তবে ধীরে ধীরে একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্ববধানে সেবন হ্রাস করা উচিত।

**সতর্কতা:** মিশ্র সিজার এবং এবসেল্স সিজার, বয়স্ক লোক, হার্ট, লিভার, কিডনী এবং মানসিক অসুস্থিতা, ঘুরুমো, অন্য ওয়্যাধের দ্বারা স্ট্রেচের সমস্যা, পূর্বে কার্বামাজেপিন এর চিকিৎসা বন্ধ করা হয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং এলার্জির কারণে, এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বাঁচুনি, ঘুম ঘুম ভাব, শুক্র মুখ, এটাকশিয়া, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামদ্দা, লিউকোপেনিয়া, প্রোটিন ইউরিয়া, ব্রাডিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন এবং হার্টফেইলর। ইরাইথ্রোমেটাস কিন র্যাশ অথবা এ্যাপ্লাসটিক এনিমিয়া ও কদাচিত পরিলক্ষিত হয়।

**অন্য ওয়্যাধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** কার্বামাজেপিন সেবনের প্রথম ২ মাসের মধ্যে জন্মবিরাতিকরণ ওয়্যাধ নিচেন এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে গ্যালাকটোরিয়া দেখা দিতে পারে। ফিনাইট্যেন কার্বামাজেপিন এর মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে। তাই সেবন মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্স ক্যাটাগরি-ডি। কার্বামাজেপিন এবং এর ইপোক্লাইড মেটাবোলাইট মাত্তুন্দু নিঃসৃত হয়। সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ারোধে মাত্তুন্দু সেবন অথবা ওয়্যাধ সেবন বন্ধ করতে হবে।

**সরবরাহ:**

**এনলেপটিক® ২০০ মি.গ্রা.:** প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। এনলেপটিক® ২০০ মি.গ্রা. সিআর: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। এনলেপটিক® ১০০ মি.লি. সাসপেনশন: প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সাসপেনশন।

**এনেসপাইন®**

**Anespine®**

**উপাদান:** এনেসপাইন ইন্ট্রাস্পাইনাল ইঞ্জেকশন: প্রত্যেক মি.লি. ধারন করে বুপিভাকেইন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৫ মি.গ্রা. এবং ডেক্সট্রোজ ইউএসপি ৮০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** এনেসপাইন ইঞ্জেকশন স্পাইনাল এনেসথেশিয়াতে নির্দেশিত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোয়-ইউরোলোজিক্যাল সার্জারী (২-৩ ঘণ্টা থাকে)

লোয়ার লিম্স সার্জারী লিম্স সার্জারী (২-৩ ঘণ্টা থাকে) এবংডেমিনাল সার্জারী (৪৫-৬০ মি. থাকে)

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** নিম্নের দেয়া মাত্রাগুলো এভারেজ/সাধারণ প্রাণ্ত ব্যক্তিদের জন্য গাইড হিসেবে ধরে নিতে হবে।

**স্পাইনাল এনেসথেসিয়া সার্জারীর জন্য:** (২-৪) মি.লি. (১০-২০ মি.গ্রা. বুপিভাকেইন হাইড্রোক্রোইড) এনেসথেসিয়া বিস্তৃত যাতে এনেসপাইন আছে কিছু ফ্যাস্টেরের উপর নির্ভর করে এবং এটি দ্রবণের পরিমাণ এবং রোগীর অবস্থান ইঞ্জেকশন নেয়ার সময় ও পরে এর উপরও নির্ভর করে। বসা অবস্থায় কোনো রোগীকে এল ৩ - এল ৪ ইন্টারভার্ট্রিল স্পেস এ ইঞ্জেকশন দেয়া হলো, ৩ মি.লি. এনেসপাইন টি৭-টি১০ স্পাইনাল সেগমেন্টে বিস্তৃত হয়। রোগীর শোয়া অবস্থায় এবং তারপর সুপাইনে পরিণত হলে এরপ অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেয়া হলে ঝরকেড টি৪-টি৭ স্পাইনাল সেগমেন্টে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বোঝা উচিত যে স্পাইনাল এনেসথেসিয়ার মাত্রা যা যেকোন লোকাল এনেসথেটিকের সাথে গ্রহণ করা হোক না কেন তা পরিমাপ করা যেকোন রোগীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

৪ মি.লি. এর অতিরিক্ত বুপিভাকেইনের প্রভাব এখনও পর্যন্ত গবেষণা করা হয়নি এবং এজন্য এরপ মাত্রা নির্দেশিত হয় না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** স্পাইনাল এনেসথেশিয়াতে ব্যবহৃত অন্যান্য লোকাল এনেসথেটিকের সাথে বুপিভাকেইনের নিরাপদ অবস্থান তুলনা করা যায়। কিন্তু দুর্লভ ক্ষেত্রে বুপিভাকেইন এলার্জিক রিএকশন এবং এনাফাইল্যাকটিক শক এর কারণ হয়ে দাঢ়িয়। স্পাইনাল এনেসথেসিয়া নিজেই হাইপোটেনশন এবং ব্রাডিকার্ডিয়ার কারণ সিমপ্যাথেটিক ঝরকেড এবং ভাসোভাগাল ফেইন্টিং এর কারণে।

কিছু ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক এরস্টেও ঘটতে পারে। সকল রেসপাইরেটরী মাসলের প্যারালাইসিস হতে পারে উচ্চ মাত্রার এনেসথেসিয়ার প্রয়োগে। পোস্টোপারেটিভলি পোস্ট লাম্বার পাংচার হেডেক/মাথাব্যথা ঘটতে পারে। নিউরোলোজিক্যাল ডিজিস দুর্লভ কিন্তু রিজিওনাল এবং প্রকৃতপক্ষে স্পাইনাল এনেসথেসিয়া একটাৰ পরে আৱেকটা ঘটে।

**সিস্টেমিক টক্সিসিটি:** স্পাইনাল এনেসথেসিয়ায় সাধারণত ঘটে না এবং এক্সিডেন্টাল ইন্ট্রাভাসকুলার ইঞ্জেকশন এর পরে ঘটতে পারে।  
**সিস্টেমিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া** এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল জিহ্বার জড়তা, লাইথেডনেস, তন্দ্রা এবং ট্রেমর যা কন্ডাসশন এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিসঅরডারে হয়।

**প্রতি নির্দেশনা:** যেকোন প্রকার লোকাল এনেসথেটিক অ্যামাইড টাইপের এজেন্টের প্রতি অথবা বুপিভাকেইন এর প্রতি হাইপারসেন্সিটিভিটি আছে এরপ ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। এই শর্তাবলী বিবিধ ব্যবহার প্রতিরোধ করে স্পাইনাল এনেসথেশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন- সিভিয়ার হেমোরেজ, সিভিয়ার হাইপারটেনশন অথবা শক এবং এরিথ্রিয়াস যেমন- পুরোপুরি হার্ট রক যা তীব্রভাবে কার্ডিয়াক আউটপুটকে প্রতিরোধ করে, লোকাল ইঞ্জেকশন প্রস্তাবিত লাম্বার পাংচার এর হানে, সেপ্টিসিমিয়া।

**অন্যান্য ওষুধের প্রতি এর প্রতিক্রিয়া:** বুপিভাকেইন সেসব ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত যারা এন্টিএরিমিক ড্রাগ লোকাল এনেসথেটিক এন্টিভিটির সাথে নেয়, এতে তাদের বিষ ত্রিয়ার প্রভাব যোগ হতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** বুপিভাকেইন মাতৃদূষ্পে প্রবেশ করে কিন্তু এতেই অন্ত পরিমাণে যে সাধারণত সেখানে কোন ঝুঁকি নেই বাচ্চার ক্ষেত্রে খেরাপিউটিক ডোজ লেভেলে গর্ভকালীন সময়ে কোন অপ্রত্যাশিত, অণ্ট্রোতিকর ঘটনার কোন নজির নেই। গর্ভবত্তার প্রাথমিক পর্যায়ে ইঞ্জেকশন দেয়া ঠিক নয় যদি না এর ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১৮ বছরের নিচের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা বেশি নেই বিধায় এই বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এনেসপাইন ওষুধ প্রতিনির্দেশিত।

**সরবরাহ:** এনেসপাইন ইন্ট্রাস্পাইনাল ইঞ্জেকশন: প্রতি বার্লে ১০টি এ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে রয়েছে।

এনক্সা®

Anoxa®

**উপাদান :** অক্সাজিপাম বিপি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অক্সাজিপাম দুশ্চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন উৎপেক্ষণিত সমস্যাসমূহের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই ওষুধটি নির্দিষ্টভাবে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা এবং

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তৌর মদ্যপান পরিয়াগের চিকিৎসায় ও এটা ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণ ব্যবস্থা : স্বল্প থেকে মধ্যম মাত্রার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি এবং অস্থিরতা : স্বাভাবিক মাত্রা ১০-১৫ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার।

মারাত্মক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা সহ উদ্বেগ অথবা মদ্যপান পরিয়াগে : স্বাভাবিক মাত্রা ১৫-৩০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** ৬ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবহার এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিংবা ৬-১২ বছর বয়সীদের জন্য মাত্রাও এখন পর্যন্ত সুনির্দেশিত নয়।

চিকিৎসকই শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে মাত্রা সমন্বয় করবেন।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো আগে থেকে ধারণা করা যায় না। তবে যদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অথবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার তীব্রতার পরিবর্তন ঘটে তবে চিকিৎসককে অন্তিবিলম্বে জানানো উচিত। চিকিৎসকই নির্বাচন করবেন অঞ্জাজিপাম গ্রহণ এ রোগীর জন্য নিরাপদ কিনা। বেশি লক্ষণীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে- রক্তের সমস্যা, যৌনকর্মে আগ্রহের পরিবর্তন, উজ্জেন্মা, উজ্জলতা হ্রাস পাওয়া, মাথাব্যথা, ঘৃণার পরিবর্তন, মাংসকুড়ি ফেটে যাওয়া, দীরে সাড়া দেওয়া, অথবা একেবারেই সাড়া না দেওয়া, কথাবার্তায় অসংগৃতা অথবা পানি জমা হওয়ার কারণে মাংসপেশী ফুলে উঠা, কাঁপুনি, মাথাধোরা এবং চোখ বা চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া।

অঞ্জাজিপাম হঠাৎ পরিবর্ত্যাগে সমস্যা হতে পারে : যেমন- পেট মোচড় দেয়া বা মাংসপেশীর খিচুনি, কাঁপুনি, অবসন্ন মন, ঘুমের সমস্যা, অতিরিক্ত ঘাম বা ব্যথি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অঞ্জাজিপাম এ্যালকোহলের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে পারে : এই ওষুধ গ্রহণ কালে এ্যালকোহল পরিয়াগ করা উচিত। যদি অঞ্জাজিপাম অন্য ওষুধের সাথে গ্রহণ করা হয় যেকোনটির কার্যকারিতা বাড়তে, কমতে অথবা পরিবর্তিত হতে পারে।

নিচের ওষুধগুলির সাথে একসঙ্গে অঞ্জাজিপাম ব্যবহার করলে ডাঙ্কারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত : এন্টিহিস্টেমিন যেমন- ডাইফিনহাইড্রামিন,

মাদকগোত্রীয় ব্যথানাশক যেমন- অক্সিকোডেন এবং পেথিডিন, ঘুমের ওষুধ যেমন- সেকোবারিবিটাল, ট্রায়াজোলাম, ডায়াজিপাম বা এলপ্রাজোলাম।

**সরবরাহ :** এনজ্রা® ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## এনরিল™

## Anril™

**উপাদান:** নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ০.৫ মি.গ্রা. সাব-লিম্ফোল ট্যাবলেট এবং নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ২.৬ মি.গ্রা. সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** এনরিল™ ০.৫ ট্যাবলেট : এটি এনজিনা জনিত ব্যথা উপশম অথবা করোনারী আর্টারি ডিজিজ জনিত এনজিনা পেকটেরিস এর প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

এনরিল™ এস আর ট্যাবলেট : এটি ক্রশিক স্ট্যাবল এনজিনা পেকটেরিস এর প্রতিষেধকমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** এনরিল™ ০.৫ ট্যাবলেট:

এনজিনা অ্যাটাকের প্রথম লক্ষণের সাথে সাথে ১টি ট্যাবলেট জিহ্বার নীচে দিতে হবে। ব্যথা উপশম না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৫ মিনিট অন্তর একই মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। যদি ১৫ মিনিট ধরে ৩টি ট্যাবলেট গ্রহণ করার পরেও ব্যথা বজায় থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে ভর্তির জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

এনরিল™ এস আর ট্যাবলেট:

প্রত্যেক রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ যোগ্য কিন্তু সাধারণত ১-২টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার দেয়া যেতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা ও সতর্কতা:** মায়োকার্টিয়াল ইনফারকশন, তীব্র রক্তসংক্রান্তা, বর্ধিত ইন্ট্রাক্রেনিয়াল চাপ এবং যাদের নাইট্রোগ্লিসারিন এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের জন্য প্রতিনির্দেশিত।

যেসব রোগীদের রক্তসংক্রান্তা, ম্যায়ুরোগ, সেবেরোল হেমোরেজ, ক্লেজড এঙ্গেল ফ্লুকোমা, নাইট্রোটেস এর প্রতি সংবেদনশীলতা, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপো-ভলেমিয়া, হাইপারট্রিপিক অবস্ট্রাকচিভ কার্ডিওমায়োপেথি, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, কার্ডিয়াক টেম্পোনেড, কনস্ট্রিকচিভ পেরিকার্ডাইটিস এবং অর্থোস্ট্যাটিক ডিসফাংশন আছে তাদের নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

যেসব রোগী সিলভেনাফিল সাইট্রেট গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মুখমণ্ডলে রক্তিমাত্রা, মাথাঘোরানো এবং অবস্থানগত নিম্ন রক্তচাপ যা রিফেন্স ট্যাকিকার্ডিয়া অথবা প্যারাডিগ্রিকাল ব্র্যাডিকার্ডিয়ার কারণে সংঘটিত হয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এন্টি-হাইপারটেনসিভ, বিটা-ব্লকার অথবা ফেনোথায়াজিনস এবং নাইট্রেটস গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে সংযোজিত নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ও নাইট্রেটস এক সাথে ব্যবহার করা হলে অর্থেস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। নাইট্রেটস এবং এলকোহল একসাথে গ্রহণ করলেও নিম্ন রক্তচাপ দেখা দিতে পারে। নাইট্রোগ্লিসারিন এর ভাসোডায়ালেটেরী এবং হেমোডায়নামিক প্রভাব এসপিরিন গ্রহণের সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে। যে সব রোগী সাব-লিঙ্গুয়েল নাইট্রোগ্লিসারিন গ্রহণ করছে তাদেরকে আর্গেটামিন এবং আর্গেটামিন জাতীয় ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে অথবা আর্গেটিজম এর লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে নাইট্রোগ্লিসারিন এর নিরাপত্তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের নাইট্রোগ্লিসারিন দেয়া উচিত হবে না। মাতৃদুর্দশ নাইট্রোগ্লিসারিন নিঃস্তৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** শিশুদের জন্য নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ:** এনরিল™ ০.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তু আছে ৩০ টি সাব-লিঙ্গুয়েল ট্যাবলেট। এনরিল™ এস আর ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তু আছে ৫০ টি সাসটেইনড রিলিজড ট্যাবলেট।

## এনরিল™ স্প্রে Anril™ Spray

**উপাদান :** নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ৮০০ মাইক্রোগ্রাম/মিটার্ড ডোজ সাবলিঙ্গুয়েল স্প্রে।

**নির্দেশনা :** তীব্র এনজাইনা পেকটেরিস এর চিকিৎসা এবং এনজিনাল আক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১ অথবা ২ স্প্রে জিহ্বার নাচে প্রয়োগ করতে হবে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ

অনুযায়ী ব্যবহার।

**প্রতি নির্দেশনা :** নাইট্রেট এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, তীব্র নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোভোলেমিয়া, ন্যারো অ্যাংগেল গ্লুকোমা, তীব্র রক্তশূন্যতা, অঙ্গমস্তিষ্ঠে রক্তবরণ, মস্তিষ্ঠে আঘাত, মাইট্রল স্টেনোসিস, হাইপার্ট্রফিক অবস্থাকাটিভ কার্ডিওমারোপ্যাথিজনিত এনজাইনা। ইরেকটাইল ডিসফাংশনে ব্যবহৃত ফসফোডাইএস্টারেজ ইনহিবিটর এর সঙ্গে একসাথে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, মুখের রক্তিমাত্রা, মাথা বিশ্বামী করা, বমি বমি ভাব, বমি, দুর্বলতা অনুভব, অবস্থানজনিত নিম্ন রক্তচাপ, রিফেন্স ট্যাকিকার্ডিয়া।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** শুধুমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :** এনরিল™ স্প্রে : ২০০টি মিটার্ড ডোজ স্প্রে।

## এনরিল™ ইঞ্জেকশন

### Anril™ Injection

**উপাদান:** নাইট্রোগ্লিসারিন ইউএসপি ৫ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা:** Peri-operative উচ্চ রক্তচাপ এর চিকিৎসায়, একিটো মার্যাদাকার্ডিয়াল ইনফার্কশন সেটিং এ কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর নিয়ন্ত্রণে, যে সকল এনজিনা রোগী সাবলিঙ্গুয়েল নাইট্রোগ্লিসারিন ও বিটা-ব্লকার দ্বারা চিকিৎসায় সুরক্ষিত করতে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** সরাসরি Intravenous প্রয়োগের জন্য নয়।

নাইট্রোগ্লিসারিন ইঞ্জেকশন প্রয়োগের পূর্বে ডেক্সট্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশনে দ্রব্যাভূত করতে হবে। নাইট্রোগ্লিসারিন ইঞ্জেকশন অন্যান্য ওষুধের সাথে মিশানো যাবে না।

প্রাথমিক লঘুকরণ

নাইট্রোগ্লিসারিন এ্যাম্পুলের সম্পূর্ণ ওষুধ (যেখানে ৫০ মি.গ্রা. নাইট্রোগ্লিসারিন আছে) একটি ৫০০ মি.লি. কাঁচের বোতলে ডেক্সট্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশনে দ্রব্যাভূত করতে হবে। এতে ১০০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. ঘনত্বের দ্রবণ পাওয়া যাবে। তারপর প্রয়োগ করতে হবে।

## মেইনটেনেন্স লঘুকরণ

ডেজ টাইট্রেশন এর মাধ্যমে দ্রবণের ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে। এতে রোগীর প্রয়োগকৃত তরলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নাইট্রোগ্লিসারিন এর ঘনত্ব ৪০০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

**সর্তর্কতা** ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: নাইট্রোগ্লিসারিন এর প্রতি এ্যালার্জিক রোগী, যে সকল রোগীর pericardial tamponade, restrictive cardiomyopathy A-ev constrictive pericarditis আছে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মাথা ব্যথা, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া অনুভূতি, নিম্ন রক্তচাপ, সিনকোপ, দ্বিবৎপৰহফড় এনজিনা, Methemoglobinemia হতে পারে, তবে খুবই কম।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** নাইট্রোগ্লিসারিন এর ডেজট্রোজ (৫%) অথবা সোডিয়াম ক্রোরাইড (০.৯%) দ্রবণ অন্য কোন ওষুধের সঙ্গেই মিশানো যাবে না।

**গভৰণস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সী ক্যাটগরী সি।

নাইট্রোগ্লিসারিন মাত্তদুধের নিঃস্ত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকারী মায়েদের নাইট্রোগ্লিসারিন ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করার সময় সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ মাত্তদুধের সাথে অনেক ওষুধই নিঃস্ত হয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ:** এনরিল™ ইঞ্জেকশন : প্রতি বাস্ত্রে আছে ৮ টি এস্পুল লিস্টার প্যাকে।

## এ্যানসুলিন™ পেন কার্ট্রিজ Ansulin™ Pen Cartridge

**উপাদান:** এ্যানসুলিন™ আর পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৮৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিনাম™ এন পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৮৭ মি.গ্রা. সমতুল্য)

আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ ৩০/৭০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৮৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ ৫০/৫০ পেন কার্ট্রিজ: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৮৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৫০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেগুলার) এবং ৫০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

**নির্দেশনা:** টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

### ব্যবহার

১. এ্যানসুলিন™ পেন কার্ট্রিজ খাবার গ্রহণের ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পূর্বে সাবকিউটেনিয়াস পথে ব্যবহার করা উচিত। প্রতেক রোগীর ক্ষেত্রেই ডাঙ্কারের প্রারম্ভে ইনসুলিন গ্রহণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা উচিত।

২. ডাঙ্কারের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্ট্রিজটি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করে নিন। প্রয়োগকারী যদ্রি এ্যানসুপেন™ এর সাহায্যে কার্ট্রিজ ব্যবহার করতে হবে। এজন্য প্রয়োগকারী যত্নের সাথে সরবরাহকৃত পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী অনুসরণ করুন।

### ৩. ব্যবহারের পূর্বে করণীয়

এ্যানসুপেন™ এর ব্যবহারের নিয়মাবলী অনুযায়ী এ্যানসুলিন™ কার্ট্রিজটি সঠিকভাবে পেনে প্রবেশ করিয়ে নিডলটি সংযুক্ত করুন। এ্যানসুলিন™ এন পেন কার্ট্রিজ এন অথবা এ্যানসুলিন™ পেন কার্ট্রিজ ৩০/৭০ অথবা এ্যানসুলিন™ পেন কার্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে কার্ট্রিজের সাসপেনশন সমতাবে মিশ্রণের জন্য ৮-১০ বার উপর থেকে নিচে মুদু গতিতে ঝাঁকিয়ে নিন।

সঠিক মাত্রা নির্ধারণে ডোজেজ বাটনটি ঘুরিয়ে নিন। নিডলের সুরক্ষা ক্যাপ সরিয়ে এবং কার্ট্রিজের ভিতরের বুদবুদ বের করে দিয়ে পেনটিকে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করে নিন। বহুবিধ দূষণ প্রতিরোধে পেন প্রস্তুতকালে নিডলটি কোন কিছুর সংস্পর্শে আনবেন না।

### ৪. ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য বাহুর উপরিভাগ, উরু, নিম্ফ বা উদর বেছে নেয়া উচিত। কোষ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য পূর্ববর্তী স্থান হতে ১ সে.মি. দূরে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা উচিত।

### ৫. ইঞ্জেকশন প্রয়োগবিধি

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন। একহাত দিয়ে প্রয়োগের স্থান টেমে ধরুন এবং সূচটি কোনকুণ্ডাবে প্রবেশ করিয়ে দিন। ইনসুলিন প্রয়োগ করুন এবং সুঁচটি বের করে প্রয়োগের স্থান না ঘষে আলতোভাবে চাপ দিয়ে ধরুন।

প্রয়োগমাত্রাঃপ্রতেক রোগীর ক্ষেত্রেই ইনসুলিনের ধরন, মাত্রা এবং প্রয়োগের সময় ভিন্ন হতে পারে। এছাড়াও খাদ্যতালিকা, কাজের ধরন এবং ব্যায়ামের তীব্রতার উপর ইনসুলিনের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে ডাঙ্গারের নির্দেশে ইনসুলিন ব্যবহার করা উচিত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইনসুলিনের দৈনিক গড়মাত্রা ০.৫ থেকে ১ আই ইউ/কেজি। বয়ঃসন্ধি পূর্ববর্তী শিশুদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ০.৭ হতে ১ আই ইউ/কেজি হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল বা অতিরিক্ত ওজনজনিত ইনসুলিন রেজিস্ট্যাম্প এর ক্ষেত্রে দৈনিক ইনসুলিনের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পায়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে দৈনিক ০.৩ থেকে ০.৬ আই ইউ/কেজি দেয়া উচিত।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া:** ইনসুলিন দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া। কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি দেখা দিতে পারে যেমন- চুলকানি, লাল ও ঝুলে যাওয়া। এগুলো সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। ইনসুলিন ছাড়া অন্যান্য কারণ যেমন- দূর্বল ইঞ্জেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং জীবাণুনাশক দ্রবণ এর ফলেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা: হাইপোগ্লাইসেমিয়া অথবা ইনসুলিন বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

### সতর্কতা

টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ব্যবহার বৃক্ষ বা অপর্যাপ্ত মাত্রার কারণে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন গ্রহণের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। খাবার পরিহার বা অপরিকল্পিত ব্যায়ামের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে:** ইনসুলিন পাসেন্টাল ব্যারিয়ার অতিক্রম করে না বলে গৰ্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস চিকিৎসায় এর ব্যবহারে কোন বাধা নেই। স্তন্যদানকালীন মায়েদের চিকিৎসায় ইনসুলিন শিশুদের কোন ক্ষতি করে না।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া

জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, এড্রিনাল কর্টিক্যাল হরমোন, থাইরয়েড হরমোন ইত্যাদি ওষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাঢ়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা বাঢ়াতে হবে। অন্যদিকে, গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, স্যালিসাইলেট, সালফানিলামাইড এবং এন্টিডিপ্রেস্যান্ট ওষুধগুলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা কমানো উচিত।

**সংরক্ষণ:** রেফ্রিজারেটরে ২°সে.- ৮°সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। হিমায়িত করবেন না। ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কার্টিজ রেফ্রিজারেটরের পরিবর্তে ঠাণ্ডা স্থানে, আলো ও তাপ থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। ব্যবহৃত ইনসুলিন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একমাস সংরক্ষণ করা যায়।

**সরবরাহ-এ্যানসুলিন™** আর পেন কার্টিজ: প্রতিটি কার্টিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সলিউশন।

এ্যানসুলিন™ পেন কার্টিজ: প্রতিটি কার্টিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

এ্যানসুলিন™ ৩০/৭০ পেন কার্টিজ: প্রতিটি কার্টিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

এ্যানসুলিন™ ৫০/৫০ পেন কার্টিজ: প্রতিটি কার্টিজে আছে ৩ মি.লি. (৩০০ আই ইউ) সাসপেনশন।

**এ্যানসুলিন™**

**Ansulin™**

**উপাদান:** এ্যানসুলিন™ R ইঞ্জেকশন ৮০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৮০ আই ইউ (১.৩৮৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেঙ্গুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ R ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সলিউশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেঙ্গুলার) হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ N ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৪০ আই ইউ (১.৩৮৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন™ N ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.:

প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন<sup>TM</sup> ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ৪০ আই ইউ (১.৩৮৮ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেণ্টুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন<sup>TM</sup> ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৩০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেণ্টুলার) এবং ৭০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

এ্যানসুলিন<sup>TM</sup> ৫০/৫০ ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতি মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে ইনসুলিন হিউম্যান (আরডিএনএ) ইউএসপি ১০০ আই ইউ (৩.৪৭ মি.গ্রা. সমতুল্য) ৫০% সলিউবল ইনসুলিন হিউম্যান (রেণ্টুলার) এবং ৫০% আইসোফেন ইনসুলিন হিউম্যান হিসেবে।

**নির্দেশনা:** টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

#### ব্যবহার

১. এ্যানসুলিন<sup>TM</sup> খাবার গ্রহণের ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পূর্বে সাবকিউটেনিয়াস পথে ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ডাক্তারের পরামর্শে ইনসুলিন গ্রহণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা উচিত।

২. ব্যবহারের পূর্বে কর্ণীয়

সম্ভাবে মিশ্রণের জন্য ইনসুলিন ভায়ালটি পরিষ্কার হাতে আলতোভাবে বাঁকিয়ে নিন এবং এটি স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিনা লক্ষ্য করুন। নতুন বোতলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ক্যাপ সরিয়ে রাবার স্টপার জীবাণুমুক্ত করে নিন।

প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের সমপরিমাণ বাতাস সিরিজে টেনে নিন এবং ভায়ালে টেনে নেয়া বাতাস প্রয়োগ করুন। সিরিজসহ ভায়ালটি উপর করে ধরুন এবং সিরিজে সঠিকমাত্রার ইনসুলিন টেনে নিন। সিরিজে বাতাস আছে বিনা তা লক্ষ্য করুন এবং থাকলে তা বের করে নিন।

৩. ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের জন্য বাহর উপরিভাগ, উরু, নিম্নম বা উদর বেছে নেয়া উচিত। কোষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য পূর্ববর্তী স্থান হতে ১ সে.মি. দূরে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা উচিত।

#### ৪. ইঞ্জেকশন প্রয়োগবিধি

ইঞ্জেকশন প্রয়োগের স্থান পরিকার ও জীবাণুমুক্ত করুন। একবাতাত দিয়ে প্রয়োগের স্থান টেনে ধরুন এবং সৃঁচটি কোনকুনিভাবে প্রবেশ করিয়ে দিন। ইনসুলিন প্রয়োগ করুন এবং সৃঁচটি বের করে প্রয়োগের স্থান না ঘষে আলতোভাবে চাপ দিয়ে ধরুন।

**প্রয়োগমাত্রা:** প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই ইনসুলিনের ধরন, মাত্রা এবং প্রয়োগের সময় ভিন্ন হতে পারে। এছাড়াও খাদ্যতালিকা, কাজের ধরন এবং ব্যায়ামের তীব্রতার উপর ইনসুলিনের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণে ডাক্তারের নির্দেশে ইনসুলিন ব্যবহার করা উচিত। টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইনসুলিনের দৈনিক গত্তমাত্রা ০.৫ থেকে ১ আই ইউ/কেজি। বয়সন্ধি পূর্ববর্তী শিশুদের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ০.৭ হতে ১ আই ইউ/কেজি হতে পারে। বয়সন্ধিকাল বা অতিরিক্ত ওজনজনিত ইনসুলিন রেজিস্ট্যাপ এর ক্ষেত্রে দৈনিক ইনসুলিনের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পায়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা হিসেবে দৈনিক ০.৩ থেকে ০.৬ আই ইউ/কেজি দেয়া উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ইনসুলিন দ্বারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন সময় হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে এবং এটি একটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি দেখা দিতে পারে যেমন- চুলকানি, লাল ও ফুলে যাওয়া। এগুলো সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। ইনসুলিন ছাড়া অন্যান্য কারণ যেমন- দূর্বল ইঞ্জেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং জীবাণুনাশক দ্রবণ এর ফলেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** হাইপোগ্লাইসেমিয়া অথবা ইনসুলিন বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**সর্তকতা:** টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ইনসুলিনের ব্যবহার বন্ধ বা অপর্যাপ্ত মাত্রার কারণে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় ইনসুলিন গ্রহণের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। খাবার পরিহার বা অপরিকল্পিত ব্যায়ামের ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে।

**গর্ভবত্ত্বায় ও স্তন্যদানকালে:** ইনসুলিন পাসেন্টাল ব্যারিয়ার অতিক্রম করে না বলে গর্ভবত্ত্বায়

ভায়াবেটিস চিকিৎসায় এর ব্যবহারে কোন বাধা নেই।  
স্তন্যদানকালীন মায়েদের চিকিৎসায় ইনসুলিন শিশুদের  
কেন ক্ষতি করে না।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ,  
এড্রিনাল কর্টিক্যাল হরমোন, থাইরয়েড হরমোন  
ইত্যাদি ওষুধগুলো রক্তে প্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে  
দেয়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের মাত্রা বাঢ়াতে হবে।  
অন্যদিকে, প্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ, স্যালিসাইলেট,  
সালফানিলামাইড এবং এস্টিডিপ্রেস্যাস্ট ওষুধগুলো  
রক্তে প্লুকোজের পরিমাণ কমায়। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের  
মাত্রা কমানো উচিত।

#### সরবরাহ:

এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> R ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.:  
প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সলিউশন।  
এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> R ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.:  
প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সলিউশন।  
এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> N ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/মি.লি.:  
প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।  
এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> N ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.:  
প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।  
এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন ৪০ আই ইউ/  
মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে ১০ মি.লি.  
সাসপেনশন। এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> ৩০/৭০ ইঞ্জেকশন  
১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে রয়েছে  
১০ মি.লি. সাসপেনশন। এ্যানসুলিন <sup>TM</sup> ৫০/৫০  
ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/মি.লি.: প্রতিটি গাস ভায়ালে  
রয়েছে ১০ মি.লি. সাসপেনশন।

## এ্যান্টাজোল® নাকের ড্রপস্ **Antazol® Nasal Drops**

**উপাদান :** জাইলোমেটাজেলিন ০.০৫% ও ০.১%  
নাকের ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** নাকের কনজেশন, সারা বছর ব্যাপী  
এলার্জিক রাইনাইটিস, সাইনাসের প্রদাহ থেকে মুক্তি  
পেতে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ডবয়ক্ষদের ক্ষেত্রে:  
প্রাণ্ডবয়ক্ষদের জন্য ফর্মুলা (০.১%) ২ অথবা ৩  
ড্রপস্ দিনে দুই খেতেকে তিন বার।

১২ বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের জন্য: শিশুদের জন্য  
ফর্মুলা (০.০৫%) ১-২ ড্রপস্ দিনে এক অথবা দুইবার

প্রত্যেক নাসারক্তে দিতে হবে। ৩ মাসের কম বয়সের  
শিশুদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** নাক ও গলায় জ্বালাপোড়া ভাব,  
হানীয় জ্বালাপোড়া, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা এবং  
নাসিকা বিলির শুক্তা দেখা দিতে পারে। রক্ত  
সংবহনতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়তে দেখা যায় এবং  
হদরোগীদের দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তা মনে রাখতে  
হবে।

**সরবরাহ :** এ্যান্টাজোল® ০.১% নাকের ড্রপস্  
(প্রাণ্ডবয়ক্ষদের জন্য): ১৫ মি.লি.। এ্যান্টাজোল®  
০.০৫% নাকের ড্রপস্ (শিশুদের জন্য): ১৫ মি.লি.।

## এ্যান্টাজোল® প্লাস **Antazol® Plus**

**উপাদান :** সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেট ২% ও  
জাইলোমেটাজেলিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.০২৫%  
নাকের স্প্রে।

**নির্দেশনা :** এটা নাসারক্ত বন্ধ সহ এলার্জিক রাইনাইটিস  
(যেমন: হে ফিভার, বর্ষব্যাপী রাইনাইটিস) প্রতিরোধ  
ও চিকিৎসায় নির্দেশিত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ড বয়স (বৃদ্ধসহ) ও শিশু :  
প্রত্যেক নাসারক্তে ১টি স্প্রে দিনে চারবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
সাধারণত নাসারক্ত পরিকারক দীর্ঘদিন ব্যবহারে  
অথবা অপ্রব্যবহারে পুনরায় নাসারক্ত বন্ধ বা  
ওষুধ প্রভাবিত রাইনাইটিস হতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কোন বড় রকমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া  
পরিলক্ষিত হয়নি। মাঝে মাঝে ব্যবহারের ১ম দিনে  
নাকের মিউকোসায় জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে।  
অতি কম সংখ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে শব্দ বা বুকে চাপবোধ  
হতে পারে। এতে কম পরিমাণ জাইলোমেটাজেলিন  
থাকায় কিছুটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেমন -  
নাসারক্ত জ্বালাপোড়া, নাসারক্ত শুক্তা, হাঁচি, মাথা  
ব্যথা, ঘুমের স্থলতা, ঘুম ঘুম ভাব এবং বুক ধড়ফড়  
করা।

**সরবরাহ :** এ্যান্টাজোল® প্লাস নাকের স্প্রে : ১২০  
টি স্প্রে।

## এনটিস্টা®

## Antista®

**উপাদান :** ক্লোরফেনিয়ামিন মেলিয়েট ২ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** নাকে প্রদাহ, নাকে সর্দি বারা, চোখ লাল হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি থ্রুভিতে কার্যকরী। কোন কিছু খাওয়া বা ছেঁয়া লাগায় আর্টিকেরিয়া দেখা দিলে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কৌট-পতঙ্গের কামড়ে বা কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়া ব্যথা বা চুলকনিতে এটা কার্যকরী। ভ্রমজনিত শীড়া, ঠাণ্ডা কাশিতেও এটা ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ড বয়স্ক : ৪ মি.গ্রা. দিনে

৩-৮ বার সেব্য (দিনে সর্বোচ্চ ২৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত)।

শিশু ১-২ বছর পর্যন্ত : ১ মি.গ্রা. দিনে ২ বার সেব্য।

২-৫ বছর : ১ মি.গ্রা. দিনে ৩-৪ বার সেব্য (দিনে

সর্বোচ্চ ৬ মি.গ্রা. পর্যন্ত)। ৬-১২ বছর : ২ মি.গ্রা.

দিনে ৩-৪ বার সেব্য (দিনে সর্বোচ্চ ১২ মি.গ্রা. পর্যন্ত)। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** বিশেষ কোন অনুপযোগিতা নাই, তবে মৃগীরোগ, প্রোটেটিক হাইপারট্রফি, গ্লুকোমা, যকৃতের অসুস্থতায় সাধানাতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ঝিঁঝুনি, ঘূম ঘূম ভাব, মাথা ব্যথা, মানসিক অবস্থা, ইউরিনারী রিটেনশন, মুখ শুক্তা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, পেটের গড়গোল ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

**সরবরাহ :** এনটিস্টা® সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

## এন্টিভা™

## Antiva™

**উপাদান :** এডেফোভির ডিপিভিজিল ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** প্রাণ্ডবয়স্কদের ক্রনিক হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার মুখে সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দর্বলতা, মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, নেক্রোটিসিসিটি ইত্যাদি। নিওক্লিওসাইড

এনালগ বা অন্যান্য এন্টি-রেট্রোভাইরালের সাথে ব্যবহারে ল্যাক্টিক এসিডেসিস এবং স্টিয়াটোসিস সহ যকৃতের আকার বৃদ্ধি হতে পারে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** আইবুপ্রোফেন এর সাথে ব্যবহার করলে রক্তে ওষুধটির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি। এডিফোভির মাত্দুঁকে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায় নি। এডিফোভির গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ :**

এ্যান্টিভা™ ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

## এনজিটর®

## Anzitor®

**উপাদান :** প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এটোরভাসটেটিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা ১০ মি.গ্রা., ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা. এটোরভাসটেটিন এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা :** এনজিটর® নির্দেশনার আগে রোগীকে কেলেস্টেরল কমানোর খাদ্য তালিকা দিতে হবে। সাধারণ নির্দেশনামাত্রা অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার। নির্দেশনামাত্রা এলিঙ্গিল এর প্রারম্ভিক মাত্রা, লক্ষ্যমাত্রা এবং রোগীর উপর কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। মাত্রা পুনর্নির্ধারণ এর ক্ষেত্রে চার সপ্তাহ বা তার বেশি ব্যবধান রাখতে হবে। ওষুধ দিনের যে কোন সময় খাবারের সাথে অথবা খাবার সময় ছাড়া সেবন করা যাবে। সর্বোচ্চ মাত্রা হল দৈনিক ৮০ মি.গ্রা.।

**শিশুদের ক্ষেত্রে :** শিশুদের ক্ষেত্রে এটোরভাসটেটিন ৮০ মি.গ্রা./দিন সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।

**বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে :** (>৭০ বছর)

৭০ বছরের বেশী বয়স্ক রোগীর দেহে এনজিটর® (৮০ মি.গ্রা./দিন পর্যন্ত) ৭০ বছরের কম বয়স্ক রোগীদের মতই কার্যকর ও নিরাপদ।

**বৃক্কের অকার্যকারিতা:**

**মাত্রা পুন:** নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

**প্রতিনির্দেশনা :** এটোরভাসটেটিনের অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, একটিভ লিভার ডিজিজ অথবা অবিশ্যে বিদ্যমান সেরাম ট্রাপ্সএমাইনেজের বৃদ্ধি, গর্ভধারণ, মাত্দুঁক দানকালে

এবং সন্তানধারণে সম বয়সের নারী যারা পর্যাণু জন্মবিরোধীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটোরভাসটেচিন সাধারণত সহজলাল। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ সাময়িক ও মৃদু। রিভারসিল মায়োসাইটিস স্টাচিন সমূহের প্রধান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যা বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়। এছাড়াও স্ট্যাটিন সমূহে মাথাব্যথা, পেট ফাপা, ডাইরিয়া, বমিবর্মিভাব এবং বমি হতে পারে। খ্রোমাইটোপেনিয়া, র্যাশ এবং অতিসংবেদনশীলতা খুব বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটোরভাসটেচিন থেকে রাপির অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহের মধ্যে হল-অনিদ্রা, এনজিওএডিমা, ক্ষুধামন্দা, এসথেনিয়া, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, টাকপড়া, প্রগ্রিটাস, র্যাশ, ইমপোটেস, বুকব্যথা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এই শ্রেণীর অন্যান্য ওষুধের সাথে সাইকোসপরিন, ফাইব্রিক এসিড ডেরিভেটিভ, এরিথ্রোমাইসিন, এজোল এন্টিফাংগাল এবং নিয়াসিন প্রদান করলে মায়োপাথি হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এটোরভাসটেচিনের সাথে উক্ত ওষুধ সমূহ যোগ করলেও একই ধরনের ঝুঁকি বাঢ়তে পারে। উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী অথবা হাইপোগ্লাইসেমিক ওষুধের সাথে এটোরভাসটেচিন প্রভাব জানা যায়নি। এটোরভাসটেচিনের এর সাথে ডিগ্রিন, এরিথ্রোমাইসিন, ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ, কলেস্টিপল, এস্টাসিড এবং ওয়ারফারিনের সাথে এটোরভাসটেচিন দেয়া হলে রোগীকে নিবিট পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। সিমেটিডিনের সাথে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**গর্ভধারণ ও মাতৃদুর্ঘনাকালে ব্যবহার:** গর্ভধারণ ও মাতৃদুর্ঘনাকালে এটোরভাসটেচিন প্রতিনির্দেশিত। সন্তান ধারণে সক্ষম নারীদেরকে এটোরভাসটেচিন থেকে রাপি দেবার সময় পর্যাণু জন্মবিরতিকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটোরভাসটেচিন থেরাপি চলাকালে কেউ গর্ভধারণ করলে এটোরভাসটেচিন থেরাপি বদ্ধ করতে হবে।

**সরবরাহ:** এনজিটর<sup>®</sup> ১০: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৫০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। এনজিটর<sup>®</sup> ২০: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। এনজিটর<sup>®</sup> ৪০: প্রতি বাস্ত্রে আছে ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম পেস্ট এ আছে ৫০ মি. গ্রা. এ্যামলেক্রান্থ আই. এন. এন.।

**নির্দেশনা :** মুখ গহ্বর এর ক্ষত, আলজিহ্বা সহ গলার উপরের অংশের ক্ষত চিকিৎসায় ব্যবহার যোগ্য।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** ক্ষত দেখা দেবার পর যত দ্রুত সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। দিনে ৪ বার অথবা প্রতিবার খাবার পর মুখ পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথমে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে ক্ষতস্থান গুলো শুকিয়ে নিন। এরপর হাত ভালোভাবে ধুয়ে পেস্ট আঙুলে নিয়ে ক্ষত স্থানের উপর লাগিয়ে নিন। ব্যবহারের পর হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। চোখের সংস্পর্শে পেস্ট আসলে চোখ প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। ক্ষত সম্পূর্ণ রূপে ভাল না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন। ১০ দিন ব্যবহারের উন্নতি দেখা না গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

**সর্তর্কতা ও যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** গর্ভবতী মায়েদের জন্য এ্যাপ্সল ব্যবহার করা নিরাপদ তবে ব্যবহার করার পূর্বে তা আসলে প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান এমন মায়েদের ক্ষেত্রে এ্যাপ্সল ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে এ্যাপ্সল ব্যবহার উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়নি।**

এ্যাপ্সল বা এর উপাদান সমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** এ্যাপ্সল ব্যবহারে ক্ষত স্থানে সামান্য জ্বালাপোড়া ও ব্যথার অনুভূতি হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখ গহ্বরের ভিতরের আবরণে প্রদাহ, বমিভাব ও ডায়রিয়া হতে পারে।

**সরবরাহ:** এ্যাপ্সল™ ওরাল পেস্ট : ৫ গ্রাম।

## এআরবি®

ARB®

**উপাদান :** ক্যান্ডেসোরটান। ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এটি উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধ। এটি একক অথবা অন্য উচ্চরক্তচাপ কমানোর ওষুধের

সাথে ব্যবহার করা যাবে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২ মি.গ্রা. থেকে ৩২ মি.গ্রা. দিনে একবার বা ২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ঘোরানো, ডিস্পেপসিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ট্যাকিকার্ডিয়া, বুক ধড় ফড় করা, ক্রিয়েটিনিল ফসফোকাইনেজ বৃক্ষি যাওয়া, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, হাইপার ইউরিসেমিয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত ঝারা, উরেগ, হতাশা, ঘুম ঘুম ভাব, র্যাশ, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া এবং মুখে রক্ষণরণ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :** এআরবি® ৮ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

**এসিন্টা™ সাসপেনশন**

**Asynta™ Suspension**

**উপাদান :** প্রতি ৫ মি.লি. সাসপেনশনে আছে সোডিয়াম এলজিনেট ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. এবং পটাশিয়াম বাইকার্বনেট ইউএসপি ১০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** এটি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স জনিত সমস্যা, যেমন- এসিড রিগার্জিনেশন, হার্টবার্ন এবং বদহজমে নির্দেশিত। এটি খাবার পরবর্তী এসিডিটি, গর্ভকালীন অথবা যে সকল রোগীর রিফ্লাক্স ইসোফেজিয়াল আছে তাদের প্রতি নির্দেশিত।

**সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি :** খাবারের পরে এবং ঘুমোর আগে দৈনিক ৪ বার

প্রাণ্ত বয়ক এবং ১২ বছরের উপরে শিশুদের ক্ষেত্রে: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মি.লি.) সাসপেনশন।

২- ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২-২ চা চামচ (২.৫-৫ মি.লি.) সাসপেনশন।

**প্রতিনির্দেশনা:** সোডিয়াম অ্যালজিনেট এবং পটাশিয়াম বাইকার্বনেট এর উপর সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** অ্যাসিন্টা™ সাসপেনশন গর্ভবত্তী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** খুব কম সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক মেনিফেস্টেশন যেমন- ইউটিকিরিয়া, প্রোকোস্পাজম,

এনাফাইলেটিক

অথবা

এনাফাইলেক্সিয়েড প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

**মাত্রাধিক্রিয়া :** সিস্পটোমেটিক চিকিৎসা রোগীকে দিতে হবে। রোগীর তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

**সরবরাহ :** প্রতি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

## B

**বি-৫০° ফোর্ট**

**B-50° Forte**

**উপাদান :** (থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্ল্যাভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডজিন হাইড্রোক্লোরাইড ২ মি.গ্রা. এবং নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপ।

(থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০ মি.গ্রা., রিবোফ্ল্যাভিন ৪ মি.গ্রা., পাইরিডজিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ১০০ মি.গ্রা., ডি-প্যান্থেনেল ৫ মি.গ্রা.)/ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** মুখে, ঠোঁটে অথবা জিহবায় ঘা, বেরিবেরি, এবং স্নায়ু প্রদাহ, শিশুদের প্রারম্ভিক জীবনের স্বাস্থ্য এবং বৃক্ষি নিয়ান্ত্রণ, বয়কদেরক্ষুধামন্দা, বি ভিটামিনের অভাব প্রবণে, বিশেষতঃ গর্ভবত্তায়, স্তন্যদানকালে অথবা নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রে ঘাস্তি দেখা দিলে ব্যবহৃত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট/ক্যাপসুল : ১-২টি দিনে তিনবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**সিরাপ :** দিনে ২-৩ চা চামচ। **ইঞ্জেকশন :** কেবলমাত্র মাংসপেশীতে বা শিরায় ব্যবহারের জন্য, ২ মি.লি. দিনে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু ক্ষেত্রে এলার্জিক বিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :**

বি-৫০° ফোর্ট ট্যাবলেট : ৪৫ টি। বি-৫০° ফোর্ট

ক্যাপসুল : ২৫ X ১০ টি। বি-৫০® ফোর্ট সিরাপ : ১০০ মি.লি ও ২০০ মি.লি। বি-৫০® ফোর্ট ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

## ব্যাক্ট্রোসিন®

## Bactrocin®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে মিউপিরোসিন ২০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** ব্যাক্ট্রোসিন অয়েন্টমেন্ট ইমপেচিগোর ত্বকীয় চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ বার করে ১০ দিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মিউপিরোসিন অথবা এই প্রিপারেশনের অন্যান্য উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে প্রতিনিদিশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** স্থানীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ নিম্নরূপঃ  
জ্বালা-পোড়া, স্টিংগিং অথবা ব্যথা, চুলকানি, বমি বমি  
ভাব, ইরাইথেমা, শুষ্ক ত্বক, টেন্ডারনেস, সোয়েলিং,  
কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস এবং এস্কুডেট-এর বৃদ্ধি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্যান্য ওষুধের সাথে মিউপিরোসিন-এর ব্যবহারের ফলাফল পরীক্ষা করা হয়নি।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি  
ক্যাটাগরী 'বি'। স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে  
ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :** ব্যাক্ট্রোসিন® অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

## বেকোস্পে®

## Becospray®

**উপাদান :** বেক্লোমিথাসন ডাইপ্রোপায়োনেট ৫০  
মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

**নির্দেশনা :** এটি বর্ষব্যাপী এবং মৌসুমী এলার্জি জনিত  
নাসাপ্রদাহ, ভেসোমটর নাসাপ্রদাহের প্রতিরোধ ও  
চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্য বয়সক : প্রতি নাসারজ্জ্বল  
দুইটি করে স্প্রে দিনে দুইবার। শিশু (৬-১২ বছর) :  
প্রতি নাসারজ্জ্বল একটি করে স্প্রে দিনে দুইবার।  
শিশুদের বয়স ৬ বছরের নীচে হলে ব্যবহার করা যাবে  
না।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এ  
ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা  
হলে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দূর্লভ ক্ষেত্রে নাকের পর্দা ছিদ্র হয়ে  
যেতে পারে। অন্যান্য ন্যাজাল স্প্রের মতই নাক ও  
গলায় শুষ্কভাব, জ্বালাপোড়া, অস্থিক্রিয় স্বাদ ও গন্ধ  
এবং নাক দিয়ে রক্তক্রিয় দেখা যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এরকম কোন  
প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** কোন পর্যাপ্ত ও  
সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র  
গৰ্ভবত্তী মায়েদের জ্বণের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে  
উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার  
করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :**

**বেকোস্পে® :** ২০০ টি মিটারড ডোজ স্প্রে।

## বিক্লোমিন® ইনহেলার

## Beclomethasone Inhaler

**উপাদান :** বিক্লোমিথাসন ডাইপ্রোপায়োনেট ১০০  
মাইক্রোগ্রাম/ পাফ এবং ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ পাফ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানির প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত  
হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বিক্লোমিন® ১০০ ইনহেলার  
: ২০০ মাইক্রোগ্রাম (২ পাফ) দিনে ২ বার। সর্বোচ্চ  
প্রতিদিনের মাত্রা ৬০০-৮০০ মাইক্রোগ্রাম পর্যাপ্ত বৃদ্ধি

করা যায়। বিক্লোমিন® ২৫০ ইনহেলার : ২ পাফ  
(৫০০ মাইক্রোগ্রাম) দিনে ২ বার অথবা ১ পাফ  
(২৫০ মাইক্রোগ্রাম) ৪ বার করে দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর  
যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর  
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু রোগীর ক্ষেত্রে মুখগহ্রের এবং  
গলায় ক্যানডিডার সংক্রমণ ঘটে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** জানামতে অন্য  
ওষুধের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গবেষণায় দেখা  
গেছে যে জ্বণের বৃদ্ধির উপর এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া  
নেই। স্তন্যপানকারী শিশুরা মায়ের বুকের দুধ পান  
করার ফলে যে পরিমাণ বিক্লোমিথাসন সেবন করে

তা উপেক্ষণীয়।

**সরবরাহ :** বিক্রেমিন® ১০০ ইনহেলার : ২০০ পাফস। বিক্রেমিন® ২৫০ ইনহেলার : ২০০ পাফস।

## বেনজাপেন®

## Benzapen®

**উপাদান :** বেনজাথিন পেনিসিলিন ১২,০০,০০০ ইউনিট/ভায়াল।

**নির্দেশনা :** পেনিসিলিন সংবেদনশীল সংক্রমণে, মধ্যকর্ণের তীব্র প্রদাহে, সিফিলিস, ডিপথেরিয়া বাহকের চিকিৎসায় এবং বাত জ্বর ও স্ট্রেপটোকক্সাল সংক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়মিত সতর্কতামূলক পূর্ব ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সংক্রমনের চিকিৎসায় : ০.৩ থেকে ১.২ মিলিয়ন ইউনিট সর্বোচ্চ ২.৪ মিলিয়ন ইউনিট, প্রত্যেক ৫ থেকে ৭ দিন পর পর। বাতজ্বর এর প্রতিরোধে : ১.২ মিলিয়ন ইউনিট প্রত্যেক ৩ সপ্তাহ পর পর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিনের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতার ইতিহাস থাকলে। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যাদের মায়েদের পেনিসিলিনের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা আছে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেনিসিলিনের বিষক্রিয়ার মাত্রা খুবই কম। কিন্তু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এলার্জিক বিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। তীব্র হৃষ্কির হতে পারে এবং পরিক্রিয়া খুব কম কিন্তু মাঝে মাঝে ঘটে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সাথে কোন বড় রকমের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসকের যৌক্তিক পরামর্শ ছাড়া গর্ভকালীন অবস্থায় দেয়া যায় না। স্তন্যদানকারী মায়েদের স্তন্যদান বন্ধ রাখা উচিত।

**সরবরাহ :** বেনজাপেন® ইঞ্জেকশন : ৫ টি (একটি ভায়াল + ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি)।

## বিওভিট®

## Beovit®

**উপাদান :** থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** থায়ামিনের স্বল্পতায় উৎপন্ন রোগের সফল ওষুধ। বেরিবেরি, ভারানিক এনসেফালোপ্যাথি, নিউরাইটিস, পেলাগো জনিত স্নায়ুর প্রদাহ অথবা যেখানে খাদ্যদ্রব্যে থায়ামিন এর অভাব দেখা দেয়, যেখানে প্রয়োজনের মাত্রা বেড়ে যায় যেমন- গর্ভবত্তা, উচ্চ শর্করা জনিত খাবার ইত্যাদি, সেখানে বিওভিট অতিরিক্ত প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ২০০-৩০০ মি.গ্রা।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অনুপযোগিতা নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মুখে খেলে ভিটামিন বিটু এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সহিত কোন বড় রকমের বিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ওষুধটিকে নিরাপদে নবজাতক শিশু, গর্ভবত্তী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

**সরবরাহ :**

বিওভিট® ট্যাবলেট : ২৫ X ১০ টি।

## বেটামেসন-এন®

## Betameson-N®

**উপাদান :** বেটামিথাসন ডাইপ্রোপিওনেট (১ মি.গ্রা. বেটামিথাসন বেস) এবং নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা.গ্রাম ত্বীম।

**নির্দেশনা :** ব্যাকটেরিয়া জনিত সেকেন্ডারী সংক্রমণ, একজিমা, প্রারিগো নড়ুলারিস, সোরিয়াসিস, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, স্পর্শজনিত চর্মরোগ। এটা সাধারণ ইয়াইপ্রোডার্মাতে স্টেরয়েড চিকিৎসায়ও সহচরিত্বস্ব হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা পোকার কামড়ের জন্য সেকেন্ডারী সংক্রমণ এবং মলদ্বার অথবা প্রজননতন্ত্রের মুখের সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ২ অথবা ৩ বার আক্রমণস্থানে মৃদুভাবে লাগাতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** রোজেসিয়া, একনি ভাল্পারিস ও পেরিওডাল ডার্মাটাইটিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, চিকেন পুরু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুপযোগী। এটা কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার

অনুপযোগী। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, গর্ভাবস্থায়, ব্যাকদের ক্ষেত্রে এবং যাদের বৃক্ষের কার্যক্রম ত্রুটিমুক্ত তাদের ক্ষেত্রে কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকির জন্য ব্যবহার না করা ভাল। ক্যানডিডিয়াসিস, টিনিয়া, ইমপেটিগো, সিউডোমোনাস অথবা প্রোটিয়াস শ্রেণীর জন্য প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী সংক্রমণ, পেরিমেনাল এবং জননাসের প্রকাইটিস, এক বৎসর বয়সের নীচে শিশুদের চর্মরোগে, ডারমাটাইটিস এবং কাপড়ের ঘষায় সৃষ্টি ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে না। বিহিতকর্ণের প্রদাহে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা চামড়ায় কোষের গঠনগত পরিবর্তন করতে পারে যেমন-চামড়ার উপরিভাগের রজনালীর প্রসারণ হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যাপক এলাকায় ব্যবহারের ফলে হাইপারকর্টিসিজম এর লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারী-এক্স্ট্রানাল সাপ্রেশন ঘটতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবতী প্রাণীদের বাহ্যিকভাবে কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার ঝঁঝের বৃদ্ধির অসামঞ্জস্যতা যেমন ঝঁঝের তুক এবং মৃত নালীর বৃদ্ধি ব্যাহত করে। মানুষের ঝঁঝের খুবই অল্প পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। নিওমাইসিনের ব্যবহারে ঝঁঝের কানের বিরুপ প্রতিক্রিয়াও ঝুঁকি থাকতে পারে।

**সরবরাহ :** বেটামেসন® এন ক্রীম : ১০ গ্রাম।

দিনে ২-৩ বার।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত সুসহনীয়।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** নির্দেশিত।

**সরবরাহ :**

বিকোজিন® সিরাপ : ১০০ এবং ২০০ মি.লি।।

বিকোজিন® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

## বারিফ™

## Barif™

### উপাদান

**বারিফ™ ৮০ ট্যাবলেট:** প্রতিটি ফিল্লি কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ফেবুরোস্ট্যাট আইএনএন ৮০ মি.গ্রা।।

**বারিফ™ ৮০ ট্যাবলেট:** প্রতিটি ফিল্লি কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ফেবুরোস্ট্যাট আইএনএন ৮০ মি.গ্রা।।

**নির্দেশনা:** বারিফ™ বাত রোগে পরিলক্ষিত হাইপারইউরিসেমিয়ার চিকিৎসায় নির্দেশিত। যেখানে হাইপারইউরিসেমিয়ার কোন লক্ষণ নেই সেখানে ইহা নির্দেশিত নয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** বারিফ™ ৮০ মি.গ্রা. অথবা ৮০ মি.গ্রা. দিনে একবার ব্যবহার করতে হবে। যেসব রোগীদের সিরামে ইউরিক এসিডের মাত্রা ২ সঙ্গাহ পরে ৬ মি.গ্রা. / ডেসিলিটার এর নীচে নামে না তাদের ক্ষেত্রে বারিফ™ ৮০ মি.গ্রা. নির্দেশিত।

খাদ্য বা এন্টসিডের সাথে বারিফ™ সেবনের ক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক নাই। যে সব রোগীর কিডনী ও লিভারে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ফেবুরোস্ট্যাট-এর মাত্রা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই।

**সাধারণতা:**

• কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ফেবুরোস্ট্যাট শুরুর প্রথমে বাতের ব্যথা বেঢ়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন ফেবুরোস্ট্যাট বন্ধ না করে এর সাথে ব্যথার ওয়ুধ বা কোলাচিচিন ও মাস পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে।

• হার্টের এবং স্ট্রোকের রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

• লিভার সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

## বিকোজিন®

## Bicozin®

**উপাদান :** (থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাইভিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডিনিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাইভিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** ভিটামিন বি ও জিংক এর অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সিরাপ : ১ বছরের কম: ১ চা চামচ, দিনে ১ থেকে ২ বার। ১-১৬ বছর : ২ চা চামচ, দিনে ১ থেকে ৩ বার। ১৬ বছরের বেশী : ২ চা চামচ, দিনে ২ থেকে ৩ বার। ট্যাবলেট : প্রাপ্ত বয়স্ক ও ৩০ কেজি উর্ধ্বের শিশুদের ক্ষেত্রে ১-২ ট্যাবলেট

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: লিভারে সমস্যা, বমি বমি ভাব, অস্থিসদ্বিতে ব্যথা ও চামড়াতে লাল দাগ হওয়া।

প্রতিনির্দেশনা: যে সকল রোগী অ্যাজাথিওপ্রিন, মারক্যাপটোপিউরিন বা থিওফাইলিন ব্যবহার করছে তাদের ক্ষেত্রে ফেরুরোস্টার্ট ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ফেরুরোস্টার্ট এর সাথে এ্যাথিওপ্রিন, মারক্যাপটোপিউরিন বা থিওফাইলিনের ব্যবহারে বিষয়ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থার জন্য ক্যাটাগরি 'সি' ওষুধ। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের পর্যাণ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তবে যখন জ্বরের ক্ষতির তুলনায় সুস্থিতার অধিক নিচয়তা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হবে তখনই ফেরুরোস্টার্ট দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে ফেরুরোস্টার্ট এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ:

বারিফ<sup>TM</sup> ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : প্রতি বারে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

বারিফ<sup>TM</sup> ৮০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : প্রতি বারে আছে ১০ট্যাবলেট।

## বিকোজিন আই<sup>®</sup>

## Bicozin I<sup>®</sup>

উপাদান : (মৌলিক আয়রণ ৫০ মি.গ্রা., থায়ামিন ৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাবিন ২ মি.গ্রা., পাইরিডিঙ্গিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক ১০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : আয়রণ, ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং জিংকের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: নবজাতক : ০.৩০ মি.লি./কেজি দৈহিক ওজন হিসাবে দৈনিক অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। শিশু : ৫ মি.লি. দিনে ৩ বার। প্রাণ বয়স্ক : ৫-১০ মি.লি. দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধাগত সুসংগীয়। আয়রণের

কারণে কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া যেমন: বমি বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠ-কাণ্ঠিণ্য অথবা ডায়ারিয়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত।

সরবরাহ :

বিকোজিন-আই<sup>®</sup> : ১০০ মি.লি. এবং ২০০ মি.লি. সিরাপ।

## বিসোকর<sup>®</sup>

## Bisocor<sup>®</sup>

উপাদান: বিসোপ্রলল ফিউচারেট ইউএসপি। ২.৫ মি.গ্রা., ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ফিল্জ কোটেড ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: বিসোকর উচ্চরক্তচাপ ও এনজাইনা প্রতিরোধে ব্যবহার্য। ইহা একক অথবা কমিশনেশন হিসেবে অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: রোগীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিসোপ্রলল (বিসোকর<sup>®</sup>) এর মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত শুরুতে বিসোপ্রলল ৫ মি.গ্রা. (বিসোকর<sup>®</sup> ৫) দিনে একবার ব্যবহার্য। কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে বিসোপ্রলল ২.৫ মি.গ্রা. (বিসোকর<sup>®</sup> ২.৫) দিয়ে শুরু করা যথাযথ। যদের ক্ষেত্রে বিসোপ্রলল ৫ মি.গ্রা. (বিসোকর<sup>®</sup> ৫) দিয়ে যথাযথ ফল পাওয়া যায় না, তাদেরকে মাত্রা বাড়িয়ে দিনে বিসোপ্রলল ১০ মি.গ্রা. (বিসোকর<sup>®</sup> ১০) অথবা প্রয়োজনে ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ব্র্ক ও যকৃতের অকার্যকারিতা আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার: যাদের যকৃত ও ব্র্কের (ক্লেইটিনিন ক্লিয়ারেস ৪০ মি.লি./মিনিট এর চেয়ে কম) অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শুরুতে ২.৫ মি.গ্রা. দিয়ে শুরু করা উচিত এবং সর্তর্কতার সাথে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে এই ওষুধের পরিবর্তনের দরকার নেই, কারণ বিসোপ্রলল ডায়ালাইজিবল নয়।

ব্যাক্স রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

ব্যাক্সদের ক্ষেত্রে মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যদি না ব্র্ক অথবা যকৃতের কোন অকার্যকারিতা থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর্যাণ্ত তথ্য নেই।

**সতর্কতা** ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:  
বৃক্ষ ও ঘৃতের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে: যাদের বৃক্ষ অথবা ঘৃতের অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

**এনাফাইলেকটিক শক:** যাদের এনফাইলেকটিক শক এর ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এ ধরণের রোগীদের ক্ষেত্রে এপিনেক্সিন এর ব্যবহারে প্রত্যাশিত ফল নাও আসতে পারে।

**বিসোপ্লল কার্ডিওজেনিক শক,** ওভার্ট কার্ডিয়াক ফেইলিউর, ২য় ও তৃতীয় এ-ভি ব্লক ও সাইনাস ব্রাডিকার্ডিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া:** কাস্টি, ঘুমঘুম ভাব, মাথা ব্যথা, অঙ্গের গোলায়েগ যথা: বামি, বামি ভাব, ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ব্যথা, হাত ও পা অবশ হয়ে যাওয়া, হৃদস্পন্দন করে যাওয়া, হার্ট ফেইলিউর এর অবনতি, ঘুমে ব্যাঘাত, হতাশা, অ্যাজমা অথবা ক্রশিক অবস্থাকাঠিত পালমোনারি ডিজিজের ক্ষেত্রে বায়ুনালী সংকোচনজনিত শ্বাসকষ্ট।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায়:

বিসোপ্লল শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয়তা ছাড়া গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের সময় অবশ্যই ইউটেরো-প্লাসেটাল রক্ত প্রবাহ ও ঝঁঁণের

বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ঝঁঁণের কোন ক্ষতিকর প্রভাবের ক্ষেত্রে অন্য ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জন্মের তিন দিনের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং ব্রাডিকার্ডিয়া দেখা দিতে পারে।

**স্তন্যদানকালে:**

ইহার মাতৃদুষ্পে নিঃসরণ এর কোন তথ্য জানা নেই। অতএব, ইহা ব্যবহারের সময় দুঃখদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ:**

বিসোকর® ২.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর® ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর® ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

**উপাদান:** (বিসোপ্লল ফিউমারেট/ইউএসপি ২.৫ মি.গ্রা.) এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ৬.২৫ মি.গ্রা.) ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং (বিসোপ্লল ফিউমারেট/ইউএসপি ৫ মি.গ্রা.) এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ৬.২৫ মি.গ্রা.) ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** উচ্চ রক্তচাপ।

মাত্রা ও সেবনবিধি: উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মাত্রা হলো বিসোপ্লল এর ২.৫-৪০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর ১২.৫-৫০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। বিসোপ্লল ফিউমারেট এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড কম্বিনেশন এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে এর যে কোন উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধিতে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রারম্ভিক চিকিৎসায় মাত্রা: বিসোকর® প্লাস (২.৫/৬.২৫ মি.গ্রা.) ১টি ট্যাবলেট দিনে ১ বার দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সপ্তাহ অন্তর মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ মাত্রা হলো বিসোপ্লল ফিউমারেট/হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড ২০/১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার)।

**পরিবর্তিত চিকিৎসায় মাত্রা:** বিসোকর® প্লাস ওষুধ বিসোপ্লল বা হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর একক ব্যবহারের পরিবর্তে কম্বিনেশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

ক্লিনিক্যাল কার্যকারিতা প্রভাবিত মাত্রা: যাদের রক্তচাপ দৈনিক ২.৫-২০ মি.গ্রা. বিসোপ্লল দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না, তাদেরকে বিসোকর® প্লাস দেয়া যেতে পারে। যাদের রক্তচাপ দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিন্তু পটশিয়াম ঘাটতি দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে বিসোকর® প্লাস দ্বারা চিকিৎসায় ইলেকট্রোলাইটের অসমতা ছাড়াই সমপরিমাণ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

**প্রতিনির্দেশনা:** কার্ডিওজেনিক শক, ওভার্ট কার্ডিয়াক ফেইলিউর, ২য় বা ৩য় ডিগ্রীর এ-ভি ব্লক, সাইনাস ব্রাডিকার্ডিয়া, অ্যানুরিয়া এবং এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই কম্বিনেশন ওষুধটি প্রতিনির্দেশিত।

**পূর্ব সতর্কতা:** থায়াজাইড সেবনকারী কিছু কিছু রোগীদের হাইপারইউরিসেমিয়া বা বাত হতে পারে।

**ফ্লাইট বা ইলেক্ট্রোলাইট** অসমতার উপসর্গগুলো হলোঁ: মুখ শুকিয়ে যাওয়া, তৃক্ষা, দুর্বলতা, অবসাদ, বিমুলী, বিশ্রামহীনতা, মাংসপেশীর ব্যথা ও দুর্বলতা,

**বিসোকর™ প্লাস  
Bisocor™ Plus**

নিম্ন রক্তচাপ, অলিগুরিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, বমি বমি ভাব, বমি ইত্যাদি। হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে।

এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা প্রত্যাহার করতে হলে ধীরে ধীরে ২ সপ্তাহের বেশী সময় ধরে ওষুধের মাত্রা কমাতে হবে এবং রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণতঃ সুসহনীয়। বেশীরভাগ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াই মন্দু ও কদাচিং। কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলোঃ অবসাদ, বিমুনী, মাথা ব্যথা, ব্রাকিটিক্যুয়া, অ্যারিদমিয়া, পেরিফেরাল ইক্সিমিয়া, ঝুকে ব্যথা, ঝুক ধড়ফড় করা, ঠাণ্ডা ভাব, কডিকেশন, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন, ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি বমি ভাব, ডিসপেপ্সিয়া, রাইনাইটিস, ফেরিনজাইটিস ইত্যাদি।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** গৰ্ভাবস্থায়: প্রেগেনেস ক্যাটগরি-সি। গৰ্ভাবস্থায় মা ও শিশুর উপর বিসেপ্টল ফিউমারেট এবং হাইড্রোক্রোথায়াজাইড এর প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে এই কমিশেন ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

**স্তন্যদানকালে:** একক বা কমিশেন হিসাবে বিসেপ্টল স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত নয়। থায়াজাইড মাত্তুক্ষে নিঃস্ত হয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এই কমিশেন ওষুধটি অন্যান্য উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে। এটি অন্যান্য বিটা বকারের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সকল রোগী ক্যাটেকোলামিন ডিপিটিং ওষুধ, যেমন - রিসারপিন বা গুয়ানেথিডিন গ্রহণ করছেন, তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যে সকল রোগী এই কমিশেন ওষুধের সাথে কোনিডিন গ্রহণ করছেন এবং চিকিৎসা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন, তাদের ক্ষেত্রে কোনিডিন প্রত্যাহারের বেশ কয়েক দিন প্রবৰ্তি এই কমিশেন ওষুধটি প্রত্যাহার করতে হবে।

**সরবরাহ:** বিসোকর<sup>®</sup> প্লাস ২.৫/৬.২৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। বিসোকর<sup>®</sup> প্লাস ৫/৬.২৫ ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

হিসেবে।

**নির্দেশনা:** হাইপার প্রোল্যাকটিনেমিয়া এবং এ সংক্রান্ত সমস্যায়: এমোনোরিয়া সহ কিঞ্চ গ্যালাকটেরিয়া সহ বা ছাড়া, বক্ষ্যাত্র বা হাইপোগোনাডিজিম। প্রোল্যাকটিন নিঃসরণকারী এডেনোমাস: যখন এডেনেকটেমি করা হয় তখন ব্রোমোক্রিপ্টিন মিসাইলেট থেরাপি দেয়া হয়। ব্রোমোক্রিপ্টিন শল্য চিকিৎসার আগে চিউমারের ওজনহ্রাস করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

এক্রোমেগালি

পারকিনসনস রোগী: ইডিওপ্যাথিক অথবা পোস্ট এনসেফালাইটিক পারকিনসনস রোগে: লিভোডোপার সাথে একত্রে (পেরিফেরাল ডিকার্বোজিলেজ সহ বা ছাড়া)।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণ: ব্রোমোক্রিপ্টিন খাবারের সাথে গ্রহণ করা উচিত। শরীরের খে রাপিউটিক সাড়া দেওয়ার মত সর্ব নিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করতে রোগীকে মাত্রা বাড়ানোর সময় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিক নির্দেশনা সমূহে: প্রাথমিক মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা.। ওষুধের আশাব্যাঙ্গক সাড়া পেতে অতিরিক্ত ২.৫ মি.গ্রা. প্রতি ২-৭ দিনে চিকিৎসায় আস্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যদি রোগীর শরীরে সহনীয় হয়।

১১-১৫ বছরের ক্ষেত্রে খুব কম উপাস্ত রয়েছে তবে তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মাত্রা দৈনিক ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা.। ওষুধের আশাব্যাঙ্গক সাড়া পেতে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। প্রোল্যাকটিন নিঃসরণকারী পিটুইটারী এডেনোমাসের শিশু রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ১০ মি.গ্রা.।

এক্রোমেগালি: প্রাথমিক অনুসরণীয় মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা. যা ৩ দিন খাবারের সাথে যেতে হবে। অতিরিক্ত ০.৫ মি.গ্রা. থেকে ২.৫ মি.গ্রা. প্রতি ৩ থেকে ৭ দিন পর পর যোগ করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী পর্যাপ্ত এবং সর্বোচ্চ থেরাপিউটিক উপকারিতা পাচ্ছে। রোগীদের প্রতি মাসে পরীক্ষা করতে হবে এবং গ্রোথ হরমোনের নিম্নগামীতা ও ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের প্রেক্ষিতে মাত্রা পরিবর্তন করতে হবে। বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ব্রোমোক্রিপ্টিন

ৰোমোল্যাক<sup>TM</sup>

Bromolac<sup>TM</sup>

উপাদান: ৰোমোল্যাক<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ৰোমোক্রিপ্টিন ২.৫ মি.গ্রা. মিসাইলেট

মিসাইলেটের পর্যাপ্ত থেরাপিটিক মাত্রা সাধারণত দৈনিক ২০-৩০ মি.গ্রা. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ১০০ মি.গ্রা. এর বেশি অতিক্রম করতে পারবে না।

পারকিমসক্স ডিজিজ মিসাইলেট থেরাপির প্রাথমিক মূলমন্ত্র হচ্ছে কম মাত্রা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা এবং প্রতি রোগীর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে দৈনিক মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হবে যদিন না পর্যন্ত সর্বোচ্চ থেরাপিটিক রেসপন্স পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ থেরাপির শুরুর সময় সম্ভব হলে লিভোডোপার মাত্রা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। ব্রামোক্রিপটিন মিসাইলেটের প্রাথমিক মাত্রা ২.৫ মি.গ্রা.। দুই সংজ্ঞাই অস্তর অস্তর মাত্রা সমন্বয় করা উচিত। প্রতি ১৪-২৮ দিন অস্তর দৈনিক ২.৫ মি.গ্রা. মাত্রা বাঢ়ানো যেতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা একটু বেশি। তবে এগুলো সাধারণত মাঝারি মাত্রার হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে (নিম্নগামী প্রবণতার ক্রমানুসারে): বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরানো, মাথা হালকা হয়ে যাওয়া, বমি, পেট মোচড়ানো, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, ডায়ারিয়া এবং বিমুনি। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা অস্থায়ীভাবে কমানো সম্ভব যদি মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা. নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করলে রক্তে ইউরিয়া, নাইট্রোজেন, এস জি ও টি, এস জি ও টি, জি জি পি টি সি পিকে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ এবং ইউরিক এসিডের বাড়তি অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে এগুলো সাধারণত সুগ অবস্থায় থাকে যার ক্লিনিকাল গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় ক্যাটাগরি-বি। প্রসব পরবর্তী সময়ে ব্রামোক্রিপটিন মিসাইলেট ব্যবহার করা উচিত নয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারবিধি:** ১৬ বছর থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত প্রোল্যাক্টিন নিঃসরণকারী পিটুইটারী এডেনোমাস এর চিকিৎসার জন্য ব্রামোক্রিপটিন এর নিরাপদ ব্যবহার ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৮

বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্রামোক্রিপটিন এর ব্যবহার সংক্রান্ত কোন উপাত্ত এখনো পাওয়া যায়নি।

**প্রতি নির্দেশনা:** অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ এবং

“আরগট অ্যালকালয়েডস” -এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে, যেসব রোগী হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া এর জন্য চিকিৎসার তাদের গর্ভধারণ নিশ্চিত হলে ব্রামোক্রিপটিন ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রসব পরবর্তী সময় যাদের করোনারী আর্টারী ডিজিজ এবং অন্যান্য মাত্রাত্তিক্রিক হৃদরোগজনিত জটিলতার ইতিহাস আছে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ডোপামিন এন্টাগোনিস্ট, বিউটাইরোফেনোল এবং অন্য কিছু উপাদান: ফিনোথায়াজিন, হ্যালোপেরিডল, মেটোক্রোমাইড, পিমোজাইড ব্রামোক্রিপটিন এর কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। ব্রামোক্রিপটিন এবং “আরগট অ্যালকালয়েডস” এক সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:** ব্রামোল্যাক<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ট্রিস্টার প্যাকে।

**ব্রাফেক্স<sup>TM</sup>**

**Brofex<sup>TM</sup>**

**উপাদান :** ডেক্সট্রোমেথেরফ্যান ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** শুকনো কাশি, এবং তীব্র কাশি যা স্বাভাবিক কার্যবলী অথবা ঘুমের বিষয় ঘটায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্বয়স্কদের ক্ষেত্রে: দিনে ১৫-৩০ মি.গ্রা. ৩ থেকে ৪ বার। ৬.১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে : ৬.৭৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। ৬ বছরের শিশুর শিশুদের ক্ষেত্রে : ২.৫-৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মনোঅ্যামাইন অ্যাসিডেজ ইনহিবিটর-এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কদাচিং দেখা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে বমি বমি ভাব এবং মাথা বিম বিম করতে পারে। মাত্রাত্তিক্রিক ওষুধ গ্রহণের ফলে উত্তেজনা, বিভ্রান্তি এবং শ্বাসতন্ত্রের কার্যকারিতার অবনমন দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফিন্যালজিন এবং ডেক্সট্রোমেথেরফ্যান একই সঙ্গে গ্রহণকারীদের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন প্রথম

তিন মাস এ ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের এ ওষুধ ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

**সরবরাহ:**

ব্রোফেক্ট<sup>TM</sup> সিরাপ : ১০০ মি.লি.

**বুফোকট<sup>TM</sup>**

**Bufocort<sup>TM</sup>**

**উপাদান:** বুডেসোনাইড বিপি + ফরমোটেরল ফিট্উমারেট ডাইহাইড্রেট বিপি। (১০০ মাইক্রোগ্রাম + ৬ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ, (২০০ মাইক্রোগ্রাম + ৬ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ এবং (৪০০ মাইক্রোগ্রাম + ১২ মাইক্রোগ্রাম) কোজিক্যাপ।

**নির্দেশনা:** বুফোকট কোজিক্যাপ অ্যাজমার নিয়মিত চিকিৎসায় নির্দেশিত যেখানে দীর্ঘকণ কার্যকরী বিটা-২ এগোনিস্ট এবং কর্টিকোস্টেরয়েড এর মিশ্রণ যথাযথ বলে বিবেচিত হয়। এটি দীর্ঘকণ কার্যকরী ব্রোডাইলেটের এর নিয়মিত চিকিৎসা সঙ্গেও পুনরায় মাত্রা বেড়ে গেলে এটি তৈরি ত্রুটিক অবস্থাণ্টিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি) এর সিস্টেমেটিক ট্রিটমেন্টে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:**

**অ্যাজমা:**

মাত্রা প্রত্যেকের জন্য আলাদা এবং রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ঠিক করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বনিম্ন কার্যকরী মাত্রায় টাইক্রিশন করা উচিত।

**বুফোকট<sup>TM</sup>** - এর দুই ধরণের চিকিৎসা প্রস্তাব করা হয়।

**ক)** মেইনটেনেস চিকিৎসা : রোগীদের সর্বক্ষণ আলাদা শ্বাসনালীর প্রসারক রাখা সুপারিশকৃত।

**পূর্ণব্যক্ত (১৮ বছর এবং তদুর্ধৰ)**

**বুফোকট<sup>TM</sup> ১০০/২০০ কোজিক্যাপ :** ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**বুফোকট<sup>TM</sup> ৮০০ কোজিক্যাপ :** ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার। সর্বোচ্চ মাত্রা ২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**বিশেরা (১২-১৭ বছর)**

**বুফোকট<sup>TM</sup> ১০০ কোজিক্যাপ :** ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**বুফোকট<sup>TM</sup> ২০০ কোজিক্যাপ :** ১-২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**বুফোকট<sup>TM</sup> ৪০০ কোজিক্যাপ :** ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**শিশু (৬-১১ বছর) :**

**বুফোকট<sup>TM</sup> ২০০ কোজিক্যাপ :** ১ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

খ) একক মেইনটেনেস এবং রক্ষাকারী চিকিৎসা (শুধুমাত্র বুফোকট<sup>TM</sup> ১০০ এবং ২০০ কোজিক্যাপ)

রোগীরা প্রতিদিন বুফোকট<sup>TM</sup> মেইনটেনেস মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং উপসর্গ দেখা দিলে এর সাথে বুফোকট<sup>TM</sup> গ্রহণ করবে। রোগীদের সব সময় ব্যবহারের জন্য বুফোকট<sup>TM</sup> কাছে রাখতে হবে।

**পূর্ণব্যক্ত (১৮ বছর এবং তদুর্ধৰ) :** রক্ষাকারী চিকিৎসা হিসেবে সুপারিশকৃত মাত্রা হল দিনে ২ বার গ্রহণ করতে হবে (হয় ১টি কোজিক্যাপ দিনে দুইবার অথবা ২টি কোজিক্যাপ সকালে বা রাতে)। একবারে ৬টির বেশী কোজিক্যাপ গ্রহণ করা উচিত নয়। দিনে স্বাভাবিকভাবে ৮টি কোজিক্যাপ এর বেশি মাত্রার প্রয়োজন নেই, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ১২টি পর্যন্ত কোজিক্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সিওপিডি (ক্রণিক অবস্থাণ্টিভ পালমোনারি ডিজিজ):** **বুফোকট<sup>TM</sup> ২০০ কোজিক্যাপ :** ২ কোজিক্যাপ, দিনে দুইবার।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** থিচুনি, হৃদ স্পন্দনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। কার্ডিয়াক এরিথমিয়াস, মাসল, ক্রাম্স এবং অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া যেমন- র্যাশ, ওইডিমা এবং এনজিওইডিমা কোন কোন রোগীর হতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে:** গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকারী মহিলাদের বুফোকট<sup>TM</sup> দেয়া যেতে পারে, যদি অংগের ঝুঁকির চেয়ে মায়ের উপকার বেশি হয়।

**সরবরাহ:** **বুফোকট<sup>TM</sup> ১০০ :** প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে। **বুফোকট<sup>TM</sup> ২০০ :** প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে। **বুফোকট<sup>TM</sup> ৪০০ :** প্রতি প্যাকে ৩০টি ক্যাপসুল আছে।

**বার্ণা<sup>®</sup>**

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে সিলভার সালফাডায়াজিন ইউএসপি ১০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** ১। পোড়ার ক্ষতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে প্রতিরোধক হিসেবে দেহের বাহিরাংশে ব্যবহৃত হয়।

**Burna<sup>®</sup>**

২। পোড়ার ক্ষত ব্যতীত অন্য নির্দিষ্ট ধরনের ক্ষতে যেখানে সংক্রমণ হতে পারে সেক্ষেত্রে জীবাণুরোধী হিসেবে দেহের বহিরাংশে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** অগ্নিদুর্ঘ ক্ষতিটি ভালভাবে পরিষ্কার করে দিনে এক খেকে দুবার প্রায় ১/১৬ ইঞ্চি বা ১.৫ মি.মি. পুরুত্বের প্রলেপ দিতে হবে। ত্বকটিতে সব সময় বার্গা লাগিয়ে রাখতে হবে। যদি কোন কারনে ক্ষত স্থান হতে ত্রীম সরে যায়, তবে সেখানে পুনরায় বার্গা প্রয়োগ করতে হবে। রোগী যদি ড্রেসিং ব্যবহার করতে চায় তবে সেক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যাবে। ক্ষতের সত্ত্বেওজনক ক্ষয়পূরণ বা গ্রাফটিং করা যাবে এমন অবস্থায় না আসা পর্যন্ত বার্গা প্রয়োগ করতে হবে।

**সর্তর্কতা** ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যারা সিলভার সালফাডায়াজিন বা বার্গার্য ব্যবহৃত কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে বার্গা নির্দেশিত নয়।

**গৰ্ভবতী মা** (যারা বিশেষ করে সন্তান প্রসবের সময়ে পৌছেছে), অকালিক ভূমিষ্ঠ শিশু, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু যাদের বয়স ২ মাসের নীচে তাদের ক্ষেত্রে বার্গা নির্দেশিত নয়।

১। **সাধারণ - যকৃৎ ও বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহৃত হলে ওষুধটির নিষ্কাষণ করে যায়, ফলে দেহে এর সংঘর্ষে বৃদ্ধি পায়।** এক্ষেত্রে চিকিৎসায় সুফল বিবেচনা করে ওষুধ বন্ধ বা চালিয়ে যেতে হবে। ত্বকীয় আমিষ বিশেষক এন্জাইমের সাথে ব্যবহার করলে, বার্গা এন্জাইমের কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে।

২। **ল্যাবরেটোরী পরীক্ষা -** শরীরের অনেক অংশ পুড়ে গেলে সেক্ষেত্রে বার্গা ব্যবহার করলে প্রাপ্ত বয়ক্ষণের ক্ষেত্রে সিরাম সালফা মাত্রা থেরাপিটিক লেভেল ৮ মি.গ্রা.% হতে ১২ মি.গ্রা.% পৌছে। এ সময় রোগীর সিরাম সালফা মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। তাছাড়া রেনাল কার্যক্রম সর্তকর্ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মুদ্রে সালফা ক্রিষ্টাল আছে কিনা দেখতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী লিউকোপেনিয়ার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্বকের নেক্রেসিস, ইরাইথিমা মাস্টিফর্ম, ত্বকের অবর্ণনায়তা, জ্বলার অনুভূতি, র্যাশ্ এবং আস্তকোষীয় নেক্রাইটিস দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** সিলভার সালফাডায়াজিনের সাথে এনজাইম্যাটিক ডেব্রিডিং এজেন্ট, ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক ওষুধ, ফেনিটোইন

এবং সিমিটিডিনের পারস্পরিক ক্রিয়া পাওয়া যায়।

**গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** সিলভার সালফাডায়াজিন-এর প্রেগ্ন্যাসি ক্যাটাগরী হচ্ছে বি। গৰ্ভবস্থায় বিশেষ করে প্রসব দানের সময়কালে কেবল মাত্র বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে।

সিলভার সালফাডায়াজিন মাত্দুঁধে নিঃস্ত হয় কিনা তা জানা যায় নাই। তবুও যেহেতু সালফোনামাইড সমূহ মাত্দুঁধে নিঃস্ত হয় সেহেতু স্তন্যদানকালীন সময়ে ওষুধটি বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ:**

বার্গা: ২৫ গ্রাম।

## বিউটেফিন®

## Butefin®

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে বিউটেনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** বিউটেফিন® ক্রীম টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস-এ নির্দেশিত। যা এপিডার্মোফাইটন ফ্লোকোসাম, ট্রাইকোফাইটন রুবরাম, ম্যালাসেজিয়া ফারফার, ট্রাইকোফাইটন টনসুরানস, ট্রাইকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইটস এর বিবরণে কাজ করে। ম্যালাসেজিয়া দ্বারা সংঘটিত টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রেও নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** টিনিয়া পেডিসের চিকিৎসায় বিউটেফিন® ক্রীম আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন দুইবার করে সাত দিন অথবা দিনে এক বার করে চার সঙ্গাহ ব্যবহার করতে হবে।

টিনিয়া করপোরিস অথবা টিনিয়া ক্রুরিসের ক্ষেত্রে দিনে একবার করে দুই সঙ্গাহ ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া ভার্সিকালারের ক্ষেত্রে দিনে একবার করে দুই সঙ্গাহ ব্যবহার করতে হবে।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না: বিউটেনাফিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কনটাস্ট ডার্মাটাইটিস, চুলকানি, জ্বর্ণনি, প্রদাহ কদাচিত্ত দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** বিউটেনাফিনের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া নির্বাপিত হয়ন।

**গৰ্ভাবলীন সময় ব্যবহার:** প্রেগ্নেন্সি ক্যাটাগরী সি যেহেতু এ বিষয়ে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া এখনো দেখা

যায়নি। তাই প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।  
স্তন্যদানকালীন সময়: বিউটেনাফিন মাতৃদুষ্ফে নিঃস্পৃত হয় কিনা এখনো জানা যায়নি। তবে বিউটেনাফিন ক্রীম ব্যবহারে সতর্ক থাকা উচিত।

#### শিশুদের ক্ষেত্রে

১২ বছরের নৌচের বাচাদের ক্ষেত্রে বিউটেনাফিন ক্রীমের কার্যকারিতা এখনো সুস্পষ্ট নয়।

#### সরবরাহ:

বিউটেফিন® ক্রীম: ১০ গ্রাম।

এবং স্তন্যদানকালে এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া আছে।  
গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: পেরিনডোপ্রিল গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বিরল এবং মৃদু: সাধারণত চিকিৎসার শুরুতে কফ, মোটা হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মেজাজ খারাপ থাকা এবং ঘুম।

খুবই কম ক্ষেত্রে: রুচিহীনতা, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, বমিভাব, আংশিক ব্যথা এবং র্যাশ হতে পারে। রক্তে ইউরিয়া বেড়ে যেতে পারে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে প্রোটিনইউরিয়া হতে পারে।

**খুবই বিরল:** এনজিওনিওরোটিক ইডিমা এবং লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অনুচক্রিকা করে যেতে পারে।  
**সরবরাহ:** ক্যাডনিল® ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

## C

**ক্যাডনিল™**

**Cadnyl™**

**উপাদান:** পেরিনডোপ্রিল আরবুমিন বিপি ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** ক্যাডনিল® (পেরিনডোপ্রিল) একটি এ্যানজিওটেনসিন কনভারটিং এনজাইম ইনহিবিটর ওষুধ যা নিম্নবর্ণিত অবস্থায় নির্দেশিত:

- উচ্চ রঞ্জচাপ
- স্ট্যাবল করোনারী আর্টারি ডিজিজ
- কনজেসচিভ হার্ট ফেইলিওর

মাত্রা ও সেবনবিধি: উচ্চ রঞ্জচাপ: ১টি করে ক্যাডনিল ৪ ট্যাবলেট প্রতিদিন সকালে একবার খেতে হবে। একমাস ব্যবহার করার পর যদি প্রয়োজন হয় মাত্রা বাড়িয়ে ৮ মি.গ্রা. পর্যন্ত করা যেতে পারে। ক্যাডনিল আহারের পূর্বে সেবন করতে হবে।

**স্ট্যাবল করোনারী আর্টারি ডিজিজ:** ক্যাডনিল শুরুতে প্রতিদিন ৪ মি.গ্রা. মাত্রায় দুই সঙ্গাহ সেবন করতে হবে, তারপর বৃক্রের কার্যকারিতা এবং ৪ মি.গ্রা. মাত্রা ভালভাবে সহায়কর উপর নির্ভর করে ৮ মি.গ্রা. (প্রতিদিন) পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। কনজেসচিভ হার্ট ফেইলিওর: ক্যাডনিল নিবিড় মেডিকেল পর্যবেক্ষণে সকালে ২ মি.গ্রা. মাত্রায় শুরু করা উচিত। রোগীর অবস্থান্যায়ী মাত্রা বাড়িয়ে ৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত করা যেতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** পেরিনডোপ্রিল এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। শিশুদের হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে, গর্ভাবস্থায়

**ক্যালবো® ৫০০**

**Calbo® 500**

**উপাদান :** ক্যালসিয়াম ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ক্যালসিয়াম ঘাটাতি প্রতিরোধে ও ঘাটাতজনিত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৫০০-১৫০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম প্রতিদিন। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নির্দেশিত মাত্রা ১২০০-১৫০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েজিম হাইপারক্যালসিইউরিয়া, মেফ্রিলিথিয়াসিস, জলিনজার-ইলিসিন সিনড্রুম এবং ডিগোক্সিন চিকিৎসা (সেরাম ক্যালসিয়ামের মাত্রা সাবধানতার সহিত পর্যবেক্ষণ করা হয়।)

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কোষ্ঠকাঠিন্য, হাইপারক্যালসেমিয়া। অন্য ওষুধেরসাথে প্রতিক্রিয়া: ডিগোক্সিন, টেট্রিসাইক্লিন, ফ্রসেমাইড, পেটাগ্যাস্ট্রিন এমাইনোফাইলিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, নাইট্রোফিটেরান্টাইম, কন্জগেটেড ইন্ট্রোজেন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-ডি, অক্সিটোসিন, প্রোস্টাগাস্টিন, আয়রণ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ক্যালসিয়াম পরিপূরক ও এন্টোসিড হিসাবে ক্যালসিয়াম সমষ্টিত ওষুধসমূহ গর্ভাবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ : ক্যালবো<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

## ক্যালবো-সি<sup>®</sup>

## Calbo-C<sup>®</sup>

**উপাদান :** ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট গ্লুকোনেট ১০০০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম কার্বনেট ৩২৭ মি.গ্রা. এবং এস্করবিক এসিড (ভিটামিন-সি) ৫০০ মি.গ্রা./এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি-এর চাহিদা বৃদ্ধি পায় যেমন- গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকালীন সময়, দ্রুত বৃদ্ধির সময়, বৃদ্ধ বয়স, সংক্রামক ব্যাধি এবং রোগমুক্তির পর ইত্যাদি। এছাড়া ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-সি-এর ঘাটতিজনিত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাঞ্চবয়ক্ষ ও ক্ষলগামী শিশুদের ক্ষেত্রে দিনে ১ টি এফারভেসেন্ট (বুদবুদায়িত) ট্যাবলেট, ৩-৭ বছর বয়সী শিশু: ১/২ ইফারভেসেন্ট (বুদবুদায়িত) ট্যাবলেটে প্রতিদিন। একটি ট্যাবলেট অর্ধেক গ্লাস পানিতে গুলিয়ে পান করুন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারক্যালসিইউরিয়া, বৃক্কের তৈরি অকার্যকারিতা, হাইপারক্যালসিইউরিয়া, গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ ঘাটতি, আয়রণ ওভারলোড, পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্যতা।

**পার্থক্ষ প্রতিক্রিয়া :** পরিপাকতন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্যতা।

**অন্য শুধুমাত্র সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিগোক্সিন, ট্রেট্রাসাইক্লিন, ফ্রুসেমাইড, পেটাগ্যাস্ট্রিন এম্বাইনোফাইলিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, নাইট্রোফিউরান্টিন, কন্জুগেটেড ইস্ট্রোজেন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-ডি, অ্জিটেসিন, প্রোস্টাগ্লিন, আয়রণ।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ভিটামিন-সি গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে নিরাপদে গ্রহণ করা যায়।

**সরবরাহ :**

ক্যালবো-সি<sup>®</sup> এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

## ক্যালবো-ডি<sup>®</sup>

## Calbo-D<sup>®</sup>

**উপাদান :** ক্যালসিয়াম ৫০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন ডি ২০০ আইইউ/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অস্তি ও অস্তি মজ্জার বিভিন্ন জটিলতায়, দাঁতের সুগঠনে এবং মহিলাদের গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়, বিভিন্ন প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার। সকালে এবং রাতে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা, হাইপারক্যালসেমিয়া ও হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজিম, হাইপারক্যালসিইউরিয়া এবং নেফ্রিলিথিয়াসিস, মারাত্মক ধরনের বৃক্কের অকার্যকারিতা।

**পার্থক্ষ প্রতিক্রিয়া :** এলার্জিক রিএকশন, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, বমি, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, বিষ্ণুনি ও মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

**অন্য শুধুমাত্র সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিগোক্সিন, এন্টসিড, অন্যান্য ক্যালসিয়াম সালফেট, ট্রেট্রাসাইক্লিন, ডার্সিসাইক্লিন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :** ক্যালবো-ডি<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১৫ টি। ক্যালবো-ডি<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৩০ টি।

## ক্যালবো<sup>®</sup> ফোর্টে Calbo<sup>®</sup> Forte

**উপাদান :** ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট গ্লুকোনেট ১০০০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম কার্বনেট ৩২৭ মি.গ্রা., এস্করবিক এসিড (ভিটামিন-সি) ৫০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন-ডি (ভিটামিন-ডি হিসেবে) ৪০০ আইইউ/এফারভেসেন্ট ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অস্তি ও পরোসিস এর সহযোগী চিকিৎসায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-ডি এর বর্ধিত চাহিদায়, যেমন- গর্ভাবস্থায়, স্তন্যদানকালে, দ্রুত বর্ধনকালে (শিশুকালে, বয়েসদ্রিকালে) এবং বৃদ্ধকালে অস্তি ও মেলাসিয়ায় ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিজনিত অবস্থায় বিশেষ করে গৃহে ও হাসপাতালে অবস্থানরত বয়োবৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে, ঠাণ্ডা ও ইনফ্রুণেঝায় সহযোগী চিকিৎসা হিসেবে, মাসিক বন্ধের পরের সমস্যাসমূহে

### মাসিক-পূর্ব সমস্যাসমূহে

সেবন মাত্রা বিধি : প্রাণ্ত বয়ক্ষ ও স্কুলগামী শিশু : প্রতিদিন ১টি এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। ৩ হতে ৭

বছরের শিশু : প্রতিদিন ১/২ এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। নবজাতক : চিকিৎসকের পরামর্শ মতে। একটি

ট্যাবলেট অর্ধেক হ্লাস পানিতে গুলিয়ে পান করুন।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : হাইপারক্যালসিমিয়া, তাঁত্র হাইপারক্যালসিইউরিয়া;

তাঁত্র রেনাল ফেইলিউর। উচ্চ ডোজ গ্যাসট্রাইনিটেট-ইনাল আপসেট ঘটাতে পারে।

রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট-এর ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া : বিল ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট

ফাঁপা, বাম বাম ভাব, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা এবং ডায়ারিয়া

দেখা দিতে পারে। ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট এর ক্ষেত্রে

ক্ষিন র্যাশের তথ্য পাওয়া গেছে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এটা বিবেচনায়

নিতে হবে যে, থায়াজাইড ধরনের ডাইইউরেটিক ও ওষুধ

ক্যালসিয়ামের বর্হিগমনের মাত্রা কমানোর মাধ্যমে

হাইপারক্যালসিমিয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ডিজিটালিস

ব্যবহারকারী রোগীদের ক্ষেত্রে হাইপারক্যালসিমিয়া

অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে।

গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবত্তায় ও

স্তন্যদানকালে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-

ডি এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য উৎস হতেও

এগুলোর প্রাণ্তি নিশ্চিত করা উচিত। গর্ভবত্তী প্রাণীর

উপর পরীক্ষায় ভিটামিন-ডি এর মাত্রাধিক্যানিত

ট্রেরাটোজনিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। ভিটামিন-

ডি এবং এর মেটাবোলাইট মাত্তদুর্ফে নিঃস্তৃত হয়।

সরবরাহ : ক্যালবো<sup>®</sup> ফোর্ট এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট :

: ১০ টি।

ঠির গোলযোগে (সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার অধিকন্ত), সুষ্ঠু

চিটানিতে এবং গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : শিশু : ১ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন।

কিশোরও কিশোরী : ১-২ ট্যাবলেট প্রতিদিন। প্রাণ্ত

বয়ক : দিনে ২ টি ট্যাবলেট।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :

হাইপারক্যালসিমিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়ডিজিম, হাইপারক্যাল সিউরিয়া, নেন্ডেলিথিয়াসিস, এর যে

কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা, বৃক্ষের

তীব্র অপর্যাপ্ততা, সমসাময়িক ডিগোলিঙ্গ চিকিৎসা।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া : মুখে সেবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট

পরিপাকতন্ত্রের জন্য যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। এছাড়া

কোষ্ঠকাঠিন্য ও কদাচিত হাইপারক্যালসেমিয়া হতে

পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ট্রেট্রাসাইক্লিন, ফ্লুরাইড

প্রিপারেশন, ভিটামিন ডি।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ক্যালসিয়াম

পরিপ্রক ও এন্টাসিড হিসেবে ক্যালসিয়াম সমন্বিত

ওষুধসমূহ গর্ভবত্তায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট

ব্যবহার করা যাবে।

সরবরাহ : ক্যালবো<sup>®</sup> জুনিয়র ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি

চুরে খাওয়ার ট্যাবলেট।

## ক্যালবো<sup>®</sup> জুনিয়র Calbo<sup>®</sup> Junior

উপাদান : ক্যালসিয়াম ২৫০ মি.গ্রা. চুরে খাওয়ার ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চমাত্রায় ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন শিশু

কিশোরদের দ্রুত বৃদ্ধির সময়, অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত

ক্যালসিয়াম গ্রহণের স্বল্পতা, অষ্টিওপেরোসিস এর

প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়, অষ্টিওজেনেসিস ও দন্ত্য স্ত

## ক্যালবোপ্লেক্স<sup>®</sup>

## Calboplex<sup>®</sup>

উপাদান : ক্যালসিয়াম ৬০০ মি.গ্রা. + ভিটামিন

ডি ২০০ আইইউ + ম্যাগনেসিয়াম ৪০ মি.গ্রা. +

যাংসনিজ ১.৮ মি.গ্রা. + কপার ১ মি.গ্রা. + বোরণ

২৫০ মাইক্রোগ্রাম + জিংক ৭.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সুষম মাত্রার মিশ্রণ মজবুত অস্থি, দাঁত,

হাদপিক, মাংসপেশী ও স্নায়ু গঠনের সহায়তায়

নির্দেশিত। এছাড়াও অস্থির বৃদ্ধি এবং গঠনে,

অষ্টিওপেরোসিসের প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়

নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার।

সকালে এবং সন্ধিয়া অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ

অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :

অতিসংবেদনশীলতা হাইপারক্যালসেমিয়া,

হাইপারপ্যারাথাইরয়ডিজিম, হাইপারক্যালসিউরিয়া,

নেক্সেলিথিয়াসিস, বৃক্কের অকার্যকারিতা।  
পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া : পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগোক্সিন, এটাসিড, অন্যান্য ক্যালসিয়াম পরিপূরক, ক্যালসিট্রায়াল বা অন্যান্য ভিটামিন ডি পরিপূরক, ট্রেট্রাসাইক্লিন, ড্রিস্যাইক্লিন, এমাইনোসাইক্লিন, অক্সিট্রেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি।

গৰ্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সরবরাহ : ক্যালবোপেক্স® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

রক্তে ক্যালসিয়াম ঘনত্ব স্বাভাবিক বা কিছুটা কম তাদের ১ দিন অতির ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম মাত্রা যথেষ্ট।

হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজিম এবং রিকেটেস ক্যালসিট্রল® লিক্যাপের নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম, যা প্রতিদিন সকালে সেবনের জন্য। রেনাল অস্টিওডিজিট্রফি, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজিম এবং রিকেটেস রোগীর ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে যদি উন্নতি না দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহের ব্যবধানে ওষুধে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

ব্যাক্ষদের ক্ষেত্রে

ব্যাক্ষদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া : ক্যালসিট্রায়াল এর চিকিৎসা ১৫ বছর গ্রহণ করা সত্ত্বেও পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া খুবই সামান্য। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে যেসব পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো- ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা, বমি হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য। অধিক পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া হলো- জ্বর, পানি শূন্যতা, মূত্রনালীর সংক্রমণ, অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ, ডিজ্ট্রফি, উদাসীনতা ইত্যাদি।

প্রতিনির্দেশনা : ক্যালসিট্রায়াল বা এর যে কোন উপাদান এর প্রতি যদি কোন রোগীর অতি সংবেদনশীলতা থাকে তাহলে ক্যালসিট্রায়াল দেয়া উচিত নয়। হাইপারক্যালসেমিক রোগীদের এটা পরিহার করা উচিত।

গৰ্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অতিরিক্ত মাত্রা প্রয়োগসত্ত্বেও ভিটামিন-ডি এর টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র অঙ্গের সঞ্চাব্য ক্ষতির ঝুঁকি অপেক্ষা রোগীর সঞ্চাব্য উপকারিতা বেশী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গৰ্ভবস্থায় ক্যালসিট্রল দেয়া যেতে পারে।

ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ গ্রহণকালীন সময়ে মা তার সন্তানকে দুঃখ পান করাতে পারেন। কিন্তু মা ও শিশুর রক্তের ক্যালসিয়াম মাত্রা পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ বর্জন করতে হবে। ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ ও থায়াজাইড ডাইইউরেটিক এর চিকিৎসা একই সাথে চললে হাইপারক্যালসেমিয়া হবার ঝুঁকি থাকে। যারা ডিজিটালিস গ্রহণ করছেন তাদেরকে ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে কেননা হাইপারক্যালসেমিয়া হলে তাদের কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া হবার আশংকা

## ক্যালসিট্রল®

## Calcitrol®

উপাদান : প্রতিটি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ক্যালসিট্রায়াল বিপি ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম (ভিটামিন D3-এর বায়োলজিক্যালি কার্যকর রূপ)।  
নির্দেশনা :

- রজঞ্বিবৃতি পরবর্তীকালীন হাড় ক্ষয়
- যাদের বৃক্কে ক্রগিক সমস্যা আছে (বিশেষতঃ যাদের হেমোডায়ালাইসিস চলছে) তাদের বৃক্কের অপারেশন পরবর্তী হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজিম
- ইডিওপ্যাথিক হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজিম
- সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজিম
- ভিটামিন ডি অভাবজনিত রিকেটেস

হাইফোফসফাটেমিক ভিটামিন ডি প্রতিরোধ্য রিকেটেস মাত্রা ও সেবনবিধি : রক্তের ক্যালসিয়াম ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি রোগীর ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ এর দৈনিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ক্যালসিট্রল® এর কার্যকারিতা পাবার পূর্বশর্ত হলো চিকিৎসার শুরুতেই পর্যাপ্ত (কিন্তু অতিরিক্ত নয়) ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা। ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ চিকিৎসা চলাকালীন ব্যক্ষদের দৈনিক ৮০০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা উচিত।

রজঞ্বিবৃতি পরবর্তীকালীন হাড়ের ক্ষয়

ক্যালসিট্রল® এর উপর উপযুক্ত মাত্রা ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন দুইবার। চিকিৎসাকালীন সেরাম ক্যালসিয়াম এবং ক্রিয়েটিনিন মাত্রা ৪ সপ্তাহ, ৩ ও ৬ মাস এবং পরবর্তীতে ৬ মাস বিবরিতভে পরীক্ষা করতে হবে।

বৃক্কের অস্টিওডিজিট্রফি (ডায়ালাইসিস রোগী)

প্রাথমিক দৈনিক মাত্রা ০.২৫ মাইক্রোগ্রাম। যাদের

থাকে। ম্যাগনেসিয়াম সম্বলিত ওষুধের কারণে হাইপারম্যাগনেসিমিয়া হতে পারে। ফসফেট সংযুক্তকারী ওষুধের মাত্রা বজ্জের ফসফেট ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে।

#### সরবরাহ:

ক্যালসিট্রল® লিক্যাপ: প্রতি বাস্তে আছে  $3 \times 10$  টি লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন।

## ক্যামলোডিন®

## Camlodin®

**উপাদান :** এমলোডিপিন। ৫ ও ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** উচ্চ রক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী এনজিনা, ভ্যাসোস্প্যাসটিক এনজিনা।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ৫-১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত একক মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, ইডিমা, অবসাদ, বমি বমি ভাব, মুখ লাল হওয়া, ইরাইথেমা, মাথা বিমর্শিম করা, গামহাইপারপ্যাসিয়া দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিগোক্সিন, ওয়ারফেরিন, সিমেটিডিনের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** ক্যামলোডিন® ৫ ট্যাবলেট :  $8 \times 15$  টি।  
ক্যামলোডিন® ১০ ট্যাবলেট :  $2 \times 15$  টি।

## ক্যামলোডিন® প্লাস Camlodin® Plus

**উপাদান :** (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট এবং (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ২৫ মি.গ্রা.)/ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** একই জাতীয় ওষুধে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ রক্তচাপের সাথে এনজিনা, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন পরবর্তী অবস্থা, রিফ্রাকটরী এনজিনা যেখানে নাইট্রেট অকার্যকর।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১ টি ট্যাবলেট অর্থাৎ এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এবং এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসার ফলাফলের উপর মাত্রার টাইট্রেশন নির্দেশিত হয়। বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. ও এটিনোলল ২৫ মি.গ্রা. মাত্রায় চিকিৎসা শুরু করার উপদেশ রয়েছে।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানে অতিসংবেদনশীলের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। ব্রংকোস্পাইম-এ সর্তর্কতার সাথে ব্যবহারযোগ্য। ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়ারেস ৩০ মি.লি./মিনিট এর নীচে হলে ও যকৃতের অকার্যকারিতায় সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সুসহনীয়; অবসাদ, মাথা ব্যথা, ইডিমা, বমি বমি ভাব, তন্দুরাঙ্গনতা, দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থার প্রত্যাশিত উপকার ভঙ্গের ক্ষতির আশংকা হতে লাভজনক হলে তখনই ব্যবহার করা উচিত।  
**স্তন্যদানকারী মায়েদের ব্যবহার করা উচিত নয়।**

#### সরবরাহ :

ক্যামলোডিন® প্লাস ট্যাবলেট : ৫  $\times$  ১০ টি।  
ক্যামলোডিন® প্লাস ২৫ ট্যাবলেট : ৩  $\times$  ১০ টি।

## ক্যামলোপ্রিল®

## Camlopril®

**উপাদান :** (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ১০ মি.গ্রা.)/ ক্যাপসুল, (এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ২০ মি.গ্রা.)/ ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** উচ্চ রক্তচাপ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** এমলোডিপিন ২.৫-১০ মি.গ্রা. + বেনাজেপ্রিল ১০-৮০ মি.গ্রা. দিনে একবার।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এমলোডিপিন, বেনাজেপ্রিল বা অন্যান্য এসিই ইনহিবিটরের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কাঁশি, ইডিমা, দুর্বলতা, অবসাদ, অনিদ্রা, ম্লায়াবিক দুর্বলতা, দুশ্চিন্তা, শিশুরণ, যৌনাকাংখা হাস, রক্তিমাত্র, হাঁট ফ্লাশ, ফুসকুঁড়ি, তৃকে নডিউল, ডার্মাটাইটিস, মুখে শুক্তা, বমি ভাব, পেটে বাথা, কেষ্টকাঠিল্য, ডায়ারিয়া, অজীর্ণ, ইসোফ্যাগাইটিস, হাইপোক্যালেমিয়া, পশ্চাতদেশে ব্যথা, মাংসপেশীতে

ব্যথা, মাংসপেশীর যন্ত্রণাদায়ক খিল ইত্যাদি।  
অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : মূত্রবর্ধক, পটাসিয়াম পরিপূরক ও পটাসিয়াম স্পেয়ারিং মূত্রবর্ধক, লিথিয়াম।  
গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যাপি ক্যাটাগরি 'সি' (প্রথম ট্রাইমেষ্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেষ্টার)। স্তন্যদানকারী মায়েদের এই ওষুধ গ্রহণকালীন সময়ে স্তন্যদান হতে বিরত থাকা উচিত।

#### সরবরাহ :

ক্যামলোপ্রিল® ৫/১০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।  
ক্যামলোপ্রিল® ৫/২০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

## ক্যামলোসার্ট™ Camlosart™

**উপাদান:** এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ওলমেসারটান মেডোড্রোমিল আইএনএন ২০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ওলমেসারটান মেডোড্রোমিল আইএনএন ৪০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** ক্যামলোসার্ট™ উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় একক অথবা অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের সাথে নির্দেশিত। যে সকল রোগীর একধিক উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের প্রয়োজন, তাদের প্রারম্ভিক চিকিৎসায় এমলোসার্ট® ব্যবহার করা যেতে পারে।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** প্রারম্ভিক চিকিৎসায় মাত্রাঃ একটি এমলোসার্ট® ৫/২০ ট্যাবলেট দিনে একবার। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণে ১-২ সপ্তাহ পর সর্বোচ্চ দৈনিক ১০/৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত মাত্রা বাঢ়ানো যেতে পারে। ৭৫ বৎসরের অধিক বা ক্ষতিগ্রস্ত যকৃত রোগীদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা উচিত নয়। এই কমিনেশন ওষুধ খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াও সেবন করা যায়। অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের সাথেও এই কমিনেশন ওষুধ সেবন করা যায়।

**পরিবর্তিত চিকিৎসায় মাত্রাঃ** যে সকল রোগী এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান সেবন করছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে এমলোডিপিন বা ওলমেসারটান অথবা উভয় ওষুধের মাত্রা প্রয়োজনমত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সংযুক্ত চিকিৎসায় মাত্রাঃ যে সকল রোগীর উচ্চ রক্তচাপ শুমাত্র এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে।

**প্রতিনির্দেশনা:** এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**সর্তভূত:** নিম্ন রক্তচাপ, এনজিনা বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বৃদ্ধি, বৃক্কের কার্য্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

#### ক্ষতিকর ক্রিয়া

সাধারণত মৃদু এবং কদাচিং এই ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা প্রত্যাহার করা হয়, ইতিমা হতে পারে।

**গর্ভাবস্থায় ব্যবহার:** এমলোডিপিনঃ ওষুধ গ্রহণ সম্ভাব্য তির তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওলমেসারটানঃ প্রেগনেন্সী ক্যাটাগরি সি (প্রথম ট্রাইমেষ্টারে) এবং ডি (২য় ও ৩য় ট্রাইমেষ্টারে)।

**স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** মায়ের ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্য তির দিক পর্যালোচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুঃখদান এর যে কোন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** নিরাপত্তা ও কার্য্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এই কমিনেশন ওষুধের সাথে অন্য কোন ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য নেই, যদিও এককভাবে এমলোডিপিন অথবা ওলমেসারটান এর সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার তথ্য রয়েছে।

**মাত্রাবিধিক:** এই কমিনেশন ওষুধের মাত্রাবিধিকের কোন তথ্য নেই।

#### সরবরাহ:

ক্যামলোসার্ট™ ৫/২০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাস্তু আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ক্যামলোসার্ট™ ৫/৪০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাস্তু আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট।

## ক্যামলোটর®

## Camlotor®

**উপাদান:** এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং এটোরভাসটেটিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা এটোরভাসটেটিন ১০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** যে সকল উচ্চ রক্তচাপের রোগীর চিকিৎসায়

এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন দুটি ওয়ুইই নির্দেশিত, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওয়ুথিটি যথাযথ কার্যকর। এমলোডিপিন যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত

১) উচ্চ রক্তচাপ ২) ক্রিগিক স্টেবল এনজিনা ৩) ভ্যাসোস্প্যাসটিক এনজিনা

এটোরভাসটেটিন যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত

১) হেটোরেজাইগ্যাস ফ্যামিলিয়াল ও নন-ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলেরিয়া

২) সেরামে ট্রাইপ্লিসারাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি

৩) প্রাথমিক ডিস্বেটালাইপোপ্রোটিনেরিয়া

৪) হেমোজাইহাস ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্টেরোলেরিয়া

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: যে সকল রোগী এমলোডিপিন

ও এটোরভাসটেটিন আলাদাভাবে সেবন করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওয়ুথি ব্যবহার করা যথাযথ হবে। রোগী যে পরিমাণে এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন সেবন করছেন, সেই পরিমাণেই এ দুটি ওয়ুথের কমিনেশন ব্যবহার করা যাবে অথবা আরো বেশি উচ্চ রক্তচাপ/এনজিনা/লিপিড কমানোর জন্য এমলোডিপিন বা এটোরভাসটেটিন বা দুটি ওয়ুথি অতিরিক্ত পরিমাণে কমিনেশন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। যারা এই ওয়ুথের যে কোন একটি সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে ক্যামোভাল ব্যবহারে অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যাবে।

একটি রোগের চিকিৎসা শুরু ও আরেকটি রোগের চিকিৎসা চালিয়ে এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন কমিনেশন ট্যাবলেটের নির্দেশিত মাত্রা: প্রারম্ভিক মাত্রা নির্ভর করবে যে ওয়ুথিটি বর্তমানে রোগী থাছে তার পরিমান এবং নতুন যে ওয়ুথিটি রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োজন তার প্রারম্ভিক মাত্রার উপর। এই কমিনেশন ওয়ুথিটি হাইপারলিপিডেরিয়া, উচ্চ রক্তচাপ বা এনজিনা চিকিৎসা শুরু করার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে। এমলোডিপিন ও এটোরভাসটেটিন কমিনেশন ট্যাবলেটে এমলোডিপিন এর সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ১০ মি.গ্রা. এবং এটোরভাসটেটিন এর সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ৮০ মি.গ্রা.।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওয়ুথের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। যে সকল রোগীর যকৃতের অসুখ বা সেরাম ট্রাপস্যামাইনেজ বৃদ্ধি জনিত অসুখ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটোরভাসটেটিন প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সাধারণত মুদু এবং এমনিতেই

চলে যায়। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল পা বা গোড়ালি ফুলে যাওয়া (ইডিমা), মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

গর্ভবত্তায় ও স্তনদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি 'এক্স'। এই কমিনেশন ট্যাবলেটে এটোরভাসটেটিন থাকার জন্য যে সকল নারী সন্তান ধারণ করতে অনিচ্ছুক বা এই ওয়ুথের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জেনেও ওষুধ ব্যবহারে ইচ্ছুক, তাদের ক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে।

সরবরাহ:

ক্যামোভাল<sup>®</sup> ৫/১০ ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## ক্যামোভাল<sup>®</sup>

## Camoval<sup>®</sup>

উপাদান: ক্যামোভাল<sup>®</sup> ৫/৮০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিলু কোটেড ট্যাবলেটে আছে এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভালসারটান ইউএসপি ৮০ মি.গ্রা.।

ক্যামোভাল<sup>®</sup> ৫/১৬০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিলু কোটেড ট্যাবলেটে আছে এমলোডিপিন বিসাইলেট বিপি যা এমলোডিপিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভালসারটান ইউএসপি ১৬০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা: উচ্চ রক্তচাপ:

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এমলোডিপিন দৈনিক ২.৫ হতে ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত এবং ভালসারটান ৮০ মি.গ্রা. হতে ৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত কার্যকর। ফ্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে, ওয়ুথের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর কার্যকারিতাও বেড়ে যায়। সেবন করার পর বা মাত্রা পরিবর্তন করার ২ সপ্তাহের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায়। সেবন শুরু করার ১ বা ২ সপ্তাহ পর থেকে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বোচ্চ দৈনিক ১০/৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত সেবন করা যাবে।

ক্যামোভাল খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাঢ়াও দেয়া যেতে পারে। ক্যামোভাল অন্যান্য এন্টিহাইপারটেনসিভ ওয়ুথের সাথে দেয়া যেতে পারে। যে সকল রোগীর রক্তচাপ শুধুমাত্র এমলোডিপিন বা ভালসারটান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাদেরকে এই দুই ওয়ুথের কমিনেশন দেয়া যেতে পারে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাত্রা: এমলোডিপিন ২.৫ মি.গ্রা.

দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে, কারণ এমলোডিপিন  
এর ফ্রিয়ারেস কম।

বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় মাত্রা: বৃক্কের মৃদু থেকে  
মাঝারী অসমকার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সেবন  
মাত্রা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন নেই। বৃক্কের তৈরি  
অসমকার্যকারিতায় মাত্রা ধীরে ধীরে বাঢ়তে হবে।

যকৃতের অসমকার্যকারিতায় মাত্রা: যকৃতের মৃদু থেকে  
মাঝারী অসমকার্যকারিতার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সেবন  
মাত্রা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন নেই। যকৃতের তৈরি  
অসমকার্যকারিতায় মাত্রা ধীরে ধীরে বাঢ়তে হবে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:**

এ ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি  
অতিসংবেদনশীলতা।

ভ্রগ অথবা নবজাতককে ওষুধের সংস্করণে না আনা,  
রক্তচাপ পরীক্ষা করা, তীব্র করনারী আর্টরী ডিজিজ  
রোগীদেরকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এর ঝুঁকি  
বা এনজিনা সম্পর্কে অবহিত করা, যকৃত বা বৃক্কের  
অসমকার্যকর রোগীদের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মাত্রা  
বাঢ়ানো।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণতঃ মৃদু ও গহ্নারী। সাধারণ  
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে হাতে ও পায়ে  
পানি জমা, নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা, গলা ব্যথা  
ও খাবার খেতে অসুবিধা, উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণ,  
মাথা ঘুরানো ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এই কমিনেশন ওষুধের  
সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য নেই। তবে  
পৃথক পৃথকভাবে এমলোডিপিন ও ভালসারটান এর  
সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার তথ্য আছে।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সি  
ক্যাটগরি ডি।

এমলোডিপিন ও ভালসারটান মাত্দুঞ্ছে নিঃস্ত হয়  
কিনা জানা যায় নি। শিশুর উপর ওষুধের ক্ষতিকর  
প্রতিক্রিয়া এবং মায়ের জন্য ওষুধের প্রয়োজনীয়তা  
পর্যালোচনা করে স্তন্যদানকারী মায়ের ওষুধ গ্রহণ অথ  
বা স্তন্যদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ:**

ক্যামোভাল<sup>®</sup> ৫/৮০ ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে  
৩০টি ট্যাবলেট, ক্যামোভাল<sup>®</sup> ৫/১৬০ ট্যাবলেট:  
প্রতি বাস্ত্রে আছে ২০টি ট্যাবলেট।

**উপাদান :** নিসট্যাটিন ১,০০,০০০ ইউনিট/মি.লি.  
সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** ক্যানডিডিয়াসিস

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১ মি.লি. সাসপেনশন দিনে  
চার বার মুখে দিতে হবে।

সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর  
কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুপযোগী। সিস্টেমিক মাইকোসিস  
চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, বমি এবং ডায়ারিয়া  
হতে পারে। ত্বক লাল হওয়া সহ আর্টিকেরিয়া কম  
দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সাথে  
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও জানা যায়নি।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায়  
ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র তখনই দেয়া হবে যখন  
সস্তবনাময় সুফল, সস্তাব্য ঝুঁকিকে ছাড়িয়ে যাবে।  
দুঃখদানরত মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র দেয়ায়  
সাবধানতা অবগত্মন করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ক্যানডেক্স<sup>®</sup> সাসপেনশন : ১২ মি.লি।

## ক্যাপসি®

## Capsi®

**উপাদান:** ক্যাপসাইসিন ইউএসপি ০.২৫ মি.গ্ৰা./গ্রাম  
ক্রীম।

**নির্দেশনা:** অস্টিওআর্থাইটিস এবং রিউমাটয়োড আথ  
প্রীইটিস এর কারণে উন্নত ব্যথার ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাগ্রবঞ্চ: ক্ষতিবিহীন ত্বকে  
ব্যবহারের জন্য অল্প পরিমাণ ক্রীম ব্যাথাক্রান্ত স্থানে  
দিনে চারবার ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকবার ক্রীম  
ব্যবহারের মাঝে অন্তত: ৪ ঘণ্টা বিরতি দিতে হবে।  
ক্রীম ভালভাবে ঘষে লাগাতে হবে যেন ত্বকে ক্রীমের  
কোন অবশিষ্টাংশ না থাকে। ক্রীম ব্যবহারের সাথে  
সাথেই যে হাত অথবা আঙুল দিয়ে ক্রীম ব্যবহার  
করা হয়েছে তা ভালভাবে ধূয়ে ফেলতে হবে। কোন  
ক্ষেত্রেই ক্যাপসাইসিন ক্রীম চোখে বা চোখের আশে  
পাশে লাগানো যাবে না। ক্যাপসি ক্রীম ব্যবহারের  
প্রথম সঙ্গাহ থেকেই ব্যথা উপশম কার্যকারিতা  
পাওয়া যায় এবং পরবর্তী ২-৮ সঙ্গাহ ব্যবহারে এই

কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

**শিশু:** শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সর্কর্তা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহারের কিছু সময় আগে অথবা পরে গরম পানি দিয়ে গোসল করলে জালাপোড়া বোধ বেশি অনুভূত হতে পারে। ক্যাপসি ক্রীম ব্যবহারের পর তুকের উপর শক্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যাবে না।

ক্ষত্যঙ্গ তুকে ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহার করা যাবে না। ক্যাপসাইসিন এবং এই ক্রীমে ব্যবহৃত অন্যান্য কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া:** ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যাপ্তি তুকে জালাপোড়ার অনুভূতি হতে পারে যা কিছু দিন ক্রীম ব্যবহারের পরই দূর হয়ে যায়। অতিরিক্ত ক্রীম ব্যবহার কিংবা দিনে ৩-৪ বারের চেয়ে কম ব্যবহারের ফলে এমনটা দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত হওয়ায় অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া প্রযোজ্য নয়।

**গৰ্ভবস্থায় এবং স্তন্দানকালে ব্যবহার:** গৰ্ভবস্থায় এবং স্তন্দানকালীন সময়ে ক্যাপসাইসিন ক্রীম ব্যবহারের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে ক্যাপসাইসিন ক্রীমের ট্রাস্যার্মাল শোষণ অত্যন্ত অল্প হওয়ায় ধারণা করা হয় ইহা মানুষের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকর পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া দেয় না।

**সরবরাহ:**

ক্যাপসি<sup>®</sup> ০.০২৫% ক্রীম: প্রতি টিউবে আছে ২০ গ্রাম ক্রীম।

**কাৰ্বিজল<sup>®</sup>**

**Carbizol<sup>®</sup>**

উপাদান: কাৰ্বিমাজল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: হাইপারথাইয়েডিজম, থাইরোটিরিকোসিস এবং থাইরোয়েড অপারেশনের পূর্বে প্রস্তুতি হিসেবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রথমে ২০ মি.গ্রা. থেকে ৬০ মি.গ্রা. দিনে ২-৫টি বিভাজিত মাত্রায় শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ মি.গ্রা.

থেকে ১৫ মি.গ্রা. দৈনিক হিসেবে মাত্রা সম্মত করতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে ২৫০ মাইক্ৰোগ্রাম/কেজি প্রতিদিন বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। চিকিৎসাকাল: ১৮-

২৪ মাস।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া:** তুকের চুলকানি, র্যাশ, পিগমেন্টেশন, মাথাব্যথা, চুলপড়া ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: আয়োডিন, অ্যান্টিকোয়াণ্টলেট ড্রাগ।

**গৰ্ভবস্থা ও স্তন্দানকালে ব্যবহার:** প্রত্যাশিত সুফল গৰ্ভস্থ জনের ওপর সস্তাব্য আশংকার চেয়ে বেশী বিবেচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাত্দুঞ্চে এর নিঃসৃণ হওয়ায় চিকিৎসকের বিবেচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ:**

কাৰ্বিজল<sup>®</sup> ট্যাবলেট: ৬ X ১০ টি ট্যাবলেট প্লিস্টার প্যাকে।

**কাৰ্ডিপ্ৰো<sup>®</sup>**

**Cardipro<sup>®</sup>**

উপাদান: এটিনোলল। ৫০ ও ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা: উচ্চ রক্তচাপ, এনজিনা পেকটোরিস, কাৰ্ডিয়াক এরিদিমিয়া, মায়োকাৰ্ডিয়াল ইনফার্কশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ৫০ মি.গ্রা. করে দিনে একবাৰ। এই মাত্রা ১০০-২০০ মি.গ্রা. পৰ্যন্ত বাঢ়ানো যেতে পারে।

সর্কর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সেকেন্ড এবং থাৰ্ড ডিগ্রি হার্ট বক, হার্ট ফেইলিওৰ, কাৰ্ডিওজেনিক শক্ত।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া:** ঠাণ্ডা অনুভব, অবসাদ, প্রাণবন্ত স্বপ্ন দেখা, অনিদ্রা, উদৱাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, মৌন অক্ষমতা এবং অবশতা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ডেরাপ্যামিল, শ্ৰেণী-১ এরিদিমিয়ারোধী ওষুধ (যেমন:- ডাইসোপাইরামাইড), কোনিডিন, ইনডেমিথাসিন।

**গৰ্ভবস্থা ও স্তন্দানকালে ব্যবহার:** গৰ্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটিনোলল স্তন্দুঞ্চে নিঃস্ত হয়। কিন্তু শিশুদের উপর এই ওষুধের কোনোপ পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

**সরবরাহ:**

কাৰ্ডিপ্ৰো<sup>®</sup> ৫০ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি। কাৰ্ডিপ্ৰো<sup>®</sup> ১০০ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি।

**কাৰ্ডিপ্ৰো<sup>®</sup> প্লাস**

## Cardipro® Plus

**উপাদান :** (এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (এটিনোলল ১০০ মি.গ্রা. + ক্লোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** উক্ত রক্তচাপ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রারম্ভিক মাত্রা একটি কার্ডিপ্রো ৫০ প্লাস ট্যাবলেট (এটিনোলল ৫০ মি.গ্রা. + কোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.) দৈনিক একবার। ফলাফল আশানুরূপ না হলে মাত্রা বাঢ়িয়ে একটি কার্ডিপ্রো(ৱ)।

১০০ প্লাস ট্যাবলেট (এটিনোলল ১০০ মি.গ্রা. + কোরথেলিডন ২৫ মি.গ্রা.) দৈনিক একবার।

**প্রতি নির্দেশনা :** সাইনাস ব্রাডিকার্ডিয়া, ফাস্ট ডিগ্রীর চেয়ে বেশী হার্ট বক, কার্ডিওজেনিক শক, কার্ডিয়াক ফেইলিওর, এনুরিয়া, এই ওষুধ অথবা সালফোনামাইড-ডেরাইভড ওষুধের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :** মৃদু এবং ক্ষণস্থায়ী যা এটিনোলল ও কোরথেলিডনে দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্যান্য উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধসমূহ, রিসারপিন।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরি ডি। গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :**

কার্ডিপ্রো® ৫০ প্লাস : ৩ X ১০ টি। কার্ডিপ্রো® ১০০ প্লাস : ৩ X ১০ টি।

## কারভা® ৭৫

## Carva® 75

**উপাদান :** এ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এন্টিথ্রোমোটিক কার্যকারিতা রয়েছে, যা অগুচ্ছিকাকে সক্রিয় হতে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে কাজ করে। এটি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এবং তৎপরবর্তীকালীন প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি অস্থায়ী এনজিনা এবং সেরিব্রাল ক্ষণস্থায়ী ইসকেমিক স্ট্রোকের প্রতিরোধক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১৫০ মি.গ্রা. রোগ নির্ণয়ের সময় এবং এর পরে প্রতিদিন ৭৫ মি.গ্রা. করে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা, হাইপোপ্রোথেরিনেমিয়া, হেমোফিলিয়া,

পেপটিক আলসার ও হাঁপানী।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অতিসংবেদনশীলতা, হাঁপানী, ইউনেট কিডনী স্টেন, দীর্ঘমেয়াদী পরিপাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণ, টিনিটাস, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টিকোয়াঙ্গুলেন্টস, হাইপোগ্লাইসেমিকস, ফিনাইটয়েন, প্রোবেনেসিড, সালফোনামাইড।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভকালীন শেষ তিন মাস ও দুঃখদানকারীদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

কারভা® ৭৫ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

## কাভির™

## Cavir™

### উপাদান

কাভির™ ০.৫ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্জু কোটেড ট্যাবলেটে আছে এন্টেকাভির আইএনএন ০.৫ মি.গ্রা.।

কাভির™ ১ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্জু কোটেড ট্যাবলেটে আছে এন্টেকাভির আইএনএন ১ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** ভাইরাল রেপিকেশন এর প্রমাণ আছে এবং সিরামে এমিনোটাপফারেজ্ (এএলটি অথবা এএসটি) এর ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রমাণ আছে অথবা হিস্টোলজিক্যাল সক্রিয় রোগ আছে এমন প্রাঞ্চবয়ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস-বি এর চিকিৎসায় কাভির এগান নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** কাভির খালি পেটে গ্রহণ করা উচিত (খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে অথবা দুই ঘন্টা পরে)।

কেবল নিউক্লিওসাইড চিকিৎসা নেয়ানি এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ( $\geq 16$  বছর): ০.৫ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

ল্যামিভুলিন বা টেলিভুলিন এর অকার্যকারিতায় ( $\geq 16$  বছর): ১ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

**যকৃতের অকার্যকারিতায়**

১ মি.গ্রা. দৈনিক একবার।

**বৃক্কের অকার্যকারিতায়**

বৃক্কীয় অকার্যকরী রোগীদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০ মি.লি./মিনিট এর কম হলে এবং হিমোডায়ালাইজিস অথবা সিএপিডি রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে এন্টেকাভির এর মাত্রার সময়স্থায় করতে হবে

বৰ্কীয় অকাৰ্যকাৰী ৱোগীৰ ক্ষেত্ৰে এটেকাভি-এৰ মাত্ৰা				
ক্লিয়েটিনিন ক্লিয়ারেস (মিলি/ মিলিট)	≥৫০	৩০থেকে <৫০	১০থেকে <৩০	<১০, হিমোজালাইসিস অথবা সিএলিভি ৱোগীৰেৰ ক্ষেত্ৰে
নির্দেশিত মাত্ৰা	প্ৰতি ২৪ ঘণ্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্ৰতি ৪৮ ঘণ্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্ৰতি ৭২ ঘণ্টায় ০.৫ মি.গ্রা.	প্ৰতি ৭ দিনে ০.৫ মি.গ্রা.

**প্ৰতিনিৰ্দেশনা:** এটেকাভিৰ অথবা এৰ কোন উপাদানৰে প্ৰতি অতি অতি সংবেদনশীল ৱোগীৰ ক্ষেত্ৰে এটি প্ৰতিনিৰ্দেশিত।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহাৰ:** গৰ্ভাবস্থায় প্ৰেগন্যাসী ক্যাটগেগৰি 'সি'। মা থেকে শিশুতে হেপাটাইটিস-বি ভাইৱাস ছড়িয়ে পড়াৰ উপৰ এটেকাভিৰ এৰ প্ৰভাৱ সম্বলিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গৰ্ভাবস্থায় সাৰধানতাৰ সাথে এটেকাভিৰ দিতে হবে।

**স্তন্যদানকালে:** এটেকাভিৰ মাতৃদুষ্কে নিঃস্ত হয় কিনা জানা যায় নি। মায়েৱা যদি এটেকাভিৰ গ্ৰহণ কৰে থাকেন তাহলে তাদেৱকে স্তন্যদান কৰানো থেকে বিৱৰিত থাকা উচিত।

**শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ:** ১৬ বছৰেৱ কম বয়সী শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে এটেকাভিৰ এৰ নিৱাপত্তা ও কাৰ্য্যকাৰিতা প্ৰতিষ্ঠিত হয়নি।

**বয়ক রোগীদেৱ ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ:** ৬৫ অথবা এৰ অধিক বয়সেৱ রোগীদেৱ উপৰ এন্টেকাভিৰ নিয়ে যথেষ্ট ক্লিনিক্যাল স্টাডি কৰা হয়নি বলে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদেৱ তুলনায় তাদেৱ উপৰ এটেকাভিৰ এৰ কাৰ্য্যকাৰিতাৰ তুলনা কৰা যায়নি। তবে বয়ক রোগীদেৱ ক্ষেত্ৰে এটেকাভিৰ এৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণে সাৰধানতা অবলম্বন কৰা এবং বৃক্ষেৱ কাৰ্য্যকাৰিতা পৰ্যবেক্ষণ কৰা উচিত।

**পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া:** সাধাৱণ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াগুলো হল মাথা ব্যথা, দৰ্বলতা, মাথা বিমৰ্শিম কৰা এবং বৰ্মি বৰ্মি তাৰ।

**অন্য ওষুধেৱ সাথে প্ৰতিক্ৰিয়া:** যে সব ওষুধ বৃক্ষেৱ কাৰ্য্যকাৰিতাৰ প্ৰভাৱ ফেলে অথবা বৃক্ষ দ্বাৱা অপসাৱিত হয়, তাদেৱ সাথে একত্ৰে ব্যবহাৰ কৰা হলে এটেকাভিৰ অথবা সেই ওষুধেৱ সেৱাম ঘণমাত্ৰা বৃদ্ধি পেতে পাৰে। ল্যামিতুডিন, এডেফোভিৰ ডিপিভেক্সিল

অথবা টেনোফেভিৰ ডিসোপ্রোপ্রিল ফিটমারেট এৰ

সাথে এটেকাভিৰ এৰ তেমন কোন ওষুধ আস্তঞ্চক্রিয়া নেই।

**সৱৰবাৰাহ:** কাভিৰ ০.৫ ট্যাবলেট: প্ৰতিটি বাঞ্ছে আছে ৫ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টাৰ প্যাক-এ।

**কাভিৰ ১ ট্যাবলেট:** প্ৰতি বাঞ্ছে আছে ৫ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টাৰ প্যাক-এ।

## সিভিট®

**Ceevit®**

**উপাদান :** সিভিট® - ভিটামিন সি ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। সিভিট® ফোর্ট - ভিটামিন সি ১০০০ মি.গ্রা. এফাৱেভেসেন্ট ট্যাবলেট।

**নিৰ্দেশনা :** ক্ষাৰ্ভি, গৰ্ভাবস্থা, স্তন্যদানকাল, ইনফেকশন, মারাত্কাৰ ক্ষত, পুড়ে যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, অন্তোপচাৱেৰ পৱ, জৱ, প্ৰচণ্ড স্নায়ুচাপ, পেপটিক আলসাৱ, ক্যাপাৱ, হেৰাটুৱিয়া, দাঁতেৰ ক্ষত, মাড়িৰ সংক্ৰমণ, ব্ৰন, বন্ধ্যাত্ম, হাড়েৱ ভঙ্গুৱতা, পায়েৱ আলসাৱ, হে ফিভাৱ এবং লেভোডোপা বিষাক্ততা প্ৰতিৱোধ ও চিকিৎসায় নিৰ্দেশিত।

**মাত্ৰা ও ব্যবহাৰ বিধি :** সিভিট® : ১-৩ টি ট্যাবলেট প্ৰতিদিন অথবা চিকিৎসকেৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সিভিট® ফোর্ট :** ১ টি ট্যাবলেট প্ৰতিদিন অথবা চিকিৎসকেৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতৰ্কতা ও যেসব ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ কৰা যাবে না :** হাইপার অক্সিলিউভিয়া রোগীদেৱ ক্ষেত্ৰে উচ্চমাত্ৰাৰ গ্ৰহণ নিৰ্দেশিত নয়। গুৰোজ, ইউৱিক এসিড এবং ক্লিয়েটিনিন পৰিষ্কায়া ভিটামিন সি ভুল পজিচিভ রেজাল্ট দিতে পাৰে।

**পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া :** অত্যধিক মাত্ৰাৰ ব্যবহাৱে ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, লৌহ শোষণ ক্ষমতাৰ মাত্ৰাবিক্য হতে পাৰে।

**অন্য ওষুধেৱ সাথে প্ৰতিক্ৰিয়া :** এমাইনোফাইলিন, নিওমাইসিন, ইৱিথ্ৰোমাইসিন, কোৱামফেনিকল, কোৱাথায়াজাইড সোডিয়াম, হাইড্ৰোকোর্টিসোন সোডিয়াম ওষুধেৱ সাথে ভিটামিন সি এৰ কিছু ক্ষতিকাৱক প্ৰতিক্ৰিয়া আছে।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহাৰ :** স্বাভাৱিক মাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ নিৱাপদ। তবে প্ৰতিদিন ৫ গ্ৰাম অথবা এৰ বেশী মাত্ৰাৰ গ্ৰহণ কৰলে গৰ্ভপাত হতে পাৰে।

**সৱৰবাৰাহ :**

**সিভিট® ট্যাবলেট :** ২০ X ১০ টি। সিভিট® ফোর্ট

ইফারভেন্সেট ট্যাবলেট : ১০ টি।

### সেফ-৩®

### Cef-3®

**উপাদান:** সেফিলিম (সেফিলিম ট্রাইহাইড্রেট ইউ এসপি হিসেবে)। ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ৪০০ মি.গ্রা. ডিএস ক্যাপসুল, ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ৪০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট সাসপেনশন।

**নির্দেশনা:** উর্ধ্ব ও নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, মৃত নালীর সংক্রমণ, গনোকক্লাইটাইটিস, একিউট ও টাইটিস মিডিয়া।

**ব্যবহারবিধি ও মাত্রা:** সেফ-৩® ক্যাপসুল/ট্যাবলেটঃ ২০০ মি.গ্রা. - ৪০০ মি.গ্রা., একক বা বিভক্ত মাত্রায় ৭-১৪ দিন পর্যন্ত রোগের তৈরিতা অনুযায়ী সেব্য।

সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডারঃ

শিশুদের মাত্রাঃ দৈনিক ৮ মি.গ্রা. প্রতি কেজিতে দৈহিক ওজন হিসাবে একক বা দুটি বিভক্ত মাত্রায় ৭-১৪ দিন পর্যন্ত সেব্য আথবা

১/২-১ বছর পর্যন্ত : ৮ ৭৫ মি.গ্রা.

১-৪ বছর পর্যন্ত : ৮ ১০০ মি.গ্রা.

৫-১০ বছর পর্যন্ত : ৮ ২০০ মি.গ্রা.

১১-১২ বছর পর্যন্ত : ৮ ৩০০ মি.গ্রা.

১২ বছরের উর্ধ্বে : ৮ পূর্ণ ব্যক্ত মাত্রা

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণতঃ সেফ-৩® সুসহচীয়। যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ক্লিনিক্যাল ট্রোয়ালে দেখা গেছে তার অধিকাংশই মৃদু প্রকৃতির এবং ক্ষণস্থায়ী।

**পরিপাকতন্ত্রে (GIT) প্রতিক্রিয়াঃ** ডায়ারিয়া (যদি মারাত্মক আকার ধারণ করে তবে সেফ-৩® সেবন বন্ধ করা উচিত), পায়খানার বং পরিবর্তন, বমিবর্ম ভাব, পেটে ব্যথা, অজীর্ণতা।

**কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (CNS) প্রতিক্রিয়াঃ** মাথা ব্যথা, বিমুনী হতে পারে।

**অন্যান্য প্রতিক্রিয়াঃ** অতি সংবেদনশীল (Hypersensitivity) প্রতিক্রিয়া যা চিকিৎসা বন্ধ করা হলে প্রশ্রমিত হয়। হেমাটেলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া যা খুবই বিরল এবং সিরামে অ্যামাইলেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

**অনুপযোগিতা:** যদের সেফালোস্পেন্সিন জাতীয় ওষুধে অতিসংবেদনশীলতা আছে।

**সাবধানতা:** যদের পরিপাকতন্ত্রে সমস্যা আছে বিশেষ করে কোলাইটিস থাকলে সেফ-৩® সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যে সব রোগীর বৃক্কের কার্যক্রমতায় মারাত্মক সমস্যা আছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই মাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।

**গর্ভবত্তায় এবং শন্ত্যদানকালে:** গর্ভকালীন অবস্থায় এবং শন্ত্যদানকালে সেফ-৩® গ্রহণে বিরত থাকাই ভাল কেননা এক্ষেত্রে তেমন কোন ক্লিনিক্যাল তথ্য নেই।

**ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে:** কোন বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন নেই।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** ১২ বছরের কম অথবা ৫০ কেজির চেয়ে কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে দৈনিক ৮ মি.গ্রা. প্রতি কেজিতে হিসাবে সেব্য।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন তথ্য নেই।

#### সরবরাহ

সেফ-৩® ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ১২ টি ক্যাপসুল। সেফ-৩® ডিএস ক্যাপসুলঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ৬ টি ক্যাপসুল। সেফ-৩® ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ১০ টি ট্যাবলেট। সেফ-৩® ডিএস ট্যাবলেটঃ প্রতিটি বাল্কে আছে ৬ টি ট্যাবলেট।

সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৩০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার। সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৪০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৪০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার। সেফ-৩® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৫০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার। সেফ-৩® ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার (৫০ মি.লি) ঃ প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার।

### সেফোটিল™

### Cefotil™

**উপাদান :** সেফিটেলিম। ১২৫, ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ৭৫০ মি.গ্রা. ও ১.৫ গ্রাম ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** নাক, কান, গলার বিভিন্ন সংক্রমণ ও প্রদাহে, ফুরানকিউলেসিস, পায়োডারমা, ইঞ্পেটিগো, বৃক্ক, মুত্রনালি এবং মুত্রাথলীর সংক্রমণ, গনোকক্লাই

ইউরেথাইটিস, সারডিসাইটিস এবং লাইম ডিজিজ। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৭-১০ দিন চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী সেব্য। সেফালোস্পোরিন ফ্রপের এস্টিবায়োটিক এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের সেফিউরজ্জিম দেয়া উচিত নয়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** দীর্ঘদিন ব্যবহারে সেফিউরজ্জিমের প্রতি সংবেদনশীল নয় এমন জীবাণু সমূহের অতিমাত্রায় বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** খুব কম সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে বমি ভাব এবং বমি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থার শেষ ভাগে মূত্রানালী এবং অন্যান্য সংক্রমণে সেফিউরজ্জিমের নিরাপদ ব্যবহার রয়েছে। স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

সেফোটিল<sup>TM</sup> ১২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ টি।

সেফোটিল<sup>TM</sup> ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ টি।

সেফোটিল<sup>TM</sup> ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ১২ টি।

সেফোটিল<sup>TM</sup> পার্টিউল ফর সাসপেনশন : ৭০ মি.লি।

সেফোটিল<sup>TM</sup> ৭৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন : একটি ভায়াল। সেফোটিল<sup>TM</sup> ১.৫ মি.গ্রা. আইভি

ইঞ্জেকশন : একটি ভায়াল।

সংক্রমণে প্রতিরোধক হিসেবে এবং টাইফয়োড জ্বরে। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্ত বয়স্কদের জন্য : একক মাত্রায় ১-২ গ্রাম হচ্ছে সাধারণ মাত্রা (অথবা দৈনিক দুইবার সমবিভক্ত মাত্রায়)। দৈনিক মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু ৪ গ্রাম এর বেশী হওয়া উচিত নয়। অপারেশন পূর্ববর্তী ব্যবহারের ক্ষেত্রে (সার্জিক্যাল প্রোফাইলেক্সিস), সার্জিরিয়াল ১/২-২ ঘণ্টা পূর্বে একক মাত্রায় ১ গ্রাম নির্দেশিত। ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে : দৈনিক একক মাত্রায় ৫০ থেকে ৭৫ মি.গ্রা./ কেজি দৈহ ওজনে প্রযোজ্য (অথবা দৈনিক দুইবার সমবিভক্ত মাত্রায়)।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণতঃ সুসহচীয়। কতিপয় ক্ষেত্রে নিম্নের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করা যায়- ডায়ারিয়া, বমি ভাব, চুলকানি, লাল চাকাকৃতি দাগ, জড়স, অস্থিরতা, বিমুনি, মানসিক দুর্বলতা।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এলকোহলের সাথে ডিসাল্ফিরামের মত প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চরম নির্দেশনা না থাকলে গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহারযোগ্য নয়। স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সতর্কতার সাথে ব্যবহা করা উচিত।

**সরবরাহ :**

সেফট্রোন<sup>®</sup> ২৫০ মি.গ্রা. আইএম ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ২৫০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজ্রোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্রোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ২ মি.লি. ১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য। সেফট্রোন<sup>®</sup> ২৫০ মি.গ্রা. আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ২৫০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজ্রোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্রোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ২ মি.লি. ১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য।

সেফট্রোন<sup>®</sup> ৫০০ মি.গ্রা. আইএম ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজ্রোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্রোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ২ মি.লি. ১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য।

সেফট্রোন<sup>®</sup> ১০০ মি.গ্রা. আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ১০০ মি.গ্রা. সেফট্রিয়াজ্রোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্রোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে)

## সেফট্রোন®

## Ceftron®

**উপাদান :** সেফট্রিয়াজ্রোন ২৫০ মি.গ্রা. আইএম, ২৫০ মি.গ্রা. আইভি, ৫০০ মি.গ্রা. আইএম, ৫০০ মি.গ্রা. আইভি, ১ গ্রাম আইএম, ১ গ্রাম আইভি এবং ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** বৃক্ষ ও মূত্রানালীর সংক্রমণে, শ্বাসনালীর নিলাংশের সংক্রমণে, বিশেষ নিউমোনিয়া, গ্লোকক্রাস সংক্রমণে, চর্ম ও নরম কলার সংক্রমণে, অস্থি ও অঙ্গ সংক্রমণে, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণে, যেমন- সেপটিসেমিয়া, নাক, কান ও গলার সংক্রমণে, ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সংক্রমণে, অপারেশন পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধে, অপারেশন পূর্ব ও পরবর্তী

এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইভি ব্যবহারের জন্য। সেফট্রেন®

১ গ্রাম আইএম ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ১ গ্রাম সেফট্রিয়াজ্যোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্যোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য শুষ্ক পাউডার এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ৩.৫ মি.লি. ১% লিডোকেইন ইউএসপি আইএম ব্যবহারের জন্য। সেফট্রেন® ১ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ১ গ্রাম সেফট্রিয়াজ্যোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্যোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য শুষ্ক পাউডার এবং প্রতিটি এস্পুলে আছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইভি ব্যবহারের জন্য। সেফট্রেন® ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে ২ গ্রাম সেফট্রিয়াজ্যোন (জীবাণুমুক্ত সেফট্রিয়াজ্যোন সোডিয়াম ইউএসপি হিসাবে) এর সমতুল্য শুষ্ক পাউডার এবং দুটি এস্পুলের প্রতিটিতে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি আইভি ব্যবহারের জন্য।

## সেরেভাস®

## Cerevas®

উপাদান : ডিনপোসিটিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : রক্তসংবহনজনিত দুর্ঘটনা: সেরেব্রাল প্রথমেসিসজনিত ইসকোমিক স্ট্রোক, সেরেব্রাল এমবোলিজম, রক্তসংবহনজনিত তীব্র সমস্যা, উচ্চরক্তচাপ জনিত সমস্যা, হৃৎপিণ্ডের কঠিন সমস্যা, স্নায়ু দুর্বলতা, পূর্ণ স্ট্রোক, ডিমেনসিয়া, আর্টেরিওকেরোসিস, উচ্চ রক্তচাপের এনসেফালোপ্যাথী, অ্যাপপলেকটিক অবস্থার পরে যখন রক্তক্ষরণ হয় ইত্যাদি।

বার্ধক্য : নানা মানসিক সমস্যা, রক্তসংবহনের সমস্যা, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, চিন্তাশক্তি শুধু হওয়া, কোনো কাজে মনোযোগহীনতা, বাঁচুনী, মুড সমস্যা, বাকহীনতা, অনিদ্রা ও রজ়গণিবৃত্তির সময় ডেসোভেজিটিভ লক্ষণ দূরীকরণে।

চক্রোগ : আর্টেরিওক্লোরোসিসের কারণে চোখের করারেত ও রেটিনার রক্তসংবহনজনিত সমস্যা। ভ্যাসোস্পাজম ম্যাকুলার উপশিরা চিষ্ঠা ও ধূমৰীর রক্তত্বধন ও এমবোলিজম ও গুরুকোমা অথবা এ জাতীয় সমস্যা।

কর্ণোগ : সংবহনজনিত সৃষ্টি সমস্যায় কানে সমস্যা, যা কিনা প্রেসবাইয়াকুসিস থেকে হতে পারে। মেনিয়ারস্-

তিজিজ, ককলিয়ার সমস্যা, কানে শোঁর্খো শব্দ করা ও মাথার বিঁচুনি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১-২ ট্যাবলেট দিনে তিনবার। লক্ষণমাত্রায় ১টি করে ট্যাবলেট দিনে তিনবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : স্নায়ুজনিত চোখের এবং কানের উপরোক্তেখত সমস্যার তীব্র অবস্থায় পেরেন্টেরাল চিকিৎসার পরে যুক্ত খাবার ট্যাবলেট চলতে থাকবে। গর্ভবস্থায় এ ওয়েব খাওয়া নিষেধ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ক্ষণস্থায়ী রক্তচাপ হ্রাস ও দ্রুত হাদস্পদন হতে পারে।

অন্য ওয়েবের সাথে প্রতিক্রিয়া : অন্য কোন ওয়েবের সাথে এর কোন ইন্টার্যাকশন আছে বলে তথ্য নেই।

সরবরাহ :

সেরেভাস® ট্যাবলেট : প্রতি বার্ষে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট।

## কোলিনর®

## Cholinor®

উপাদান : ইজেটিমাইব ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাইমারী হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া : হেটেরোজাইগাস ফ্যামিলিয়াল এবং নল-ফ্যামিলিয়াল (মনোথেরাপি অথবা এইচ এম জি কোএ রিডাট্রেজ ইনহিবিটর এর সাথে কমিনেশন হিসাবে)। হোমোজাইগাস সিটোষ্টেরোলেমিয়া : খাদ্যের সাথে সম্পূরক হিসাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা. দিনে এক বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এইচ এম জি কোএ রিডাট্রেজ ইনহিবিটরের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চ ওয়েবের নির্দেশনা তথ্য অনুযায়ী দিতে হবে। অতিসংবেদনশীলতা। ইজেটিমাইব ও এইচএমজি কোএ রিডাট্রেজ ইনহিবিটর এর কমিনেশন একটিভ লিভার ডিজিজ অথবা অবিশেষ্য বিদ্যমান সেরাম ট্রাস এমাইনেজের বৃদ্ধি এর ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সহনশীল। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পাসিবে এর মতই।

গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রত্যাশিত সুফল যদি অন্নের উপর বুঁকির থেকে বেশী হয়, সেতে ব্যবহার করা যাবে। ইজেটিমাইব স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়, তবে প্রত্যাশিত সুফল যদি

বৃক্ষির থেকে বেশী হয় সেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

**সরবরাহ :**

কেলিনর® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## সিলোস্টা™

**উপাদান:** সিলোস্টাজোল আই এন এন ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** সিলোস্টা ইন্টারমিটেট ক্লিফিকেশন এর লক্ষণসমূহ কমানোর প্রতি নির্দেশিত, যা হাঁটার দূরত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** সিলোস্টা ১০০ এর নির্দেশিত মাত্রা হল ১০০ মি.গ্রা. দৈনিক দুইবার, যা সকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারের আধা-ঘন্টা আগে অথবা ২ ঘন্টা পরে গ্রহণ করতে হবে। কিটোকোনাজোল, ইট্রাকোনাজোল, ইরাইথ্রোমাইসিন এবং ডিলটিয়াজেম এর সাথে সেবনের ক্ষেত্রে দিনে দুইবার ৫০ মি.গ্রা. মাত্রায় থেকে হবে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** সিলোস্টাজোল যে কোন মাত্রার হার্ট ফেইলিউর এর রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। সিলোস্টাজোল ও ক্লোপিডোগ্রেল এক সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা অথবা নিরাপত্তা বিচারে কোন তথ্য নেই।

সিলোস্টাজোল যেকোন পর্যায়ের কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর এর রোগীদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত। সিলোস্টাজোল অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি জ্বাত অথবা ধারাগাত অতিসংবেদনশীলতা এর ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, বমি, পায়ে ক্রাম্প ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ক্ষুধামন্দ এবং ইডিমা হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ফার্মাকোকাইনেটিকস্ স্টাডিজ প্রতিপাদন করে যে ওমিপ্রাজোল এবং ইরাইথ্রোমাইসিন, সিলোস্টাজোল এবং এর গুরুত্বপূর্ণ বিপাকাবস্থার সিস্টেমিক এক্সপ্রেজার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। পপুলেশন ফার্মাকোকাইনেটিকস্ তথ্য অনুযায়ী, একইসাথে ডিলটিয়াজেম ব্যবহার করা রোগীদের ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল এর প্লাজমা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

**গর্ভাবস্থা ও শ্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায়:

গর্ভবতী মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত ও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন গবেষণা নেই।

**শ্তন্যদানকালে:** প্রাণী দেহে পরীক্ষায় দেখা গেছে সিলোস্টাজোল মাতৃদুর্দুঃখে নিঃসরণ হয়, তাই দুর্দান বৰ্দ্ধ অথবা সিলোস্টাজোল বদ্বের ব্যাপারে লাভ-বুকি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে সিলোস্টাজোল এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ:**

সিলোস্টা™ ১০০: প্রতি বার্ষে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## সিনারন®

## Cinaron®

**উপাদান :** সিনারিজিন ১৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মঙ্গিকের রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত রোগ সমূহ : (যেমন- ক) মঙ্গিকের রক্তবাহী নালিকার সংকোচন বা প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্টি উপসর্গ সমূহ; (খ) মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে সৃষ্টি বিভিন্ন উপসর্গ সমূহ; (গ) স্ট্রোক পরবর্তী উপসর্গ সমূহ; (ঘ) মাইক্রোন। পেরিফেরাল রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা সমূহ : যেমন- রক্তনালীর সংকোচন ও রক্ত সরবরাহের প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্টি উপসর্গ সমূহ : যেমন- গ্যাংগিন পূর্ববর্তী অবস্থায়, রাত্রিকালীন র্থিচুনি, হাত ও পায়ের তালু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অবসন্নতা, ভেরিকোস সৃষ্টি ক্ষত ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি উপসর্গসমূহ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১৫ থেকে ৩০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** সিনারিজিন এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ঘুম ঘুম ভাব ও পরিপাকতন্ত্রের অস্থচন্দ্র্যতা অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে হতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও শ্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় এর ব্যবহার সুপারিশকৃত নয়।

**সরবরাহ :**

সিনারন® ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

## সিনারন® প্লাস Cinaron® Plus

**উপাদান:** সিনারিজিন বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং

ডাইমেনহাইড্রেট ইউএসপি ৪০ মি.গ্রা।

নির্দেশনা:

১। মস্তিষ্কের রক্ত সংপ্রবালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা  
সমূহ, যেমন-

ক) মস্তিষ্কের রক্তহীন নালিকার সংকোচন বা  
প্রতিবন্ধকতার জন্য সৃষ্টি অবসন্নতা, বিমুনি, কানে  
তেঁ ভোঁ শব্দ, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, আরণ্ঘত্ব লোপ  
পাওয়া, অমনোযোগিতা এবং বয়োঃবৃদ্ধিনিত বিভিন্ন  
উপসর্গসমূহ।

খ) মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে সৃষ্টি বিভিন্ন  
উপসর্গসমূহ।

গ) স্ট্রোক পরবর্তী উপসর্গ সমূহ।

ঘ) মাইথেন।

২। পেরিফেরাল রক্ত সংপ্রবালনের বিঘ্নতাজনিত অসুবিধা  
সমূহ, যেমন-

ক) মাংসপেশীর তীব্র অনেকিক আক্ষেপ এবং  
রক্তনালিকার বিভিন্ন কারনে সংকুচিত হওয়ার ফলে  
সৃষ্টি উপসর্গ সমূহ, যেমন- গ্যাংগ্রিন-এর পূর্ববর্তী  
অবস্থায়, রাত্রিকালীন খিঁচুনি, হাত ও পায়ের তালু ঠাণ্ডা  
হয়ে যাওয়া, অবসন্নতা, ভেরিকোস সৃষ্টি ক্ষত।

৩। ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি উপসর্গ, যেমন-

ক) কানের লেবিরিস্ট এর রক্তনালী সংকোচনের জন্য  
কানের অস্পষ্টিবোধ, মাথাঘোরা, কানে কম শোনা,  
ডিজিনেস, কানে অস্পষ্টিকর শব্দ শোনা, অনিচ্ছাকৃত  
চোখ ঘোরা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

খ) ভ্রম জনিত অসুস্থিতায়।

সেবন বিধি ও মাত্রা: সাধারণ বয়স্ক মাত্রা: ১টি  
ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খাবারের পর।

অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। ১৮  
বছরের নিচে শিশুদের জন্য নির্দেশিত নয়।

প্রতি নির্দেশনা ও পৌর্ণপ্রতিক্রিয়া: বিশেষজ্ঞদের জানা  
মতে কোনোপ অনুপযোগিতা এখনো জানা যায়নি,  
তবে পৌর্ণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘুমঘুম ভাব বা বিমুনি  
এবং পরিপাকতন্ত্রের অস্থাচল্দ্য কদাচিং দেখা দিতে  
পারে। সঠিক গ্রহণমাত্রা নির্ণীত হলে এবং পরিমিত  
মাত্রায় নিয়মিত সেবনে এসব অসুবিধা থাকে না।  
অন্যসকল নির্দেশিত ওষুধের সাথেও সিনারন® প্লাস  
খাওয়ানো যায়।

সরবরাহ

সিনারন® প্লাস: প্রতি বাত্রে আছে ১০০ টি  
ট্যাবলেট।

## সিপ্রোসিন®

## Ciprocin®

উপাদান : সিপ্রোফ্রাসিন। ২৫০, ৫০০ ও ৭৫০  
মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১ গ্রাম এক্সআর ট্যাবলেট, ২৫০  
মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ২০০  
আইডি ইনকিউশন।

নির্দেশনা : মৃত্তনালীর সংক্রমণ, শ্বাসতন্ত্রের নিম্ন ভাগের  
সংক্রমণ, চর্ম ও নরম কলার সংক্রমণ, অস্থি ও অস্থি  
সঞ্চির সংক্রমণ, পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ, গনেরিয়া,  
চিকিৎসায় ব্যবহার্য। সিপ্রোসিন® ৭৫০ ট্যাবলেট  
শ্বাসতন্ত্রের নিম্নভাগের সিউডোমোনাল সংক্রমণ এবং  
সিউডোমোনাস, স্টাফাইলো-কক্সাস, স্টেপটোকক্সাই  
সৃষ্টি তীব্র সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত। সিপ্রোসিন®  
৭৫০ সার্জিক্যাল প্রোফাইলেক্সিসেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্র ও ব্যবহার বিধি : সংক্রমণের ধরণ অনুযায়ী  
২৫০-৭৫০ মি.গ্রা. ১২ ঘন্টা পর পর। শিশুদের ক্ষেত্রে  
১০-২০ মি.গ্রা./কেজি ১২ ঘন্টা পর পর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
সিপ্রোফ্রাসিন এবং অন্যান্য কুইনোলোন গ্রাপের  
ওষুধের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল হলে এ ওষুধ ব্যবহার  
করা যাবে না।

পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, অন্যান্য  
পরিপাকতন্ত্রী অসুবিধা, মাথা ব্যথা, মাথা বিম্ বিম্  
ভাব, গায়ে ফুসকুড়ি, কৃষ্ণালাইটেরিয়া ইত্যাদি।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভবত্তায় ও  
দুর্ঘনাকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

সরবরাহ :

সিপ্রোসিন® ২৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। সিপ্রোসিন®  
৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। সিপ্রোসিন® ৭৫০  
ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। সিপ্রোসিন® এক্সআর  
১ গ্রাম ট্যাবলেট : ২ X ৬ টি। সিপ্রোসিন® ২৫০  
পাউডার ফর সাসপেনশন : ৬০ মি.লি। সিপ্রোসিন®  
২০০ আইডি:১০০ মি.লি পিভিসি ব্যাগ।

সিপ্রোসিন® চোখ/কানের ড্রপস্

Ciprocin® Eye/Ear Drops

উপাদান : সিপ্রোফ্রাসিন ০.৩% চোখ/কানের  
ড্রপস্।

নির্দেশনা : কর্ণিয়ার আলসার, কনজাংটিভার প্রদাহ,

ওটাইটিস এক্সট্রানা, একিউট ওটাইটিস মিডিয়া।  
**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংটিভার প্রদাহ : স্বাভাবিক মাত্রা হলো প্রথম ২ দিন ১-২ ফেন্টা করে প্রতি ২ ঘন্টা পর পর কনজাংটিভার খলিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং পরবর্তী ৫ দিন ১-২ ফেন্টা করে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর প্রয়োগ করতে হবে। কানে প্রয়োগ : সকল ব্যাকটেরিয়া জনিত কানের ক্ষত চিকিৎসায় ২-৩ ড্রপস্ ওষুধ দিনে ২-৩ ঘন্টা পর পর আক্রান্ত কানে প্রয়োগ করতে হবে, সংক্রমণের উভারির সাথে সাথে মাত্রা কমাতে হবে। কমপক্ষে ৭ দিন চিকিৎসা চলবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ফালিজিসহ অন্যান্য যে সমস্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে সিপ্রোফ্লুক্সাসিন কার্যকর নয় তাদের বিষ্টার ঘটতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** জালাপোড়া, অস্পষ্টি অনুভূতি, ছুলকানি, কনজাংটিভার রক্তের আধিক্য, বহিস্থ কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবার অনুভূতি ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** চোখে প্রযোজ্য সিপ্রোফ্লুক্সাসিনের অন্যান্য ওষুধের সাথে কোন নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত গবেষণা করে দেখা হয়নি। বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য সিপ্রোফ্লুক্সাসিন মাত্তদুঁধে নিঃস্তৃত হয় কি না তা এখনও জানা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ঝুঁকির কারণে অপরিহার্য এরূপ মনে না হলে গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** সিপ্রোসিন® ০.৩% চোখ/কানের ড্রপস্ঃ : ৫ মি.লি.।

## ক্লিমাইসিন®

## Climycin®

**উপাদান:** ক্লিভামাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা ক্লিভামাইসিন ১৫০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ক্লিভামাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা ক্লিভামাইসিন ৩০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** ক্লিভামাইসিনের প্রতি সংবেদনশীল অ্যান-অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া অথবা গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন- স্ট্রেপ্টোকক্সি, স্টেফাইলোকক্সি এবং নিউমোকক্সি দ্বারা সৃষ্টি সংক্রমণের চিকিৎসায় ক্লিভামাইসিন ব্যবহৃত হয়। যেমন- উর্ধ্ব শ্বসনতন্ত্রের

সংক্রমণ, নিম্ন শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণ, অঙ্গি ও অঙ্গি সন্ধির সংক্রমণ, পেলিভিক সংক্রমণ, উদরের অভ্যন্তরীন সংক্রমণ, সেপ্টিসেমিয়া, এন্ডোকার্ডাইটিস, দাঁতের সংক্রমণ এবং মাস্টিড্রাগ রোসিস্ট্যাট প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপোরাম সংক্রমণে কুইনাইন ও এমোডিকুইমের সাথে বিকল্প সহযোগী চিকিৎসা হিসাবে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

**প্রাণী বয়স্ক**

**তীব্র সংক্রমণ:** ১৫০ মি.গ্রা. থেকে ৩০০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘন্টা পরপর।

**শিশুদের জন্য**

**তীব্র সংক্রমণ:** ১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ৩-৪টি সমরিভূত মাত্রায়।  
**অতি তীব্র সংক্রমণ:** ১৬ থেকে ২০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ৩-৪টি সমরিভূত মাত্রায়।

**অতি তীব্র সংক্রমণ:** ১৬ থেকে ২০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ৩-৪টি সমরিভূত মাত্রায়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ক্লিভামাইসিন ব্যবহারের ফলে যে ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে- পেট ব্যথা, অনুনালীর প্রদাহ, অনুনালীর আলসার, বমিভাব, ডায়ারিয়া, প্রুরাইটিস, ক্ষিন রয়েশ ও আর্টিকারিয়া।  
**প্রতি-নির্দেশনা:** ক্লিভামাইসিন অথবা লিকোমাইসিন অথবা এ ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা:** যেসব রোগীদের পরিপাকতন্ত্রের রোগ বিশেষতঃ কোলাইটিস এর ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ক্লিভামাইসিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।  
**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ক্লিভামাইসিন নিউরোমাসুক্লার বকিং ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। সেজন্য এ ধরনের ওষুধের সাথে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্লিভামাইসিন ও এরিথ্রোমাইসিন পরস্পরের কার্যকারিতা প্রতিহত করে। ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব বিবেচনা করে এ দুটি ওষুধ এক সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-বি: ক্লিভামাইসিন মানবদেহের পাসেন্টা অতিক্রম করে। বারবার ব্যবহারের পরে এমনিগুরু ফ্লাইডে এ ওষুধের মাত্রা মায়ের মাত্রার ৩০%। সুনির্দিষ্ট প্রযোজনীয়তা থাকলেই কেবল মাত্রা

ক্লিনফেস® গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা উচিত।

**স্তন্যদানকালে:** মাতৃদুধে ক্লিনফেস® উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং স্তন্যদানকালে এ ওষধটির সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা না থাকলে নির্দেশিত নয়।

**নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে:** নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে ক্লিনফেস® ব্যবহারকালে বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের স্থাভাবিক কার্যকারিতা ঘাচাই করা উচিত।

**মাত্রাধিক্য:** মুখে সেব্য ক্লিনফেস® এর ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্যের ঘটনা বিরল। মাত্রাধিক্যের ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা স্থাভাবিক মাত্রার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার অন্যরূপ। এছাড়াও অপ্রত্যাশিত কিছু প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। রক্ত হতে ক্লিনফেস® দূরীকরণে হিমোডায়ালাইসিস ও পেরিটেনিয়াল ডায়ালাইসিস অকার্যকর।

**সরবরাহ:**

ক্লিনফেস® ১৫০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল।

ক্লিনফেস® ৩০০ ক্যাপসুল: প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল।

## ক্লিনফেস® জেল Clinface® Gel

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম জেল এ আছে (ক্লিনফেস® ফসফেট ১২ মি.গ্রা. এবং ট্রেটিনইন ০.২৫ মি.গ্রা.)।

**নির্দেশনা:** ক্লিনফেস® জেল ব্রেগের চিকিৎসায় নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্তুকে ব্যবহার্য।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি**

ঘুমানোর আগে:

সাবান ও মৃদু গরম পানি দিয়ে মুখ পরিস্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। হাতের আঙুলের সাহায্যে জেল নিয়ে মুখের ত্তুকে আলতো করে লাগাতে হবে।

**সকা঳ে:**

ঘুমের ত্তুকে জেল প্রয়োগের পরে সানক্রীন ক্রীম লাগাতে হবে।

সারাদিনে ২-৩ বারের বেশী মুখ ধোয়া উচিত নয় এবং সানক্রীন ক্রীম প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** যাদের ক্লিনফেস® ও ট্রেটিনইন অথবা জেল-এ উপস্থিতি যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

নাক, ঠোঁট, কান ও ক্ষত স্থানে ক্লিনফেস® জেল ব্যবহার করা উচিত নয়। জেল প্রয়োগের পরে সুর্ঘের আলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ইরাইথেমা, চুলকানি, ন্যাসোফেরেনজাইটিস, ত্তুকের শুক্তা, কাশি, সাইনোসাইটিস ও ডায়ারিয়া হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ত্তুকের ব্যবহারে তীব্র শুক্তারক ভূমিকা রয়েছে যেমন- সাবান, ক্লিনজার, বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্ৰী এবং অধিক ঘনত্বপূর্ণ অ্যালকোহলীয় সামগ্ৰী ইত্যাদির সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইরাইথোমাইসিন এন্টিবায়োটিকের সাথে একত্রে ব্যবহারে ক্লিনফেস® এবং ইরাইথোমাইসিন উভয় ওষুধের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

নিউরোমাসকুলার ওষুধের সাথে ক্লিনফেস® একত্রে ব্যবহারে নিউরোমাসকুলার ওষুধের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অতএব একত্রে ব্যবহারের সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ত্তুকীয় ক্লিনফেস® ও ট্রেটিনইন মাতৃদুধে নিঃস্ত হওয়ার কোন পরীমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্লিনফেস® ও ট্রেটিনইন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**সরবরাহ-ক্লিনফেস® জেল:** প্রতি টিউবে আছে ১৫ থাম জেল।

## ক্লোবাম®

## Clobam®

**উপাদান :** ক্লোবাজাম ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** দুচিত্তা, উদ্বেগ, খিঁঁটিখিঁটে মেজাজ, অস্তিরতা, মৃগী রোগ, ভাতি, বিষণ্নতা ও ঘুমের বিভিন্ন অসুবিধায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ত বয়কদের জন্য: ২-৩ টি ট্যাবলেটে (২০-৩০ মি.গ্রা.) বিভক্ত মাত্রায় অথবা একক মাত্র ঘুমানোর সময় সেব্য। **শিশুদের জন্য :** (৩ বৎসরের উর্দ্ধে): প্রাণ্ত বয়ক সেবন মাত্রার অর্ধেক মাত্রায় সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** বেনজোডায়াজেপিন-এর প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা, শ্বাসতন্ত্রের অবনমন, তীব্র পালমোনারী অপর্যাপ্ততা ও

অপরিবর্তনীয় ব্রাকীয়াল অবস্থাকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। যকৃত ও রেচনতন্ত্রের রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বিমুনি, এটাঙ্গিয়া, অবসাদ, বিভাস্তি ও মাথা ঘোরা। এগুলো সাধারণত চিকিৎসা চলাকালে চলে যায়, বিরল ক্ষেত্রে মুখ শুকনো থাকা, মাথা ব্যথা, অতিসংবেদনশীলতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এলকোহল সিরামে ক্লোরাজামের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ঘুমের ওষুধ ও ঘুম ঘুম ভাব তৈরী করে এমন ওষুধের সাথে ব্যবহার করলে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে কান্তি ও তন্দুরাচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়।

**সরবরাহ :**

ক্লোফেনাক® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

**ক্লোফেনাক®**

**Clofenac®**

**উপাদান :** ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ২৫ও ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১০০ মি.গ্রা.এস.আর ট্যাবলেট ও টি.আর ক্যাপসুল। ডাইক্লোফেনাক ফ্রি এসিড ৪৬.৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা./৩ মি.লি. ইঞ্জেকশন। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা. এবং লিডোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. প্লাস ইঞ্জেকশন। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১০ মি.গ্রা./গ্রাম জেল এবং ইমালজেল। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ১২.৫, ২৫.৫০ এবং ১০০ মি.গ্রা. মি.গ্রা সাপোজিটির।

**নির্দেশনা :** রিউমাটিয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিংওআর্থ্রাইটিস, কোমরে ব্যথা এবং অন্যান্য পেশী ও অঙ্গ সংশ্লিষ্ট ব্যথা যেমন টেভিনাইটিস, টেনোসাইনোলাইটিস, বারসাইটিস, মোচড়, টান পড়া, অস্থিসংক্রিনি সরে যাওয়া, এনকাইলোসিং স্প্রিন্টেলাইটিস, বাতের তীব্র ব্যথা, দাঁতের ও অন্যান্য মৃদু ধরণের শৈল্য চিকিৎসার ব্যথা ও প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে ক্লোফেনাক® নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ক্লোফেনাক® ২৫ মি.গ্রা. ও ৫০ মি.গ্রা. এস্টারিক কোটেড ট্যাবলেট: প্রাণ্ত ব্যবস্থার মাত্রা: প্রতিদিন ৭৫-১৫০ মি.গ্রা., ২-৩ টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। খাবারের পর গ্রহণ করাই শ্রেয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাত্রা কমিয়ে দেয়া উচিত। ক্লোফেনাক® এসআর ট্যাবলেট ও ক্লোফেনাক® ১০০

টি আর ক্যাপসুল : দিনে একটি ট্যাবলেট, প্রচুর পরিমাণ তরলের সাথে খাবারের সাথে গ্রহণ করা শ্রেয়। প্রয়োজনবোধে সাধারণ ট্যাবলেটের সাহায্যে দৈনিক মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্লোফেনাক® ডিটি: প্রাণ্তব্যক্ষদের মাত্রা : দৈনিক ২-৩ ট্যাবলেট সেব্য এবং দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা.। ক্লোফেনাক® ডিটি খাবারের পূর্বে ব্যবহার করাই শ্রেয়। অন্যান্য রোগের মৃদু প্রকোপে ২ টি ক্লোফেনাক® ডিটি ট্যাবলেট সেবনই যথেষ্ট। ক্লোফেনাক® ইঞ্জেকশন/ক্লোফেনাক® প্লাস ইঞ্জেকশন: প্রাণ্ত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে: দিনে একটি এ্যাস্পুল (মারাত্মক অবস্থায় দিনে ২টি) পেশিতে ব্যবহার্য। রেনাল কলিক: দিনে একটি এ্যাস্পুল পেশীতে ব্যবহার্য। ৩০ মিনিট পরে আরও একটি এ্যাস্পুল ব্যবহার করা যেতে পারে। যে কোন পথে ডাইকোফেনাকের দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা.।

মাত্রা ও সেবনবিধি (শিরা পথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে)

শিরা পথে প্রয়োগ করার পূর্বে ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা ৫% গুকোজের সাথে ১০০-৫০০ মি.লি. এর লঘু দ্রবণ তৈরী করতে হবে। উভয় দ্রবণকে ৭.৫% এর ০.৫ মি.লি. বাফার দ্রবণ বানাতে হবে।

**নির্দেশনা:**

• মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় (অঙ্গোপাচার পরবর্তী) ৭৫ মি.গ্রা. ৩০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টা ধরে শিরা পথে প্রয়োগ করতে হবে। ইহা ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর পর পুনরাবৃত্তি করা যাবে। তবে যেকোন ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. অতিক্রম করা যাবে না।

• অঙ্গোপাচার পরবর্তী ব্যথা প্রতিরোধে: অঙ্গোপাচার এর পরে ২৫ থেকে ৫০ মি.গ্রা. শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে। পরবর্তীতে প্রতি ঘন্টায় ৫ মি.গ্রা. করে দৈনিক সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. প্যাস্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**ক্লোফেনাক® জেল:** ক্লোফেনাক® জেল ত্বকে মুদুভাবে ঘষে ব্যবহার করা হয়। আক্রান্ত জায়গার আয়তনানুসারে ২-৪ গ্রাম ক্লোফেনাক® জেল দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারের পর আক্রান্ত জায়গা ব্যতীত হাত ভালভাবে ধূয়ে ফেলা উচিত। বন্দুদের ক্ষেত্রে: প্রাণ্তব্যক্ষ মাত্রায় ব্যবহার্য। ক্লোফেনাক® ইমালজেল এর মাত্রা:

**ক্লোফেনাক® সাপোজিটির :** প্রাণ্তব্যক্ষদের ক্ষেত্রে: ২৫ মি.গ্রা. , ৫০ মি.গ্রা. বা ১০০ মি.গ্রা. সাপোজিটিরি, দিনে ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২.৫ মি.গ্রা. অথবা ২৫ মি.গ্রা. সাপোজিটির দিনে প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১-৩ মি.গ্রা. করে বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য। দিনে ১৫০ মি.গ্রা. এর বেশী ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ব্যবহার করা যাবে না।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ডাইক্লোফেনাক-এর প্রতি সংবেদনশীলতা, সক্রিয় অথবা সম্ভাব্য পেপটিক আলসার, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না। যে সমস্ত রোগীর এসপিরিন অথবা যে সকল ওষুধের প্রোটাগ-নান্ডিন সিনথেটিস এর বাধাদান করার কার্যক্ষমতা থাকার জন্য হাঁপানী, আচিকারিয়া অথবা একিউট রাইনাইটিস এর তৈরিতা বাড়ে, সে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ক্লোফেনাক<sup>®</sup> দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পরিপাকনালীর অস্পষ্টি, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, পেপটিক আলসার, ইত্যাদি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : লিথিয়াম, ডিগ্রিন, এন্টিকোয়াগুলেন্ট, এন্টিডায়াবেটিক, সাইক্লোস্পোরিন, মিথোড্রেট ইত্যাদি।

**গর্ভবত্তা ও জন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় সেবনযোগ্য নয়। তথাপি অন্য কোন উপায় না থাকলে কেবল মাত্র তখনই ডাইক্লোফেনাক সেব্য। ডাইক্লোফেনাক ৫০ মি.গ্রা. ৮ ঘন্টা অন্তর সেবন করলে ডাইক্লোফেনাক এর সক্রিয় উপাদান মাত্রাদুর্দেশ প্রবেশ করে, কিন্তু প্রবেশ মাত্রা এতই সামান্য যে কোনরূপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

**সরবরাহ :**

ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ২৫ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ৫০ ট্যাবলেট: ২০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ডিটি: ৫ X ১০ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> এস আর ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ১০০ টি আর ক্যাপসুল: ৫ X ১০ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন: ৫ X ২ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> প্লাস ইঞ্জেকশন: ২ X ৫ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ১% জেল: ১০ গ্রাম টিউব। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ইমালজেল: ২০ গ্রাম টিউব। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ১২.৫ সাপোজিটিরি: ২ X ৫ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ২৫ সাপোজিটিরি: ৩ X ৫ টি। ক্লোফেনাক<sup>®</sup> ৫০ সাপোজিটিরি: ৪ X ৫ টি।

**ক্লটিনেক্স<sup>®</sup>**

**Clotinex<sup>®</sup>**

**উপাদান:** প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.২ মি.লি.) রয়েছে ২০০০ এ্যান্টি-এক্সে আই ইউ যা এনোক্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৪ মি.লি.) রয়েছে ৪০০০ এ্যান্টি-এক্সে আই ইউ যা এনোক্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৪০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৬ মি.লি.) রয়েছে ৬০০০ এ্যান্টি-এক্সে আই ইউ যা এনোক্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৬০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য। প্রতি প্রি-ফিল্ড সিরিজে (০.৮ মি.লি.) রয়েছে ৮০০০ এ্যান্টি-এক্সে আই ইউ যা এনোক্সাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি ৮০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার:**

এনোক্সাপ্যারিন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত:

পালমোনারী এমবোলিজম সহ অথবা ব্যতীত গভীর শিরার প্রোথোসিসের চিকিৎসায়  
আনস্টেবল এনজাইনা এবং ননকিউওয়েভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশানের চিকিৎসায় এসপিরিনের সাথে একত্রে

হেমোভায়লাইসিস এর সময় এক্সট্রা করপোরাল সংঘালনে রক্ত জমাট বাধার প্রতিরোধে

শিরার প্রোথোএ্যালিক রোগ প্রতিরোধে (শিরায় রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধে) বিশেষভাবে অর্থোপেডিক বা সাধারণ সার্জারীর ক্ষেত্রে

শিরার প্রোথোএ্যালিক রোগ প্রতিরোধে বিছানায় শায়িত তীব্র অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে যেমন কার্ডিয়াক ইনসাফিসিয়েপি, শ্বসণতন্ত্রের ব্যর্থতায়, মারাত্মক সংক্রমণে, রিউমাটিক রোগে।

**নির্দেশনা মাত্রা ও বিধি:** পালমোনারী এমবোলিজম সহ অথবা ব্যতীত গভীর শিরার প্রোথোসিসের চিকিৎসায় সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/কে.জি. জি দিনে ২ বার ১০ দিন অথবা সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১৫০ আই ইউ/কে.জি. দিনে ১ বার ১০ দিন

**বিঃদ্র:** উপযুক্ত সময়ে মুখে সেব্য এন্টিকোয়াগুলেন্ট চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং একটি থে রাপিউটিক এন্টিকোয়াগুলেন্টে ফল না পাওয়া পর্যন্ত এনোক্সাপ্যারিন চিকিৎসা চালানো উচিত আনস্টেবল এনজাইনা এবং ননকিউওয়েভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশানের চিকিৎসায় এসপিরিনের সাথে একত্রে সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশন ১০০ আই ইউ/কে.জি. জি দিনে ২ বার ২-৮ দিন বিঃদ্র: এটি মুখে সেব্য এসপিরিনের (১০০ থেকে ৩২৫ মি.গ্রা.) সাথে একত্রে

ব্যবহার করতে হবে। এ সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এনোঝাপ্যারিন দিয়ে চিকিৎসা সর্বনিম্ন ২ দিন দিতে হবে এবং ক্লিনিকালি স্থিতিবস্থা না আসা পর্যন্ত ব্যবহার চালিয়ে যেতে হবে।

হেমোডায়ালাইসিস এর সময় এক্সট্রা করপোরাল সংঘর্ষনে রক্ত জমাট বাধার প্রতিরোধে এনোঝাপ্যারিন এর নির্দেশিত মাত্রা ১০০ আই ইউ/কে.জি.

যেসব রোগীরা রক্তক্ষরণের উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা কমিয়ে ৫০ আই ইউ / কে.জি. ২ বার ভাস্কুলারে প্রয়োগ অথবা ৭৫ আই ইউ/কে.জি. ভাস্কুলারে প্রয়োগ করতে হবে।

সার্জারীর ক্ষেত্রে

সাধারণ সার্জারীর (যেমন- পেটের সার্জারী) রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের মাঝারীমানের খ্রোমোএফোলিজমের ঝুঁকি রয়েছে- ২০০০ আই ইউ বা ৪০০০ আই ইউ দিনে একবার সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ৭-১০ দিন। প্রথম ইঞ্জেকশন সার্জারীর ২ ঘন্টা পূর্বে দিতে হবে।

অর্ধেকপেডিক সার্জারীর রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের উচ্চমানের খ্রোমোএফোলিজমের ঝুঁকি রয়েছে-

৪০০০ আই ইউ দিনে একবার সাবকিউটেনিয়াস ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ৭-১০ দিন। প্রথম ইঞ্জেকশন সার্জারীর ১২ ঘন্টা পূর্বে দিতে হবে।

মাঝারী (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০-৫০ মি.লি./মি.) এবং মৃদু (ক্রিয়াটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০-৮০ মি.লি./মি.) বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় কোন প্রকার মাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ ধরনের রোগীদের রক্তপাতার লক্ষণ ও উপসর্গ চিহ্নিত করার জন্য সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

মাঝারীক (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মি.) বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় সংশোধিত প্রতিষেধক মাত্রা ২০০ আই ইউ দিনে এক বার এবং থেরাপিউটিক মাত্রা ১০০ আই ইউ / কে. জি. দিনে এক বার।

বয়সকদের ক্ষেত্রে: মাত্রা সংশোধনের প্রয়োজন নেই, যদি না বৃক্কের অসমকার্যকারিতা বিদ্যমান থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে এনোঝাপ্যারিনের সহনীয়তা এবং কার্যকারিতা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** রক্তপাত, খ্রোমোসাইটোপেনিয়া, সেরাম এমাইনেট্রাসফারেজ বৃদ্ধি। ব্যথা, ইঞ্জেকশনের স্থানে নীলাত দাগ থেকে ইঞ্জেকশনের স্থানে ত্বকে ঝুঁসকুড়ি।

এনোঝাপ্যারিন      এবং      স্পাইনাল/এপিড্রাল

এনাসথেসিয়া বা স্পাইনাল পাংচার একত্রে ব্যবহারে নিউরালিঙ্গাল হেমাটোমাস এর ঘটনা পাওয়া যায় যাতে রোগীদের বিভিন্ন পর্যায়ের যায়ুবিক তি হতে পারে।

**প্রতি নির্দেশনা:** এনোঝাপ্যারিন, হেপারিন অথবা অন্যান্য স্বল্প আনাবিক ওজন বিশিষ্ট হেপারিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মেজর কটিং ডিসওর্ডার যেমন- প্রোমোসাইটোপেনিয়ার ইতিহাস, সক্রিয় পাকতান্ত্রিক আলসার অথবা জৈবিক সমস্যা যা রক্তপাত ঘটাতে পারে, মষ্টিক্ষে রক্তবরণজনিত স্ট্রোক। বিবল ক্ষেত্রে, কিউটোনিয়াস বা সিসটেমিক অ্যালজিং বিক্রিয়া হতে পারে।

**গর্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** প্রেগন্যাসী ক্যাটেগরী বি।

**স্তন্যদানকালে:** মাতৃদুষ্টে এনোঝাপ্যারিন নিঃসৃত হয় কিন্তু তা জানা যায়নি।

**অন্যান্য শুধুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** যে সমস্ত উপাদান রক্তপাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এনোঝাপ্যারিন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের পূর্বে সেগুলো বন্ধ করা উচিত, যদি না সেগুলো অপরিহার্য হয়। এ সমস্ত শুধুগুলো হচ্ছে, এস্টিকোয়াঙ্গলেট, পাটিলেট ইনহারিটর যেমন- এসিটাইল সেলিসাইলিক এসিড, সেলিসাইলেটস, এনএসআইডি সমূহ (কিটোরোলাক ট্রেমিথামিনসহ), ডাইপাইরিডামল অথবা সালফিনপাইরাজোন। যদি একত্রে ব্যবহার আবশ্যিক হয় তবে রোগীদের ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরী অনুসন্ধানের মাঝে রাখতে হবে।

**সরবরাহ:** ক্লিনিক্স<sup>®</sup> ৪০ : প্রতিটি বাল্কে আছে একটি প্রি-ফিল্ড যা ৪০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোঝাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৪ মি.লি.)। ক্লিনিক্স<sup>®</sup> ৬০ : প্রতিটি বাল্কে আছে একটি প্রি-ফিল্ড যা ৬০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোঝাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৬ মি.লি.)। ক্লিনিক্স<sup>®</sup> ৮০ : প্রতিটি বাল্কে আছে একটি প্রি-ফিল্ড যা ৮০০০ এ্যান্টি-এক্সএ আই ইউ এনোঝাপ্যারিন সোডিয়াম বিপি (০.৮ মি.লি.)।

**কলিকন<sup>®</sup>**

**Colicon<sup>®</sup>**

উপাদান : ডাইসাইক্লোভেরিন হাইড্রোক্লোরাইড। ১০

মি.গ্রা. ট্যাবলেট ও ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।  
নির্দেশনা : পরিপাকতন্ত্রের স্পাজম, পেটের শূলবেদনা, ডায়রিয়া ও ডিসেন্টি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ্শব্দযুক্ত : ১০-২০ মি.গ্রা. দিনে ৩-৪ টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। শিশু : ৬ মাস বয়সের উর্ধ্বে শিশুদের ক্ষেত্রে - ৫-১০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি, যকৃত বা বৃক্কের রোগ, আলসারোটিভ কোলাইটিস, করোনারী হার্ট ডিজিজ, কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর, কার্ডিয়াক ট্যাক্রিনিদ্যমায়া, জ্ঞাত অথবা সম্ভাব্য প্রোস্টেটিক হাইপারট্রফি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। ডাইসাইক্লোডেরিনের প্রতি অতি অস্বাক্ষরণশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, হতবুদ্ধি, চোখের চাপ বৃদ্ধি, প্রস্তাবের দ্বিগুণতা, বুক ধড়কড় করা ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরি 'বি'। অতীব প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত।

সরবরাহ :  
কলিকন® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কলিকন® সিরাপ : ৫০ মি.লি।

মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট) এবং ১ ঘন্টা পরে ০.৬ মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট) সেবন করতে হবে।

● তৈব বাতের ব্যথার জন্য ১ ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রা হলো ১.৮ মি.গ্রা। ১২ ঘন্টা পরে বাতের ব্যথার প্রতিরোধমূলক মাত্রা শুরু করতে হবে।

কোলচিসিন ট্যাবলেট মুখে সেবন করা হয় এবং খাবারের সাথে এর সেবনের কোন বিধি নির্বেচনা নেই।  
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : মাইলোসাইটোপেনিয়া, গ্রানুলোসাইটোপেনিয়া, প্রোসাইটোপেনিয়া এবং এপ্লাস্টিক এনিমিয়া দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়া এবং ফেরিনগোলেনেনজিয়াল পেইন হতে পারে।

প্রতিনির্দেশনা : যে সমস্ত রোগী রেনাল অথবা হেপাটিক ইমপেয়ারমেন্টে ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে চ-মচ অথবা শক্তিশালী CYP3A4 ইনহিবিটর (যেমন- ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন অথবা সাইক্লোস্পোরিন) এর সাথে কোলচিসিন দেয়া উচিত নয়।

অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া : P-gp এবং/অথবা CYP3A4 ইনহিবিটরের (যেমন- ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন অথবা সাইক্লোস্পোরিন) সাথে কোলচিসিন সেবন করলে রক্তে কোলচিসিন এর ঘনমাত্রার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে : গর্ভাবস্থার জন্য ক্যাটাগরি-সি: গর্ভাবস্থায় কোলচিসিন সেবনের ক্ষেত্রে কোন পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে : কোলচিসিন মাত্তুদুঁটে নিঃসৃত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে সেবনবিধি : শিশুদের মধ্যে বাত খুবই কম দেখা যায়। শিশু রোগীদের মধ্যে বাতের চিকিৎসায় কোলচিসিন এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সরবরাহ : কোলিম্যাক্স™ ০.৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিসি রিস্টার প্যাকে।

## কোলিম্যাক্স™ Colimax™

উপাদান: কোলিম্যাক্স™ ০.৬ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে কোলচিসিন ইউএসপি ০.৬ মি.গ্রা।

নির্দেশনা : প্রাণ্শ বয়স্ক রোগীদের তৈব বাতের ব্যথা চিকিৎসায় এবং বাত প্রতিরোধে।

### মাত্রা ও সেবনবিধি:

বাতের ব্যথা প্রতিরোধে:

প্রাণ্শ বয়স্ক এবং যাদের বয়স ১৬ বছরের বেশি তাদের জন্য কোলচিসিন ০.৬ মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট) দিনে ১ বার অথবা ২ বার। দিনে সর্বোচ্চ মাত্রা হল ১.২ মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট)।

বাতের তৈব ব্যথা চিকিৎসায়:

● বাতের তৈব ব্যথা শুরু হওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে ১.২

## কমেট® Comet®

উপাদান : মেটফ্রমিন। ৫০০, ৭৫০, ৮৫০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম ট্যাবলেট এবং ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম এক্সআর ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ড বয়স্ক : প্রাথমিকভাবে একটি করে কমেট<sup>®</sup> ৮৫০ ট্যাবলেট দিনে এক বার অথবা কমেট<sup>®</sup> ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুই বার আহারের সাথে। মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সংগ্রহে ৫০০ মি.গ্রা. অথবা প্রতি দুই সংগ্রহে ৮৫০ মি.গ্রা. করে বাড়ানো যেতে পারে। সর্বোচ্চ ২৫৫০ মি.গ্রা. প্রতিদিন, বিভ্রত মাত্রায় সেব্য। কমেট<sup>®</sup> এক্স আর ৫০০ মি.গ্রা. এর প্রারম্ভিক মাত্রা : ১ টি ট্যাবলেট রাতের খাবারের সাথে। মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে: সংগ্রহে ৫০০ মি.গ্রা. করে বাড়ানো যেতে পারে সর্বোচ্চ ২০০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার পর্যন্ত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, পেট-ফাঁপা, দুর্বলতা, বদহজম, পেটে অস্ফুল্তি, মাথা ব্যথা, ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফ্লুসেমাইড, নিফেডিপিন, ক্যাটায়ানিক ওষুধসমূহ, থায়াজাইড ও অন্যান্য মৃত্ব বর্ধক, কর্টিকোস্টেরয়েড, ফেনোথায়াজিলস, থাইরয়েড প্রোডাস্টস, ইস্ট্রজেন, মুখে খাওয়ার জ্বালনরোধক বড়ি, ফেনাইট্রেন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোরিমেটিকস, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং আইসোনিয়াজাইড।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় না হলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

কমেট<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কমেট<sup>®</sup> ৭৫০ ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি। কমেট<sup>®</sup> ৮৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কমেট<sup>®</sup> ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। কমেট<sup>®</sup> এক্সআর<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কমেট<sup>®</sup> এক্সআর<sup>®</sup> ১ গ্রাম ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

**কমপ্রিড<sup>®</sup>**

**Comprid<sup>®</sup>**

**উপাদান :** গিকাজাইড ৮০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৩০ মি.গ্রা. এক্স আর ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ৪০-৮০ মি.গ্রা.। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে মাত্রা দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যতদিন না ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসে।

এক্স আর ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে গিকাজাইড ৩০-১২০ মি.গ্রা. প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে একবার সেব্য। এক্স আর ট্যাবলেট ভেঙ্গে বা চুম্বে খাওয়া উচিত নয়।

সকালে নাস্তার সাথে খাওয়া উচিত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জুভেনাইল অনসেট ডায়াবেটিসে, কিটেসিস্ এবং এসিডোসিস্ দ্বারা জিল ডায়াবেটিসে, অ্রেগ্রোপচার, মারাত্মক ক্ষত এবং সংক্রমণের রোগীদের ক্ষেত্রে, ডায়াবেটিক প্রি-ক্রমা এবং ক্রমার ক্ষেত্রে এবং বৃক্ত ও যকৃতের ত্বরি অপর্যাঙ্গতায়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু কিছু বিশেষ অবস্থায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। বমি বমি ভাব, ক্ষুধা মন্দি, ডায়ারিয়া এবং কোষ্ঠকার্ট্য, রাশ, ইরিথেমা, লিউকোপেনিয়া, থ্রেমসাইটোপেনিয়া, এগানুলোসাই-টোসিস, প্যানসাইটোপেনিয়া, হিমোলাইটিক এনেমিয়া, কোলেস্ট্রাটিক জিওস এবং পরিপাকনালীর হেমোরেজ ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফিনাইলবিউটাজোন, সালফোনামাইড, কোমারিন ডেরিভেটিভ, বিটা-ব্রুকার, ট্রিট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, কোফাইব্রেট, সিমেটিডিন, মাইকোনাজল, বারবিচুরেট, কর্টিকোষ্ঠেরয়েড, থায়াজাইড ডাইইউরেটিক, থাইরয়েড হরমোন, ল্যাক্সাটিভ এবং মুখে সেব্য জ্বালনরোধক সমূহ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

কমপ্রিড<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ২ X ২০ টি। কমপ্রিড<sup>®</sup> এক্স আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

**কন্টিফিল<sup>TM</sup>**

**Contifil<sup>TM</sup>**

**উপাদান :** থিওফাইলিন বিপি ৩০০ মি.গ্রা. এবং ৪০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** এ্যাজমা রোগের প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ওষুধ হিসাবে কন্টিফিল<sup>TM</sup> (থিওফাইলিন) ব্যবহৃত হয়।

**সেবন মাত্রা ও বিধি:** প্রাণ্ড বয়স্ক: একটি করে কন্টিফিল<sup>TM</sup> ৩০০ অথবা কন্টিফিল<sup>TM</sup> ৪০০ ট্যাবলেট প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**শিশু:** দৈনিক ৯ মি.গ্রা./কেজি হিসাবে ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** রক্তে থিওফাইলিনের ঘনত্ব ২০ মাইক্রোগ্রাম/মি.লি. এর বেশি হলে পাকস্থলীর অস্থাচ্ছন্দবোধ, বমি-বমি ভাব, অধিক হাদস্পন্দন, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এলোপুরিনল, সিমাটোডিন, নরফলুক্সাসিন, সিপ্রোফ্লুক্সাসিন, ইরাইথে প্রামাইসিন, ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ- এর সাথে ব্যবহারে থিওফাইলিনের নিষ্কাষণ মাত্রা বেড়ে যায়। ফিল্মটেইন, মিথোক্রিটেট, রিফামপিন- এর সাথে ব্যবহারে ওফাইলিনের নিষ্কাষণ মাত্রা কমে যায়।

**গর্ভাবস্থায় ও মাতৃদুর্খানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় থিওফাইলিন এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি। ইহা মাতৃ দুর্ঘের সাথে নিঃসূত হয়। কাজেই মায়ের সেরাম থিওফাইলিনের মাত্রা টক্সিক পর্যায়ে হলে, নব জাতকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** নবজাতকের ক্ষেত্রে থিওফাইলিনের নি:সরণ খুবই কম। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণে সতর্ক থাকা উচিত।

**প্রতি নির্দেশনা:** থিওফাইলিন কিংবা অন্যান্য জেনথিন গ্রুপের ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হলে ওষুধটি দেয়া যাবে না। পেপটিক আলসার এবং স্টোম থিচ্নোতে থিওফাইলিন পরিহার করতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে থিওফাইলিন এবং এফিড্রিন একই সাথে ব্যবহার অনুচিত।

#### সরবরাহ:

কন্টিফিল™ ৩০০ : প্রতিটি বাস্তে আছে ১০০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট। কন্টিফিল™ ৪০০ : প্রতিটি বাস্তে আছে ৩০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

## কন্টিলেক্স®

## Contilex®

**উপাদান :** গ্লুকোসামিন সালফেট ২৫০ মি.গ্রা. এবং কন্ড্রয়টিন সালফেট ২০০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** আঙুল, কাঁধ এবং অন্যান্য ওজন-বহনকারী অস্থিসঞ্চির অস্টিওআরথাইটিসের চিকিৎসায়। খাদ্য-সম্পূরক হিসেবে, অস্টিওআরথাইটিস প্রতিরোধে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-২ টি ট্যাবলেট দিনে তিন বার। ৬০ দিন পর সেবন মাত্রা প্রয়োজন অনুসারে কমিয়ে আনা যায়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবেনা :** গ্লুকোসামিন এবং কন্ড্রয়টিন এর কোনোরূপ প্রতিনির্দেশনা জানা নেই। তবে এই উপাদানগুলির প্রতি প্রমাণিত অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এটি তাদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কোম উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। অক্স ও পারিবর্তনযোগ্য আন্ত্রিক গ্যাস তৈরী করতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কন্ড্রয়টিন এন্টিকোয়াগুলেটস্ যেমন ওয়ারফেরিন, হেপারিন-এর রক্ত তরলীকরণ প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও শন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা ও শন্যদানকালে বিশেষ সতর্কতার সাথে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্লুকোসামিন এবং কন্ড্রয়টিন গ্রহণ করা উচিত।

#### সরবরাহ :

কন্টিলেক্স® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

## কোট্রিম®

## Cotrim®

**উপাদান :** (সালফামেথোক্সাজোল ৮০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ৮০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট। (সালফামেথোক্সাজোল ৮০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ১৬০ মি.গ্রা.)/ডিএস ট্যাবলেট। (সালফামেথোক্সাজোল ২০০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইমেথোপ্রিম ৪০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** শ্বাসনালীর সংক্রমণ, জমন ও মুখ্যনালীর সংক্রমণ, তুকের সংক্রমণ, অস্টিওমাইলাইটিস, সেপিটিসেমিয়া, নকার্ডিওসিস এবং অন্যান্য সংবেদনশীল জীবাণুঘৃতিত সংক্রমণ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** কোট্রিম® ট্যাবলেট : ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ থেকে ৩ বার। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ১ টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার (>১৪ দিন), কোট্রিম® ডিএস ট্যাবলেট : ১ -১১/২ টি করে ট্যাবলেট দিনে দুই বার এবং কোট্রিম® সাসপেনশন : ৬ থেকে ১২ বছরের কম বয়সীদের জন্য ১/২ - ২ চামচ করে দিনে দুই বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যকৃত ও বৃক্ক কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হলে বা বাড ডিসক্রেসিয়া, সালফোনামাইড জাতীয় ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল হলে, মেগালোবাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে।

**পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া :** এক্সফোলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস, বমি বামি ভাৰ, ডায়ারিয়া, গসাইটিস এবং স্টমাটাইটিস ইত্যাদি। এনিমিয়া, গ্রানুলোসাইটোপেনিয়া, পারপিউরা এবং এ্য়গ্রানুলোসাইটোসিস দেখা দিতে পাৰে।

#### সৱৰবৰাহ :

কেট্ৰিম® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কেট্ৰিম®-ডিএস ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। কেট্ৰিম® সাসপেনশন : ৬০ মি.লি।

## D

### ডেফিৰন®

### Defiron®

**উপাদান:** ডেফিৰন® ইঞ্জেকশন: প্ৰতি মি.লি. ইঞ্জেকশনে আছে আয়ৱণ সুক্রোজ ইঞ্জেকশন ইউএসপি যা ২০ মি.গ্রা. এলিমেন্টাল আয়ৱণ সমতুল্য।

**নিৰ্দেশনা:** ডেফিৰন® আয়ৱণের অভাৱজনিত নিয়ন্ত্ৰিত নিৰ্দেশনায় ব্যবহৃত হয়-

থখন ক্লিনিকালি দ্রুত আয়ৱণ সৱৰবৰাহেৰ প্ৰয়োজন হয়।

যে সমস্ত রোগীদেৱ মুখে সেবনযোগ্য আয়ৱণ সহ্য হয় না।

প্ৰকট অস্ত্ৰেৰ প্ৰদাহজনিত রোগে যেখানে মুখে সেবনযোগ্য আয়ৱণ অকাৰ্যকৰ।

নন-ডায়ালাইসিস নিৰ্ভৰ দীৰ্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইৱাইথ্ৰোপোয়েটিন গ্ৰহণ কৰে।

নন-ডায়ালাইসিস নিৰ্ভৰ দীৰ্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইৱাইথ্ৰোপোয়েটিন গ্ৰহণ কৰে না।

হিমোডায়ালাইসিস নিৰ্ভৰ দীৰ্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইৱাইথ্ৰোপোয়েটিন গ্ৰহণ কৰে।

পেৰিটেনিয়াল ডায়ালাইসিস নিৰ্ভৰ দীৰ্ঘস্থায়ী বৃক্ষ রোগে আক্রান্ত রোগী যারা ইৱাইথ্ৰোপোয়েটিন গ্ৰহণ কৰে।

এছাড়া ইহা সাৰ্জৱীৰ রোগী, রক্তদানকাৰী এবং প্ৰসৱ পৱৰণৰ্তী রোগী, যারা আয়ৱণেৰ অভাৱজনিত রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত তাদেৱ ক্ষেত্ৰে নিৰ্দেশিত।

মাত্ৰা ও সেবন বিধি: প্ৰয়োগ বিধি: ডেফিৰন® শিৱাপথে ফেঁটায় ফেঁটায় ধীৱগতিতে ইঞ্জেকশনেৰ মাধ্যমে অথ

বা ডায়ালাইজাৰ-এৰ ভেনাস লিখ এ সৱাসিৰ সঞ্চারণ কৰতে হবে এবং ইহা সৱাসিৰ পেশী অভ্যন্তৰে সঞ্চারণ কৰা যাবে না এবং রোগীৰ আয়ৱণ ঘাটতি হিসাব কৰা সাপেক্ষে, নিৰ্ধাৰিত মাত্ৰা একটি ইনফিউশনে দেয়া যায়। প্ৰথম ব্যবহাৰেৰ পূৰ্বে একটি পৱীক্ষামূলক মাত্ৰা ব্যবহাৰ কৰা উচিত। ওষুধ প্ৰয়োগেৰ সময় যদি কোন এলার্জিক বিক্ৰিয়া বা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়, তবে অন্তিবিলিখে এৰ প্ৰয়োগ বৰু কৰতে হবে।

**শিৱাপথে ইঞ্জেকশন:** ডেফিৰন® ধীৱ গতিতে শিৱাপথে প্ৰতি মিনিটে ১ মি.লি. হাৰে (২০ মি.গ্রা.) ২ থেকে ৫ মিনিট সময়ে দেয়া যাবে। প্ৰতিবাৰ সৰ্বোচ্চ ১০ মি.লি. ডেফিৰন® (২০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ) সঞ্চারণ কৰা যাবে। প্ৰথম ব্যবহাৰেৰ পূৰ্বে পৱীক্ষামূলক মাত্ৰা হিসেবে পূৰ্ববয়স্কদেৱ ক্ষেত্ৰে এবং শিশু যারা ১৪ কেজি ওজনেৰ উৰুৰু তাদেৱ ক্ষেত্ৰে ১ মি.লি. ডেফিৰন® এবং যে সকল শিশুৰ ওজন ১৪ কেজিৰ নিচে তাদেৱ ক্ষেত্ৰে ১.৫ মি.গ্রা. আয়ৱণ/কেজি, ১-২.৬ মিনিট সময়ে সঞ্চারণ কৰা উচিত। যদি ১৫ মিনিট অপেক্ষমান সময়ে কোন প্ৰকাৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰা না যায় তবে বাকী অংশ পূৰ্বে উলেখিত মাত্ৰায় সঞ্চারণ কৰতে হবে। প্ৰতিবাৰ প্ৰয়োগেৰ পৰ রোগীৰ বাছ অস্বারিত রাখা উচিত।

**ইনফিউশন:** নিয়ন্ত্ৰণ রক্তচাপ জনিত সমস্যা এবং ভুলভাৱে শিৱাপথে প্ৰয়োগেৰ সম্ভাবনা কমানোৰ জন্য ডেফিৰন® ফেঁটায় ফেঁটায় ইনফিউশনে প্ৰয়োগ কৰা উচিত। সেক্ষেত্ৰে ১ মি.লি. ডেফিৰন® (২০ মি.গ্রা. আয়ৱণ) সৰ্বোচ্চ ২০ মি.লি. ০.৯% ডিবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোৱাইড [৫ মি.লি. (১০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ) সৰ্বোচ্চ ০.৯% ডিবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোৱাইড থেকে ২৫ মি.লি. (৫০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ ৫০০ মি.লি. ০.৯% ডিবিউ/ডি সোডিয়াম ক্লোৱাইড] সাথে দ্বৰীভূত কৰতে হবে। সঞ্চারণেৰ পূৰ্ব মুহূৰ্তে অবশ্যই দ্বৰীভূত কৰতে হবে এবং বৰ্ণিত উপায়ে প্ৰয়োগ কৰতে হবে-১০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ কমপক্ষে ১৫ মিনিটে, ২০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ কমপক্ষে ৩০ মিনিটে, ৪০০ মি.গ্রা. আয়ৱণ কমপক্ষে ১.৫ ঘন্টাৰ্ব্যাপী প্ৰয়োগ কৰতে হবে।

নতুন প্ৰাণৰ বয়স্ক রোগী এবং শিশু যাদেৱ ওজন ১৪ কেজিৰ বেশি তাদেৱ ক্ষেত্ৰে প্ৰথম ২০ মি.গ্রা. আয়ৱণ এবং শিশু যাদেৱ ওজন ১৪ কেজিৰ নিচে তাদেৱ ক্ষেত্ৰে দৈনিক মাত্ৰায় অৰ্দেক (১.৫ মি.গ্রা./কেজি) পৱীক্ষামূলক মাত্ৰা হিসেবে প্ৰয়োগ কৰা উচিত। যদি

কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, বাকী অংশ পূর্বোলেখিত গতিতে সঞ্চালন করতে হবে।

**ডায়ালাইজারের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশন:** ডেফিরন® ডায়ালাইজারের ভেনাস লিম্ব-এ শিরাপথে ইঞ্জেকশনের মত একই শর্তে সরাসরি প্রয়োগ করা যায়।

হিমোডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® দ্বৰ্বভূত না করে ১০০ মি.গ্রা. ধীর গতিতে শিরাপথে সরাসরি ইঞ্জেকশন হিসেবে ২ থেকে ৫ মিনিট অথবা ইনফিউশন আকারে ১০০ মি.গ্রা., সর্বোচ্চ ১০০ মি.লি. ০.৯% ডিবিউভি সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে মিশ্রিত করে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সময় ধরে প্রতি ডায়ালাইসিস-এর সময় সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

ডায়ালাইসিস অনিভূত দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® ২০০ মি.গ্রা. শিরাপথে ধীরগতিতে ইঞ্জেকশন হিসেবে ২ থেকে ৫ মিনিট সময় নিয়ে ৫ বারে সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. ১৪ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

পেরিটেনিয়াল ডায়ালাইসিস নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী: ডেফিরন® সর্বমোট ১০০০ মি.গ্রা. তিটি বিভক্ত মাত্রায় ইনফিউশন হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে: ৩০০ মি.গ্রা. এর ২টি ইনফিউশন (১.৫ ঘন্টার মধ্যে) ১৪ দিনের মধ্যে এবং ৪০০ মি.গ্রা. এর ইনফিউশন ২.৫ ঘন্টাব্যাপী ১৪ দিন পরে দিতে হবে। ডেফিরন®-এর মাত্রা সর্বোচ্চ ২৫০ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড এর মধ্যে দ্বিভূত করা উচিত।

**বিঃদ্র:** আয়রণ সুক্রোজ অন্যান্য ওষুধ অথবা শিরাপথে ব্যবহারের জন্য পুষ্টি জাতীয় ইনফিউশনের সাথে মিশ্রণীয় নয়। শিরাপথে ব্যবহারের জন্য ওষুধ প্রয়োগের পূর্বে এর রং পরিবর্তন ও তিতরে কোন ক্ষুদ্র কণিকা আছে কিনা তা ভালভাবে দেখে নেয়া উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** আয়রণ সুক্রোজ নির্ভর অথবা অনিভূত ক্ষতিকর বিক্রিয়া: নিম্ন রক্তচাপ, পেশী সংকোচন, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি এবং ডায়ারিয়া। এসবের কোন কোন উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী বৃক্কের রোগে আক্রান্ত রোগী অথবা ডায়ালাইসিস রোগী মারা শিরাপথে গ্রহণ করছে না তাদের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। সমস্ত শরীরে: মাথা ব্যথা, জ্বর, ব্যথা, দুর্বলতা, দূর্ঘটনাজনিত আঘাত। হৃদরোগ : সাধারণত নিম্ন রক্তচাপ, বুক

ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, রক্তের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। পরিপাকতন্ত্র : বমি বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা, যকৃতে এনজাইম বেড়ে যাওয়া। কেন্দ্রীয় ও প্রাণ্তীয় ম্যায়ুতন্ত্র: মাথা ঘুরানো। অস্থি ও পেশীতন্ত্র: পেশী সংকোচন, অস্থি ও পেশীতে ব্যথা। শ্বসন তন্ত্র: কফ, নিউমনিয়াজনিত শ্বাসকষ্ট। চর্ম ও চর্মহাত্তি: চুলকানি, প্রয়োগস্থানে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া: সতর্ক পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা গেছে, কতিপয় রোগী ক্ষীণ থেকে মাঝারী সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া আক্রান্ত হয়। যেমন- শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, নিম্ন রক্তচাপ, র্যাশ অথবা চুলকানি ইত্যাদি। এনাফাইল্যাকটিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর আশংকাও (এনাফাইল্যাকটিক শক, অবচেতনা, শ্বাসকষ্ট অথবা খিঁচনি) দেখা দিতে পারে। এজন্য রোগীকে প্রথমে একটি পরীক্ষামূলক মাত্রায় ওষুধ সঞ্চারণ করা উচিত।

**প্রতিনির্দেশনা:** রোগী যাদের দেহে আয়রণের পরিমাণ অতিরিক্ত, আয়রণ সুক্রোজ অথবা এর অসক্রিয় উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা, রক্তস্পন্দনা যা আয়রণের অভাবজনিত কারণে নয়। এছাড়াও ইহা এ্যাজামা, যকৃতের সমস্যা এবং কোন এনাফাইলারিস-এর ইতিহাস রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** আয়রণ সুক্রোজের সাথে অন্য ওষুধের কোন প্রতিক্রিয়া রয়েছে কিনা তা এখনো পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। তবে আয়রণ সুক্রোজ কোন সেব্য আয়রণ ওষুধের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়। আয়রণ ইঞ্জেকশন দেয়ার পরবর্তীতে ৫ দিনের মধ্যে সেব্য আয়রণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সতর্কতা:** সাধারণ: যেহেতু শরীর থেকে আয়রণ নিসরণ সীমিতভাবে হয় এবং অতিরিক্ত আয়রণ শরীরের জন্য বাঁকপূর্ণ, তাই আয়রণের প্রয়োগের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে সকল রোগী আয়রণ চিকিৎসা গ্রহণ করছে তাদের হিমাটোলাজিক ও হেমাটিনিক পরিমাপক (হিমোগে-বিন, হিমাটোক্রিট, ওসরাম ফেরিটিন এবং ট্রাপ্সফেরিন সম্পর্কি) মাত্রা নির্ণয় করে নেয়া উচিত। রোগীর শরীরে আয়রণ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকলে আয়রণের চিকিৎসা স্থগিত করতে হবে। শিরাপথে আয়রণের ব্যবহারের ফলে শরীরে ট্রাপ্সফেরিন সম্পর্কি এর মান দ্রুতই বেড়ে যায়। এজন্য রক্তসে আয়রণের মান শিরাপথে প্রয়োগের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাওয়া যায়।

অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া: আয়রণ সুক্রোজের ফলে অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দুর্ভাগ্য। তবে কিছু

ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রার অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নিম্ন রক্তচাপ: শিরাপথে আয়রণ গ্রহণ করার পরে এমন হিমোডায়ালাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্ন রক্তচাপ প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে। নিম্ন রক্তচাপ স্থিত আয়রণ সুক্রেজ প্রয়োগ ও তার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। নির্দেশিকা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**গৰ্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অন্তসন্ত্বা শ্রেণী-বি। গৰ্ভবতী মহিলাদের নিয়ে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা হয়নি। পরিকারভাবে প্রয়োজন হলে গৰ্ভবতীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত।  
**স্তন্যদানকারী:** মাত্রাদুর্ধি থেকে এই ওষুধটি নিঃসারিত হয় কিনা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক ওষুধই মাত্রাদুর্ধি থেকে নিঃসারিত হয়। এই ওষুধটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে আয়রণ সুক্রোজ ব্যবহারে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে: তরুণ এবং বয়ঃবৃদ্ধদের মাঝে নিরাপত্তাজনিত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি এবং প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতাগুলোতেও তরুণ ও বৃদ্ধদের মাঝে এর প্রভাবের কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। কিন্তু কিছু বৃদ্ধরোগীদের ক্ষেত্রে এর অধিক সংবেদনশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়নি।

#### সরবরাহ:

ডেফিরিম<sup>®</sup> ইঞ্জেক্ষন: প্রতিটি প্যাকেটে আছে এক অ্যাম্পুল আয়রণ সুক্রোজ ইঞ্জেক্ষন ইউএসপি (৫ মি.লি.), একটি জীবাণুমুক্ত ডিসপেজেবল সিরিঙ্গ (৫ মি.লি.), একটি এলকোহল প্যাড এবং একটি ব্যান্ড এইড।

## ডিপ্রাম<sup>®</sup>

## Depram<sup>®</sup>

#### উপাদান

ডিপ্রাম<sup>®</sup> ট্যাবলেট : প্রতি ট্যাবলেট আছে ইমিপ্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২৫ মি.গ্রা।।

#### নির্দেশনা

- ডিপ্রেসন
- প্যানিক ডিসআর্ডার
- নকটারনাল এনিউরোসিস

#### মাত্রা ও সেবনবিধি

##### ডিপ্রেসন:

দিনে ৭৫ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় শুরু করে ১৫০-২০০ মি.গ্রা. (৩০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত) বিভক্ত মাত্রায় মাত্রা বর্ধনশীল। একক মাত্রায় ১৫০ মি.গ্রা. রাতে সেবন করা যেতে পারে। ব্যক্তিদের দিনে ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় শুরু করে ৩০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে। শিশুদের জন্য প্রয়োজ্য নয়।

**প্যানিক ডিসআর্ডার:** দিনে ১০-১৫ মি.গ্রা., সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে দিতে হয়। রোগী ভেদে যা ৭৫-১৫০ মি.গ্রা. হতে পারে (সর্বোচ্চ ২০০ মি.গ্রা.)।

**নকটারনাল এনিউরোসিস:** শিশু: (৭ বছর পর্যন্ত) ২৫ মি.গ্রা.; (৮-১১ বছর) ২০-৫০ মি.গ্রা.; ১১ বছরের উর্দ্ধে ৫০-৭৫ মি.গ্রা. রাতে ঘুমানোর আগে দিতে হয়। যা সর্বোচ্চ ৩ মাস দেয়া যেতে পারে।

**প্রতি নির্দেশনা:** মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, এ্যারিথ মিয়া, ম্যানিক পর্যায় ও লিভার ডিজিজ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** শুখের শুক্তা, কম ঘূম, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কোষ্ট্য কঠিন্য, বমি বামি ভাব, মূত্র প্রনালীর সমস্যা, কার্ডিয়াক সমস্যা, ঘাম, খিচুনি, রায়শ, হাইপারসেনসিটিবিটি, ম্যানিয়া, সেক্সুয়াল সমস্যা, রক্তে গুকোজের মাত্রা পরিবর্তন, ক্রুধাবৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি ও হ্রাস।

**গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়। ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি হলেই কেবল চিকিৎসকের প্রামাণ্যে দেয়া যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** MAOI, এ্যান্টিকোলিনার্জিক, এ্যান্টিহাইপারটেনসিড, মিথ ইলফেনিনডেট, লেবোডোপা, এ্যান্টিসাইকোটিক, সিমেটিডিন, বারবিচুরেট ও কস্ট্রাসেপটিভ এর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে।

**সরবরাহ:** প্রতি বাস্তে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট প্লিস্টার প্যাকে।

## ডেঙ্গোনেক্স<sup>®</sup>

## Dexonex<sup>®</sup>

**উপাদান:**ডেঙ্গোনেক্স<sup>®</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ডেঙ্গোমেথাসন মাইক্রোনাইজড বিপি

০.৫ মি.গ্রা.।

**ডেক্সোনেক্স ইঞ্জেকশন:** প্রতি মি.লি. ইঞ্জেকশনে আছে ডেক্সামেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি ৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** এলার্জি: এ্যাজমা, এটপিক ডার্মাটাইটিস, ওষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা, বিভিন্ন প্রকার রাইনাইটিস এবং সেরাম সিকমেস। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত সাধারণ চিকিৎসা কার্যকরী না হলে বা রোগ তীব্র মাত্রায় হলে ডেক্সোনেক্স নির্দেশিত।

**কোলাজেন ডিজিজ:** যেমন লুপাস ইরাইদেমাটোসাস, রিউমাটেইড আর্থাইটিস।

**চর্মরোগ:** বুলাস ডার্মাটাইটিস হারপেটিফরমিস, এঞ্জফলিয়েটিভ ইরাইগ্রোডার্মা, মাইকোসি ফাংগয়েডস, পেমফিংগাস এবং তীব্র পর্যায়ে ইরাইদেমা মাল্টিফরমি (স্টেভেন জনসন সিঙ্গ্রোম)।

**এক্সেক্রাক্রাইন ডিজিজ:** প্রাথমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ে এ্যাডরেনোকর্টিকাল ঘাটতি, জন্মগত এ্যাডরেনাল হাইপারপ্লাসিয়া, ক্যানসারজনিত হাইপারক্যালসিমিয়া এবং নেনসাপুরেটিভ থাইরয়েডাইটিস।

**পরিপাকতন্ত্র জনিত সমস্যা:** রিজিওনাল এন্টারাইটিস, আলসারেটিভ কোলাইটিস।

**হেমোটেলজিক্যাল ডিজিজ:** একোয়ার্ড (অটোইমিউন) হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, জন্মগত (ইরাইথ্রয়েড) হাইপোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ইডিওপ্যাথিক থ্রোসাইটোপেনিক পুরুপুরা এবং সেকেন্ডারি থ্রোসাইটোপেনিয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত।

**নিউপ্লাস্টিক ডিজিজ:** লিউকেমিয়া এবং লিফেমা।

**যান্যুযুক্তস্ত্রের সমস্যা:** মাল্টিপল স্ট্রেসিসের তীব্র পর্যায়, মস্তিক্কের প্রাথমিক অথবা মেটাস্টেটিক টিউমারের সাথে ইতিমা থাকলে, ক্রেনিওটোমি বা মস্তিক্কের আঘাতে।

**চক্ষ জনিত সমস্যা:** টেস্পোরাল আর্টারাইটিস, ইউভিয়াইটিসহ এবং চোখের বিভিন্ন প্রদাহজনিত রোগ যেখানে হানীয়ভাবে কার্টিকোস্টেরয়েড কার্যকরী নয়। কিডনী জনিত রোগ: ইডিওপ্যাথিক নেফ্রোটিক সিঙ্গ্রোম বা লুপাস ইরাইদেমাটোসাস এ প্রস্তাবের নির্গমন বাঢ়াতে অথবা প্রোটিনিউরিয়া প্রতিরোধ করতে।

**শ্বসনতন্ত্রের রোগ:** বেরিলিওসিস, তীব্র আকারে যক্ষা হলে অন্যান্য ওষুধের পাশাপাশি, ইডিওপ্যাথিক ইউসিনোফিলিক নিউমোনিয়া, লক্ষণযুক্ত সারকয়েডেসিস।

**রিউম্যাটিক ডিজিজ:** তীব্র মাত্রায় বাতজনিত আপ্রাইটিস, তীব্র মাত্রায় রিউম্যাটিক কার্ডাইটিস, অ্যানকাইলোসিং স্পিন্ডলাইটিস, সেরিয়াটিক আপ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আপ্রাইটিস, ডারমাটোমারোসাইটিস, পলিমায়োসাইটিস, সিস্টেমিক লুপাস ইরাইদেমাটোসাস।

**অন্যান্য:** অ্যাডরেনোকর্টিক্যাল হাইপারফাংশন নির্ণয়ে, ট্রাইক্লিনোসিসে স্নায়ু কিংবা মায়োকার্ডিয়াম আক্রান্ত হলে, যক্ষাজনিত মেনিনজাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সাধারণভাবে রোগের ধরণ এবং রোগীর অবস্থার ওপর গ্লুকোকর্টিকয়েডের মাত্রা নির্ভর করে। ওষুধ শুরুর কয়েকদিনের মধ্যে আশানুরূপ ফলাফল না পেল গ্লুকোকর্টিকয়েড চালিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনে সবচেয়ে কম মাত্রায় কার্যকরী পরিমাণ গ্লুকোকর্টিকয়েড সেব্য।

**ডেক্সোনেক্স ট্যাবলেট:**

১। প্রাণ্তুবয়স্কদের ক্ষেত্রে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিদিন ১ মি.গ্রা. থেকে ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত সেব্য। শিশুদের ক্ষেত্রে ০.০৩-০.২০ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক গজ হিসেবে প্রতিদিন সেব্য।

২। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে উচ্চ মাত্রায় ডেক্সামেথাসন সেব্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা ক্রমাতে হবে।

৩। ডেক্সামেথাসন সাপ্রেশন টেস্ট: সকাল ১১টায় ১ মি.গ্রা. ডেক্সামেথাসন দেয়া হয় এবং পরদিন সকালে প্লাজমা কর্টিসিন পরিমাপ করা হয়।

যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে কর্টিসনের পরিমান কমে না, ০.৫ মি.গ্রা. ডেক্সামেথাসন ৬ ঘন্টা পর পর ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৪৮ ঘন্টায় ২ মি.গ্রা. করে ৬ ঘন্টা পরপর দেয়া হয়। টেস্টের আগে, টেস্টের সময় এবং পরে ২৪ ঘন্টার প্রস্তাব পরীক্ষা করে ১৭ আলফা-হাইড্রোক্সিকর্টিকয়েডের পরিমাপ করা হয়।

**ডেক্সোনেক্স ইঞ্জেকশন:**

ডেক্সামেথাসন ইঞ্জেকশন ইন্ট্রাভেনাস (আইভি), ইন্ট্রামাস্কুলার (আইএম) অথবা লোকাল ইঞ্জেকশন হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। ডেক্সামেথাসন ইঞ্জেকশন ইনফিল্টশন ফ্লাইড এর সাথে মিশ্রিত করে অথবা সরাসরি ইনফিল্টশন লাইনে প্রয়োগ করা যায়। অধিক মাত্রায়

শিরায় প্রয়োগ করা হলে কয়েক মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে। সাবকিউটেনিয়াস এডিপোস টিস্যুর এ্যট্রফি প্রতিরোধ করার জন্য ইন্টামাস্কুলার ইঞ্জেকশন গভীর মাংসপেশীতে প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু গ্লুকোকর্টিমেড ইনফেকশন এর প্রতি প্রতিরোধকে কমিয়ে দেয়, তাই ইন্ট্রো-আর্টিকুলার ইঞ্জেকশন হিসেবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত অবস্থা বজায় রাখতে হবে। ডেঙ্গুমেথাসন বিভিন্ন ইনফিউশন ফ্লাইইডের সাথে মিশ্রিত করা হলে এর কার্যকারিতা কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। ইনফিউশন ফ্লাইইড হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ০.৯%, এনহাইড্রাস গ্লুকোজ ৫%, ইন্টার্ট সুগার ১০%, সরবিটল ৫%, রিসার'স সলিউশন, হার্টম্যান'স সলিউশন (রিসার-ল্যাকটেট) ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। রোগের তৈর্তা এবং রোগীর ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে ডেঙ্গুমেথাসন ইঞ্জেকশন এর মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রাণ্গ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সিস্টেমিক থেরাপি হিসেবে ০.০৫-০.২০ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। জরুরী অবস্থায় (এনফাইলেক্সিস, একিউট সিভিয়ার অ্যাজিমা, সেরেব্রাল ইডিমা) অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক মাত্রায় ১০-২০ মি.গ্রা. আইভি প্রয়োগ করতে হবে, তারপর ৬ মি.গ্রা. আইভি অথবা আইএম প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। পর্যাণ্গ উপশমের পরপরই ব্যবহার মাত্রা ধাপে ধাপে কমিয়ে দিতে হবে।

লোকাল থেরাপি-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মাত্রা সমূহ নির্দেশিত-

ইন্ট্রো-আর্টিকুলারলিঃ ২-৪ মি.গ্রা. বড় এবং ০.৮-১ মি.গ্রা. ছোট অস্থিসঞ্চিতে

ইন্ট্রো-বারশালালিঃ ২-৪ মি.গ্রা. টেনডন সিথ-এঃ ০.৪-১ মি.গ্রা.

এ সকল ক্ষেত্রে ইনজেকশন ৩-৫ দিন হতে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।

### প্রতিনির্দেশনা

- গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার
- সিস্টেমিক এবং চোখে ছত্রাকের সংক্রমণ
- ভাইরাস সংক্রমণ, যেমন- ভেরিসেলা, হারপেস জেনিটিলিস বা চোখে ভাইরাসের সংক্রমণ ইত্যাদি
- গ্লুকোমা
- কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

- ডাই-ইউরেটিকস বা কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস এর সাথে একত্রে ব্যবহারে হাইপোক্যালেমিয়া হবার ঝুঁকি থাকে।
- অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ওষুধের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়।
- নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরী ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রের আলসার হবার ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- গ্লুকোকর্টিমেড ওরাল এ্যান্টিকোয়াঙ্গলেন্ট জাতীয় ওষুধের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন করতে পারে।
- লিভার এনজাইম জনিত ওষুধ যেমন- রিফামপিসিন, এফেড্রিন, বারবিচুটেস, ফিনাইটোইন এবং প্রিমিডোন প্রভৃতি ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহারকালে এর কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।
- স্যালিসাইলেটের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সেবনের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে গ্লুকোকর্টিমেডের মাত্রা কমাতে হবে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে স্যালিসাইলেট বিষক্রিয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
- ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট জাতীয় এন্টোসিড পরিপাকতন্ত্রে গ্লুকোকর্টিমেডের শোষণকে ব্যহৃত করে। তাই একত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি ওষুধের মাত্রার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখতে হবে।
- পৰ্যাণ্গ প্রতিক্রিয়া
- দীর্ঘমেয়াদী সেবনে নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহ দেখা দিতে পারে :
- এন্ডোক্রাইন এবং মেটাবলিক সমস্যা: কুশিং লাইক সিন্ড্রোম, হারসুটিসম, অনিয়ামিত রক্তস্তুত, প্রিম্যাচিওর এপিফিসিয়াল ক্লোসার, সেকেন্ডারী এড্রেনোকর্টিকাল এবং পিটুইটারী আনরেসেপনসিভনেস, গ্লুকোজ টলারেন্স কমে যাওয়া, নেগেচিভ নাইট্রোজেন এবং ক্যালসিয়াম ব্যালেন্স।
- ফ্লাইইড এবং ইলেক্ট্ৰোলাইট জনিত সমস্যা: সোডিয়াম এবং ফ্লাইইড রিটেনশন, উচ্চরক্তচাপ, পটাসিয়াম ঘাটতি, হাইপোক্যালেমিক অ্যালকালোসিস।
- পেশী ও কঙ্কালতন্ত্র- এর উপর প্রভাব: মায়োপ্যাথি, পেট ফুলে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস, ফিমোরাল এবং হাউমেরাল হেডস্যু এর এসেপ্টিক নেক্রোসিস।
- পেশী ও কঙ্কালতন্ত্র- এর উপর প্রভাব: গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার, পারফোরেশন, রক্তপাত।
- তুক- এর উপর প্রভাব: দেরীতে ঘা শুকানো, তুকের এ্যট্রফি, স্ট্রায়া, পেটেচি এবং ইকাইমোসেস, তুকের

লালচে দাগ, অতিরিক্ত ঘাম, ব্রন।

- কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্র - এৱ উপৰ প্ৰভাৱ: ইউফোৰিয়া, অন্যান্য মানসিক সমস্যা, খিঁচুনী, শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে সিউডোমটৱ সেৱেৰি এৱ সাথে বমি এবং পেপিলোইডিমা।

- চোখ - এৱ উপৰ প্ৰভাৱ: ঘুুকোমা, ইন্ট্ৰাকুলাৱ হেসাৱ বেড়ে যাওয়া, পোস্টেৱিয়াৱ সাবক্যাপসুলাৱ ক্যাটাৰেষ্ট।

- ৱোগ প্ৰতিৱোধ ক্ষমতাৱ প্ৰশংসণ - এৱ উপৰ প্ৰভাৱ: সহজেই জীৱাণু সংক্ৰমণেৱ প্ৰবণতা, ত্ৰকেৱ পৰীক্ষা এবং টিকাৱ কাৰ্যকৱিতা কমে যাওয়া।

শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ

ন্যূনতম কাৰ্যকৱী মাত্ৰায় ব্যবহাৰ্য।

**গৰ্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহাৰ :** প্ৰগনেসি ক্যাটাগৱিৱ সি। মাতৃদুৰ্খে নিঃস্ত হওয়ায় উচ্চমাত্ৰায় ঘুুকোকৰ্টিয়েড ইহগণকৱী মায়েদেৱ স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে।

মাত্ৰাতিৰিক্ত ব্যবহাৰ: কম দেখা যায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেয়া হয়।

সৱৰবাৰাহ

ডেক্সোনেক্স® ট্যাবলেট: প্ৰতিটি বাস্তৱে আছে ১০০টি ট্যাবলেট ব্ৰিস্টাৱ প্যাকে।

ডেক্সোনেক্স® ইঞ্জেকশন : প্ৰতিটি বাস্তৱে আছে ১০টি অ্যাম্পুল ব্ৰিস্টাৱ প্যাকে।

**ডেক্সোনেক্স-সি™** চোখ/কানেৱ ড্ৰগস

**Dexonex-C™ Eye/Ear Drops**

**উপাদান:**ডেক্সোনেক্স-সি™ চোখ/কানেৱ ড্ৰগস: প্ৰতি মি.লি. এ আছে ১ মি.গ্রা. ডেক্সোমিথাসন ফসফেট এৱ সমতুল্য ডেক্সোমিথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি এবং ৫ মি.গ্রা. ক্লোৱামফেনিকল বিপি।

**নিৰ্দেশনা:** চোখ: স্টেৱয়েড সংবেদনশীল চোখেৱ পদাহে এবং যেখানে ব্যাকটেৱিয়া সৃষ্ট সংক্ৰমণেৱ ঝুঁকি আছে সেসব ক্ষেত্ৰে নিৰ্দেশিত। ছাঢ়াও দীৰ্ঘমেয়াদী এ্যাটেৱিওৱ ইউভিয়াইটিস এবং রাসায়নিক তেজক্ষিয়তা অথবা পুড়ে যাওয়া অথবা বাহ্যিক কনা দ্বাৰা সৃষ্ট কৰ্ণিয়াৱ ক্ষততে ইহা নিৰ্দেশিত।

ছাঢ়াও চোখেৱ অপাৱেশন পৱৰতাৰ্তি প্ৰদাহ এবং অন্যান্য যেকোন ধৰনেৱ চোখেৱ পদাহে এই ওষুধটি

নিৰ্দেশিত।

**কান:** গোটাইটিস এক্স্ট্রারনা, গোটাইটিস মিডিয়া, ক্ৰনিক সুপাৱেটিভ গোটাইটিস মিডিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহাৰবিধি:**

চোখে প্ৰয়োগ

কৰ্ণিয়াৱ ক্ষত: প্ৰথমদিন প্ৰথম ৬ ঘণ্টাৱ জন্য আক্ৰান্ত চোখে ১৫ মিনিট পৱৰপৰ ২ ফেঁটা কৰে প্ৰয়োগ কৰতে হবে এবং দিনেৱ অবশিষ্ট সময়ে আক্ৰান্ত চোখে ৩০ মিনিট পৱৰপৰ ২ ফেঁটা কৰে প্ৰয়োগ কৰতে হবে। বিহীয় দিন প্ৰতি ঘণ্টা পৱৰপৰ ২ ফেঁটা কৰে আক্ৰান্ত চোখে প্ৰয়োগ কৰতে হবে। ত্ৰৈয়ায় দিন থেকে চৌদ্দ দিন পৰ্যন্ত প্ৰতি ৪ ঘণ্টা পৱৰপৰ ২ ফেঁটা কৰে আক্ৰান্ত চোখে প্ৰয়োগ কৰতে হবে। যদি কৰ্ণিয়াৱ পুনঃ এপিথেলিয়াম দেখা না দেয় তাহলে ১৪ দিনেৱ পৱেও চিকিৎসা চলতে থাকবে।

**ব্যাকটেৱিয়া জনিত কনজাংটিভাৱ প্ৰদাহ:** স্বাভাৱিক মাত্ৰা হলো প্ৰথম ২ দিন জাগত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফেঁটা কৰে প্ৰতি ২ ঘণ্টা পৱৰপৰ কনজাংটিভাৱ থলিতে প্ৰয়োগ কৰতে হবে এবং পৱৰতাৰ্তি ৫ দিন জাগত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে ১-২ ফেঁটা কৰে প্ৰতি ৪ ঘণ্টা পৱৰপৰ প্ৰয়োগ কৰতে হবে।

কানে প্ৰয়োগ

প্ৰথমাবস্থায় সকল ব্যাকটেৱিয়া জনিত কানেৱ ক্ষত চিকিৎসায় ২-৩ ড্ৰপস ওষুধ দিনে ২-৩ ঘণ্টা পৱৰপৰ আক্ৰান্ত কানে প্ৰয়োগ কৰতে হবে, সংক্ৰমণেৱ উন্নতিৱ সাথে সাথে মাত্ৰা কমাতে হবে।

চিকিৎসা শুৰুৰ প্ৰথমিক অবস্থায় চিকিৎসা বিৱাতি থেকে সতৰ্ক থাকতে হবে।

যেসব ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ কৰা যাবে না:

এপিথেলিয়াল হাৱিপিস কেৱাটাইটিস (ডেনড্ৰাইটিক কেৱাটাইটিস), ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা এবং অন্যান্য ভাইৱাসেৱ দ্বাৰা কৰ্ণিয়া ও কনজাংটিভাৱ সংক্ৰমণ দেখা দিলে ব্যবহাৰ কৰা যাবে না। চোখে মাইকোব্যাকটেৱিয়াৱ সংক্ৰমণে ব্যবহাৰ কৰা যাবে না। চোখে অথবা অৱিকুলাৱ স্ট্ৰাকচাৰে ফাংগাস এৱ সংক্ৰমণে এই ওষুধ ব্যবহাৰ কৰা যাবে না।

এই ওষুধেৱ যেকোন উপাদানেৱ অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহাৰ কৰা যাবে না।

**শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ**

শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে নিৱাপত্তা এবং কাৰ্যক্ষমতা এখনো প্ৰতিষ্ঠিত নয়।

## পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

হ্রান্তীয় জ্বালাপোড়া বা অস্থিত্তি, চুলকানি, বাহিরের বক্তর উপস্থিতির অনুভূতি, দানাদার তলানি, চোখের পাতার পাশে ফেঁটে যাওয়া, কনজার্টিভায় রঞ্জ সম্পর্কযোগ, প্রয়োগের পর বিস্বাদ লাগা। উপরন্ত কর্ণিয়ার দাগ পড়া, এলার্জিক ক্রিয়া, অশ্রু ঝরা, আলোতাক্ষ এবং বমি বমি ভাবের অভিযোগ পাওয়া যেতে পারে।

### সরবরাহ

**ডেক্সোনেক্স®-সি™** চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতিটি কন্টেইনারে রয়েছে ৫ মি.লি. ডেক্সামেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি এবং ক্লোরামফেনিকল বিপি এর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

**ডেক্সোনেক্স®** চোখ/কানের ড্রপস্

## DexoneX® Eye/Ear Drops

**উপাদান:** ডেক্সোনেক্স® ০.১% চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতি মি.লি. এ আছে ১ মি.গ্রা. ডেক্সামেথাসন ফসফেট এর সমতুল্য ডেক্সামেথাসন সোডিয়াম ফসফেট বিপি।

### নির্দেশনা:

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি নির্দেশিত:

চোখ: পালপেত্রাল এবং বালবার কনজার্টিভার প্রদাহে, কর্ণিয়ার প্রদাহে এবং গোবের এ্যান্টেইরিয়ার সিগমেন্টের স্টেরয়েড সংবেদনশীল প্রদাহে যেমন এ্যালার্জির কারণে সৃষ্ট কনজার্টিভার প্রদাহে, একনি রোজাসিয়ায়, সুপারফিশিয়াল পাংটেট কেরাটাইটিসে, হারপিস মোস্টার কেরাটাইটিসে, আইরাইটিসে, সাইকিটিসে, কিছু বিশেষ ধরণের সংক্রামক কনজার্টিভার প্রদাহতে নির্দেশিত। স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে যদি ইডিমা ও প্রদাহ কমানো মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবেই উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন বাহ্যিক পদার্থ, তাপ বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট কর্ণিয়ার ক্ষততে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কান: স্টেরয়েড সংবেদনশীল এক্স্ট্রারনাল অডিটরি মেটাস এর প্রদাহে যেমন- বহিকর্ণের এ্যালার্জিতে, পুঁজ্যুক্ত বা পুঁজিছাড়া বহিকর্ণের সংক্রমণে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে যদি ইডিমা ও প্রদাহ কমানো মুখ্য উদ্দেশ্য হয়

তবেই উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

চিকিৎসার সময়সীমা ক্ষতরে উপর নির্ভরশীল এবং কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এই ওষুধটি প্রদাহনাশে কট্টা কার্যকর তার উপর চিকিৎসার সময়সীমা নির্ভর করে। দীর্ঘদিনের সক্রিয় ক্ষততে প্রদাহ পুনরায় হতে পারে। এ ধরনের প্রদাহে ওষুধটি পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**চোখ:** প্রাথমিকভাবে কনজার্টিভাল স্যাক এ এক থেকে দুই ড্রপস্ দিনে প্রতি ঘন্টায় এবং রাতে প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর অন্তর দেওয়া যেতে পারে। যখন ওষুধটি সক্রিয় বলে মনে হবে তখন ১ ড্রপস্ প্রতি চার ঘন্টা অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে ১ ড্রপস্ দিনে ৩ থেকে ৪ বার রোগের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট।

**কান:** অরাল ক্যানেল ভালভাবে পরিষ্কার করে স্পঞ্জ করে শুকনো করে নিতে হবে। কানের ড্রপস্ সরাসরি অরাল ক্যানেলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ৩ অথবা ৪ ড্রপস্ দিনে দুই অথবা ৩ বার প্রয়োগ করতে বলা হয়ে থাকে। ওষুধটি কার্যকর মনে হলে পরবর্তীতে মাত্রা কমিয়ে এনে এক সময় বন্ধ করে দিতে হবে। যদি ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয় তবে কাপড়ের টুকরা দ্রবনে ভিজিয়ে নিয়ে অরাল ক্যানেলে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। কাপড়ের টুকরাটি ১২ থেকে ২৪ ঘন্টা পর কান থেকে অপসারণ করতে হবে। এই চিকিৎসা চিকিৎসকের পরামর্শ মত পুনরায় দেওয়া যেতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

এপিথেলিয়াল হারপিস সিমপ্লেক্স কেরাটাইটিস (তেনড্রাইটিক কেরাটাইটিস), ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা এবং অন্যান্য ভাইরাসের দ্বারা কর্ণিয়া ও কনজার্টিভার সংক্রমণ দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে মাইকোব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ব্যবহার করা যাবে না। চোখে মাইকোব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ব্যবহার করা যাবে না।

এই ওষুধের যেকোন উপাদানের অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

গর্ভবত্তা ও স্ন্যান্দানাকলে ব্যবহার

USFDA প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরিঃ সি

গর্ভবতী মায়েদের এই ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ভূনের ক্ষতির আশংকা ও গর্ভবতী মায়ের উপকার বিচেনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত। স্তন্যদানকালে ডেক্সামেথাসন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

১৮ বৎসরের নাচে রোগীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

#### পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

গ্লুকোমার সাথে অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হাস পেতে পারে। ফিল্ড ডিফেন্ট্স এবং পোটেরিওর সাবক্যাপসুলার ক্যাটারাস্ট হতে পারে। হারপিস সিমপ্লেক্স এর মাধ্যমে সেকেন্ডোরী অকুলার ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। গোবের পারফোরেশন দেখা দিতে পারে।

#### অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া

অন্য ওষুধ যেগুলো ডেক্সামেথাসনের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে সেগুলো হলো এ্যাট্রোপিন ও গ্লুকোমায় নির্দেশিত ওষুধ।

#### সরবরাহ:

ডেক্সামেতেন<sup>®</sup> ০.১% চোখ/কানের ড্রপস্ : প্রতিটি কন্টেইনারের রয়েছে ৫ মি.লি. ০.১% ডেক্সামেথাসন ফসফেট- এর জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

## ডিলিপিড<sup>®</sup>

## Delipid<sup>®</sup>

**উপাদান :** জেমফিব্রোজিল ৩০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে লিপিড-এর পরিমাণ কমানোর জন্য এবং হাইপারলাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে এটি নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ১.২ গ্রাম দু'টি বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। সেবন মাত্রা দৈনিক ০.৯ থেকে ১.৫ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারী সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এলকোহলে আসক্ত, ঘৃণ্টের অকার্যকারিতা, পিণ্ডেলিতে পাথর থাকলে, গর্ভবাহ্য এবং এই ওষুধের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে বুঁকি ও উপকারের মাত্রা নির্ধারণ করেই ব্যবহার করা ইচ্ছিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেটে ব্যথা, এপিগ্যাস্ট্রিক ব্যথা অথ বা বদহজমই প্রধান। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ফ্লারিটাস, ত্বকে ফুসকুড়ি, মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, দৃষ্টিশক্তি বাল্পসা হয়ে যাওয়া, হাত পায়ে ব্যথা এবং কদাচিত পেশীতে ব্যথা অন্যতম।

#### সরবরাহ :

ডিলিপিড<sup>®</sup> ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

## ডিপ্রেক্স<sup>®</sup>

## Deprex<sup>®</sup>

**উপাদান :** ওলানজাপিন ৫ এবং ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** সিজোফ্রেনিয়া এবং অন্যান্য স্পষ্ট মানসিক সমস্যা (যেমন আস্তি, অলীক বিশ্বাস, এলোমেলো চিন্তা, বিরোধিতা এবং সন্দেহপ্রণতা) বা অস্পষ্ট মানসিক সমস্যায় প্রারম্ভিক এবং রক্ষণ মাত্রায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১০ মি.গ্রা. একক মাত্রায়। খাবারের সাথে ওষুধ সেবনের কেবল সম্পর্ক নেই।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি, প্যারালাইটিক ইলিয়াস এবং এ ধরণের সমস্যা, ন্যারো এ্যাংগেল গ্লুকোমা, নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যাস্ট সিন্ড্রোম (এনএমএস)- এর কোনোরূপ উপসর্গ ছাড়াই উচ্চ তাপমাত্রা থাকে তবে অন্যান্য মানসিক রোগের ওষুধের মতই অবশ্যই ওলানজাপিন সেবন বন্ধ করতে হবে। খিঁচুী হয়েছে এমন এবং খিঁচুী সম্পর্কিত উপসর্গ রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ওলানজাপিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** >১০% : তদ্বারাছন্তা এবং ওজন বৃদ্ধি। ১-১০%: মাথা বিম করা, এসথেনিয়া, একাথেসিয়া, ক্ষুধা বৃদ্ধি, প্রাত্মহ ইডিমা, অর্থোস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ এবং ত্মু ও অঙ্গুয়া এন্টিকোলিনার্জিক প্রভাব; যেমন- কোষ্ঠকাঠিন্য ও মুখের শুক্ষতা হেপাটিক ট্রান্সএমাইনেজ সমূহের লক্ষণইন বৃদ্ধি।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভস্থ শিশুর বুকির মাত্রার উপর বিচেনা করে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে আতীর জরণীয়া বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা উচিত। এই ওষুধ সেবনকালে রোগীর দুঃখদান করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

ডিপ্রেক্স® ৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ডিপ্রেক্স® ১০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

## ডি-র্যাশ®

## De-rash®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে জিংক অক্সাইড ৪০০ গ্রাম।

**নির্দেশনা :** শিশুদের ডায়পার ব্যবহার এর কারণে সৃষ্ট ফুসকুড়ির চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য ডি-র্যাশ® উপযোগী। এটি চামড়ায় চুলকানি বা জালাপোড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরোধক বেষ্টনি গড়ে তোলে। ডি-র্যাশ® খুব সহজে লাগানো ও মুছে ফেলা যায় এবং শিশুদের ভুকে কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ভেজা ও নোংরা ডায়পার দ্রুত খুলে ফেলুন। শিশুকে পরিষ্কার করে ডায়পার পরানোর জায়গা টুকু শুকিয়ে নিন। ডি- র্যাশ অয়েন্টমেন্ট যতবার প্রয়োজন ব্যবহার করা যায়।

প্রতিকার ডায়পার পরিবর্তনের সময়, ঘুমানোর সময় এবং লম্বা সময় ধরে ডায়পার ব্যবহার এর পূর্বে ডি-র্যাশ® ব্যবহার করা ভাল।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডি-র্যাশ® ব্যবহারের কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি।

**সর্তকতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ইহা শুধুমাত্র বাইরে ব্যবহারের জন্য চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে সে ব্যাপারে সর্তক থাকুন। ৭ দিন ওষুধটি ব্যবহারের পরও কোন উন্মত্তি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন কেননা এটি অন্য কোন রোগের লক্ষণও হতে পারে।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। কোন শিশু এটি খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

**সরবরাহ :**

ডি-র্যাশ® অয়েন্টমেন্ট : ২৫ গ্রাম।

## ডার্মাসল®

## Dermasol®

**উপাদান :** ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট। ০.০৫% ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট।

**নির্দেশনা :** একজিমা, সোরিয়াসিস, হাইপারট্রফিক লাইকেন প্ল্যানাস, লোকালাইজড বুলাস ডিসঅর্ডারস, কেলয়েড ক্রাইং, ভিটিলিগো এবং ক্রায়োথেরাপির পর রিঅ্যাকশন সাপ্রেসন।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** দৈনিক একবার বা দুইবার অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। চার সঞ্চাহের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সর্তকতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ইমপেটিগো, টিনিয়া করপোরিস, হার্পিস সিমপ্লেক্স, স্ক্যাবিস, একনি ভালগারিস, রোজাসিয়া এবং গ্রাভিটেশনাল আলসারেসন।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পিটুইটারী এক্সেন্সন, দীর্ঘদিন বেশী মাত্রার শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড দ্বারা চিকিৎসা করা হলে অ্যাট্রফিক পরিবর্তনসমূহ যেমন সুপারফিসিয়াল রক্তালীসমূহ পাতলা ও প্রসারিত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় ব্যবহার নিরাপদ নয়। স্তন্যদানকালীন সময়ে টপিকাল স্টেরয়েড সর্তকতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

**ডার্মাসল® ক্রীম :** ১০ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম টিউব-এ।

**ডার্মাসল® অয়েন্টমেন্ট :** ১০ গ্রাম এবং ২০ গ্রাম টিউব-এ।

## ডার্মাসল™-এস

## Dermasol™-S

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম সলিউশনে আছে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট বিপিসি ০.৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** ডার্মাসল™-এস স্ক্যাল্প সলিউশন কর্টিকোস্টেরয়েড এর প্রতি সংবেদনশীল স্ক্যাল্প এর দ্রারোগ্য ত্বকীয় প্রদাহের জন্য নির্দেশিত। এছাড়াও এটি স্ক্যাল্প এর দ্রারোগ্য সোরিয়াসিস এবং সেবোরিক ডার্মাটাইটিসের জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** মাথার ভুকের আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন এক হতে দুইবার ডার্মাসল™-এস স্ক্যাল্প সলিউশন প্রয়োগ করতে হবে এবং মৃদু মালিশ করতে হবে। সঞ্চাহে সর্বোচ্চ ৫০ মি.লি. পর্যন্ত এই সলিউশন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

যখনই ভুকের প্রদাহ কমে যায় তখনই, অথবা যদি এক সঞ্চাহের মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ডার্মাসল®-এস স্ক্যাল্প সলিউশন সাধারণত স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

**যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না:** যে কোন

সংক্রমণের ক্ষেত্রে । এই সলিউশনের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা । এক বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ।

**সতর্কতা:** চোখে যেন সলিউশন না লাগে সে দিকে নজর রাখতে হবে । দীর্ঘ দিন ধরে ক্লোবেটোসল প্রোপিওনেট দিয়ে ত্বকের চিকিৎসা করা উচিত নয় । বিশেষত ছাট শিশুদের ক্ষেত্রে, কারণ এর দ্বারা এক্সিল গ্ল্যান্ড দমিত হতে পারে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েড এর মতই দীর্ঘকালীন ব্যবহার অথবা অধিক জায়গা জুড়ে ব্যবহার এর ফলে প্রচুর পরিমাণ সিস্টেমিক শোষণ হতে পারে, যা থেকে পরবর্তীতে হাইপারকর্টিসলিস্ম হতে পারে । এটি শিশুদের, নবজাতকদের আরো বেশি হতে পারে । দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর হানীয় এক্টোপি হতে পারে । খুবই বিরল ক্ষেত্রে, কর্টিকোস্টেরয়েড এর দ্বারা সোরিয়াসিস এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে (অথবা চিকিৎসা বন্ধ করার পর) পুঁজি ভরা ফঁসুকুড়ি উঠতে পারে ।

যদি এ ধরণের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তবে তাঙ্কশিক চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** যদি গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের উপর এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তবুও তৃকীয় কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যাপকভাবে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয় অর্থাৎ বেশি পরিমাণ, দীর্ঘকালীন সময়ব্যাপী । স্তন্যদানকালে ক্লোবেটোসল প্রোপিওনেট এর ব্যবহার নিরাপদ প্রমাণিত হয়নি ।

**সরবরাহ:** ডার্মাসল<sup>TM</sup>-এস: প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ২৫ মি.লি. ক্ষাণ্ঠ সলিউশন ।

## ডার্মাসল<sup>®</sup>-এন Dermasol<sup>®</sup>-N

**উপাদান :** (ক্লোবেটোসল প্রোপিওনেট ০.৫ মি.গ্রা., নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং নিস্ট্যাটিন ১,০০,০০০ ইউনিটস) / গ্রাম অৰীম এবং অয়েটেমেটে ।

**নির্দেশনা :** রিক্যালস্ট্রিট্যান্ট একজিমার স্থল মেয়াদী চিকিৎসায় নির্দেশিত । এছাড়া নিউরোডার্মাটোসিস, সেকেন্ডারী ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকজনিত সংক্রমণ বিদ্যমান এমন সোরিয়াসিস এবং অন্যান্য প্রদাহ যেখানে সক্রিয় স্টেরয়েড ব্যবহার করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি, এসব ক্ষেত্রে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দৈনিক একবার

বা দুইবার অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে । চার সংগ্রহের অধিক ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**প্রতিনির্দেশনা :** রোজাসিয়া, এক্সি ভালগারিস, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, ভাইরাল সংক্রমণ । এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** হাইপারকর্টিসোলিজম, সুপারফিসিয়াল রজনালীসমূহ পাতলা ও প্রসারিত হয়ে যাওয়া, হাইপারট্রাইকোসিস ইত্যাদি ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** নিউরোমাস্কিউলার ইলিক্স এজেন্টের সাথে নিওমাইসিনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে । ক্লোবেটোসল প্রোপিওনেট ও নিস্ট্যাটিন-এর কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার অনুমোদিত নয় ।**

### সরবরাহ :

ডার্মাসল-এন<sup>®</sup> ক্রীম : ১৫ গ্রাম । ডার্মাসল-এন<sup>®</sup> অয়েটেমেট : ১৫ গ্রাম ।

## ডায়াবিনল<sup>®</sup>

## Dibenol<sup>®</sup>

**উপাদান :** শিবেনকামাইড ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১/২ টি ট্যাবলেট (২.৫ মি.গ্রা.)- ৩ টি ট্যাবলেট । দৈনিক মাত্রা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার উপর নির্ভরশীল ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত রোগীদের ডায়াবেটিসের সংগে জ্বর, আঘাত, ক্ষত, টাইফয়েড, গ্যাংগীন, ডায়াবেটিক সংজ্ঞাহীনতা, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যাদের লিভার ও কিডনি সুষ্য ভাবে কাজ করে না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি তাৰ, বমি, পেটে ব্যথা, মাথা ঘোৱা, দুর্বলতা, প্যারাস্থেসিয়া এবং মাথা ব্যথা ইত্যাদি দেখা যায় । এলার্জিক বিক্রিয়া জনিত চর্ম রোগ এবং রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন লিউকোপেনিয়া, থ্রিসোসাইটোপেনিয়া মাঝে মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এলকোহল, সাইকোফসফ্যামাইড, ডাইকোমারল, মনো অ্যামাইনো

অ্রিডেজ প্রতিবন্ধক, ফিলাইল বিউটাজোন, প্রোপ্রানোল, অন্যান্য বেটো এড্রেনারজিক বন্দুকারী। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

ডায়াবিনল® ট্যাবলেট : ২০ X ১৫ টি।

## ডিলিনার® ডি আর Diliner® DR

**উপাদান :** ডুলোক্রেটিন আইএনএন। ৩০ মি.গ্রা. এবং ৬০ মি.গ্রা. ডিলেইড রিলিজ ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা:** ডিপ্রেসন বা অতিরিক্ত দৃশ্চিত্ত।

ডায়াবেটিসজনিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

মেজের ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডার: দিনে ৪০-৬০ মি.গ্রা., দ্বি-বিক্রম মাত্রায় যা খাবারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

ডায়াবেটিসজনিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা: ৬০ মি.গ্রা. দিনে একবার যা খাবারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

যাদের সহনীয়তার সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কম মাত্রায় শুরু করে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে যা মৃত্ত্বালীর সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়।

দীর্ঘমেয়াদী বা রক্ষণ মাত্রার জন্য কিছু দিন পর পর পরীক্ষা করে মাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ডুলোক্রেটিনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের জন্য এটা প্রতি নির্দেশিত।

MAOIs বা মনো অ্যামাইনো অ্রিডেজ ইনিহিবিটর গ্রহণকারী ও ন্যারো-এ্যাঙ্গেল ফ্লুকোমা রোগীদের জন্য এটা প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: বমিবর্মি ভাব, ঘুরের শুক্রতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ঘুমঘুম ভাব, অতিরিক্ত ঘাম, চীমুনি ও অ্যাসথেনিয়া।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: ফ্লুতোআমাইনের সাথে ডুলোক্রেটিন গ্রহণ করলে এটার AUC ৬ গুণ এবং Cmax ২.৫ গুণ বেড়ে যায়। কিছু কিছু কুইনোলোনের ক্ষেত্রেও একই ধরণের ফলাফল দেখা যায়। প্যারোক্রেটিন, ফ্লুঅ্রেটিন, কুইনিডিন প্রভৃতি ডুলোক্রেটিনের প্লাজমা ঘনমাত্রা বাড়ায়। ট্রাই-সাইক্লিক

এ্যাস্টিডিপ্রেসান্ট, ফেনোথায়াজিন প্রোপাফেনোল, ফ্রেকাইনাইড প্রভৃতি ওষুধের সাথে ডুলোক্রেটিন সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

ডুলোক্রেটিন ও থাইওরাইডাজিন একসাথে খাওয়া উচিত নয়। ডুলোক্রেটিন ও অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রের ওষুধের মধ্যে বিক্রিয়া ঝুঁবই স্বাভাবিক।

একই ভাবে কাজ করে, স্নায়ুতন্ত্রের অন্য এমন ওষুধের সাথে ডুলোক্রেটিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

#### সরবরাহ:

ডিলিনার® ৩০ টি আর ক্যাপসুল: প্রতিতি বাস্তে আছে ১৮ টি ক্যাপসুল। ডিলিনার® ৬০ টি আর ক্যাপসুল: প্রতিতি বাস্তে আছে ১৮ টি ক্যাপসুল।

## ডিলিটিজেম® এস আর Diltizem® SR

**উপাদান :** ডিলিটিয়াজেম হাইড্রোক্লোরাইড ৯০ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এনজিনার চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। কিছু সিলেকটেড সুপ্রাভেট্রিকুলার ট্যাক্সিএরিনদিয়া-এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৯০-১২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার। বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, সিক-সাইনাস লক্ষণ, সেকেন্ড অথবা থার্ড ডিগ্রী এ-ভি বক, তৌর উচ্চ রক্তচাপ অথবা একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা পালমোনারি কনজেশন আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ব্রাডিকার্ডিয়া, সাইনো-এট্রিয়াল বক, এট্রিও-ভেন্সিকুলার বক, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ব্যথা, হট ফ্লাশ, দুর্বলতা, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, ইডিমা, ঘৃতের সমস্যা এবং বিষণ্ণতা দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: যেসব ওষুধ হার্পিপ্সের সংকোচন/প্রসারণ এবং সংবহন-এ ভূমিকা রাখে, যেসব ওষুধের সাথে একসঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন ভক্তির আশংকা থেকে এর ব্যবহার বেশী লাভজনক বলে মনে হয়। যদি স্তন্যদানকারী মাঝেদের এই ওষুধ সেবন অটীব জরুরী হয় সেক্ষেত্রে স্তন্যদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

#### সরবরাহ :

ডিলটিজেম® এস আর ট্যাবলেট : ৪ X ১০ টি।

## ডাইপ্রোবেট®

## Diprobet®

উপাদান : বিটামিথাসন ০.৫ মি.গ্রা. ক্রীম এবং অয়েটেমেন্ট।

নির্দেশনা : এ্যাটোপিক একজিমা, নিউমুলুর একজিমা, কন্ট্রষ্ট ডার্মাটাইটিস, নিউরোডার্মাটাইটিস, এনোজেনিটিল ও সেনাইল প্রুরাইটিস, লাইকেন প্ল্যানাস এবং সোরিয়াসিস।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : আক্রান্ত স্থানে দিনে একবার অথবা দুইবার পাতলা প্রলেপ দিতে হবে।

প্রতিনির্দেশনা : বিটামিথাসন বা অন্যান্য কার্টিকোস্টেরয়েড অথবা এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা, ত্বকের ভাইরাল সংক্রমণ, টিউবারকুলেসিস, এক্নি রোজসিয়া, ছাঁচাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ, পেরিওডাল ডার্মাটাইটিস এবং আলসারেটিভ কন্ডিশনস্।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া : মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের জ্বলনী, ত্বকের শুক্তা, চুলকানি, অবস্থি, ফলিকুলাইটিস ইত্যাদি। কদাচিত ত্বকে সুঁচ ফোটার মত অনুভূতি, গরমবোধ, ল্যামিনার ক্ষেপিং, পেরিলেসনাল ক্ষেপিং, ফলিকুলার র্যাশ, ত্বকের এ্যাট্রফি, ইরাইথেমা, আর্টিকুলেশন, ডেসিকেশন, টেলানজিয়েকটিসিয়া, একনিফর্ম প্যাপিউলস এবং হাইপ্যারেছেসিয়া পরিলক্ষিত হয়।

#### সরবরাহ :

ডাইপ্রোবেট® ক্রীম : ১৫ গ্রাম। ডাইপ্রোবেট® অয়েটেমেন্ট : ১৫ গ্রাম।

## ডরমিটিল®

## Dormitol®

উপাদান: মিডাজোলাম বিপি ৭.৫ মি.গ্রা. ফিল্ম

কোটেড ট্যাবলেট (মিডাজোলাম হাইড্রোক্লোরাইড হিসেবে) এবং ১৫ মি.গ্রা./৩ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

নির্দেশনা: মিডাজোলাম ব্যবহৃত হয়: অবচেতনকারী, তাই অনিদ্রার স্পন্দকালীন চিকিৎসায়, নিদ্রা আনয়নকারী, তাই এটা উদ্দেশ, দুশ্চিন্তা এবং ভয় লাঘব করে, অবশকারী এবং খিচুনীরোধী হিসেবে।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: মিডাজোলাম একটানা দুই সঞ্চাহের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বেশি সময় ব্যাপী চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

অনিদ্রা: প্রাণ বয়স্ক: দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা. থেকে ১৫ মি.গ্রা.

বয়স্ক: দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা.

রোগ নিরূপণ এবং শল্য চিকিৎসার ৩০-৬০ মিনিট পূর্বে মিডাজোলাম ৭.৫ মি.গ্রা.- ১৫ মি.গ্রা. দিতে হবে।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অবদমনকারী ওষুধসমূহ, ইরাইথ্রোমাইসিন, এজোলসমূহ এবং সিমেটিডিন মিডাজোলামের বিপাকে হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং এইসব ওষুধের সাথে মিডাজোলাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দীর্ঘদিন যাবৎ মিডাজোলাম ব্যবহার করলে নির্ভরশীলতা তৈরি হতে পারে। যেহেতু মিডাজোলাম একটি শক্তিশালী নিদ্রা আনয়নকারী ওষুধ, তাই গাঢ়ী চালনা বা এ জাতীয় কাজের পূর্বে মিডাজোলাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

মিডাজোলাম বা অন্যান্য বেন্জোডায়াজেপিনের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, শ্বাসতন্ত্র বা যকৃতের মারাত্মক কার্যবীনতা, প্লিপ এপনিয়া সিনড্রোম, মারেসপেনেনিয়া গ্র্যাভিস থাকলে, যে সব রোগীর এ্যালকোহল ব্যবহারের বা ওষুধের অপব্যবহারের ইতিহাস আছে তাদের এবং শিশুদের ক্ষেত্রে মিডাজোলাম প্রতি নির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: সবচেয়ে পরিলক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব। কম পরিলক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমন, এটারিয়া, দ্বিধা, কান্তি, মাংসপেশীর দুর্বলতা, অবসাদ, মাথাব্যথা এবং বিমুন্নী। এ প্রতিক্রিয়াগুলো চিকিৎসা শুরুর দিকে হতে পারে। তবে সাধারণত মাত্রা নির্ধারণ করে বা চিকিৎসা চালিয়ে গেলে এসব প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

অবদমনকারী ওষুধসমূহ, ইরাইথ্রোমাইসিন, এজেলসমূহ এবং সিমেটিডিন মিডাজোলামের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও দুর্ঘানকালে ব্যবহার: গর্ভাবস্থায় মিডাজোলাম ব্যবহার নিরাপদ কিনা এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত উপাত্ত নেই। তবে বেনজোডাজেপিন মানব অঙ্গের ক্ষতি করে। সুতরাং নিরাপদ বিকল্প পাওয়া গেলে মিডাজোলামের ব্যবহার এড়ানো উচিত। মিডাজোলাম মাতৃদুর্দেশের সাথে নিঃসৃত হয়; তাই দুর্ঘানকারী মায়েদের মিডাজোলাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ:

ডরমিটল® ৭.৫: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।  
ডরমিটল® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ১ টি ৩  
মি.লি. এ্যাপসুল।

## ডক্সাসিল®

## Doxacil®

উপাদান : ডক্সিসাইক্লিন ১০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, মৃত্য ও জননতন্ত্রের সংক্রমণ, ক্যামাইডিয়া সংক্রমণ, ব্যাসিলারী সংক্রমণ, কলেরা, ট্র্যাঙ্গেলোর্স ডায়ারিয়া, এবং অ্যাকটিনোমাইকোসিস, রিল্যাপসিং জ্বর, রিকেটসিয়াল পৰ্য, কিউ ফিভার এবং ফেঁক্তা।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বয়সকদের ক্ষেত্রে: প্রথম দিন ২টি ক্যাপসুল একবারে অথবা ১২ ঘণ্টা পর পর ১টি করে ২ বার খাওয়াতে হবে। পরের দিন থেকে প্রতিদিন ১টি করে ক্যাপসুল খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে: ৪.৮ মি.গ্রা./কেজি প্রথম দিনে; পরবর্তীতে ২.২ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন।

সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, তৈব্র যকৃতের সমস্যায়, এন্টাসিড, এলকালি, লৌহ ও অন্যান্য পেনিসিলিনের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এপিগ্যাস্ট্রিক ডিস্ট্রেস, পেটের বিভিন্ন রকমের অসুবিধা, বমি বমি ভাব অথবা বমি। বিভিন্ন রকম চর্ম রোগ বিশেষ করে ফুসকুড়ি, চুলকানি, এক্সফলিয়েটিভ ডার্মাটাইটিস হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, দুধ, অন্যান্য অ্যালকালি যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, পেনিসিলিন, রক্তজমাটে বাধা দানকারী, এন্টিক্লাবেটিক প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

ব্যবহার করা উচিত নয়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : স্তন্য দানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং গর্ভকালীন ও গর্ভধারণের তিন মাসের মধ্যে ওষুধটি ব্যবহার করা অনুচিত। নবজাতকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

ডক্সাসিল® ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

## ডুরোল®

## Durool®

উপাদান : কার্ডিডিলল। ৬.২৫, ১২.৫ এবং ২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : উচ্চ রক্তচাপ, কলজেসিটিভ হার্ট ফেইলিউর, এটি অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ওষুধের সাথে দেয়া যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : উচ্চরক্তচাপ : প্রাথমিক ভাবে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে একবার, ২ দিন পর থ্রয়োজনে বাঢ়াতে হবে, ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত দেয়া যাবে। বয়সকদের ক্ষেত্রে: ১২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন। এন্জাইমা : প্রাথমিকভাবে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ২ দিন পর বাড়িয়ে ২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার করা যাবে। হার্ট ফেইলিউর : প্রাথমিকভাবে ৩.১২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ২ সপ্তাহ পরে ৬.২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, পরবর্তীতে ১২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার থেকে সরোচ ২৫ মি.গ্রা. দিনে ২ বার পর্যন্ত দেয়া যাবে, যদি তৈব্র হার্ট ফেইলিউর এবং ওজন ৮৫ কেজির কম হয়। ৮৫ কেজির বেশী ওজন হলে ৫০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার পর্যন্ত সরোচ মাত্রায় দেয়া যাবে।

সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : তৈব্র অনিক কার্ডিয়াক ফেইলিউর রোগীর ক্ষেত্রে, অ্যাজিমার রোগী, কার্ডিওজেনিক শক, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, যকৃতের অকার্যকারিতায় এবং অতিসংবেদনশীল রোগীকেও দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : রক্তচাপ কমে যাওয়া, বিম ধরা, মাথা ব্যাধি ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ইডিমা, শুষ্ক চোখ-মুখ, চোখ জ্বালাপোড়া।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডিগ্রিনের সাথে একসাথে ব্যবহারে রক্তে ডিগ্রিনের মাত্রা বাড়ে।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

#### সরবরাহ :

ডুরোল® ৬.২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ডুরোল®

১২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ডুরোল<sup>TM</sup> ২৫ ট্যাবলেট  
: ৩ X ১০ টি।

**ডুরোল<sup>TM</sup> সিআর**

**Durool<sup>TM</sup> CR**

**উপাদান:**ডুরোল<sup>TM</sup> সিআর ১০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে কারভেডিলল ফসফেট আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

**ডুরোল<sup>TM</sup> সিআর ২০ ক্যাপসুল:** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে কারভেডিলল ফসফেট আইএনএন ২০মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:**কলজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর : কারভেডিলল ইস্কেমিক ও কার্ডিওমায়োপেথিক কারণে সৃষ্টি মৃদু বা মাঝেরিং হার্ট ফেইলিউরের চিকিৎসায় ডিজিটালিস , ডায়ুরেটিক এবং এসিই ইনহিবিটর এর সাথে গ্রহণ করা যাবে, কারণ ইহা হৃদরোগজনিত মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি হার অনেকাংশে কমায়।

যেসব রোগী এসিই ইনহিবিটর, ডিজিটালিস, হাইড্রোজিন ও নাইট্রেট ব্যবহার সহ্য করতে পারে না তাদেরকে কারভেডিলল দেয়া যেতে পারে।

**উচ্চ রক্তচাপ:** কারভেডিলল উচ্চরক্তচাপের রোগীর চিকিৎসায় দেয়া যাবে। এটি অন্য উচ্চরক্তচাপ বিরোধী ঔষধের সাথে যেমন- থায়াজাইড জাতীয় ডায়ুরেটিকের সাথে দেয়া যাবে।

**মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন:** কারভেডিলল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন এ আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত, যাদের লেফট ভেন্টিকুলার ইজেকশন ফ্রাকশন ৪০%।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** হার্ট ফেইলিউর: শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ১০ মি.গ্রা. দিনে একবার দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সেব্য। যাদের ক্ষেত্রে ১০ মি.গ্রা. সহনীয়, তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা দুই সপ্তাহ অন্তর ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা. ও ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

**মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন:** শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ২০ মি.গ্রা. দিনে একবার সেব্য। সহনীয়তার উপর নির্ভর করে ৩-১০ দিন পর মাত্রা ৪০ মি.গ্রা. ও পরে ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

**উচ্চ রক্ত চাপ:** শুরুতে কারভেডিলল ফসফেট ২০ মি.গ্রা. দিনে একবার সেব্য। এ মাত্রা ৭-১৪ দিন পর্যন্ত চালাতে হবে। পরে প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে মাত্রা ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এ মাত্রাও ৭-১৪ দিন পর্যন্ত চালাতে হবে এবং সহনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. পর্যন্ত

বাড়ানো যেতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** তীব্র ক্রিক কার্ডিয়াক ফেইলিউর রোগীর ক্ষেত্রে কারভেডিলল দেয়া যাবে না। যাদের শিরায় আয়নেট্রিপিক ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে, অ্যাজমার রোগী, ২য় অথবা ৩য় ডিগ্রির এভি হার্টবক, সিকসাইনাস সিনড্রোম (যদি হৃষী পেস মেকার লাগানো না থাকে), কার্ডিওজেনিক শক, তীব্র ব্রাডিকার্ডিয়া (হাদস্পন্দন হ্রাস পাওয়া) ইত্যাদি রোগীদের ক্ষেত্রে কারভেডিলল ব্যবহার করা যাবে না। যকৃতের অকার্যকারিতায় কারভেডিলল দেয়া যাবে না। কারভেডিলল অতি সংবেদনশীল রোগীকেও দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বেশির ভাগ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মৃদু অথবা মাঝেরিং ধরনের। এগুলো হচ্ছে রক্তচাপ কর্ম যাওয়া (পস্টিউরাল হাইপোটেনশন), বিম ধরা, মাথা ব্যথা, ক্লান্সি, পরিপাকতন্ত্রীয় সমস্যা, ব্রাডিকার্ডিয়া, মাঝেমাঝে হাত-পায়ে রক্তপ্রবাহ কর্ম যাওয়া, হাত-পায়ে পানি জমা এবং হাতে-পায়ে ব্যথা, মুখের শুক্ষতা, চোখে জলাপোড়া, কম দেখা, ইমপোটেন্স, প্রস্তাবের অসুবিধা, ইন্সুলিনের মত লক্ষণ এবং কখনো এনজিন। এভি ব্লক, ইন্টারমিটেন্ট ক্লিডিকেশন অথবা রেনালস্ ফেনোমেনার অবনতি, ত্বকের এলার্জি, সোরিয়াসিস, নাক বন্ধ, শ্বাস কষ্ট, হাতশা, ঘুমের অসুবিধা, হার্ট ফেইলিউর, লিভার এনজাইমের পরিবর্তন, থ্রোমবোসাইটোপেনিয়া, রক্তের শ্বেত কণিকা কর্ম যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্স ক্যাটাগরি-সি প্রাণীর উপর গবেষণায় কারভেডিললের কোন ভ্রান্তের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পাওয়া যায়নি। মাঝেরের ক্ষেত্রে এর ফলাফল অনিশ্চিত। যেহেতু কারভেডিলল পাসেন্টাল বাধা পার হয় ও মাত্দুঞ্ছে নিঃসৃত হয় তাই গর্ভের স্থান এবং মাত্দুঞ্ছে পান করে এমন নব জাতকের আলফা ও বিটা ব্লকিং প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এজন্যই কারভেডিলল গর্ভবত্তায় এবং মাত্দুঞ্ছন্দানকারী মায়দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:**কারভেডিললের কার্যনিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা শিশুদের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া:**ডিগ্রিনের সাথে কারভেডিলল ব্যবহারে ডিগ্রিনের বায়োএভেইলেবিলিটি (রক্তে ঔষধের মাত্রা) বাড়ে। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইডের সাথে কারভেডিলল কোন

প্রতিক্রিয়া নেই। তেমনি সিমেটিডিন, টরসেমাইড এবং ওয়ারফেরিনের সাথে কারভেডিলল ব্যবহারের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

#### সরবরাহ

ডুরোল™ সিআর ১০ ক্যাপসুল: প্রতি বাল্কে আছে ৩০টি ক্যাপসুল লিস্টার প্যাকে।

ডুরোল™ সিআর ২০ ক্যাপসুল: প্রতি বাল্কে আছে ৩০টি ক্যাপসুল লিস্টার প্যাকে।

#### ডাইভন™

#### Dyvon™

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ক্যালসিপোট্রিওল মনোহাইড্রেট বিপি ০.০৫২ মি.গ্রা. যা ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.এর সমতুল্য এবং প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে ক্যালসিপোট্রিওল মনোহাইড্রেট বিপি ০.০৫২ মি.গ্রা. যা ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** ডাইভন™ ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট পূর্ণ ব্যাক্ষদের ক্রিয়িক এবং স্থায়ী পাক সোরিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ত্বকে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

#### মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

পূর্ণ ব্যাক্ষদের ক্ষেত্রে: ডাইভন™ ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট আক্রান্ত স্থানে দৈনিক দ্বিবার (সকালে এবং রাতে) ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের পর ব্যবহারের মাত্রা কমানো যেতে পারে। সঠোষজনক উন্নতির পর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে।

যদি চিকিৎসা বন্ধ করার পর রোগ আবার ফিরে আসে তাহলে পুনরায় চিকিৎসা শুরু করতে হবে। ১ বছরের অধিক ব্যবহার করার কোন নির্দেশনা নেই। ক্যালসিপোট্রিওল সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ১০০ গ্রাম/সঙ্গাহ।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** শিশুদের ক্ষেত্রে ডাইভন™ ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের কোন তথ্য নেই।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার যাবে না: ক্যালসিপোট্রিওল ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট এবং এই প্রস্তুতির উপাদান সমূহের প্রতি যে সকল রোগীর অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** ক্যালসিপোট্রিওল ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট জেনারালাইজড পাট্টনার সোরিয়াসিস, গ্যাটেট সোরিয়াসিস এবং ইরাইথ্রোডার্মিক এক্সফেলিয়েশন সোরিয়াসিস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তায়: গর্ভবত্তায় নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। কেবলমাত্র জনের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপরূপ হ্বার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে:** ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে মাত্দুঞ্চে ক্যালসিপোট্রিওল নির্ঘয়যোগ্য পরিমাণে উপস্থিত হয় কিন্তু তা এখনো জানা যায়নি। তারপরেও স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভব্য ক্ষতি এডানোর জন্য স্তন্যদানকালীন সময়ে বন্ধ অধ্যলে ক্যালসিপোট্রিওল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ত্বকীয় ক্যালসিপোট্রিওল ব্যবহারের ফলে আলোক সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, ত্বক বর্ণহীনতা, বুলাস ইরাপশন, ত্বকীয় এক্সফেলিয়েশন, কন্ট্রাক্ট ডার্মাটাইটিস এবং অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস হতে পারে।

#### সরবরাহ:

ডাইভন™ ক্রীম: ২০ গ্রাম। ডাইভন™ অয়েন্টমেন্ট: ২০ গ্রাম।

#### ডাইভন™ প্লাস Dyvon™ Plus

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে বিটামিথাসন ডাইপ্রোপিওনেট বি.পি. ০.৬৫ মি.গ্রা. যা বিটামিথাসন ০.৫০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ক্যালসিপোট্রিওল বিপি ০.০৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ত্বকীয় চিকিৎসাপোয়োগী পাক সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় দৈনিক একবার ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ত্বকীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিত। সোরিয়াসি রোগীদের ক্ষেত্রে ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্টের ফটোট্রিক প্রভাবের কোন স্টাডি পাওয়া যায়নি। যে সকল সোরিয়াটিক আক্রান্তস্থানে ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা হয় সেসকল স্থান সম্ভব হলে সরাসরি সুর্যের আলো ও আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করতে হবে।

**পূর্ণ ব্যাক্ষদের ক্ষেত্রে:** ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্ট আক্রান্তস্থানে দৈনিক একবার ব্যবহার করতে হবে। সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা ১৫ গ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। ডাইভন™ প্লাস অয়েন্টমেন্টের সাংগ্রাহিক

নির্দেশিত সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০ গ্রাম। শরীরের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী অংশে ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ডাইভন<sup>TM</sup> প্লাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট এবং এই প্রস্তুতির উপাদান স্বাস্থ্যের প্রতি যে সকল রোগীর অতি সংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যেসকল রোগীর বীপাকিয় সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের তীব্র বৃক্ষীয় সমস্যা অথবা যকৃতিক সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**সতর্কতা:** রোগীদেরকে ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে যাতে করে মাথার ত্বক, মুখে অথবা চোখে প্রয়োগ না করে। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট মুখের ত্বকে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের পর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে করে এই প্রস্তুতি মুখমণ্ডল অথবা শরীরের অন্য অংশে না লাগতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গৰ্ভাবস্থায়: গৰ্ভাবস্থায় নিরাপদ ব্যবহার প্রতিশ্রুত নয়। কেবলমাত্র জ্ঞের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপর্যুক্ত হবার সংস্থাবনা বেশি থাকলে বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।**

**স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে:** বিটামিথাসন মাতৃ দুষ্পে নিঃস্তৃত হয়। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্টের ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে পর্যাণ পরিমান কর্টিকোস্টেরয়েড সিস্টেমিকভাবে শোষিত হয় কিনা তা যানা যায়নি। ক্যালসিপোট্রিওল মাতৃদুষ্পে নিঃস্তৃত হয় কিনা এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্টের স্তন্যদানকালীন সময়ে বক্ষ অধংকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেবলমাত্র মায়ের উপর্যুক্ত হবার সংস্থাবনা বেশি থাকলে বিটামিথাসন এবং ক্যালসিপোট্রিওল অয়েন্টমেন্ট স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা

যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** প্রয়োগকৃতহ্যানে বিক্রিয়া, চুলকানী, তৃকে জ্বলনী, তৃকে খোঁচাখোঁচা ভাব, শুষ্ক ত্বক, ইরাইথে মা, র্যাশ, ডার্মাটাইটিস, একজিমা, সোরিয়াসিসের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, পর্যায়মধ্যবর্তী ফটোসেনিসিটিভিটি, তৃকের পিগমেন্টেশনের পর্যায়মধ্যবর্তীকালীন পরিবর্তন এবং অ্যালার্জিক ও অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়া (যেমন-এনজিও ইডিমা এবং ত্বকীয় ইডিমা) কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে ত্বকীয় ব্যবহারে হাইপারক্যালসিউরিয়া অথবা হাইপারক্যালসিউরিয়া হতে পারে।

বিটামিথাসনের উপস্থিতির কারণে ত্বকীয় অ্যাট্রাফি, ট্যালানজিয়েকটেসিয়া, স্ট্যারি, ফলিকুলাইটিস, হাইপারট্রাইকোসিস, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, ডিপিগমেন্টেশন এবং কোলয়েড মিলিয়া হতে পারে।

**সরবরাহ:**

ডাইভন<sup>TM</sup> প্লাস অয়েন্টমেন্ট: ২০ গ্রাম।

## E

### এক্জিনা®

**Eczena®**

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্টে আছে ডাইফ্লোরাসোন ডাইএসিটেট ইউএসপি ০.৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** এক্জিনা® কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল ডার্মাটাইটিসের প্রদাহ নিরাময়ে এবং এর দ্বারা স্টে চুলকানি উপশেমে নির্দেশিত।

**মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি:** রোগের ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে আক্রান্তহ্যানে দিনে ১-৪ বার ক্রীম বা অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। সোরিয়াসিস এবং অপ্রতিরোধ্য প্রদাহের ক্ষেত্রে অক্রুসিভ ড্রেসিং ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ইনফেকশনের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে অক্রুসিভ ড্রেসিং বন্ধ করে যথার্থ এন্টি মাইক্রোবিয়াল থেরাপি দিতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এই ওষ্ঠের প্রতি যেসব রোগীর অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো

টাপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে এবং অক্সিড ড্রেসিং ব্যবহারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষ করে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ।

জ্বুনী, চুলকানী, শুক্রতা, ফলিকুলাইটিস, একনি বা ব্রগ্জিনিত ইরাপশন, হাইপোপিগমেন্টেশন, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, স্পর্শজনিত তুকের এলার্জি, চামড়ার ক্ষয়, সেকেন্ডারী ইনফেকশন, স্ট্রাই এবং মিলিয়ারিয়া ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সী ক্যাটাগরি- সি।

**সরবরাহ:** একজিনা<sup>®</sup> ০.০৫% ক্রীম: ১০ গ্রাম। একজিনা<sup>®</sup> ০.০৫% অয়েন্টমেন্ট: ১০ গ্রাম।

## এফিগ্রেল™

## Efigrel™

**উপাদান:** প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ১০.৯৮ মি.গ্রা. প্রাসুগ্রেল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন যা ১০ মি.গ্রা. প্রাসুগ্রেল এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** একিউট করোনারী সিনড্রোম-এ আক্রান্ত রোগী যাদেরকে পারকিউটেনিয়াস করোনারী ইন্টারভেনশন (PCI) করাতে হবে, তাদের ক্ষেত্রে থ্রোটিক ইভেন্টের হার (স্টেট থ্রোসিসসহ) কমানোর জন্য এফিগ্রেল™ নির্দেশিত। যেমন:

অস্থায়ী/আনস্টেবল একজিনা অথবা bb-ST-এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (NSTEMI)-এ আক্রান্ত রোগী।

এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (STEMI)-এ আক্রান্ত রোগী যাদেরকে প্রাথমিকভাবে অথবা বিলম্বে PCI করানো হয়েছে।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাথমিকভাবে প্রাসুগ্রেলের ৬০ মি.গ্রা. লোডিং মাত্রা দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং এরপর প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. করে সেবন করতে হবে। যেসব রোগী প্রাসুগ্রেল গ্রহণ করছেন তাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিন এসপিরিন (৭৫-৩২৫ মি.গ্রা.) গ্রহণ করতে হবে। প্রাসুগ্রেল খাবারের সাথে অথবা খাবার ব্যাতীত সেবন করা যায়।

একিউট করোনারী সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী যাদেরকে PCI করানো হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাসুগ্রেলসহ যে কোন এন্টিপ্লাটিলেট ওষুধ যদি আকস্মিকভাবে

বন্ধ করে দেয়া হয় সেটি থ্রোসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন অথবা মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিতে পারে। ক্লিনিক্যালি প্রাসুগ্রেল দ্বারা চিকিৎসা বন্ধ করা না হলে ১২ মাস পর্যন্ত এর দ্বারা চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

যেসব রোগীদের ওজন ৬০ কেজির নিচে এবং যাদের বয়স ৭৫ বছরের বেশী তাদের ক্ষেত্রে ৬০ মি.গ্রা. লোডিং মাত্রার পর প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. করে মেইনটেনেস মাত্রায় থেতে হবে।

মৃত্যু থেকে মাঝারি যত্ক্রমে অকার্যকারিতা অথবা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনঃনির্ধারনের প্রয়োজন নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** রক্তক্ষরণ (CABG ও Non-CABG সমন্বীয় সার্জারীর ক্ষেত্রে), থ্রোটিক থ্রোসাইটোপেনিক পারপিউরা হতে পারে। এছাড়াও উচ্চরক্তচাপ, মাথা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথা বিমর্শিম করা, কফ, ব্রাডিকার্ডিয়া, র্যাশ, প্রাণীয় ইতিমা ইত্যাদি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ওয়ারফেরিন ও প্রাসুগ্রেল একসাথে থেলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। NSAIDs ও প্রাসুগ্রেল একসাথে থেলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। প্রাসুগ্রেল সেইসব ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো সাইটোক্রম পি-৪৫০ এনজাইমকে বাঁধা দান করে। এসপিরিন (৭৫-৩২৫ মি.গ্রা./দৈনিক), হেপারিন, জিপি-২বি/৩এ ইনহিবিটরস, স্ট্যাটিন, ডিজিনিন এবং যেসব ওষুধ পাকস্থলীর pH বাড়িয়ে দেয় যেমন: প্রেটন পাস্প ইনহিবিটর ও H2 ব্লকারের সাথে প্রাসুগ্রেল গ্রহণ করা যেতে পারে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সী ক্যাটাগরি-বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রাসুগ্রেল এর ব্যবহারের কোন পর্যাপ্ত তথ্য নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেই শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত। প্রাসুগ্রেল মাতৃদুষ্ক্ষে নিঃস্তৃত হয় কিনা তা জানা যাবানি।

**সরবরাহ:** এফিগ্রেল™ ১০: প্রতি বাস্ত্রে আছে ২০ টি ট্যাবলেট।

## এলজার®

## Elzer®

**উপাদান :** ডোনেপেজিল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মৃদু থেকে মাঝারি পর্যায়ের এলজাইমার ও স্মৃতিবিলোপ চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৫-১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার সেব্য। সক্ষ্যায় বিশ্রামে যাওয়ার পূর্বে সেবন করা উচিত। মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. ৮-৬ সঙ্গত ব্যবহারের পর প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা.

মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ডোনেপেজিল বা পিপেরোডিন আহরিত উপাদানে অভিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, বমি, নিদাহীনতা, ডায়ারিয়া, মাংশপেশীতে বিচুরী, ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। এ সকল প্রতিক্রিয়াসমূহ সাধারণতও মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় অংশের উপর প্রত্যাশিত সুফল সস্তাব্য আশংকার চেয়ে বেশী বিবেচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। দুষ্ঠদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন নির্দেশনা নাই।

**সরবরাহ :**

এলজার® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

গেছে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রত্যাশিত সুফলের মাত্রা সস্তাব্য ক্ষতির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই শুধু মাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। পিভমেসিলিনাম মাত্দুঁফে নিঃস্ত হয় না।

**সরবরাহ :**

এমসিল® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

## ইমোলেন্ট™

## Emolent™

**উপাদান:** ইমোলেন্ট™ ক্রীম : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে প্যারাফিন বিপি ৬০ মি.গ্রা. এবং হোয়াইট সফট লাইট লিকুইড প্যারাফিন বিপি ১৫০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** ইমোলেন্ট™ ক্রীম শুক্র ত্তকের চিকিৎসায় নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকরের ত্তকীয় প্রদাহ যেমন একজিমা ও সোরিয়াসিস এর চিকিৎসায় সহযোগী খেরাপী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** ইমোলেন্ট™ ক্রীম ত্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হানে প্রয়োগ করে ভালভাবে লাগাতে হবে। অধিক কার্যকর ফলাফল পেতে হলে শরীর বৌত করার পর ব্যবহার করতে হবে, কারণ তখন স্ট্র্যাটাম কর্নিয়ামে সেবামের পরিমাণ কমে যায় এবং ত্বক তার স্বাভাবিক আর্দ্ধতা হারায়।

**গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহারে কোন বাধা নেই।

**যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না :** এই ক্রীম-এর যেকোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** তেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

**সরবরাহ :** ইমোলেন্ট™ ক্রীম : প্রতিটি টিউবে আছে ২৫ গ্রাম ক্রীম।

## এমসিল®

## Emcil®

**উপাদান :** পিভমেসিলিনাম ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মূখ্যঠিলির তাঁত্র প্রদাহ, মূত্রনালীর জটিল সংক্রমণ, সালমোনেলা, সিগেলা, ই-কলাই, ডায়ারিয়া, গ্রাম-নেগেটিভ সেপ্টিসিমিয়া এবং পিস্তনালীর সংক্রমণে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** পূর্ণ বয়স্ক : সংক্রমণের ধরনের উপর উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ ১-২ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার সেবন করা যায়। ২০ কেজি ও এর কম ওজনের শিশু : ২০-৬০ মি.গ্রা./কেজি শরীরের ওজন, যা ৩-৪ ভাগে প্রতিদিন নির্দেশিত। ২০ কেজির বেশী ওজনের শিশু : সাধারণ পূর্ণ বয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য। প্রতিতি ট্যাবলেট কমপক্ষে ৫০-১০০ মি.গ্রা. তরলের সাথে সেবন করা উচিত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিন বা সেফালোস্পেরিন ওয়্যাথে সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই যুক্তিভুক্ত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত সুসহমীয়। খালি পেটে সেবন করলে বমি বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া, বদহজম দেখা দিতে পারে। চামড়ায় ফুসকুড়ি কিছু ক্ষেত্রে দেখা

## এন্টাসিড®

## Entacyd®

**উপাদান :** এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্লাইড ২৫০ মি.গ্রা. এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লাইড ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট। এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্লাইড ১৭৫ মি.গ্রা. এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লাইড ২২৫ মি.গ্রা./৫

মি.লি সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** অস্ত্রাধিক্য (হাইপার এসিডিটি), পাকস্থলী বা অঙ্গে ঘা (পেপটিক আলসার), পাকস্থলীর প্রদাহ (গ্যাস্ট্রোইটিস), বুক জ্বালা (হার্টবার্ন) এবং বদহজমে (ডিসপেপসিয়া) নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট : ১-২ টি ট্যাবলেট খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং রাতে শোবার সময়। সাসপেনশন : চা চামচের ১-২ চামচ খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং শোবার সময়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যেসব রোগীদের হাইপোফসফেটেমিয়া আছে তাদের এটি দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে এলকালইউরিয়া এবং নেফ্রোলিথিয়াসিস হতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও শন্ত্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে এন্টাসিড® ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

**সরবরাহ :**

এন্টাসিড® ট্যাবলেট : প্রতিটি বার্ষে আছে ২০০ টি চুম্ব খাওয়ার ট্যাবলেট। এন্টাসিড® সাসপেনশন : প্রতিটি পেট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

## এন্টাসিড® প্লাস

### Entacyd® Plus

**উপাদান :** এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্লাইড ৪২৫ মি.গ্রা., ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লাইড ৪০০ মি.গ্রা. ও সিমেথিকন ৩০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। এ্যালুমিনাম হাইড্রোক্লাইড ২০০ মি.গ্রা., ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লাইড ৪০০ মি.গ্রা. ও সিমেথিকন ৩০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** পাকস্থলী বা অঙ্গে ঘা, পাকস্থলীর প্রদাহ, পেপটিক ইসোফ্যাগাইটিস, অস্ত্রাধিক্য, বুক জ্বালায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট: ২ টি ট্যাবলেট খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং রাতে শোবার সময়। সাসপেনশন: চা চামচের পূর্ণ দুই চামচ খাবার ১-৩ ঘণ্টা পরে এবং শোবার সময়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যেসব রোগীদের হাইপোফসফেটেমিয়া আছে তাদেরকে এই পুষ্প দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা ব্য

ব্যি ভাব দেখা দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও শন্ত্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস এটি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

**সরবরাহ :**

এন্টাসিড® প্লাস ট্যাবলেট : প্রতিটি বার্ষে আছে ২০০ টি চুম্ব খাওয়ার ট্যাবলেট। এন্টাসিড® প্লাস সাসপেনশন : প্রতিটি পেট বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সাসপেনশন।

## এপিনাল®

### Epinal®

**উপাদান:** ফেনোবারিটাল বিপি। ৩০ মি. গ্রা., ৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি. গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. এলিঙ্গার।

**নির্দেশনা:** ফেনোবারিটাল ব্যবহৃত হয়:

ম্যায়াবিক উভেজনা প্রশমনকারী হিসেবে, তাই এটা উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং ভ্য লাঘব করে।

ঘুম আনয়নকারী হিসেবে, তাই নিদ্রাহীনতার স্থলমেয়াদী চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

চেতনাশক ও ঘুর্ধ ব্যবহারের পূর্বে।

বিচুনীরোধী হিসেবে পার্শ্বিয়াল সিজার সহ মৃগীরোগ, জেনারালাইজড টনিক-ক্লনিক সিজার। স্ট্যাটাস এপিলেপ্টিকাস।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:**

**নিদ্রাহীনতা**

**প্রাণ্ড বয়ক্ষ:** মুখে/আই এম/আই ভি ১০০-৩২০ মি.গ্রা.।

**ম্যায়াবিক প্রশমন**

**প্রাণ্ড বয়ক্ষ:** মুখে দৈনিক ৩০-১২০ মি.গ্রা. ২-৩টি বিভক্ত মাত্রায়।

**মৃগীরোগ**

**প্রাণ্ড বয়ক্ষ:** মুখে দৈনিক ৬০-২৫০ মি.গ্রা.।

**বিচুনী**

**প্রাণ্ড বয়ক্ষ:** আই ভি ১০০-৩২০ মি.গ্রা.। থয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা.)।

**শিশু:** আই এম/আই ভি দৈনিক ৪-৬ মি.গ্রা./কেজি, ১০ দিন। পরিবর্তে আইএম/আইভি দৈনিক ১৫ মি.গ্রা./কেজি। সর্বোচ্চ আই ভি-র হার ৬০ মি.গ্রা./মিনিট।

**স্ট্যাটাস এপিলেপ্টিকাস**

**প্রাণ্ত বয়স্ক:** আই ভি ১০-২০ মি.গ্রা./কেজি। প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

**শিশু:** আই ভি ১৫-২০ মি.গ্রা./কেজি। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে।

অপারেশনের পূর্বে স্নায়বিক প্রশমন

**শিশু: মুখে/আই এম/আই ভি ১-৩ মি.গ্রা./কেজি।**

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যারা বারবিচুরেটের প্রতি অতিসংবেদনশীল এবং যেসব রোগীর তৌরে কিন্তু অনিয়মিত পোরফাইরিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে ফেনোবারবিটাল প্রতিনিদেশিত।

ফেনোবারবিটাল দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্যবহার করলে নির্ভরতা তৈরি হতে পারে। নিদ্রাইনতার জন্য দেয়া হলে দুই সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব রোগী মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত, যাদের হেপাটিক সিস্টেমে তিথঞ্চ এবং যাদের আত্মহত্যা প্রবণতা বা ওষুধ অপব্যবহারে ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রাণ্ত বয়স্কদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমন, স্নায়ুদোর্বল্য, অস্থিরতা, মানসিক অশান্তি, আলস্য, মানসিক চাপ, মাংস পেশীর দুর্বলতা, দুঃস্থিতি, দ্বন্দকম্পন করে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, বর্মি বর্মি ভাব, বর্মি, কোষ্ট্যাকাঠিন্য, বিশ্রামহীনতা, অস্তি এবং বাচ্চাদের হাইপারকাইনেসিস হতে পারে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এসিটামিনোফেন, জ্যাটরোডী ওষুধ যেমন- ওয়ারফেরিন, ক্লোরামফেনিকল, মনোএ্যামাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর, বিষ্ণুতারোডী ওষুধ, এ্যাজিমা, ঠাণ্ডা বা এ্যালার্জিরোডী ওষুধ, স্নায়বিক উভেজনা প্রশমনকারী ওষুধ, স্টেরয়েডস, নিদো উদ্দেককারী ওষুধ এবং ভিটামিনের সাথে ফেনোবারবিটালের মিথক্রিয়া হতে পারে। মিথক্রিয়ার ফলে ফেনোবারবিটালের ঘুম উদ্দেককারী ক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে।

**গর্ভবত্তায় এবং দুঃখদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তায় ক্যাটাগরী-ডি<sup>+</sup>।** ফেনোবারবিটাল গর্ভস্থ অংশের মারাত্মক তি করতে পারে। গর্ভবত্তায় শুধুমাত্র ফেনোবারবিটাল ব্যবহার করলে কিংবা অন্য খিঁচনীরোডী ওষুধের সাথে একত্রে ব্যবহার করলে নবজাতকের কোয়াঙ্গলেশন সমস্য তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে সত্তান জন্মদানের পূর্বেই গর্ভদারিনীকে ভিটামিন-‘কে’ দেয়া হলে এ সমস্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

মাতৃদুর্দোষের মাধ্যমে ফেনোবারবিটাল নিঃস্যুত হতে পারে তাই দুঃখদানকালীন সময়ে ফেনোবারবিটালের ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### সরবরাহ:

এপিনাল<sup>°</sup> ৩০: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ১০০টি ট্যাবলেট।

এপিনাল<sup>°</sup> ৬০: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ১০০ টি ট্যাবলেট।

এপিনাল<sup>°</sup> ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ১ মি.লি. এ্যাম্পুল ৫ টি। এপিনাল<sup>°</sup> এলিঙ্গ্রি: প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. এলিঙ্গ্রি।

## এপিট্রা®

## Epitra®

#### উপাদান:

এপিট্রা<sup>®</sup> ০.৫ মি.গ্রা.: প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ০.৫ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রা<sup>®</sup> ১ মি.গ্রা.: প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ১ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রা<sup>®</sup> ২ মি.গ্রা.: প্রতি ট্যাবলেটে আছে ক্লোনাজিপাম ২ মি.গ্রা. ইউ এস পি।

এপিট্রা<sup>®</sup> ওরাল ড্রপস : প্রতি ৫ মি.লি. ড্রপে আছে ক্লোনাজিপাম ইউ এস পি ১২.৫ মি.গ্রা.।

#### নির্দেশনা:

- মানসিক উদ্বেগ ও আতঙ্কহস্ততা, এগোরাফোবিয়া অথবা

- মৃগীরোগ বা অন্যান্য খিঁচনিরোগ

- মায়োক্লোনিক এবং অ্যাকাইনোনেটিক সীজারসমূহ এবং পেটিট ম্যাল ভেরিয়েন্ট (লেন্স্ক্র-গ্যাসটেট সিন্ড্রোম) এর একক বা সংযুক্ত চিকিৎসায়। অ্যাবসেল্স স্পেল (পেটিট ম্যাল) সহ রোগী যাদের ক্ষেত্রেকাসিনামাইড অকার্যকর, তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেবনবিধি ও মাত্রা: প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ও সহমশীলতা অনুযায়ী ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

অপ্রাণ্ত বয়স্ক :

শিশু ও অপ্রাণ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মাত্রা (দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অথবা ৩০ কেজি ওজন পর্যন্ত) ০.০১ এবং ০.০৩ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন এর মধ্যে হওয়া বাধ্যনীয় এবং ০.০৫ মি.গ্রা./কেজি প্রতিদিন এর উর্দ্ধে হওয়া বাধ্যনীয় নয়, যখন দিনে দুই বা তিনটি বিভক্ত মাত্রায় দেয়া হয়।

ওষুধের মাত্রা ০.১ থেকে ০.২ মি.গ্রা. / কেজি না

শৈচা পর্যন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর ওষুধের মাত্রা ০.২৫ থেকে ০.৫০ মি.গ্রা. এর উর্ধ্বে বাড়ানো উচিত নয়, যদি খিচুনি নিয়ন্ত্রণ না হয় অথবা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়।

দৈনিক ওষুধ তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায় দেয়া উচিত। যদি ওষুধ তিনটি সমান মাত্রায় বিভক্ত না হয়, তবে বৃহত্তর মাত্রাটি সর্বশেষে দিতে হবে।

#### প্রাণ্ত বয়স্ক :

প্রাণ্ত বয়স্কদের প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১.৫ মি.গ্রা. এর উর্ধ্বে হওয়া উচিত নয়। যা তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। খিচুনি পর্যাঙ্গভাবে নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ওষুধের মাত্রা প্রতি তিন দিন অন্তর ০.৫ থেকে ১ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

অব্যাহত সাধারণ চিকিৎসার মাত্রা প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাণ্ত বয়স্কদের জন্য নির্দেশিত অব্যাহত সাধারণ চিকিৎসার মাত্রা ৮ থেকে ১০ মি.গ্রা. প্রতি দিন, তিনটি সমান বিভক্ত মাত্রায়। ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন এর অধিক মাত্রায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। একাধিক খিচুনিরোধী ওষুধের ব্যবহার হতাশাগ্রস্থতা বৃদ্ধি করতে পারে। পূর্ব হতে চলমান কোন খিচুনিরোধী ওষুধের সাথে যখনই ক্লোনাজিপাম যোগ করা হবে তখন এরকম মনে হবে।

প্রতি নির্দেশনা : যকৃতের কোন বিশেষ অসুখ, ন্যায়ে অ্যাসেলেন গ্লুকোমা, বেনজোডায়াজেপিন সমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন ক্যাটাগরি- 'সি'। গর্ভাবস্থায় খিচুনির ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। গর্ভাবস্থায় খিচুনির ওষুধ ব্যবহারে শিশুর জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

#### স্তন্যদানকালে

যে সব মা ক্লোনাজিপাম গ্রহণ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বাচাকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ক্লোনাজিপামের ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশি প্রতীয়মান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ কেন্দ্রীয় ম্যায়ুতন্ত্রের অবনমনের সাথে সম্পর্কিত। প্রায় ৫০% রোগীর ক্ষেত্রে বিমুনিভাব ও ৩০% রোগীর ক্ষেত্রে এটাক্সিয়া হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া সময়ের সাথে কমে যেতে পারে। প্রায় ২৫% ক্ষেত্রে রোগীর আচরণগত সমস্যা পাওয়া গিয়েছিল এবং ৭% রোগীর লালা নিঃসেরণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ক্লোনাজিপাম এক বা একাধিক খিচুনিরোধী ওষুধের সাথে যুগপ্রভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ওষুধের মাত্রা পরিমিত ফলাফল পাবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যিক। বেনজোডায়াজেপিন ও খিচুনিরোধী ওষুধের সেরাম ঘনত্বের পরিবর্তন সহ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বেনজোডায়াজেপিন ও খিচুনি ওষুধ যুগপ্রভাবে ব্যবহৃত হলে ওষুধের পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়ার জন্য রোগীকে পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য খিচুনিরোধী ওষুধসমূহের সেরাম ঘনত্বের মাত্রা নিয়মিত নির্ণয়ের পরামর্শ দেয়া হয়।

#### সরবরাহ:

এপিট্রি<sup>®</sup> ০.৫ মি.গ্রা. : প্রতি বারে আছে ১০০টি ট্যাবলেট, বিস্টাৰ প্যাকে।

এপিট্রি<sup>®</sup> ১ মি.গ্রা. : প্রতি বারে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট, বিস্টাৰ প্যাকে।

এপিট্রি<sup>®</sup> ২ মি.গ্রা. : প্রতি বারে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট, বিস্টাৰ প্যাকে।

এপিট্রি<sup>®</sup> ওরাল ড্রপস্ : প্রতিটি এইচডিপিই বোতলে আছে ১০ মি.লি. ওরাল ড্রপস্।

## ইকিউরা<sup>®</sup>

## Equra<sup>®</sup>

**উপাদান :** ইউরিয়া ১০০ মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।

**নির্দেশনা :** ইকথায়োসিস এবং শুষ্ক ত্বকীয় অবস্থা, একজিমা এবং সোরিয়াসিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ছানীয় জালা-পোড়া এবং ইতিমা সৃষ্টি করতে পারে। যদি অবস্থা আরও খারাপ হয় অথবা কোন উল্লম্বিত না ঘটে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছুকিছু ক্ষেত্রে পোড়া, ভাঙ্গা অথবা ত্বকীয় ততে প্রয়োগ করা হলে জালা-পোড়া সৃষ্টি হতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার :** সকল বয়সে ব্যবহার উপযোগী।

#### সরবরাহ :

**ইকিউরা<sup>®</sup> ক্রীম :** ১৫ গ্রাম।

## এরিয়ান®

## Erian®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম এরিয়ান অয়েন্টমেন্টে আছে সিনকোকেইন ৫ মি.গ্রা. + হাইড্রোকর্টিসন ৫ মি.গ্রা. + ফ্রেমাইসেটিন ১০ মি.গ্রা. + এসকুলিন ১০ মি.গ্রা. এবং প্রতিটি সাপোজিটরিতে আছে সিনকোকেইন ৫ মি.গ্রা. + হাইড্রোকর্টিসন ৫ মি.গ্রা. + ফ্রেমাইসেটিন ১০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** মলদারের ভিতর ও বাহিরের হেমরয়েড চিকিৎসায়। প্রস্থ পরবর্তী যে সকল হেমরয়েড হতে পারে তার চিকিৎসায়। এনাল প্রুরাইটিস, পেরিএনাল একজিমা, এনাল ফিসার এবং প্রোকটাইটিস চিকিৎসায়। হেমরয়েড অপারেশনের পর ব্যথা ও অস্পষ্টি দূর করে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** অয়েন্টমেন্ট : অল্প পরিমাণ অয়েন্টমেন্ট সকালে ও সন্ধ্যায় এবং প্রতিবার মলত্যাগের পর আঙুলের সহায়ে ব্যথাযুক্ত বা চুলকানির জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে। মলদারের গভীরে ওষুধ প্রবেশ করানোর জন্য টিউবের অঞ্চলাগে এপিকেটর (সরবরাহকৃত) যুক্ত করে এপিকেটরিটি মলদারের গভীরে পুরোটা ত্বকিয়ে দিতে হবে এবং ধীরে ধীরে টিউবের পশ্চাত ভাগে চাপ প্রয়োগ করে বের করে আনতে হবে।

**সাপোজিটরি :** প্রতি দিন সকালে ও বিকালে এবং মলত্যাগের পর পায়ুপথে ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এরিয়ানের চারটি উপাদান বা যে কোন একটির প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। হারপিস সিমপেক্স, ভেঙ্গিনিয়া বা ভেরিসেলা এবং মলদারের টিউবারিকিউলাস রোগের ক্ষেত্রে কর্টিকস্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দীর্ঘদিন যাবৎ ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে তৃক পাতলা হয়ে যেতে পারে, তৃকের সম্প্রসারণ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, সুপারাফিসিয়াল রক্তনালী সমূহ সম্প্রসারিত হতে পারে, টেলানজিয়াকটাসিয়া এবং ইকাইমোসিস হতে পারে। ব্যাপক জায়গা জুড়ে বা প্রচুর পরিমাণে এরিয়ান ওয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের ফলে সাধারণত এই সমস্যাগুলি হয়।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা যাবে না।

**সরবরাহ :**

এরিয়ান® অয়েন্টমেন্ট : ১৫ গ্রাম। এরিয়ান® সাপোজিটরি : ২ X ৫টি।

## এরমক্স®

## Ermax®

**উপাদান :** মেবেনডাজল। ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** সূচ কৃমি, বক্র কৃমি, কেঁচো কৃমি, ফিতা কৃমি, চাবুক কৃমি এবং সূতা কৃমি সংক্রমণে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সূচ কৃমির জন্য : ১ টি ট্যাবলেট অথবা ১ চা চামচ সাসপেনশন একবার। কেঁচো কৃমি, চাবুক কৃমি এবং চক্র কৃমির জন্য : ১ টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার অথবা ১ চা চামচ সাসপেনশন সকাল ও সন্ধ্যায় পর পর তিন দিন সেব্য।

**ফিতা কৃমি ও সূতাকৃমির জন্য :** শিশুদের জন্য ১ টি করে ট্যাবলেট বা ১ চামচ সাসপেনশন সকাল ও সন্ধ্যায় পর পর ৩ দিন সেব্য। প্রাণ্ত বয়কদের জন্য ২ টি করে ট্যাবলেট দিনে দুইবার হিসাবে পর পর তিনিদিন সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কদাচিত তলপেটে সামান্য ব্যথা ও ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তী মাঝেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

এরমক্স® ১০০ ট্যাবলেট : ২৫ X ৬ টি। এরমক্স® সাসপেনশন : ৩০ মি.লি.।

## এরোমাইসিন®

## Eromycin®

**উপাদান :** এরিথ্রোমাইসিন ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস।

**নির্দেশনা :** পেনিসিলিনের বিকল্প হিসাবে পেনিসিলিনের সংবেদনশীলতায়, পেনিসিলিনে রেসিস্ট্যান্ট ষ্ট্যাফাইলোকক্সাল ইনফেকশনে, মাইকোপ্লাজমা নিউমেনির টেট্রাসাইক্লিনের বিকল্প, পারুসিস ডিপথে রিয়ায় বিশেষ করে জীবাণু বহনকারী সময়ে (ক্যারিয়ার

স্টেট), বাত জ্বরের প্রতিরোধে, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, অ্যাটাইটিস মিডিয়া অথবা ক্রনিক প্রস্টেটাইটিসের চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** থাণ্ড বয়স্ক : ১-২ গ্রাম প্রতিদিন বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। শিশু : ৩০-৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিস্বেচ্ছেনশীলতায় ব্যবহার নিষিদ্ধ। লিভার ফাংশন খারাপ থাকলে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইলাল সমস্যা অথবা এলার্জি হতে পারে (০.৫-৫%)।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** থিওফাইলিন, কার্বামাজেপিন, ডিগভিন, ওয়ারফেরিন এবং আরগেটামিন।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :**

গৰ্ভাবস্থায় এরিথ্রোমাইসিন গ্রহণের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ নাই যদিও এটি প্লাসেটার বেরিয়ার অতিক্রম করে।

**সরবরাহ :**

এরোমাইসিন® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। এরোমাইসিন® ডিএস ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। এরোমাইসিন® পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সিরাপ প্রস্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুঙ্খ পাউডার। এরোমাইসিন® পেডিয়াট্রিক ড্রপস : ৬০ মি.লি. কনসেন্ট্রেটেড সাসপেনশন ড্রপার সহ।

## এরোমাইসিন® লোশন Eromycin® Lotion

**উপাদান:** এরিথ্রোমাইসিন ইউএসপি ৩% ডিরিউ/ভি অর্ধাং প্রতি মি.লি. লোশনে আছে ৩০ মি.গ্রা. এরিথে প্রামাইসিন ইউএসপি।

**নির্দেশনা:** এরিথ্রোমাইসিন-এ সংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্ত্বকের সংক্রমণ, ব্রণের চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** আক্রান্তস্থানে সকাল ও সন্ধিয়ায় প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্তস্থানে প্রয়োগের পূর্বে গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধূয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

আঙুলের অঞ্চলগ দিয়ে অথবা সরবরাহকৃত প্রয়োগ যন্ত্র দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্তস্থানে ওষুধটি

না ঘষে, আলতোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ব্যবহার করার পর হাত ভাল করে ধূয়ে ফেলতে হবে। এভাবে মুখমণ্ডল, কাঁধ, বুক ও পিঠীর ব্রশের চিকিৎসায় ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে অতিবিক্ষিক কোটা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি কোটা একবারই ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহারের পরে কোটা ফেলে দিতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ইরাইথেমা, ডেসকোয়ামেশন, জ্বালাপোড়া, চোখ-জ্বলনী, টেন্ডারনেস, শুক্রতা, তৈলাঙ্গ ত্বক উল্লেখযোগ্য।

**বিপরীত নির্দেশনা:** এরিথ্রোমাইসিন বা এই ওষুধের যে সকল উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে।

**সতর্কতা:** শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য। চোখ, নাক ও অন্যান্য মিউকাস পর্দা থেকে দূরে রাখতে হবে।

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুকলের মাত্রা বেশী হলে তবেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

**এরিথ্রোমাইসিন মাত্দুঞ্চ নিঃস্তৃত হয়।** স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে এরিথ্রোমাইসিন ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সুপারইনফেকশন:** এন্টিবায়োটিকের (বিশেষত দীর্ঘ সময়ব্যাপী অথবা পুনরাবৃত্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে) ব্যবহারের ফলে অসংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাকের অতিবৃদ্ধি হতে পারে। এ ধরনের অতিবৃদ্ধির ফলে গৌণ প্রদাহের সূচনা হতে পারে। যদি সুপার ইনফেকশন ঘটে তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ফিল্ডামাইসিনের সাথে এরিথ্রোমাইসিন এর ড্রাগ ইট্টারঅ্যাকশন হয়।

**সরবরাহ:**

এরোমাইসিন® লোশন: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ২৫ মি.লি. লোশন। সপে রয়েছে একটি জালিয়ুক্ত ছিপি ও একটি সংরক্ষণ ছিপি।

**এস্লোরিক®**

**Esloric®**

**উপাদান :** এলোপুরিনল ১০০ ও ৩০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারী গেটেবোত চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ২০০-৩০০ মি.গ্রা।

মার্বারি টপাসিয়াস বাতে প্রতিদিন ৪০০-৬০০ মি.গ্রা।

সর্বোচ্চ মাত্রা দৈনিক ৮০০ মি.গ্রা।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে এলোপুরিনল ব্যবহারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে কোন রকম ফুসকুড়ি অথবা অতি সংবেদনশীলতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। যকৃৎ অথবা বৃক্ষের মারাত্মক রোগে সেবনমাত্রা কমাতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে। এছাড়াও জ্বর, লিউকোপেনিয়া, বাম বামি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে।

কিছু রোগীর ক্ষেত্রে জন্সিস, ইউসিনেফিলিয়া, মৃদু লিউকোসাইটেসিস হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** রক্ত জমাটবাধাদানকারী, ডাইইউরেটিক এবং সাইটেটেক্সিক ওষুধ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন যথা�্যথ ও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এই ওষুধ ব্যবহার ঠিক নয়।

**স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।**

**সরবরাহ :**

এস্লোরিক<sup>®</sup> ১০০ ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি।

এস্লোরিক<sup>®</sup> ৩০০ ট্যাবলেট: ৩ X ১০ টি।

**ইসমো<sup>®</sup>**

**Esмо<sup>®</sup>**

**উপাদান :** আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট ২০ মি.গ্রা। ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এনজাইনা প্রতিরোধে এবং কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর এ ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২০ মি.গ্রা. (একটি ট্যাবলেট) করে দিনে দুই বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অবস্ট্রাকটিভ হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হাইপোভেলেমিয়া পরবর্তীতে কার্ডিয়াক আউটপুট করে যাওয়া, ইনফেরিওর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (যেখানে ডান নিলয় জড়িত), ইন্ট্রাক্রেনিয়াল চাপ

বেড়ে যাওয়া, কার্ডিয়াক টেম্পোনেড, ধমনীর হাইপোরেনিয়া এবং কোরপালমোনালি, মাইট্রাল ভাল্ড প্রোল্যাঙ্ক, গ্লুকোমা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, বমি, প্রদ্রবণ ও পায়খানার নিয়ন্ত্রণ হারানো, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শক্তা, বিশ্বামীনতা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, মাথা খিমবিম করা ট্যাকিকার্ডিয়া, বুকের ধড়ফড়নি, নিম্ন রক্তচাপ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফেনোথায়াজিন, উচ্চরক্তাপরোধী ওষুধ, ক্যালসিয়াম চ্যানেল রুকার, ট্রাইসাইলিক বিশ্বগতারোধী ওষুধ এবং এলকোহল।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যাবে পারে।

**সরবরাহ :**

ইসমো<sup>®</sup> ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি।

**ইসমো<sup>®</sup> এল এ**

**Esмо<sup>®</sup> LA**

**উপাদান :** আইসোসরবাইড মনোনাইট্রেট ৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** করোনারী ধমনীর রক্ত প্রবাহ ব্যাধির দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায়, এনজাইনা পেকটেরিস-এর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে এবং টৌর মায়োকার্ডিয়াল অপ্রাণ্যগুপ্ততার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১টি ক্যাপসুল দিনে একবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** টৌর মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন যেখানে ফিলিং প্রেসার কর, একিউট সার্কুলেটরী ফেইলিওর, শক্ত, ভাস্কুলার কলাপ্স, অতি নিম্ন রক্তচাপ, নাইট্রেটের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, লক্ষণ্য রক্তশূন্যতা, মাথায় আঘাত, মন্তিকে রক্তক্রণ, হাইপোটেনেশন, হাইপোভেলেমিয়া ইত্যাদি।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, নিম্ন রক্তচাপ, সিনকোপ, বমি বমি ভাব, বমি, রক্তিমাত্ব এবং এলার্জিক ফুসকুড়ি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম এন্টিগোনিষ্ট, ভ্যাসোডাইলেটেরস, এলকোহল, এসিই ইনহিবিটর, সিলডেনাফিল, নিউরোলেন্টিকস্ এবং ট্রাইসাইলিক এন্টি-ডিপ্রেস্যাস্টেস।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

ট্সমো<sup>®</sup> এল এ : ৩ X ১০টি লং এ্যাকটিং ক্যাপসুল।

## এস্পা<sup>®</sup>

**উপাদান :** ড্রেটাভেরিন। ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৮০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** অন্ত্রে খিচুনি, পিণ্ডনালী এবং বৃক্ষীয় কেলিক, মুত্র সংবহনতন্ত্রে খিচুনি, পাকস্থলীর আলসার, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, কষ্টকর রক্তস্নাব।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ডবয়ক : ১-২ টি ট্যাবলেট দৈনিক ৩ বার। শিশু (৬ বৎসরের) : ১/২-১ ট্যাবলেট দৈনিক ১-২ বার। শিশু (১-৬ বৎসর) : ১/৪- ১/২ - ট্যাবলেট দৈনিক ১-২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যকৃত ও বৃক্ষীয় রোগে ভূগচে এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** খুব কম ক্ষেত্রে মুখমতল রক্ষিমান হয়ে উঠতে পারে, ঘাম হতে পারে, অস্বাভাবিক হারে শ্বাসপ্রাপ্তি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং হৃৎস্পন্দন এর গতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** রক্ত জমাট রোধী, এরিদমিয়া রোধী, মৃগীরোগ প্রতিরোধী এবং এলকোহল।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

**সরবরাহ :**

এস্পা<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। এস্পা<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

## Espa<sup>®</sup>

বাপসা দেখা, ডায়ারিয়া, বিঁয়ুনি, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, পাকস্থলী মোচডানো দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এখন পর্যন্ত অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সাধারণ নির্দেশিত মাত্রায় ভিটামিন ই গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদ। অতি মাত্রায় এর ব্যবহার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ :**

ইভিট<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১৫ টি।

## ইভিট<sup>®</sup> লিক্যাপ

## Evit<sup>®</sup> Licap

**উপাদান :** ভিটামিন-ই (আলফা টোকোফেরাইল এসিটেট বিপি হিসেবে) ২০০ মি.গ্রা. ও ৪০০ মি.গ্রা. লিক্যাপ।

**নির্দেশনা :** খাদ্যে সম্পূরক হিসাবে:

অন্ত হতে ভিটামিন ই অপর্যাঙ্গ শোষণের কারণে, দেহে ভিটামিন ই এর অভাবপ্ররুণে।

খাবারের সহিত পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড অধিক পরিমাণে গ্রহণ করার জন্য অধিক ভিটামিন ই এর প্রয়োজনীয়তা প্রৱরণে।

ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বর্ধনে।

এন্টিঅ্যুডেনেট হিসেবে।

ভিটামিন ই এর অভাজনিত হিমোলাইটিক এ্যানিমিয়ার চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** হৃদযন্ত্রের সুস্থ্যতায় : ৪০০ মি.গ্রা. -৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

পূর্ণবয়কদের ভিটামিন ই এর ঘাটতিজনিত রোগে : ২০০ মি.গ্রা. -৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

শিশুদের ভিটামিন ই এর ঘাটতিজনিত রোগে : ২০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

থ্যালাসেমিয়া : ৮০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

সিকল-সেল এ্যানিমিয়া : ৪০০ মি.গ্রা প্রতিদিন।

চুলের সমস্যায় : ২০০ মি.গ্রা.-৪০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন (সৌন্দর্য বর্ধনে বাহ্যিক ব্যবহারও অনুমোদিত)।

ব্যক্তিদের ঠাভাজনিত সমস্যায় : ২০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** তেমন কোন অনুপযোগিতা নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ১ গ্রাম অপেক্ষা বেশি মাত্রায়

## ইভিট<sup>®</sup>

## Evit<sup>®</sup>

**উপাদান :** ভিটামিন ই ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ভিটামিন ই- এর অভাব প্রৱরণে, ত্বক ও চুলের সুস্থিত্যে ব্যবহৃত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সাধারণতঃ দিনে ১ থেকে ২টি একক বা বিভক্ত মাত্রায় চুষে থেতে হয়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ভিটামিন ই দেয়া উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অতিমাত্রায় দীর্ঘদিন ব্যবহারে চোখে

**Ezex®**

সেবনে সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: যেমন- উচ্চরভচাপ, ক্লান্তিবোধ ডায়ারিয়া এবং মাঝোপ্যাথি দেখা দিতে পারে।

**ড্রাগ ইন্টারাকশন:** ভিটামিন ই ব্যবহারে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন কে এর বিশেষণ বিস্তৃত হয় এবং ওয়ারফেরিনের কার্যক্ষমতা তুরাষ্ট হয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার :** ভিটামিন ই শিশুদের জন্য নিরাপদ।

**গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সাধারণ নির্দেশিত মাত্রায় ভিটামিন ই গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে নিরাপদ। অতি মাত্রায় এর ব্যবহার এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

**সরবরাহ :**

ইভিট® ২০০ লিক্যাপ : ৩ X ১০ টি। ইভিট® ৪০০ লিক্যাপ : ৩ X ১০ টি।

**আইভি®**

**Eyevi®**

**উপাদান:** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ই ৩০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., লুটিন ৬ মি.গ্রা. এবং কপার ২ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা :** বয়স ভিত্তিক চোখের সমস্যায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** একটি ক্যাপসুল এক অথবা দুই মেলা প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত রোগীর হাইপোঅরালুরিয়া আছে তাদের ভিটামিন সি খুব সাবধানের সাথে দিতে হবে। যে সমস্ত রোগীরা মুখে খাওয়ার এন্টিকোয়াঙ্গুলেট এবং ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ই খুব সাবধানের সাথে দিতে হবে কারণ, দেখা যায় যে, এগুলো ভিটামিন কে এর কার্যক্ষমতাকে বিরোধিতা করে যার কারণে এই সমস্ত রোগীদের রজের জমাট বাধার সময় বেড়ে যায়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া, পেটের যন্ত্রণা এবং পাকস্থলীর অন্যান্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অবসাদ এবং দুর্বলতাও দেখা দেয়।

**সরবরাহ :**

আইভি® ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

**ইজেক্স®**

**উপাদান :** ক্লোবেটাসান বিউটাইরেট ০.০৫% ক্রীম ও অয়েন্টমেন্ট।

**নির্দেশনা :** একজিমা, ফটোডার্মাটাইটিস, ওটাইটিস এরিট্র্যান্ট ডার্মাটাইটিস, এলার্জিক ডার্মাটাইটিস (ন্যাপকিন র্যাশ সহ), ইন্টারট্রিগো, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে চারবার আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

**সতর্কতা :** তৃকীয় প্রদাহ, যেমনঃ ভাইরাসের দ্বারা (যেমন-হাপিস সিমপেন্স, চিকেন পোকা), ছাঁচাক দ্বারা (যেমন-ক্যানডিডিয়াসিস, টিনিয়া) অথবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা (যেমন- ইমপিটিগো) এবং প্রস্তুতিগুলির প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। চোখের পাতায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ক্রীম চোখের ভিতরে প্রবেশ না করে। কারণ এতে গুরুতর দেখা দিতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে পর্যাণ টেরয়েডের পরিশোষণ অ্যাড্রেনাল সাপ্রেশন ঘটাতে পারে। পিগমেন্টেশনের পরিবর্তন এবং হাইপাৰাইকোসিস দেখা দেওয়ার রিপোর্ট আছে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এ পর্যাণ অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার কর্তব্য নিরাপদ সে সম্পর্কে পর্যাণ তথ্য পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ :**

ইজেক্স® ক্রীম : ২৫ গ্রাম।

ইজেক্স® অয়েন্টমেন্ট : ২৫ গ্রাম।

**ইজোনাইড® ইনহেলার**

**Ezonide® Inhaler**

**উপাদান :** সিকলেসোনাইড। ১৬০ এবং ৮০ মাইক্রোগ্রাম/পার্ফ।

**নির্দেশনা :** প্রাণ্বয়ক্ষদের বিদ্যমান হাঁপানী নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** ১৬০ বা ৮০ মাইক্রোগ্রাম দিনে

১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: সিকলেন্সোনাইড অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মন্দু এবং এর জন্য চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মাত্রায় কার্টিকোটেরয়েড ইনহেলার হিসাবে গ্রহণ করলে সিস্টেমিক প্রভাব পড়তে পারে।

**অন্য শুধুরের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কিটোকোনাজল, ইট্রিকোনাজল, রিটোনাভির।

**গৱর্তবস্থা ও শ্বেতান্তকালে ব্যবহার :** গৱর্তবতী মাঘেদের জন্মের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপোকৃত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :**

ইজোনাইড<sup>®</sup> ৮০ ইনহেলার : ১২০ পাফস।

ইজোনাইড<sup>®</sup> ১৬০ ইনহেলার : ১২০ পাফস।

### মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ

তীব্র অজিটিল বৃক্কের প্রদাহ- যা ইসচেরিসিয়া কোলাই, ক্রেবসিয়েলা নিউমোনি দ্বারা সংঘটিত হয়।

মহিলাদের অজিটিল মূত্রানালীর সংক্রমণ- যা ইসচেরিসিয়া কোলাই, ক্রেবসিয়েলা নিউমোনি দ্বারা সংঘটিত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** ফ্যাস্টিসিন আহারের পূর্বে বা পরে খাওয়া যেতে পারে এবং খাওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে পান পান করতে হবে। ফ্যাস্টিসিন-এর নির্ধারিত মাত্রা হল- দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. যা নিচে দেয়া হল।

নির্দেশনা মাত্রা সময়কাল

দীর্ঘদিনের ব্রংকাইটিসের হঠাত বৃদ্ধি দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৫ দিন

তীব্র ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৫ দিন

কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৭ দিন

মহিলাদের অজিটিল মূত্রানালীর সংক্রমণ দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ৩ দিন

তীব্র অজিটিল বৃক্কের প্রদাহ দৈনিক ৩২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ১০ দিন

মারাত্মক নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসার ১৪ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

**বৃক্ক জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে:** মন্দু থেকে মধ্যম বৃক্ক জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনঃনির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। মারাত্মক বৃক্ক অকার্যকর রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রার কিছু পরিবর্তন করা যায়। নির্দেশনা আছে। যদি ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়ারেল > ৪০ মি.লি./ মিনিট হয় তাহলে সাধারণ মাত্রাই যথেষ্ট। ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়ারেল যদি < ৪০ মি.লি./ মিনিট হয় তাহলে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে দিতে হবে। যে সমস্ত রোগী হিমোডায়ালাইসিস অথবা নিয়মিত পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে দিতে হবে।

**যকৃতের জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে:** যকৃতের জটিলতার রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনঃনির্ধারণ না করেই শুধুটি দেয়া যেতে পারে।

**ব্যাক্স রোগীদের ক্ষেত্রে:** মাত্রা পুনঃনির্ধারনের দরকার নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি এবং ফুঁসকুড়ি। কিছু বিরল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে

F

ফ্যাস্টিসিন™

Facticin™

**উপাদান:** ফ্যাস্টিসিন ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে জেমিফ্লুক্সিন ৩২০ মি.গ্রা., জেমিফ্লুক্সিন মিসাইলেট আইএনএন হিসেবে।

**নির্দেশনা:** জেমিফ্লুক্সিন প্রাপ্ত ব্যক্ষদের নিম্নোক্ত ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত - শুস্ততন্ত্রের সংক্রমণ-

কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া- যা স্ট্রেপটোকক্সাস নিউমোনি, ক্লামাইডিয়া নিউমোনি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, লেজিওনেলা নিউমোফিলা দ্বারা ঘটে।

দীর্ঘদিনের ব্রংকাইটিসের হঠাত বৃদ্ধি- হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, স্ট্রেপটোকক্সাস নিউমোনি দ্বারা ঘটে।

তীব্র ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস- যা স্ট্রেপটোকক্সাস নিউমোনি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, মোরাক্সিলা ক্যাটারলিস, স্ট্যাফাইলোকক্সাস অরিয়াস দ্বারা ঘটে।

রয়েছে ছাত্রকের মাত্রাতিক্রিক বৃদ্ধি, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চুলকানি এবং ম্যাকুলোপ্যাগ্নুলার ইরাইন্দেমেটোস কিন রাশ। জেমিফ্লুক্সাসিন ব্যবহারে যদি ফুঁসকুড়ি দেখা দেয় তাহলে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে।

**বিশেষ সতর্কতা:** যে সমস্ত রোগীদের মারাত্মক বৃক্ষের অকার্যকারিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১৬০ মি.গ্রা. করে মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। অত্যধিক মূত্র ঘনত্ব এবং কৃষ্টালুরিয়া প্রতিরোধের জন্য জেমিফ্লুক্সাসিন দ্বারা চিকিৎসার সময় রোগীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা উচিত। জেমিফ্লুক্সাসিন বিমুনি আনতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীদের যানবাহন বা যন্ত্রপাতি চালনা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মানসিকভাবে সচেতন থাকতে হয় এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** জেমিফ্লুক্সাসিন গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যাবে না। গৰ্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে জেমিফ্লুক্সাসিনের ব্যবহার নিরাপদ এবং কার্যকর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।  
**প্রতিনির্দেশনা:** জেমিফ্লুক্সাসিন ও অন্যান্য কুইনোলোন জাতীয় ঔষধের প্রতি অতিসংবেদনশীল এবং যে সকল রোগীর পূর্বে ফ্লুরোকুইনোলোন ব্যবহারজনিত কারনে টেনডোন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। জেমিফ্লুক্সাসিন ১৮ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সংক্ষেত

যে কোন ব্যস সীমার রোগীরা যারা জেমিফ্লুক্সাসিন ব্যবহার করেছেন বিশেষ করে জেমিফ্লুক্সাসিন পশাপাশি কর্টিকোস্টেরয়েত ব্যবহার করছেন তাদের ক্ষেত্রে টেনডোনের প্রদাহ ঘটতে পারে বা টেনডোন ছিড়ে যেতে পারে। টেনডোনের প্রদাহ সদেহ হলে জেমিফ্লুক্সাসিন বন্ধ করে দিতে হবে অথবা পায়ে ব্যথা বা পদাহের প্রথম লক্ষণ পাওয়া মাঝেই জেমিফ্লুক্সাসিন বন্ধ করতে হবে। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে জেমিফ্লুক্সাসিন খুব সামান্য পরিমাণে গড় QTc ব্যবধান বাড়িয়ে দিতে পারে। যে সকল রোগী QTc ব্যবধান বৃদ্ধির জন্য ঔষধ নিচ্ছে অথবা যাদের পূর্বেই QTc ব্যবধান বেড়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে জেমিফ্লুক্সাসিন ব্যবহার করতে হবে। মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে জেমিফ্লুক্সাসিন ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। এ্যালুমিনিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এন্টিসিড এবং আয়রণ সল্ট একই সাথে ব্যবহার করলে জেমিফ্লুক্সাসিন এর শোষণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে

করে যায়। এ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে বা তিন ঘন্টা পরে জেমিফ্লুক্সাসিন নেয়া উচিত। সুক্রান্তিক খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘন্টা আগে জেমিফ্লুক্সাসিন খাওয়া উচিত।

#### মাত্রাতিক্রিক প্রয়োগ

নির্দিষ্ট কোন এন্টিডোট নেই। ডায়ালাইসিস পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধটি দুর করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাত্র মাত্রাতিক্রিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বমি অথবা গ্যাস্ট্রিক লেভেজের মাধ্যমে পাকস্থলী খালি করতে হবে। রোগীকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে। সেই সাথে যথেষ্ট পরিমাণে পানি পান করাতে হবে।

**সরবরাহ:** ফ্যামোটাক® ট্যাবলেট: প্রতি বাস্তে আছে ১ X ৬ টি ট্যাবলেট স্লিপ্টার প্যাকে।

## ফ্যামোটাক®

## Famotack®

**উপাদান :** ফ্যামোটিডিন ২০ মি.গ্রা. ও ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, গ্যাস্ট্রো- ইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, পাকস্থলীর প্রদাহে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট রাতের বেলায় অথবা ২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার।  
**রক্ষণমাত্রা :** ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি রাতে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর মে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, কোষ্ঠকাটিন্য এবং পাতলা পায়খানা কখনো কখনো হতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মুখ শুকরিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব এবং/অথবা বমি হওয়া, পেটে অস্বস্তিবোধ, ক্ষুধাহীনতা, অবসাদ, ফুঁসকুড়ি খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** শুধু জরুরী ক্ষেত্রে গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ঔষধটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

#### সরবরাহ :

ফ্যামোটাক® ২০ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।  
ফ্যামোটাক® ৪০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

**ফি-প্লাস®****Fe-Plus®**

**উপাদান :** ফেরাস ফিউমারেট ২০০ মি.গ্রা. এবং ফলিক এসিড ০.২ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** রক্তবস্তুতা প্রতিরোধ বা আরোগ্যকারী চিকিৎসায় এবং ফলিক এসিড এর অভাবজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১ টি ক্যাপসুল দিনে ৩-৮ বার। গর্ভবত্থায় প্রতিদিন ১টি ক্যাপসুল।

**সরকর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পারানিসিয়াস অ্যানিমিয়া রোগে ব্যবহার উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পাকস্থলী ও অন্ত্রের অস্বাচ্ছন্দ্য, পেটে ব্যথা, উদরাময় বা এলার্জি দেখা দিতে পারে।

**সরবরাহ :**

**ফি-প্লাস® ক্যাপসুল :** ১০ X ১০ টি।

দেয়।

**প্রতিনির্দেশনা:** ফেরোফেনাডিন বা এর কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীল হলে ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ:**

ফেরো® ৬০ : প্রতিটি বাল্কে আছে ৫ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেরো® ১২০ : প্রতিটি বাল্কে আছে ৫ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেরো® ১৮০ : প্রতিটি বাল্কে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ফেরো® সাস্পেনশন: প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাস্পেনশন এবং মাত্রা পরিমাপক কাপ ও ড্রপার।

**ফেরো®****Fexo®**

**উপাদান:** ফেরোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৬০ মি.গ্রা., ১২০ মি.গ্রা., ১৮০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং ৩০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাস্পেনশন।

**নির্দেশনা:** সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিস

অধিক ইডিয়প্যাথিক আর্টিক্যারিয়া

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** বৃক্ষীয় কার্যকারীতা কমেগোলে, মাত্রা নির্ণয়ে সরকর্তা অবলম্বন করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে বৃক্ষীয় কার্যকারীতা পর্যালোচনায় রাখা হিতকর।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবস্থায় ফেরোফেনাডিন এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি। গর্ভবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এটি মাতৃদুর্ঘের সাথে নিঃস্তুত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ফেরোফেনাডিন ব্যবহারে সরকর্তা অবলম্বন করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ইরাইপ্রোমাইসিন অথবা কিটোকোনাইজল এর সাথে ব্যবহারে ফেরোফেনাডিনের প্লাজমা ঘনত্ব বেড়ে যায়। এ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সহ এন্টাসিড এর সাথে ব্যবহারে ফেরোফেনাডিন এর শোষণ মাত্রা কমে যায়। কিছু ফলের রস ফেরোফেনাডিন এর কার্যকারিতা কমিয়ে

**ফেরো® প্লাস****Fexo® Plus**

**উপাদান:** ফেরোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ৬০ মি.গ্রা. এবং এক্সটেনডেড রিলিজড হিসেবে স্যুডোএফিভিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** ফেরো® প্লাস ট্যাবলেট নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নির্দেশিত:

সিজনাল ও পেরিনিয়াল এলার্জিক সমস্যায় সৃষ্টি উপসর্গ সমূহ হতে মুক্তি পেতে প্রাপ্ত ব্যক্ত এবং ১২ বছরের উপরের শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

উপসর্গ সমূহের মধ্যে ইঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাকে/মুখের তালুতে/গলায়/চোখে চুলকানিভাব, নাক বন্ধ থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যখনই এটি হিস্টোমিনিক এবং নাক বন্ধরোধী কার্যকারীতা এক সাথে প্রয়োজন, তখনই ওষুধটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** ফেরো® প্লাস ট্যাবলেটের নির্দেশিত মাত্রা:

প্রতিদিন ২টি করে ট্যাবলেট খালি পেটে পানির সাথে খেতে হবে। খাবারের সাথে ওষুধটি গ্রহণ করা যাবে না।

যে সকল রোগীর বৃক্ষীয় সমস্যা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১টি ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে।

ট্যাবলেটটি চুষা কিংবা ভাঙা যাবে না, পুরোটাই একসাথে খেতে হবে।

**সরকর্তা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** ওষুধটির কোন উপাদানের প্রতি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল হলে ইহা নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিদ্রাহীনতা,

মাথা ব্যথা, উদ্ধিগ্নতা, ঘুমের শুক্ষতা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ফেরোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং সুডোইফেড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড একে অন্যের সাথে কোন বিক্রিয়া করে না। অধিকস্তুতি, ফেরোফেনাডিন এর সাথে কিটোকোনজল বা ইরাইথ্রোমাইটিসিন গ্রহণ করলে প্লাজমাতে ফেরোফেনাডিন এর মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার**

গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহার : প্রেগনেন্সি কাটাগরি-সি।

গৰ্ভাবস্থায় কেবল বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার: সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১২ বছরের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধটি নির্দেশিত নয়।

**সুরক্ষাত:**

ফেরো<sup>®</sup> প্লাস ট্যাবলেট: প্রতি বাল্কে আছে  $5 \times 10$  টি ট্যাবলেট প্রিস্টার প্যাক-এ।

## ফিলফ্রেশ®

## Filfresh®

**উপাদান:** মেলাটোনিন আইএনএন ৩ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** ফিলফ্রেশ মূলত ঘুমের জটিলতা এবং জেট ল্যাগ এর চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

**নিরাধীনতা:**

জেট ল্যাগ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা অথবা রাত্তিকালীন কাজের কারণে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে বিভিন্ন মানসিক রোগে শরীরে মেলাইনিনের পরিমাণ কমে গেলে ঘুম কম হওয়ার দরকার সে সমস্ত শিশুর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটাছে।

**অস্টিওপোরোসিস**

ফিলফ্রেশ অস্টিওবাস্ট নামক কোসের পরিমান বাড়িয়ে শরীরে হাড়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

**মেনোপোজ**

এই সময়ে মহিলাদের নির্দ্রা সম্পর্কিত জটিলতায় ফিলফ্রেশ সাহায্য করে।

**ক্ষুধামন্দা**

**সারকয়েডোসিস**

এ্যাটেনশন ডিফিসিট/হাইপার এ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার (ADHD)

এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের ঘুমের জটিলতায় ফিলফ্রেশ কার্যকরী।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:**

প্রাণ্শ বয়স্ক

**নিরাধীনতা:** ৩-৬ মি.গ্রা. হিসাবে ঘুমাতে যাবার ১ ঘন্টা আগে সেব্য।

জেট ল্যাগ: সর্বশেষ ল্যাথানে পৌছানোর পর ০.৫-৫ মি.গ্রা. হিসাবে ঘুমাতে যাবার ১ ঘন্টা আগে।

পূর্বদিকে ভ্রমণ করলে- ভ্রমণের আগের রাত থেকে শুরু করে ভ্রমণ পরবর্তী ৪ দিন ঘুমাতে যাবার আগে।

প্রচ্ছম দিকে ভ্রমণ করলে- নতুন জায়গায় পৌছানোর পর পরবর্তী ৪ দিন ঘুমাতে যাবার আগে।

সারকয়েডোসিস: প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা. হিসাবে ৪ থেকে ২০ মাস।

বিষমতা: ০.১২৫ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার, ৪ ঘন্টার ব্যবধানে সেব্য।

ঘুম পাওয়ার সমস্যা হলে: ঘুমাতে যাবার ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ৫ মি.গ্রা. হিসাবে ৪ সপ্তাহ।

**শিশু:** (৬ মাস থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত): ০.৩ মি.গ্রা./দৈনিক হিসাবে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:**

ক্যাফেইন এবং ফুভোক্রাইমিন মেলাটোনিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মেলাটোনিন নিফেডিপিনের কার্যকারিতা কমায়।

**পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া:** মাথাব্যথা, বিষমতা, তন্ত্রাঙ্গনতা।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: এ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধের সাথে ফিলফ্রেশ ডেসিরপ্রাইমিন এবং ফুয়োর্প্রেটিন এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

এ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধের সাথে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে এ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধের সাথে মেলাটোনিন দিলে তার ট্র্যাকিভ ডিসকাইনেসিয়ায় ভোগার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

বেনজোডায়াজিপাইনস মেলাটোনিন ট্রায়াজোলামের কার্যকারিতা বাড়িয়ে ঘুমের উন্নতি ঘটায়।

উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত ওষুধ মেলাটোনিন মেথোড্রামাইন ও কোনিডিন এর কার্যকারিতা কমায়।

অন্যদিকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, বিটা ব্লকার ইত্যাদি শরীরে মেলাটোনিনের পরিমাণ হ্রাস করে।

রক্ত জমাটে বাধাদানকারী ওষুধ এ সমস্ত ওষুধের সাথে মেলাইনিন ব্যবহৃত হলে রক্তপাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ইন্টারলিউকিন-২ ক্যাপ্সার রোগীদের ক্ষেত্রে ইহার

লিউকিন-২ এর সাথে মেলাটোনিনের ব্যবহার এর কার্যকারিতা বাড়ায়। নম স্টেরয়েডল এ্যান্টি ইনফুমেটরী ওষুধ (NSAID) শরীরে মেলাটোনিনের পরিমাণ কমায়।

স্টেরয়েড এবং ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ওষুধ একত্র ব্যবহার প্রযোজ্য নয়।

**গৰ্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** এই সময় মেলাটোনিনের নিরাপদ ও কার্যকরী ব্যবহারের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ:** প্রতিটি বাস্তু আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## ফিলওয়েল<sup>TM</sup> গোল্ড Filwel<sup>TM</sup> Gold

**উপাদান :** (ভিটামিন-এ ৫,০০০ আই.ইউ ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি ৪০০ আই.ইউ., ভিটামিন ই ৩০ আই.ইউ, ভিটামিন কে ২৫ মাইক্রোগ্রাম, থায়ামিন ১.৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বিডি ২ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ৪০০ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোথেনিক এসিড ১০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ১৬২ মি.গ্রা., আয়রণ ১৮ মি.গ্রা., ফসফরাস ১০৯ মি.গ্রা., আয়োডিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১০০ মি.গ্রা., জিঙ্ক ১৫ মি.গ্রা., পটাসিয়াম ৮০ মি.গ্রা., বোরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, নিকেল ৫ মাইক্রোগ্রাম, সিলিকন ২ মি.গ্রা., টিন ১০ মাইক্রোগ্রাম, ভ্যানিডিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এবং লিউচিন ২৫০ মাইক্রোগ্রাম)/ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ১৮ বছর এবং তদুর্ধি বয়সের ক্ষেত্রে ভিটামিন ও মিনারেল অপ্রতুলতায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ১ টি ট্যাবলেট খাবারের সাথে খেতে হবে। শিশুদের জন্য ফর্মুলা আকারে এটি তৈরী করা হয়নি।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সেবন করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া এবং ত্বকের রং সামান্য হলুদে হতে পারে। অন্যান্য গ্যাস্ট্রো ইনস্টেন্টাইনল সমস্যা তৈরী করতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সাথে সেবনে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসকের

পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ফিলওয়েল<sup>TM</sup> গোল্ড ট্যাবলেট : ৩০ টি।

## ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স

### Filwel<sup>®</sup> Kids

**উপাদান :** (কড় লিভার ওয়েল ০.১০ গ্রাম., ভিটামিন এ ২০০০ আই.ইউ., ভিটামিন ডি ২০০ আই.ইউ., ভিটামিন সি ১৭.৫০ মি.গ্রা., ভিটামিন বিঃ ০.৭০ মি.গ্রা., ভিটামিন বিডি ০.৮৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বিডি ০.৩৫ মি.গ্রা., ভিটামিন ই ১.৫০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি সিরাপ।

**নির্দেশনা :** শিশু ও বয়স্কদের বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গে নির্দেশিত।

ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স সিরাপ- রঞ্জি বৰ্ধক এবং পাচন সহায়ক। ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স সিরাপ সুস্থ চুল, চৰ্ম, নখ, দৃষ্টি, হাড় ও দন্ত গঠনে সহায়ক। ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স সিরাপ সুস্থ মাংসপেশী ও সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র গঠনে আবশ্যক। এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বাচ্চাদের ক্ষেত্রে (বয়স ১ মাস বা তার বেশী): প্রতিদিন অর্ধেক চা চামচ দিয়ে (২.৫ মি.লি.) দিয়ে শুরু করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে (বয়স ৬ মাস বা তার বেশী): প্রতিদিন ২ চা চামচ (১০ মি.লি.)।

**স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং যারা গৰ্ভধারনে ইচ্ছুক:** প্রতিদিন ১ চা চামচ (৫ মি.লি.)।

সিরাপটি পানি বা দুধে মিশিয়েও পান করা যাবে।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতর্কতা :** দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে ফ্যাটে দ্রৰীভূত ভিটামিনগুলি হাইপার ভিটামিনেসিস তৈরী করতে পারে। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ বাতীত অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল এটি ব্যবহার করা ঠিক নয়।

**প্রতি নির্দেশনা :** যাদের এই ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতি অস্বীকৃত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সিরাপটি সাধারণত সুসহনীয়।

**সরবরাহ :**

ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স সিরাপ : ১০০ মি.লি। ফিলওয়েল<sup>®</sup> কিড্স সিরাপ : ২০০ মি.লি।

## ফিলওয়েল™ সিলভার Filwel™ Silver

**উপাদান :** (ভিটামিন এ ৫,০০০ আইইউ, ভিটামিন সি ৬০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি ৪০০ আইইউ, ভিটামিন ই ৪৫ আইইউ, ভিটামিন কে ১০ মাইক্রোগ্রাম, থায়ামিন ১.৫ মি.গ্রা., রিবোফ্লাবিন ১.৭ মি.গ্রা., নিয়াসিন ২০ মি.গ্রা. ভিটামিন বিখ ৩ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ৮০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বিখ২ ২৫ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোথেনিক এসিড ১০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ২০০ মি.গ্রা., ফসফরাস ৪৮ মি.গ্রা., আয়োডিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১০০ মি.গ্রা., জিংক ১৫ মি.গ্রা., সেলেনিয়াম ২০ মাইক্রোগ্রাম, কপার ২ মি.গ্রা., ম্যাংগনিজ ২ মি.গ্রা., ক্রেমিয়াম ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, মলিবডেনাম ৭৫ মাইক্রোগ্রাম, কোরাইড ৭২ মি.গ্রা., পটাসিয়াম ৮০ মি.গ্রা., বোরন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম, নিকেল ৫ মাইক্রোগ্রাম, সিলিকন ২ মি.গ্রা., ভ্যানাডিয়াম ১০ মাইক্রোগ্রাম এবং লিউটিন ২৫০ মাইক্রোগ্রাম)/ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ৪৫ বছর অথবা বেশী বয়স্কদের জন্য ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাটতি প্ররুণে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট খাবারের সাথে সেবন করতে হবে। শিশুদের ব্যবহারের জন্য নয়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে সেবন করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া হতে পারে এবং ত্বক হল্দেটে হতে পারে। অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনিলাল সমস্যা তৈরী করতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তনদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ফিলওয়েল™ সিলভার ট্যাবলেট : ৩০ টি।

**উপাদান :** সিমেথিকন ৬৭ মি.গ্রা./মি.লি।

**নির্দেশনা :** পেট ফাঁপা, অঙ্গের ফোলাভাব, পেট ভার, অতিরিক্ত গ্যাস এবং এর ফলে শৃষ্টি ব্যথা এবং বৃদ্ধান্ত্রের জন্য প্রস্তুত মিশ্রণ হিসাবে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** শিশু : ২০-৪০ মি.গ্রা. (০.৩ মি.লি. থেকে ০.৬ মি.লি.) দিনে ৪ বার। পূর্ণবয়স্ক : ৮০-১২৫ মি.গ্রা. (০.৬ - ১.৯ মি.লি.) দিনে ৪ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** দৈনিক ১২ ডোজের অধিক দেওয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নেই।

**সরবরাহ :**

ফ্লাকোল™ পেডিয়াট্রিক ড্রপ্স : প্রতিটি বোতলে আছে ১৫ মি.লি. ড্রপ্স প্লাস্টিক ড্রপার সহ।

## ফ্লাকোল™

## Flexi®

**উপাদান :** এসিক্লোফেনাক ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অস্টিওআরথাইটিস, রিউমাটয়েড আরথাইটিস ও এনকালোজিং স্পনডাইলিটিসের ব্যথা ও প্রদাহ দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যাদের পেপটিক আলসার আছে কিংবা যাদের অঙ্গে রক্তরশের লক্ষণ আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে না। যাদের মাঝারী থেকে তীব্র রকমের কিডনী সমস্যা বিদ্যমান তাদের এটা ব্যবহার করা যাবে না। যারা যকৃতের তীব্র সমস্যায় ভুগছেন তাদের এটা দেওয়া যাবে না। খুবই বাধ্য না হলে গর্ভবত্ত্বায় এটা দেওয়া যাবে না। এসিক্লোফেনাকের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া যাবে না। অ্যাসপিরিন কিংবা অন্য কোন নন-স্টেরয়াডাল এস্টি-ইনফ্লামেটরী ওষুধ দেওয়ার ফলে যাদের অ্যাজমা বেড়ে যায় কিংবা তীব্র রাইনাইটিস বা আর্টিকারিয়া দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বদ হজম, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব ও ডায়ারিয়া। কখনও কখনও মাথা ঘোরা দেখা দিতে পারে। চামড়ায় প্রুরাইটাস ও ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। হেপাটিক এনজাইমের কিছু গোলযোগ দেখা দিতে পারে। খুবই কম ক্ষেত্রে রক্তে ক্রিয়াটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** লিথিয়াম,

## Flacol®

## ফ্লাকোল®

ডিগ্রিন, ডাইইউরেটিঞ্চ, এন্টি-কোয়াগ্লাস্ট এবং মিথোট্রেক্টেট।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** একান্তই বাধ্য না হলে গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এটা দেওয়া যাবে না।

**সুরবরাহ :**

ফ্রেক্সি<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

## ফ্লেক্সিলাক্স<sup>®</sup>

## Flexilax<sup>®</sup>

**উপাদান:** বেকলোফেন বিপি। ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:**

স্পাজম, পেশী সংকোচন, ঘুমের সমস্যা, মূত্রথলির ও ফিঙ্টারের কার্যক্ষমতায় এবং ডেকুবিটাস আলসার।

মাল্টিপল ফ্লেক্সিলিস জনিত স্প্যাস্টিসিটি।

মেরণ্দভের আঘাত ও মেরণ্দভে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা।

সেরেব্রাল জনিত মাংসপেশীর সংকোচন বিশেষতঃ ইনফেন্টাইল সেরেব্রাল পালসী।

দুর্ব্যবহারজনিত সেরেব্রোভাসকুলার সমস্যা বা নিওগ্লাস্টিক অথবা ব্রেইনের বিভিন্ন অসুখ।

টেনশন টাইপ মাথাব্যথা।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ফ্লেক্সিলাক্স<sup>®</sup> (বেকলোফেন) পানি ও খাবারের সাথে খেতে হয়। ফ্লেক্সিলাক্স<sup>®</sup> (বেকলোফেন) সাধারণতঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে দিনে ৩ বার এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে ৪ বার দিতে হয়।

ফ্লেক্সিলাক্স<sup>®</sup> (বেকলোফেন) সর্বনিম্ন কার্যকরী মাত্রায় দেয়া উচিত।

প্রশমন প্রক্রিয়ার জন্য নিচের মাত্রা অনুসরণ করা উচিত-

৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ও দিন

১০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ও দিন

১৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ও দিন

২০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার ও দিন

পরবর্তীতে মাত্রা আরো বাঢ়নোর প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু দেশিক মোট সর্বোচ্চ মাত্রা ৮০ মি.গ্রা. হতে পারে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিলাক্স<sup>®</sup> (বেকলোফেন) দিনে ১০০ থেকে ১২০ মি.গ্রা. প্রয়োজন হতে পারে।

**শিশু:** সর্বনিম্ন মাত্রায় চিকিৎসা শুরু করা উচিত (০.৩

মি.গ্রা./কেজি/দিন, বিভক্ত মাত্রায়)। সাধারণত সাথে ১-২ সপ্তাহ বিরতিতে শিশুর প্রয়োজন বিশেষে মাত্রা বাঢ়নো উচিত। সাধারণত ০.৭৫ মি.গ্রা.- ২.০০ মি.গ্রা./কেজি/দিন বিভক্ত মাত্রায় ওষুধটি চলতে থাকে। ১০ বছরের অধিক বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দিনে সর্বোচ্চ ২.৫ মি.গ্রা./কেজি দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** বেকলোফেনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের জন্য এটা প্রতিনিদেশিত।

রেনাল ইম্পেয়ারমেটের রোগীদের এবং যারা দীর্ঘদিন হিমোড্যালাইসিস নিচ্ছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে দিনে ৫ মি.গ্রা. দেয়া উচিত।

যারা স্পাজম ছাড়াও অন্যান্য মানসিক সমস্যা, পাগলামি, হতাশা, অস্থিরতায় ভুগছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে ওষুধটি দেয়া উচিত যেহেতু তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলির অবনতি হতে পারে।

খিঁচনির রোগীদের ক্ষেত্রে বেকলোফেনের সাথে পর্যাপ্ত খিঁচনির ওষুধ দিতে হবে এবং বিশেষ সতর্কতার সাথে অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার পর সহজেই খিঁচনি হতে পারে যা বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার পর আরও অবনতি হতে পারে।

যাদের আলসার, সেরেব্রোভাসকুলার ডিজিজ, হেপাটিক বা রেনাল বা শ্বাস নালীর সমস্যা আছে তাদেরকে সতর্কতার সাথে বেকলোফেন দিতে হবে।

যাদের কার্ডিওপালমোনারী বা শ্বাসনালীর পেশীর দুর্বলতা রয়েছে তাদেরও সতর্কতার সাথে দিতে হবে।

বেকলোফেন দিয়ে চিকিৎসার সময় স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যার উন্নতি হতে পারে যা মূত্রথলির নিঃসরণ সহজ করে। তারপরও এটা ফিঙ্টারে বেশী চাপ এবং হস্তাংশ মূত্রথলিতে মূরাদিক ঘটাতে পারে। এসব ক্ষেত্রে বেকলোফেন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

স্ট্রেকের রোগীদের জন্য বেকলোফেন খুব বেশ উপকারী নয়। এসব রোগীরা সাধারণত এই ওষুধে কম সহনীয় হয়।

হেপাটিক ও ডায়াবেটিসের রোগীদের সঠিক ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা উচিত যে বেকলোফেন এসব রোগের অবনতি ঘটাচ্ছে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তদ্বাঞ্ছুতা, ঘুমঘুম ভাব, বিশুনি, দুর্বলতা ও অবসাদ।

**স্নায়ু:** মাথাব্যথা, নিদাইনতা এবং সামান্য উত্তেজনা, হতাশা, বিজ্ঞাপি, পেশীর ব্যথা, র্যাচন ইত্যাদি।

**রক্ত সংগ্রহণ:** হাইপোটেনেশন এবং খুব কম ফ্রেঞ্চে ঘন ঘন শ্বাস নেয়া, বুক ধড়ফড় করা, বুকে ব্যথা ও মুর্ছা যাওয়া।

**পরিপাক তন্ত্র:** ক্ষুধামদা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখের শুক্তা, স্বাদহীনতা, অ্যাবডেমিনাল ব্যথা, বমিবর্মি ভাব, ডায়ারিয়া, স্টোলে অকাল্টবাত থাকা।

**মূত্রথলি:** বার বার প্রস্তাবভাব হওয়া, মূত্র না বের হওয়া, যৌন সমস্যা, ইঞ্জাকুলেশন না হওয়া, রাতে বার বার প্রস্তাব হওয়া এবং প্রস্তাবে রক্ত আসা।

#### অন্যান্য

র্যাশ, চুলকানি, ফোলা, ওজনবৃদ্ধি, নাক বদ্ধতা, চোখে ঝাঁপসা দেখা, হেপাটিক সমস্যা ইত্যাদি।

পেশীর টান এমন হতে পারে যে হাঁটা চলায় সমস্যা হয় তখন মাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা উচিত। এজন্য দিনের বেলায় কম মাত্রা দিয়ে রাতে বেশী মাত্রা দেয়া উচিত।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যানসি ক্যাটাগরি বি

গর্ভাবস্থায় বেকলোফেনের নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। বেকলোফেন প্লাসেন্টা অতিক্রম করে।

বুকির চেয়ে উপকারিতা বেশী হলেই কেবল গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যায় যা অবশ্যই ডাঙ্গারের পরামর্শে হতে হবে।

মাত্তুদুঁধে এত সামান্য নিঃসরিত হয় যে তা কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে এমন কোন কিছু যোমন- অ্যালকোহল, অপিয়েট ইত্যাদির সাথে বেকলোফেন ঘুম আরো বাড়ায়। এতে শ্বাসনালীর সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

এন্টিহাইপারটেনিসিড ওষুধের সাথে গ্রাহণ করলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এন্টিহাইপারটেনিসিড ওষুধের মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত।

বেকলোফেন এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্ডিপ্রেসেন্ট এক সাথে খেলে বেকলোফেনের কার্য্যকারিতা বেড়ে যায় যার ফলে মাসকুলার হাইপারটেনিয়া হতে পারে।

পার্কিনসনের রোগীদের ফ্রেঞ্চে বেকলোফেন এবং লেভোডোপা বা কার্বিডোপা একসাথে দিলে মানসিক বিভ্রান্তি, ভুল বুঝা, মাথাব্যথা, ক্ষুধামদা ও উত্তেজনা হতে পারে।

মনো অ্যামাইনো অ্যাসিডেজের সাথে বেকলোফেন

স্নায়ুর নিস্তেজতা ঘটায়। এক্ষেত্রে সতর্কতা সহ মাত্রা পুনর্নির্ধারণ করা উচিত।

বেকলোফেন ম্যাগনেসিয়ামের সাথে বা অন্য কোন পদার্থ যা নিউরোমাস্কুলার ব্লকিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, একসাথে খেলে কার্য্যকারিতা বেড়ে যাওয়ার কথা।

**সরবরাহ:** ফ্লেক্সিলার্স® ৫ ট্যাবলেট: প্রতি বারে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। ফ্লেক্সিলার্স® ১০ ট্যাবলেট: প্রতি বারে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## ফিমাস্টিন®

## Femastin®

### উপাদান

প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে এস্ট্রায়ল ইউএসপি ১ মি.গ্রা।

### কার্য্যপদ্ধতি

ফিমাস্টিন® এ রয়েছে এস্ট্রায়ল, যা স্বাভাবিকভাবেই যেয়েদের শরীরে বিদ্যমান। এস্ট্রায়ল, ভ্যাজাইনাল পিএইচ-কে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে এবং এভাবে ভ্যাজাইনার স্বাভাবিক মাইক্রোফ্লোরা এবং পিএইচ এর মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। ফলশ্রুতিতে এটি সংক্রমণ এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে ভ্যাজাইনাল এপিথেলিয়াল কোষের প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য ইস্ট্রোজেনের তুলনায়, এস্ট্রায়ল স্বল্প সময় কার্য্যকর থাকে।

মেনোপোজ (স্বাভাবিক বা অপারেশনের পর) এর ব্যবহৃত্তের আগে বা পর পরই, এস্ট্রায়ল স্বল্পতা জনিত লক্ষণ এবং সৃষ্টি সমস্যা নিরসনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এস্ট্রায়ল বিশেষভাবে ইউরোজেনিটাল লক্ষণসমূহ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

### নির্দেশনা

ক) নিম্ন ইউরোজেনিটাল নালীর অ্যাট্রফি যা কিনা ইন্ট্রোজেন স্বল্পতার কারনে হয়ে থাকে।

বিশেষভাবে-ভ্যাজাইনা এবং নিম্বাসের শুক্তা এবং চুলকানো প্রতিরোধে ভ্যাজাইনা এবং নিম্ব মূত্রনালীর পুনঃপ্রদাহ প্রতিরোধে ডিজিউরিয়া এবং মৃদু ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সে

খ) অন্তোপচারের পূর্বে এবং পরে মেনোপোজ পরবর্তীকালীন মহিলা যাদের ভ্যাজিনাল অন্তোপচার গ) ফ্লাইমেট্রিক সিমপ্টম যেমন- ইট ফ্লাশ এবং রাতে

ঘামা

ঘ) অনিচ্ছিত গ্রীবাসমন্দীয় সেরামের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সহায়ক হিসেবে

ঙ) গ্রীবাসমন্দীয় সমস্যাজনিত বন্ধ্যাত্ম

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

সারাদিনের মোট ওষুধ সেবনের মাত্রা একবারে সেবন করা জরুরী। খাবারের পূর্বে বা পরে এ ওষুধ সেবন করা যায়।

নিম্ন মূল্য এবং জননেন্দ্রীয় নালীর শীর্ষতার ক্ষেত্রে:

১ম সংগ্রহগুলোতে প্রতিদিন ৪-৮ মি.গ্রা. করে এর পর লক্ষণ সমৃদ্ধের বিবেচনায় ধীরে ধীরে কমবে, যতদিন না ওষুধের সেবন মাত্রা স্থাভাবিক মাত্রায় (যেমন- ১-২ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন) না পৌছায়।

অঙ্গোপচারের পূর্বে এবং পরে ঘেনোপোজ পরবর্তীকালীন মহিলা যাদের ভ্যাজিমাল অঙ্গোপচার অঙ্গোপচারের ২ সংগ্রহ পূর্ব থেকে দিনে ৪-৮ মি.গ্রা. করে এবং পরবর্তী ২ সংগ্রহে দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. করে।

ক্লাইমেট্রিক সিমপ্টম যেমন- হট ফ্লাশ এবং রাতে ঘামা

১ম সংগ্রহগুলোতে ৪-৮ মি.গ্রা. করে এবং ধীরে ধীরে মাত্রা কমবে। মেইনটেইনেন্স থেরাপির জন্য ওষুধের সর্বনিম্ন কার্যকর মাত্রা ব্যবহার করতে হবে।

অনিচ্ছিত গ্রীবাসমন্দীয় সেরামের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সহায়ক হিসেবে

পরবর্তী স্থিয়ারের ৭ দিন পূর্ব থেকে দৈনিক ২-৪ মি.গ্রা. করে।

গ্রীবাসমন্দীয় সমস্যাজনিত বন্ধ্যাত্ম

সাধারণভাবে রজাঞ্জের ৬-১৫ দিন দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. করে। কারো কারো ক্ষেত্রে দৈনিক ১ মি.গ্রা. মাত্রাই যথেষ্ট। আর কারো কারো জন্য দৈনিক ৮ মি.গ্রা. পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে। সে কারনে প্রতি মাসেই ওষুধের মাত্রা বাঢ়াতে হয় যতদিন পর্যন্ত না সার্ভাইকাল মিউকাসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রভাব পরিলক্ষিত না হয়।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার: সুনির্দিষ্ট কারণ থাকলেই কেবল স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে কারণ, এস্ট্রায়ল মাত্তদুঁপ্রের সাথে নিঃস্তৃত হয় এবং ইহা দুঃখ উৎপাদন করিয়ে দেয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: অতি মাত্রায় এ ওষুধ ব্যবহার এর ফলে শন পেশিতে টান টান ভাব বা ব্যথা, বমি বমিভাব, ফ্লাইড জমা হওয়া এবং সারভাইবাল

হাইপারসিক্রেশন সংক্রান্ত সমস্যা কখনো কখনো হতে পারে। মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, পায়ের পেশিতে টান এবং দৃষ্টিজনিত সমস্যা খুবই নগল্য দেখা যায়। সাধারণত, এই সকল সমস্যা সম্মত এক সংগ্রহ ব্যবহার এর পর আর দেখা যায় না। শন বৃদ্ধি হওয়া, ভ্যাজাইনাল কেনডিডিয়াসিস, ভ্যাজাইনাল প্লিডিং প্যাট্রন-এ পরিবর্তন, বামি, পাকস্থলী এর পেশিতে টান, কোলিস্ট্যাটিক জন্সিস, কোলাঅ্যাজমা অথবা মেলঅ্যাজমা, ইরাইথ্রিমা মালিটিফরম, ইরাথিমা নড়েসাম, হেমোরেজিক ইরাপশন, মানসিক বিষয়তা, শারীরিক ওজন কমে যাওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া, ইতিমা, যৌন ক্ষমতার পরিবর্তন।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এরকম নির্দেশনা রয়েছে যে, এস্ট্রায়ল সহকারে কিছু সংখ্যাক কর্টিকোস্টেরয়েডস এর ফার্মাকোলজিক ইফেক্ট-কে বাড়িয়ে দেয়। প্রয়োজন হলে করিটিকোস্টেরয়েডস এর মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য এস্ট্রোজেন এবং মুখে ব্যবহৃত জন্য নিরোধক বড়ি এর ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাওয়া গেছে যে একটিভেটেড চারকোল, বারবিচুরেট্স, হাইভানটেইনস এবং রিফামপিসিন এস্ট্রায়ল এর কার্যমতা কমিয়ে দিতে পারে।

সরবরাহ

প্রতি বার্ষিক আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-পিভিডিসি প্লি স্টার প্যাকে।

ফোনা®

Fona®

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ফোনা® ০.১% ক্রীমে রয়েছে এডাপালিন বিপি ১ মি.গ্রা.।

প্রতি গ্রাম ফোনা® ০.৩% জেল-এ রয়েছে এডাপালিন বিপি ৩ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** ফোনা® ০.১% ক্রীম/০.৩% জেল ব্রেনের চিকিত্সায় নির্দেশিত এবং শুধুমাত্র ত্বকে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ফোনা® ০.১% ক্রীম ত্বকের আক্রান্তস্থানে প্রতিদিন রাতে একবার প্রয়োগ করতে হবে। ফোনা® ০.৩% জেল সারা মুখে এবং ত্বকের আক্রান্ত স্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার প্রয়োগ করতে হবে। ব্রণ আক্রান্ত সম্পূর্ণ স্থানে ফোনা ০.১% ক্রীম/০.৩% জেল পাতলা করে লাগাতে হবে।

লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আক্রান্ত পুরো জায়গাতেই ভালোভাবে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যাদের এডাপালিন অথবা ক্রীম/জেল-এ উপস্থিত যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** ক্ষত, কাঁটা, একজিমা ও রোদে পুড়ে যাওয়া তখে এডাপালিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া:** ইরাইথেমা, চুলকানি, ত্বকের উপরিভাগের শর উঠে যাওয়া, তাপে প্রদাহ, প্রভৃতি উপসর্গ ব্যবহারের প্রথম মাসে প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগে ক্রমান্বয়ে এসব উপসর্গ ছাপ পায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** তখে ব্যবহারে তীব্র অস্থিক্রিক অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম [মেডিকেটেড সামগ্রী বা মুখ্য ব্যবহারের সাবান ও তৃক পরিকারক ক্লিনজার, সাবান ও কসমেটিকস (যাদের তীব্র তৃক শুক্রকারক ভূমিকা রয়েছে), অধিক ঘনত্বপূর্ণ অ্যালকোহলযুক্ত সামগ্রী এবং তৃক টান্টন করতে সক্ষম] সামগ্রীর সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এসব সামগ্রী যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে ত্বকে উক্ত সামগ্রীর প্রভাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এডাপালিন প্রয়োগ করা উচিত নয়। যদি উক্ত সামগ্রীর একত্রে ব্যবহার খুবই শুরুত্বপূর্ণ হয় তবে দুটি ভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো।

**গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশী হলে গর্ভকালীন অবস্থায় এডাপালিনের প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এডাপালিন মাত্রদুঁক্ষে নিঃস্তৃত হয় কিনা, এটা এখনও নিশ্চিত নয়, তবে স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে এডাপালিন ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** ১২ বছরের কম বয়সের ক্ষেত্রে এডাপালিন ব্যবহারের কার্যকরিতা ও নিরাপত্তা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

**সরবরাহ:**

ফোনা® ০.১% ক্রীম: ১০ গ্রাম ক্রীম।

ফোনা® ০.৩% জেল: ১০ গ্রাম জেল।

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ফোনা™ প্লাস জেল-এ রয়েছে এডাপালিন বিপি ১ মি.গ্রা. এবং বেনজোইল পারঅক্সাইড ২৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** যাদের বয়স ১২ বছর বা তার উর্দ্ধে তাদের ব্রেনের চিকিৎসায় ফোনা™ প্লাস জেল নির্দিষ্ট এবং শুধুমাত্র তখে ব্যবহারযোগ্য।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** আক্রান্তস্থান ভালভাবে পরিক্ষার করে জেল-এর পাতলা আবরণ মুখ মডল অথবা ধড় এর তখে প্রতিদিন একবার ব্যবহার করতে হবে।

মুখ মডল (যেমন- কপাল, চিবুক, গাল) এর প্রতিটি আক্রান্তস্থানে অঙ্গ পরিমান জেল ব্যবহার করতে হবে। চোখ, ঠোঁট এবং মিউকাস বিশ্বিতে ব্যবহার করা যাবে না। ফোনা প্লাস জেল মুখ, চোখ এবং যৌনী পথে ব্যবহার করা যাবে না।

**প্রতি নির্দেশনা:** জেল-এ ব্যবহৃত উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল বাস্তির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্য এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ফোনা™ প্লাস জেল ব্যবহার কালে সূর্যের আলো হতে দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে সানক্রীন ব্যবহার করতে হবে।

**পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া:** ফোনা™ প্লাস জেল ব্যবহারে ইরাইথে মা, ত্বকের উপরিভাগের শর উঠে যাওয়া, শুক্রতা, শুক্র / তাপে প্রদাহ দেখা যেতে পারে। অন্যান্য পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তৃক শুক্র হওয়া, সংস্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ প্রয়োগকৃত স্থানে প্রদাহ, প্রয়োগকৃত স্থানে অস্থিক্রিক অনুভূতি এবং ত্বকের অস্থিক্রিক অনুভূতি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** পাশাপাশি দুটি ভিন্ন ধরনের ব্রেনের ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ এর ফলে ত্বকে অস্থিক্রিক অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে যে সব ওষুধ ব্যবহারে ত্বকের উপরিভাগের শর উঠে যায় এবং ত্বকের ক্ষয় করে।

**গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ফোনা™ প্লাস জেল এর ব্যবহার নিরাপদ, এ সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ঝুঁকির তুলনায় সুফলের মাত্রা বেশি হলে গর্ভকালীন অবস্থায় ফোনা™ প্লাস জেল -এর প্রয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে। এডাপালিন অথবা বেনজোইল পারঅক্সাইড মাত্রদুঁক্ষে নিঃস্তৃত হয় কিনা

তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ফোনাট্ম প্লাস জেল ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা ধরিব করা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১২ বছরের নিচে বয়সের ক্ষেত্রে ফোনাট্ম প্লাস জেল ব্যবহারের কার্যকরিতা ও নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ:** ফোনাট্ম প্লাস জেল: প্রতি প্যাক-এ আছে ১০ গ্রাম জেল লেমিনেটেড টিউবে।

## ফুগাল<sup>TM</sup>

## Flugal<sup>TM</sup>

**উপাদান :** ফ্লুকোনাজল ইউ এস পি। ৫০ মি.গ্রা., ১৫০ মি.গ্রা., ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ও ৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ওরাল সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** ফুগাল<sup>®</sup> তৈব্র অথবা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস, মিউকোজাল ক্যানডিডিয়াসিস (যেমন-অরোফেরিনজিয়াল ক্যানডিডিয়াসিস, ইসোফেগাইটিস, ক্যানডিডুরিয়া), সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোক্রাস সংক্রমণে (মেনিনজাইটিস সহ) ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** তৈব্র অথবা পুনরাক্রমণজনিত ভেজাইনাল ক্যানডিডিয়াসিস-১৫০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেব্য। মিউকোজাল ক্যানডিডিয়াসিসে (ভেজাইনাল ব্যতীত): দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. হিসাবে (জটিল সংক্রমণে দৈনিক ১০০ মি.গ্রা.), অরোফেরিনজিয়াল ক্যানডিডিয়াসিস এ ৭ থেকে ১৪ দিন। ইসোফেগাইটিস এবং ক্যানডিডুরিয়াতে ১৪ থেকে ৩০ দিন। সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোক্রাল সংক্রমণে (মেনিনজাইটিস সহ): প্রথমত ৪০০ মি.গ্রা. এবং পরে ২০০ মি.গ্রা. দৈনিক, প্রয়োজনে মাত্রা বাড়িয়ে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা. হিসাবে দেয়া যেতে পারে। ওয়ুধের প্রতিক্রিয়ার উপরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া নির্ভর করবে।

**১ বছরের উপরের বাচাদের জন্য:** সুপারফিসিয়াল ক্যানডিডা সংক্রমণে- দৈনিক ১-২ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিতে হবে। সিস্টেমিক ক্যানডিডিয়াসিস এবং ক্রিপটোক্রাল সংক্রমণে- দৈনিক ৩-৬ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে দিতে হবে। তৈব্র সংক্রমণে যেখানে জীবননাশকা দেখা দিতে পারে সেতে ৫-১০ বছরের বাচাদের দৈনিক ১২ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজনে সর্বোচ্চ ৪০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

**যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ফ্লুকোনাজল এর প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এবং যকৃতের বর্ধিত অসুস্থিতায় এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, পাকস্তলীর অস্বাচ্ছন্দতা, ডায়ারিয়া, পাকস্তলীতে বাতাস জমা, মাঝে মাঝে লিভার এনজাইমের অস্বাভাবিকতা, খুম কম ক্ষেত্রে ফুসকুড়ি, এনজিওইডিমা এবং এনাফাইলোক্সিস দেখা দিতে পারে।

## ফোনাস্প্রে<sup>TM</sup>

## Flonaspray<sup>TM</sup>

**উপাদান :** ফ্লটিকাসোন প্রপিওনেট ৫০ মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

**নির্দেশনা :** এলার্জিজনিত নাসাপ্রদাহ, হে ফিভার প্রতিষ্ঠেক ও চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্শ ব্যক্ষ : প্রতি নাসারঞ্জে দুইটি করে স্প্রে দিনে একবার, যা সকালে ব্যবহার করা ভাল। | শিশু (৬-১১ বছর): প্রতি নাসারঞ্জে একটি করে স্প্রে দিনে একবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা হলে ব্যবহার করা যাবে না। যদি এড্রেনাল ফাশন বাধাইছে হবার মত কোন কারণ থাকে, সে ক্ষেত্রে সিস্টেমিক স্টেরয়েড থেকে ফ্লটিকাসোন পরিবর্তন করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সময়ের মধ্যে নাকে জ্বালাপোড়া ও যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। নাকের পর্দা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে, তবে তা খুবই বিরল। খুব কম ক্ষেত্রে নাক ও গলায় শুক্রভাব, অস্পষ্টিকর স্বাদ ও গন্ধ এবং নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ দেখা যেতে পারে।

**অন্য ওয়ুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এ রকম কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** কোন পর্যাপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রামাণাদি পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র গর্ভবতী মায়েদের অঙ্গের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত হলেই ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :** ফোনাস্প্রে<sup>TM</sup> নাকের স্প্রে : ১২০ টি স্প্রে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** রিফামপিসিন প্লাজমাতে ফ্লুকোনাজলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফ্লুকোনাজল নাইকুমালোন, ওয়ারফেরিন এবং ফিনাইটয়েন এর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। প্লাজমাতে সালফোনাইল ইউরিয়া এবং থিওফাইলিন এর পরিমাণ সম্ভবত বেড়ে যায়।

#### সরবরাহ :

ফ্লুগাল™ ৫০ : ৩ X ১০ টি। ফ্লুগাল™ ১৫০: ২ X ১০ টি। ফ্লুগাল™ ২০০ : ২ X ৬ টি। ফ্লুগাল™ ওরাল সাসপেনশন : ৩৫ মি.লি।

## ফুরিজিন®

## Flurizin®

**উপাদান:** ফুনারিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড। ৫.৯০ মি.গ্রা. (৫ মি.গ্রা. ফুনারিজিন এর সমতুল্য) এবং ১১.৮০ মি.গ্রা. ফুনারিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড (১০ মি.গ্রা. ফুনারিজিন এর সমতুল্য) ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ফুনারিজিন (ফুরিজিন) নির্দেশিত:

- অরাসহ (Classical) অথবা অরা ছাড়া (Common) মাইগ্রেন প্রতিরোধে
- ভ্যাস্টিবুলার ভার্টিগো এ উপসর্গীয় চিকিৎসা (ভ্যাস্টিবুলার সিস্টেমের কার্যকরী সমস্যা)
- পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস্‌ (PVD)
- ভ্রমজনিত অসুস্থিতা

#### মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:

##### মাইগ্রেন প্রতিরোধে:

প্রারম্ভিক মাত্রা: ৬৫ বছরের নিম্নোর্ধ রোগীর ক্ষেত্রে ১০ মি.গ্রা. এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্ব রোগীদের ক্ষেত্রে ৫ মি.গ্রা. করে প্রতি রাতে। চিকিৎসা চলাকালীন বিষয়ন্তা, এক্স্ট্রা পিরামিডাল ও অন্য অনাকাঞ্চিত উপসর্গ দেখা দিলে প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োগের ২ মাসের মধ্যে কোন উন্নতি না হলে রোগীকে প্রতিক্রিয়াইন বিবেচিত করতে হবে এবং প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। অব্যহত চিকিৎসা: যদি রোগী সংতোষজনক প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং যদি অব্যহত চিকিৎসা প্রয়োজন হয় তবে পরপর ৫ দিন নির্ধারিত মাত্রা প্রয়োগের পর পরপর ২ দিন ওষুধ সেবন বন্ধ রাখতে হবে। যদি এ চিকিৎসা কার্যকর হয় তারপরও ৬ মাস পর এটি বন্ধ করে দেয়া উচিত এবং যদি রোগী পুনরায় আক্রান্ত হয় তখন প্রয়োগ করা উচিত।

#### পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিস্:

১০ মি.গ্রা. করে দিনে ২ বার। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ৩০ মি.গ্রা.।

#### মাথাধোরা এবং ভ্রমজনিত অসুস্থিতায়:

১০-২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন (প্রাণ বয়ক) এবং ৫ মি.গ্রা. প্রতি দিন ৪০ কেজির উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে।

#### মৃগীজনিত খিচুনি:

প্রাণ বয়কদের ক্ষেত্রে ১৫-২০ মি.গ্রা. এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ৫-১০ মি.গ্রা. প্রতিদিন সংযোজিত চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**সতর্কতা** ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ফুনারিজিন, তদ্বাচ্ছন্নতা তৈরি করতে পারে; যা যুগোপৎ এ্যালকোহল অথবা অন্য কেন্দ্রীয় স্থায়ুতন্ত্র বিষয়ন্তা তৈরিকারী ওষুধ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। রোগীকে যানবাহন চালানো অথবা অন্য কোন বিপদ্জনক কাজ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

ফুনারিজিন মাইগ্রেন দমন করে না। তাই মাইগ্রেন আক্রমণে এর মাত্রা বৃদ্ধি কাম্য নয়। বিশেষত বয়ক রোগীদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বিষয়ন্তা, এক্স্ট্রা পিরামিডাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা পারকিনসন এর লক্ষণ বৃদ্ধি করতে পারে।

ফুনারিজিন এর প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত। যে সব রোগীদের পারকিনসন রোগের পূর্ব লক্ষণ এবং বিষয়ন্তা জনিত অসুস্থিতা অথ বা অন্য এক্স্ট্রা পিরামিডাল অসুস্থিতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বিষয়ন্তা এবং কান্তি, ওজন বৃদ্ধি এবং /অথবা মুখের রুচি বৃদ্ধি পেতে পারে। ফুনারিজিন চিকিৎসায় নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে: বিষয়ন্তা (মহিলা রোগীরা যাদের পূর্ব বিষয়ন্তা রোগ আছে, তারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ), ব্রাডিকাইনেসিয়া, রিজিডিটি, একাথিসিয়া, ওরোফেসিয়াল, ডিসকাইনেসিয়া, ট্রেম্র এর মত এক্স্ট্রা পিরামিডাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যাতে বয়ক রোগীরা অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন। অনিয়মিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বুক জ্বালা, বমি বমিভাব, ক্ষুধামন্দা, দুর্শিক্ষা, শুক্রমুখ, পেশীতে ব্যথা, ত্বকে লালচে ভাব, গ্যাস্ট্রোলজিয়া, গ্যালাকটোরিয়া লক্ষণীয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** যে সব মহিলা জন্ম বিবর্তিকরণ ওষুধ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে ফুনারিজিন চিকিৎসার প্রথম ২ মাসের ভিত্তির গ্যালাকটোরিয়া দেখা দিতে পারে। যকৃতের

উৎসেচক বৃক্ষিকারী ওষুধ যেমন- কাৰ্বামাজেপিন এবং ফিনাইটয়েন ফ্লুনারিজিন এৰ বিপাক বৰ্দ্ধি কৰতে পাৰে। তাই এক্ষেত্ৰে অতিৱিক্ষ মাত্ৰা নিৰ্দেশিত।

গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহাৰ: গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ফ্লুনারিজিন এৰ ব্যবহাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হয়ন।

#### সৱৰবাৰাহ

ফ্লুরিজিন<sup>®</sup> ৫ ট্যাবলেট: প্ৰতি বাঞ্ছে আছে ৫০ ট্যাবলেট। ফ্লুরিজিন<sup>®</sup> ১০ ট্যাবলেট: প্ৰতি বাঞ্ছে আছে ৫০ ট্যাবলেট।

#### ফোর্স<sup>®</sup>

#### Force<sup>®</sup>

উপাদান : সেফপিৰম ১ গ্ৰাম আইভি ইঞ্জেকশন।

নিৰ্দেশনা : সেপটিসিমিয়া, ব্যাকটেৱেমিয়া এবং রক্তেৰ কাপাসেৰ রোগী যাবা ইমিউনোসাপ্রেসড এবং নিউট্ৰপেনিয়া ও ইনফেকশনে আক্ৰান্ত, লোয়াৰ রেসপিৱেটোৱী ইনফেকশন ও নিউমোনিয়া, টৈব্ৰ মূৰৰালীৰ সংক্ৰমণ ও পাইলোনেজ্নেইটিস, তুক ও নৱৰম কলাৰ সংক্ৰমণ, হাড় ও অস্থিসদৰ ইনফেকশন এবং ইনফেকশন ইন ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগী।

মাত্ৰা ও ব্যবহাৰ বিধি :

ফোর্স (সেফপিৰম) শুধু মাত্ৰা শিৰা পথে ব্যবহাৰেৰ জন্য। ওষুধটিৰ মাত্ৰা সংক্ৰমনেৰ স্থান এবং টৈব্ৰতা, সংক্ৰমণকাৰী জীবনুৰ সংবেদনশীলতা এবং রোগীৰ বয়স, ওজন এবং বৃক্কেৱ কাৰ্য্যকারীতাৰ উপৰ নিৰ্ভৰশীল। ওষুধটি ইন্টাভেনাস ইনজেকশন অথবা ইনফিউশন এৰ মাধ্যমে ব্যবহাৰ কৰতে হয়।

স্বাভাৱিক বৃক্ষিয় কাৰ্য্যকারীতা রয়েছে এমন রোগীদেৱ ক্ষেত্ৰে মাঝাৰি ও টৈব্ৰ ধৰণেৰ সংক্ৰমণ চিকিৎসায় নিম্যে উল্লেখিত মাত্ৰায় ব্যবহাৰ কৰতে হবে:

নিৰ্দেশনা	মাত্ৰা	মাত্ৰা বিৱৰিকাল	দৈনিক মেট্ৰ মাত্ৰা
মূৰৰালীৰ উচ্চ এবং নিম্ন ভাগে টৈব্ৰ সংক্ৰমণ	১ গ্ৰাম	১২ ঘন্টা	২ গ্ৰাম
তুক ও কোমল চিস্যুৰ সংক্ৰমণ	১ গ্ৰাম	১২ ঘন্টা	২ গ্ৰাম
খসনতঙ্গেৰ নিম্ন ভাগে সংক্ৰমণ	১-২ গ্ৰাম	১২ ঘন্টা	২-৪ গ্ৰাম

সেপটিসিমিয়া, ব্যাকটেৱেমিয়া এবং টৈব্ৰ সংক্ৰমণ	২ গ্ৰাম	১২ ঘন্টা	৪ গ্ৰাম
নিউট্ৰপেনিক রোগীদেৱ সংক্ৰমণ	২ গ্ৰাম	১২ ঘন্টা	৪ গ্ৰাম

যাদেৱ রেনাল কাৰ্য্যকারীতা তৎপৰপূৰ্ণ ভাৱে কমে গোছে তাদেৱ ক্ষেত্ৰে মাত্ৰা কমাতে হবে।

সতৰ্কতা ও যেসব ক্ষেত্ৰে ব্যবহাৰ কৰা যাবে না : জানা অতিসংবেদনশীলতায় ব্যবহাৰ কৰা যাবে না।

পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া : ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাৱ, বমি, সিউডোমেমেনেনাস কলাইটিস, পেটে ব্যথা ইত্যাদি। থ্ৰোফ্ৰেবাইটিস এবং ইনফেকশন সাইট রিয়োকশন হতে পাৰে।

অন্য ওষুধেৰ সাথে প্ৰতিক্ৰিয়া : সেফপিৰম এৰ অন্য ওষুধেৰ সাথে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কোন তথ্য নেই।

গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহাৰ : গৰ্ভাবস্থাৰ প্ৰথম দিকে বিশেষ সতৰ্কতাৰ সহিত ব্যবহাৰ কৰা উচিত। যেহেতু সেফপিৰম মাত্ৰুঞ্খ নিঃস্তৃত হয় সেহেতু স্তন্যদানকালে সেফপিৰম ব্যবহাৰ কৰা যাবে না অথবা স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে।

#### সৱৰবাৰাহ:

ফোর্স<sup>®</sup> ১ গ্ৰাম আইভি ইঞ্জেকশন: প্ৰতি প্ৰাকে আছে ১ গ্ৰাম সেফপিৰম, সেফপিৰম সালফেট আইএনএন হিসাবে এবং এৰ সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটাৰ ফৰ ইঞ্জেকশন বিপি এৰ একটি এ্যাপ্সুল।

#### ফ্ৰাবেক্স<sup>®</sup>

#### Frabex<sup>®</sup>

উপাদান : ট্ৰানেক্সামিক এসিড ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল এবং ৫০০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন।

নিৰ্দেশনা : অতিৱিক্ষ রাস্তন্ত্ৰ, প্ৰোস্টেট এবং ৱাড়াৱেৰ কো-অণলোপ্যাথি আছে এমন রোগীৰ দাঁত তোলাৰ ক্ষেত্ৰে, আলসাৱেটিভ কোলাইটিস, পৱিপাকতন্ত্ৰেৰ রাতক্ষৰণ, প্ৰস্তাৱেৰ সাথেৰ রক্ত যাওয়া ইত্যাদি।

মাত্ৰা ও ব্যবহাৰ বিধি : ক্যাপসুল : ১-১.৫ গ্ৰাম দিনে ২/৩ বাৰ।

ইঞ্জেকশন : ৫ থকে ১০ মি.লি. দিনে ৩ বাৰ।

শিশুদেৱ ক্ষেত্ৰে : ১০-২৫ মি.গ্রা./প্ৰতি কেজি হিসেবে দিনে ২/৩ বাৰ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
অনিয়মিত রক্তদ্রব, ডেসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার  
কোআগুলেশন, থ্রয়োএথেলিক ডিজিজ, সাব  
এরাকন্যেড হেমোরেজ, অপতসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ, তৃকের  
এলার্জি ইত্যাদি।

অন্য ওয়ুধের সাথে বিক্রিয়া : উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু  
পাওয়া যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ক্যাটাগরি-বি।

**সরবরাহ :** ফ্রাবের্স® ক্যাপসুল : ২০ টি। ফ্রাবের্স®  
ইঞ্জেকশন : ৬ টি।

## ফানজিডাল®

## Fungidal®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে মাইকোনাজোল  
নাইট্রেট ২০ মি.গ্রা।।

**নির্দেশনা :** তৃক এবং নথের ডারমাটোফাইটস, ইষ্ট  
বা অন্য কোন প্রকার ছত্রাক-এর সংক্রমণে, টিনিয়া  
ক্যাপিটিস, টিনিয়া.করপেরিস, টিনিয়া. ম্যানাম,  
টিনিয়া. পেডিস, টিনিয়া.বারবি, টিনিয়া. কুরিস  
সংক্রমণে। সর্বপ্রকার দাদ, বহিকর্ণের প্রদাহ,  
ছত্রাকের দ্বৈত সংক্রমণেও সফলতার সাথে ব্যবহৃত  
হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ক্ষতহানে দিনে দু'বার ঘনে  
লাগাতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** কোন  
অনুপযোগিতা জানা নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** তৃকে ব্যবহারে এর কোন পার্শ্ব  
প্রতিক্রিয়া নাই বললেই চলে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায়

সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :** ফানজিডাল® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

## ফানজিডাল® বিটি

## Fungidal® BT

**উপাদান:** মাইকোনাজোল নাইট্রেট বিপি।

**নির্দেশনা:** ওরোফ্যারেনজিয়াল ও ইসোফেগাল  
ক্যানডিডিয়াসিস এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধে  
নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** দিনে ১টি করে ট্যাবলেট ৭  
দিন (সকালে) জিনজিভাতে (দাঁতের উপরে) প্রয়োগ  
করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসা দ্বিতীয় সপ্তাহেও  
নির্দেশিত হতে পারে। ৭ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের  
জন্য মাইকোনাজোলের প্রয়োগ সুপারিশ করা হয়নি।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** বমি বমি ভাব এবং স্বাদের বিকৃতি  
মাইকোনাজল ট্যাবলেটের সাধারণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।  
বিরল ক্ষেত্রে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মুখে  
জালাপোড়া, মুখের অবশতা, বমি, ডায়ারিয়া এবং  
তন্দ্রাচ্ছন্নতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়।

**অন্য ওয়ুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** মাইকোনাজল এর  
সিস্টেমিক প্রয়োগ CYP3A4/2C9 কে কাজ করতে  
বাধা দেয়। মাইকোনাজল বাক্সাল ট্যাবলেট প্রয়োগের  
পর তা রাজে অতি অল্প মাত্রায় পৌঁছে বলে সাধারণত  
অন্য ওয়ুধের সাথে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে না।  
মুখে এন্টিকোয়াঙ্গলেন্টস (ওয়ারফেরিন) সেবনকারী  
রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:**

**গর্ভাবস্থায় :** গর্ভবতী মহিলাদের মাইকোনাজল নাইট্রেট  
ব্যবহারের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। তাই গর্ভবতী  
মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহাগ্রস্ত দেয়ার সময় সতর্কতা  
গ্রহণ করা উচিত।

**স্তন্যদানকালে:** মাতৃদুষ্পে মাইকোনাজোল নাইট্রেটের  
উপস্থিতির বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। দুঃস্থানকারী  
মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহাগ্রস্ত দেয়ার সময় তাই  
সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

**সরবরাহ:**

প্রতি প্যাকে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## ফানজিডাল-এইচসি®

## Fungidal-HC®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে মাইকোনাজোল  
নাইট্রেট ২০ মি.গ্রা। এবং হাইড্রোকর্টিসিন ১০ মি.গ্রা।।

**নির্দেশনা :** প্রদাহজনিত তৃকের রোগে, যেখানে  
সংবেদনশীল জীবাণু সংক্রমণ ও প্রদাহ যুগ্মভাবে  
অবস্থান করে যেমন: ইন্টারট্রিগো এবং সংক্রমিত  
একজিমা-এর বাহ্যিক চিকিৎসায় ব্যবহার্য। শুষ্ক  
বা আর্ট্র একজিমার জন্য বা এটাপিক একজিমা বা

পার্থক্ষিক চুলকানি বা কষ্টাণ্ট এলার্জিক একজিমা বা সেবরিক একজিমাসহ ত্বন জাতীয় চর্মরোগে ব্যবহার্য। ইনফ্রেমেটোরী ইন্টারট্রিগো, পেরিএনাল ও জেনিটিল চর্মরোগ জাতীয় ইন্টারট্রিজিমাস একজিমাতে ব্যবহার্য।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে ২ বা ৩ বার লাগাতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। শরীরের ব্যাপক স্থান জুড়ে ব্যবহার করার সময়, শিশুদের ন্যাপকিন জাতীয় এবং ছিদ্রহীন প্লাষ্টিকের ব্যানডেজ ব্যবহার করার সময় এটা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** স্থানীয়ভাবে সংবেদনশীলতার ঘটনা বিরল। কর্টিকোস্টেরোয়েড প্রয়োগ করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শোষিত হয়ে সিসটেমিক কার্যকারিতা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এর কার্যক্রমে এমফোকোটেরিসিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায় বাহ্যিকভাবে ব্যাপকমাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** ফার্মিজিডাল এইচ সি<sup>°</sup> : ১০ গ্রাম।

## Fusid®

## Fusid®

**উপাদান :** ফিউরোসেমাইড বি.পি.। ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** হৃৎপন্ড, ফুসফুস, বৃক্ষীয় ও যকৃতের ইডিমা, পেরিফেরাল ইডিমা অথবা ভেনাস ইনসাফিসিনেসি এবং উচ্চ রক্তচাপে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রারম্ভিক দৈনিক মাত্রা ২০ মি.গ্রা. অথবা ১ দিন অন্তর ৪০ মি.গ্রা. করে। দৈনিক সরবোচ্চ ৮০ মি.গ্রা. করে দেয়া যেতে পারে। শিশু : দৈনিক ১ থেকে ৩ মি.গ্রা./কেজি দেহ ওজনে। ইঞ্জেকশন আই এম/আই ভি পথে ২০-৫০ মি.গ্রা. দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মৃত্ত তৈরীতে বৃক্ষের অকার্যকারিতা, ইলেকট্রোলাইট-এর স্বল্পতা এবং কোমার পূর্বৰ্বস্থা (লিভার সিরোসিস থাকলে), ফিউরোসেমাইড অথবা সালফোনামাইড-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অ্যালকালোসিস, ইউরিক এসিড রিটেনশন, বাত, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, গ্লাইকোসুরিয়া। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এসিই ইনহিবিটর, লিথিয়াম, নেফ্রেনের জন্য বিষাক্ত এ্যাস্টিবায়োটিক।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** পালমোনারী ইডিমা এবং গর্ভবতী মায়েদের প্রথম তিন মাসের মধ্যে কার্টিগেজিনিক শক দেখা দিলে ও স্তন্যদানকালে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ফুসিড® ট্যাবলেট : ১০ X ২০ টি। ফুসিড® ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

## Fusid® প্লাস

## Fusid® Plus

**উপাদান:** স্পাইরোনোলেকটোন বি.পি. ৫০ মি.গ্রা. এবং ফিউরোসেমাইড বি.পি. ২০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট, স্পাইরোনোলেকটোন ৫০ মি.গ্রা. এবং ফিউরোসেমাইড ৪০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এসেনসিয়াল উচ্চ রক্তচাপ, ক্রনিক কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিংস, যকৃতের সিরোসিস এবং পেটে পানি জমে যাওয়া (এসাইটিস), শরীরে পানি জমে ফুলে যাওয়া (ইডিমা), হাইপারএলডোস্টেরনিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ফুসিড® প্লাস : ১-৪ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন; ফুসিড® ৪০ প্লাস : ১-২ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এনিউরিয়া, দ্রুত অবনতিশীল কিডনী অকেজো রোগীর ক্ষেত্রে, হাইপারক্যালেমিয়া, এডিসিস ডিজিজ এবং স্পাইরোনোলেকটোন ও ফিউরোসেমাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগী, ডায়াবেটিস, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোডেলেমিয়া ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি থাকলে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা এবং বিমর্শিম করতে পারে। ডায়ারিয়া, এটাঙ্গিয়া, মানসিক দুর্দশ এবং ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এসিই ইনহিবিটর, পটাশিয়াম লবণ, গ্লাইকোসাইড, ডিগ্জিন, করটিকোস্টেরয়েড, ইনডোমেথাসিন, এনএসএআইডি, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, সুক্রালফেট।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অতীব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ସରବରାହ :

ଫୁସିଡ୍<sup>®</sup> ପ୍ଲାସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୨ X ୨୦ ଟି । ଫୁସିଡ୍<sup>®</sup> ୪୦ ପ୍ଲାସ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୨ X ୨୦ ଟି ।

**G**

ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup>

Gabastar<sup>TM</sup>

ଉପାଦାନ: ଗାବାସେନଟିନ ଇଟ୍‌ସପି । ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା., ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ୬୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ରେ ଗାବାସ୍ଟାର<sup>®</sup> ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

- ନିୟମିତ ପ୍ରୟାଥିକ ବ୍ୟଥା

- ପାର୍ଶ୍ଵିଲ ସିଜାର ଏବଂ ପ୍ରାଇମାରୀ ଜେଳାରୋଲାଇଜଡ ସିଜାର ଏବଂ ସହ୍ୟୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଯା ।

ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ବବହାର ସିଦ୍ଧି: ନିୟମିତ ପ୍ରୟାଥିକ ବ୍ୟଥା: ୧ ମୀ ଦିନ ଏକଟି ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଯେ ଚିକିତ୍ସା ଶୁରୁ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଏଥରପର ୨ୟ ଦିନ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଦିନେ ୨ ବାର ଏବଂ ୩ୟ ଦିନ ଥିକେ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଦିନେ ୩ ବାର । ଯଦି ଦରକାର ହୁଁ ଦୈନିକ ୩ ବାର କରେ ୧୮୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ ବୃଦ୍ଧି କରା ଯେତେ ପାରେ ।

ଇପିଲେପ୍ସି: ୧୨ ବଚରେର ଉର୍ବେ ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ: ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> ଏର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡୋଜ ହଳ- ଦୈନିକ ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଥିକେ ୧୮୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟଟି ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାଯା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାତ୍ରା ହଳ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଦିନେ ୩ ବାର ।

୩-୧୨ ବଚରେର ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାତ୍ରା ଦୈନିକ ୧୦-୧୫ ମି.ଗ୍ରା./କେଜି ଦିନେ ୩ ବାର । ୩ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ମାତ୍ରା କ୍ରମାସ୍ରୟେ ବୃଦ୍ଧି କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯେତେ ପାରେ ।

ବୃକ୍ରେର ସମସ୍ୟା ରହେଛେ ଏମନ କ୍ଷେତ୍ରେ ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> (ଗାବାସେନଟିନ) ଏର ମାତ୍ରା ହାସ କରା ବାଧନୀୟ ।

ଖାବାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାଥେ ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> (ଗାବାସେନଟିନ) ସେବନରେ କୋଣ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ।

ସତର୍କତା ଓ ସେ ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ବବହାର କରା ଯାବେ ନା: ଗାବାସେନଟିନ ଏର ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତିନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

ରୋଗୀଙ୍କେ ଯାନବାହନ ଚାଲାନୋ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଜଟିଲ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲାନୋ ଥିକେ ବିରତ ଥାକା ଉଚିତ ଯତକ୍ଷଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ

ଗାବାସେନଟିନ ଏର ମାନସିକ ଏବଂ ମୋଟର କ୍ରିୟାର ଉପର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭିତ୍ତା ଅର୍ଜନ ନା କରେ ।

ପାର୍ଶ୍ଵପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଝଞ୍ଜି, ବିଁମୁନି, ଏଟାକଶିଆ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଶୁକ୍ର ମୁଖ ଏବଂ ସମନୋଲେସ ଦେଖା ଦିତେ ପାରେ ।

ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଥରେ ସାଥେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଏସ୍ଟୋସିଡ, ଗାବାସେନଟିନ ଏର ରଙ୍ଗର ସନମାତ୍ରା ୨୦% କମାଯ । ସିମେଟିଡିନ, ଗାବାସେନଟିନ ଏର ବୃକ୍ଷିଆ ନିଃସରଣ କମାଯ । ଗାବାସେନଟିନ ଅନ୍ୟ ଥିଚୁଗୀରୋଧକ ଓସ୍ମି ଏବଂ ଜନ୍ୟ ବିରତିକରଣ ସ୍ୱର୍ଥର ସାଥେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯା ନା ।

ଗର୍ଭବହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ଦାନକାଳେ: ପ୍ରେଗନେସି କ୍ୟାଟୋଗରି-ସି । ଗର୍ଭବହ୍ୟ ଏଟି ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତଥନଇ ବ୍ୟବହାର କରା ଉଚିତ ସଥିନ ଏର ଉପକାରିତା ଭଣ୍ଣର ସମ୍ଭାବ ତିର ଚେଯେ ବେଶି ହୁଁ ।

ଗାବାସେନଟିନ ମାତ୍ରଦୁଷ୍ଟେ ନିଃସ୍ତ ହୁଁ । ତାଇ ଏଟି ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତଥନଇ ବ୍ୟବହାର କରା ଉଚିତ ସଥିନ ଏର ଉପକାରିତା ସମ୍ଭାବ କ୍ଷତିର ଚେଯେ ବେଶି ହୁଁ ।

ସରବରାହ: ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ । ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍: ପ୍ରତି ବାରେ ଆହେ ୩୦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ । ଗାବାସ୍ଟାର<sup>TM</sup> ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍: ପ୍ରତି ବାରେ ଆହେ ୩୦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ।

ଗ୍ୟାଟି<sup>®</sup> ୪୦୦

Gati<sup>®</sup> ୪୦୦

ଉପାଦାନ: ଗ୍ୟାଟିଫ୍ଲ୍ରାସିନ ୪୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ଏକିଉଟ ବ୍ୟାକଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସାରାବେଶନ ଅଫ କ୍ରନିକ ଏଂକାଇଟିସ, ଏକିଉଟ ସାଇନ୍‌ସାଇଟିସ, କମିଉନିଟି ଏକୋଯାର୍ଡ ନିୟମନିଆ, ସାଧାରଣ କିନ ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଚାର ଇନଫେକ୍ଶନେ, ସାଧାରଣ ଇଟ୍‌ରିନାର ଟ୍ରାଈ ଇନଫେକ୍ଶନେ (ସିସ୍ଟାଇଟିସ), ଜଟିଲ ଇଟ୍‌ରିନାର ଟ୍ରାଈ ଇନଫେକ୍ଶନେ, ପାଇଲୋନେଫ୍ରାଇଟିସ, ଆନକମପିକେଟେ ଇଟ୍‌ରେପ୍ରୋ ଏବଂ ସାର୍ଟାଇକଲ ଗମୋରିଆ ଏବଂ ଏକିଉଟ ଆନକମପିକେଟେ ରେଷ୍ଟାଲ ଇନଫେକ୍ଶନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ବବହାର ସିଦ୍ଧି: ୪୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଦିନେ ୧ ବାର ୫-୧୦ ଦିନ ।

ସତର୍କତା ଓ ସେବନ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ବବହାର କରା ଯାବେ ନା: ଅତିଶ୍ୟବ୍ଦୀନଶୀଳ ରୋଗୀକେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାବେ ନା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକାର୍ଡିଓଗ୍ରାମେର ପରିବର୍ତନ ଆନିତେ ପାରେ (କିଉ ଟି ସି ଇଟ୍‌ରାବେଲ୍ ବାଡାୟ) । ରେନାଲ ଫାର୍ଶନ ଇମପେୟାରମେଟେ (କ୍ରିୟାଟିନିନ କ୍ଲିରାରେପେ <୪୦ ମି.ଲି.ମିନିଟ୍) ମାତ୍ରା ପୁନଃ ନିର୍ଧାରଣେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଁ ।

ଗ୍ୟାଟିଫ୍ଲ୍ରାସିନ ଏହଙ୍କେର ଫଳେ ରଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରକୋରେ ମାତ୍ରା ହେରଫେର ଯେମନ ହାଇପାର ଅଥବା ହାଇପୋଗ୍ରାଇସେମିଆ

হতে পারে। অতএব ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এটি দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, ডিজিনেচ এবং মাথা ব্যথা।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** প্রবেনেসিড, আয়রণ, এন্টোসিড।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা এবং দুর্দানকালে ব্যবহারে কার্যনিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : শিশু ও বয়ঃশক্তিকালে (১৮ বছরের নাচে) ব্যবহারের কার্য নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ :**

গ্যাটি<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

**জেলোরা<sup>®</sup>**

**Gelora<sup>®</sup>**

**উপাদান :** মাইকোনাজোল ২% w/w ওরাল জেল।

**নির্দেশনা :** ওরোফ্যারিংস এবং পরিপাকনালীর ছাত্রাক সংক্রমণের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে এবং গ্রাম-পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া জনিত সুপার ইনফেকশনে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাথমিক : ১-২ চা-চামচ জেল দিনে ৪ বার। শিশু ৬ বছর বা তার উর্ধ্বে : ১ চা-চামচ জেল দিনে ৪ বার। শিশু ২-৬ বছর : ১ চা-চামচ জেল দিনে ২ বার। শিশু <২ বছর : ১/২ চা-চামচ জেল দিনে ২ বার।

**সর্কর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** সক্রিয় ওষুধের প্রতি অতি অস্বীকৃত সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, হেপটাইটিস।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** টারফেনাটিন, এসটেমজোল, মিজোলাস্টিন, সিসাপ্রাইড, ট্রায়াজোলাম, ওরাল মিডাজোলাম, ডেফেটিলাইড, কুইনিন, পিমোজাইড, সিমভাস্ট্যাটিন এবং লোভাস্ট্যাটিন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সস্তর হলে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিত। সস্তাব্য উপকারের বিপরীতে কার্যকর ঝুঁকির ভারসাম্য থাকা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়দের ক্ষেত্রে সর্কর্তার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

জেলোরা<sup>®</sup> ওরাল জেল : ১৫ গ্রাম।

**জেনাসিন<sup>®</sup> চোখ/কানের ড্রপস**

**Genacyn<sup>®</sup> Eye/Ear Drops**

**উপাদান :** জেন্টামাইসিন ০.৩% চোখ ও কানের ড্রপস।

**নির্দেশনা :** রেফারাইটিস, রেফারোকনজাংটিভাইটিস, কনজাংটিভার প্রদাহ, ডাক্রি ও সিসটাইটিস, কেরাটাইটিস, কেরাটোকনজাংটিভাইটিস, এ্যাকিউট মেইবেমিয়ানাইটিস এবং কর্ণিয়ার আলসারে নির্দেশিত। বহিকর্ণের প্রদাহে, দীর্ঘদিনের পুঁজসহ মধ্যকর্ণের প্রদাহে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** চোখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে : ১-২ ফেন্টো আক্রান্ত চোখে দিনে ৬ বার কিংবা প্রয়োজনে তারও বেশী। কানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২-৩ ফেন্টো দিনে ৩-৪ বার অথবা তার থেকেও ঘন ঘন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

**সর্কর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদান এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। মাঝে মাঝে ছাত্রাক সহ অন্যান্য সংবেদনশীল জীবাণু দ্বারা রোগের সংক্রমণ হতে পারে। এটি ইঞ্জেকশনের জন্য নয় এবং চোখের এ্যাক্টেরিয়ার চেম্বারে সরাসরি প্রয়োগ করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** চুলকানি, লালচে ভাব, ফোলা অথবা অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে। বহুল সংঘটিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে চোখের জ্বালাপোড়া, কনজাংটিভার প্রদাহ, কনজাংটিভার ইপিথেলিয়ামের সমস্যা ও কনজাংটিভাল হাইপারেমিয়া উল্লেখযোগ্য।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অত্যন্ত জরুরী হলেই প্রয়োগ করার ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :**

জেনাসিন<sup>®</sup> চোখ/কানের ড্রপস : ১০ মি.লি.

**জেনাসিন<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন**

**Genacyn<sup>®</sup> Injection**

**উপাদান :** জেন্টামাইসিন। ৮০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** সেপটিসিমিয়া, নিওন্যাটাল সেপসিস,

মস্তিষ্কের আবরণ-বিল্লির প্রদাহ এবং কেন্দ্রীয় মান্যুষত্বের অন্যান্য সংক্রমণ, পিণ্ডনালীর সংক্রমণ, তীব্র পায়েলোনেফ্রাইটিস অথবা প্রোস্টেট গ্রাস্টির প্রদাহ, স্টেপ ভাইরিড্যানস অথবা ফিকালিস জনিত এনডোকার্ডিয়ামের প্রদাহ ইত্যাদি চিকিৎসায় যদি সংক্রমণ সমূহ জেন্টামাইসিন সংবেদনশীল জীবাণুঘাস্তিত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন সাধারণত মাস্পেশোতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রয়োজনবোধে শিরা পথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে সমস্ত রোগীর বৃক্ষ স্থাভাবিক : দৈনিক ২-৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ও জনে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত মাত্রায়। যে সমস্ত রোগীর বৃক্ষের কাজে অস্থাভাবিকতা আছে সেতে উক্ত মাত্রা ১২ ঘণ্টা পর পর দিতে হবে যখন ক্রিয়াটিনিন নির্গমণের হার প্রতি মিনিটে ৫-১০ মি.লি. এর জন্য ৪৮ ঘণ্টা পর পর এবং প্রতি মিনিটে ৫ মি.লি. এর কম হলে ডায়ালাইসিসের ৩-৪ দিন পর পর প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিশু (২ সপ্তাহ পর্যন্ত) : প্রতি ১২ ঘণ্টায় ৩ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ও জনে। ২ সপ্তাহ-১২ বৎসর : প্রতি ৮ ঘণ্টায় ২ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ ও জনে। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জেন্টামাইসিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি অনুপযোগী। এটি গর্ভবস্থায় এবং মায়াসথেনিয়া গ্র্যাভিস এর ক্ষেত্রে অনুপযোগী।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অঙ্গঘর্কর্ণের মধ্যাংদেশের ক্ষতি, বৃক্ষের পরিবর্তনীয় ক্ষতি, শ্রবণেন্দ্রীয় সংক্রান্ত কর্ণের অসুবিধা হতে পারে। অন্যান্য লক্ষণগুলো হলো মাথা বিম বিম করা, অবসাদ, কানে ভোঁতো শব্দ করা, কানে হটগোলের শব্দ হওয়া এবং কদাচিং শ্রবণ শক্তি লোপ পেতে পারে।

**সরবরাহ :**

জেনাসিন® ৮০ ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। জেনাসিন® ২০ ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

## জেনাসিন® অয়েন্টমেন্ট Genacyn® Ointment

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্টে আছে জেন্টামাইসিন

১ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** আগুনে পোড়া, সেবোরিক ডারমাটাইটিস, একজিমা, এক্সকেরিয়েশন, ফিলকুলাইটিস, ফিউরনকুলাসিস, ল্যাসারেশন, প্যারোনিকিয়া, পাইওডারমা গ্যাস্ট্রোনোসাম, ত্বকে সিস্ট এবং ফোঁড়া, ত্বকে সংক্রমিত ক্ষত, ব্যাকটেরিয়া, ছচ্ছাক ও ভাইরাসজনিত ত্বকে বাহ্যিক সংক্রমণ, সাইকোসিস বার্বি, সার্জিক্যাল ত, সংবেদনশীল জীবাণু সংক্রমিত কন্ট্রাক্ট ডারমাটাইটিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ৩-৪ বার ব্যবহার্য। সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : জেন্টামাইসিন-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** চুলকানী, লালচে হওয়া, ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

**সরবরাহ :**

জেনাসিন® অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

**Genisia™**

**জেনিসিয়া™**

**উপাদান:**জেনিসিয়া আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি ভায়ালে আছে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** জেনিসিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত:

- জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার সূচনায়
- স্বল্প সময়ের অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য
- বেড়ে যাওয়া ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কমিয়ে আনার জন্য
- স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার সূচনায়: প্রাণ বয়ক: আইভি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সাধারণত ২.৫% (২৫ মি.গ্রা./মি.লি.) সলিউশন প্রয়োগ করতে হবে। পূর্বে ওষুধ প্রয়োগকৃত বয়ক রোগীদের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০-১৫ সেকেন্ড ধরে ১০০-১৫০মি.গ্রা. প্রয়োগ করতে হবে, পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে ৩০-৬০ সেকেন্ড পর ৪ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে (সর্বোচ্চ ৫০০ মি.গ্রা.).

**শিশু:** অ্যানেস্থেসিয়ার সূচনায় ২-৭ মি.গ্রা./কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

**ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কমানোর জন্য:** আইভি

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ১.৫-৩ মি.গ্রা./কেজি হারে  
প্রয়োগ করতে হবে।

**স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস:** আইভি ইঞ্জেকশনের  
মাধ্যমে ২.৫% (২৫ মি.গ্রা./কেজি) সলিউশন, ৭৫-  
১২৫ মি.গ্রা. একক ডোজ এ প্রয়োগ করতে হবে।

**প্রতিনির্দেশনা:** রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, মাঝেকার্ডিয়াল  
ডিপ্রেশন, অব্যাভাবিক হৃদস্পন্দন, মাথা বিমর্শিম  
করা, হাঁচি, কাশি, শ্বাসনালীর সংকোচন।

**গৰ্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** প্রেগনেন্সি ক্যাটগরি-  
সি। বেশি ডোজে থায়োপেন্টাল সোডিয়াম প্লাসেন্টা  
বাধা অতিক্রম করতে পারে এবং অল্প পরিমাণে মায়ের  
দুষ্খে নিঃসৃত হতে পারে।

**সরবরাহ:** জেনিসিয়া আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তো  
১টি ভায়ালের সাথে ১০ মি.লি. পানি ধারণকৃত ১টি  
অ্যাম্পুল ইলিস্টার প্যাকে আছে।

### সরবরাহ :

জারমিসল® হ্যান্ড রাব : ২৫০ মি.লি.। জারমিসল®  
হ্যান্ড রাব : ৫০ মি.লি.।

### জেস্টন®

### Geston®

**উপাদান:** এ্যালাইলস্ট্রেনল আই এন এন ৫ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট।

#### নির্দেশনা:

- ইট্রাইউট্রেইন গ্রোথ রিটারডেশন
- গৰ্ভপাতের আশংকা
- ষেচ্ছা গৰ্ভপাতের ইতিহাস থাকলে
- অকালীন প্রসবের আশংকা

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ইট্রাইউট্রেইন গ্রোথ  
রিটারডেশন: দৈনিক ৩টি করে ট্যাবলেট ২ মাস।

লক্ষণসমূহের উন্নতি হলে মাত্রা কমানো যেতে পারে।

গৰ্ভপাতের আশংকা: লক্ষণসমূহ মিলিয়ে না যাওয়া  
পর্যন্ত দৈনিক ৩টি ট্যাবলেট।

ষেচ্ছা গৰ্ভপাতের ইতিহাস থাকলে: গৰ্ভধারণ নিশ্চিত  
হওয়া মাত্র দৈনিক ১-২টি ট্যাবলেট। আশংকাজনক  
সময় পার হওয়ার ১ মাস পর পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে যাওয়া  
উচিত।

অকালীন প্রসবের আশংকা: ব্যাক্তি বিশেষের উপর  
নির্ভর করে মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণত  
উচ্চমাত্রা (সর্বোচ্চ দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত) ব্যবহার  
করা হয়ে থাকে।

**প্রতিনির্দেশনা:** অতিসংবেদনশীলতা, "থ্রোফেবাইটিস",  
অজানা কারণে যোনী হতে রক্তবরণ, অসম্পূর্ণ গৰ্ভপাত,  
হরমোনজনিত কার্সিনোমা, সেরিব্রাল এপোপেঞ্চ, গৰ্ভ  
নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং যক্তের তীব্র সমস্যা থাকলে  
এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** এ্যালাইলস্ট্রেনল  
গৰ্ভকালীন সময়ে খাওয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত।  
প্রসব পরবর্তী সময়ে এ ওষুধ পরিহার করা উচিত  
কারণ এটা মাত্দুকের সাথে নিঃসৃত হয়ে নবজাতকের  
সামান্য হলেও ক্ষতি করতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার: ১৬ বছরের নিচে মেয়েদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পৰ্যাপ্ততা:** দীর্ঘ সময় ধরে এ্যালাইলস্ট্রেনল দিয়ে  
চিকিৎসা করলে পরিপাকতন্ত্রের কিছু সাধারণ সমস্যা  
হতে পারে। যেমন- বমি অথবা বমি বমিভাব এবং

## জারমিসল® হ্যান্ড রাব Germisol® Hand rub

**উপাদান :** ০.৫% ড্রিউভি ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট  
(২.৫% ভিভি ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট সলিউশন  
বিপি এর সমমান) যা ৭০% ভিভি আইসোপ্রোপাইল  
অ্যালকোহল বিপিতে দ্রব্যাকৃত।

**নির্দেশনা:** দ্রুত ক্রিয়াশীল বিস্তৃত বর্ণালীর জীবাণুবিনাশী  
দ্রবণ, যা পরিষ্কার হাতকে জীবাণুমুক্ত করে। এছাড়া,  
ক্ষত, তুক জীবাণুমুক্ত করায় এটি ব্যবহার করা যেতে  
পারে।

**ব্যবহারবিধি :** পরিষ্কার হাত জীবাণুমুক্ত করায়  
সুবিধাজনক পরিমাণ (আনুমানিক ৩ মি.লি.) জারমিসল  
হাতের তালুতে নিয়ে উভয় হাত এবং কঙ্গুতে মেখে  
নিন, শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ভালভাবে ঘষতে হবে  
যাতে সকল অংশ কার্যকরভাবে জীবাণুমুক্ত হয়।

**শিল্প চিকিৎসার পূর্বে :** আনুমানিক ৫ মি.লি. জারমিসল  
উপরোক্ত পদ্ধতিতে দু'বার প্রয়োগ করুন; হাতের  
কনুই পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হবে।

**সতর্কতা :** সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে  
রাখুন। চোখ, মুস্তিক, মেলিঙ্গেস ও মধ্যকর্ণ থেকে  
দূরে রাখুন। চোখের সংস্পর্শে এলে তাংগিক ভাবে  
পর্যাপ্ত পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। আলো থেকে  
দূরে ঠাণ্ডা ও শুক স্থানে রাখুন। তরল দাহ্য, আগুন  
থেকে দূরে রাখুন।

এপিগ্যাস্ট্রিক অস্ফত্তি।

**সতর্কতা:** কোন রোগীর নিম্নলিখিত সমস্যা থাকলে এ ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত: হৃদরোগ, “কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর”, “সিক সাইনস সিস্ট্রোম”, করোনারী আর্টারীতে কোন সমস্যা, মৃগীরোগ বা মৃগীরোগজনিত কাঁপুনি, মুত্তস্তন্ত্রের অকার্যকারিতা, মাইক্রোজনিট মাথাব্যথা, শ্বাসতন্ত্রের কোন রোগ যেমন-অ্যাজিমা, এফাইসেমা, ক্রমিক এবংকাইটিস অথবা সিডিপিডি এবং দুন্ধদানকালে।

**সরবরাহ:** জেস্টন® ট্যাবলেট: প্রতি বার্ষে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

হিসাপ™

Glysup™

উপাদান

হিসাপ™ ১.১৫ সাপোজিটেরিঃ প্রতিটি সাপোজিটেরিতে আছে হিসারিন বিপি ১.১৫ গ্রাম।

হিসাপ™ ২.৩০ সাপোজিটেরিঃ প্রতিটি সাপোজিটেরিতে আছে হিসারিন বিপি ২.৩০ গ্রাম।

**নির্দেশনা:** এটি অনিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যতে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও সেবনবিধি :শিশু (২ বছরের নিচে): চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

শিশু (২-৬ বছর): ১টি হিসাপ™ ১.১৫ সাপোজিটেরি দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রাণ্ত বয়ক এবং শিশু (৬ বছরের উর্ধ্বে): ১টি গি  
সাপ™ ২.৩০ সাপোজিটেরি দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য। সাপোজিটেরি ভালমত পায়ুপথের ভিতরে দিতে হবে। সাপোজিটেরি সম্পূর্ণভাবে গলে না গেলেও অন্ত্রের গতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

**প্রতি নির্দেশনা:** হিসারিন এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মলাশয়ে জ্বালাপোড়া বা প্রদাহ অনুভব হতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ব্যবহার:**

প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহারের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ:**

হিসাপ™ ১.১৫ সাপোজিটেরিঃ প্রতিটি বার্ষে আছে ৩০

টি সাপোজিটেরি ব্লিস্টার প্যাকে।

হিসাপ™ ২.৩০ সাপোজিটেরি: প্রতিটি বার্ষে আছে ২০ টি সাপোজিটেরি ব্লিস্টার প্যাকে।

গাইনীপ্রো®

Gynepro®

**উপাদান:** প্রতিটি ভ্যাজাইনাল সাপোজিটেরিতে আছে মেট্রেনিডাজল বিপি ২০০ মি.গ্রা., নিওমাইসিন সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইডি, পলিমিক্লিন বি সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইডি, নিস্টাটিন বিপি ১,০০,০০০ আইইডি।

**নির্দেশনা:** ভ্যাজাইনাল ট্রাকোমোনিয়াসিস, লিউকোরিয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ছাঁআক জনিত প্রদাহে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: রাতে ঘুমানোর সময় একটি করে ভ্যাজাইনাল সাপোজিটেরি ১২ দিনের জন্য অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**সতর্কতা** এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: মেট্রেনিডাজল, নিওমাইসিন সালফেট, পলিমিক্লিন বি সালফেট এবং নিস্টাটিন এর প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কদাচিং চামড়ায় লাল দাগ, চুলকানি দেখা দিতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ:**

গাইনীপ্রো®: প্রতি বার্ষে আছে ১২ টি ভ্যাজাইনাল সাপোজিটেরি।

H

হ্যালোবেট™

Halobet™

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম ক্রীম এবং অরেন্টমেটে আছে হ্যালোবেটাসল প্রোপিওনেট ০.৫ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** হ্যালোবেট™ কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল ডার্মাটাইটিসের প্রদাহ নিরাময়ে এবং

এর দ্বারা সৃষ্টি চুলকানি উপশমে নির্দেশিত।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ওষুধের প্রতি যেসব রোগীর অভিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি অতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা:** তুকীয় কর্টিকোস্টেরয়েডের সিস্টেমিক শোষণের ফলে কিছু কিছু রোগীর হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারী এক্স্রেনাল সাপ্রেশন, কুশিং সিন্ড্রু, হাইপার গ্লাইসেমিয়া এবং গ্লুকোজ ইউরিয়া হয়। যেসব কারণে সিস্টেমিক শোষণ বেড়ে যায় সেগুলো হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েডের ব্যবহার, অধিক জায়গা জুড়ে ব্যবহার, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং অকুশিঙ্গ ড্রেসিং ব্যবহার। এরপরেও যে সকল রোগী অধিকতর মাত্রায়, অধিক জায়গা জুড়ে অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েড অকুশিঙ্গ ড্রেসিং সহ ব্যবহার করে আসছে তাদের পর্যায়ক্রমে ইউরিনারী ফ্রি কর্টিসল এবং এ সি টি এইচ স্টিমুলেশন টেস্টের মাধ্যমে ইচ্চ পি এ এক্সিস সাপ্রেশনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। যদি ইচ্চ পি এ এক্সিস সাপ্রেশন হয় সেক্ষেত্রে ওষুধটির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে অথবা এর চেয়ে কম শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহার করতে হবে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি।

অধিক শক্তিশালী স্টেরয়েডগুলো ল্যাবরেটোরী প্রাণীদের ক্ষেত্রে তুকীয় ব্যবহারের ফলে টেরাটোজেনিক প্রভাব দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের উপর টেরাটোজেনিক প্রভাবের কোন যথার্থ এবং সুনিয়ন্ত্রিত স্টাডি পাওয়া যায়নি। তারপরেও ঝুঁকে ক্ষতি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলে কেবলমাত্র গর্ভাবস্থায় কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব ওষুধ অধিক পরিমাণে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপ্তি গর্ভবতী রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**স্তন্যদানকালীন মায়েদের ক্ষেত্রে :** স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে তুকীয় স্টেরয়েড ব্যবহারে সর্তর্ক হতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** নিম্নোক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো টাপিক্যাল স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে এবং অকুশিঙ্গ ড্রেসিং ব্যবহারে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষ করে অধিকতর শক্তিশালী স্টেরয়েড ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ।

জলুনী, চুলকানী, শুষ্কতা, ফলিকুলাইটিস, একনি বা ব্রণজনিত ইরাপশন, হাইপোপিগমেন্টেশন, পেরিওরাল ডার্মাটাইটিস, স্পর্শজনিত ত্বকের এলার্জি, চামড়ার ক্ষয়, সেকেন্ডারী ইনফেকশন, স্ট্রাই এবং মিলিয়ারিয়া ইত্যাদি।

**সরবরাহ:** হ্যালোবেট<sup>®</sup> ক্রীম: ১০ গ্রাম।  
হ্যালোবেট<sup>®</sup> অয়েন্টমেন্ট: ১০ গ্রাম।

## হেমোরিফ<sup>®</sup>

## Hemorif<sup>®</sup>

**উপাদান :** মাইক্রোনাইজড ডায়োসমিন ৪৫০ মি.গ্রা. এবং হেসপেরিডিন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** হঠাৎ সংঘটিত হেমোরয়েড রোগ, দীর্ঘকাল ব্যাপী হেমোরয়েড রোগ, পায়ের শিরার গঠনিক ও কার্যকারিতার সমস্যা, পা ভারী মনে হওয়া, ব্যথা, রাত্তিকালীন সংকোচনজনিত ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ দেখা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** হঠাৎ সংঘটিত হেমোরয়েড রোগের ক্ষেত্রে: ৩টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার - প্রথম ৪ দিন। অতঃপর ২টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার ৩ দিন। দীর্ঘকাল ব্যাপী হেমোরয়েড রোগের ক্ষেত্রে: ১ টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার। দীর্ঘকালীন শিরার সমস্যা: ১টি করে ট্যাবলেট, দিনে ২ বার - প্রথম ৭ দিন। রোগের তৈরিতার উপর নির্ভর করে চিকিৎসার মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পাকস্থলীর অস্পষ্টি, বর্ম ভাব এবং ক্ষুধামদ্দা।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবতী মায়েদের কেবল ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন সময় বুকের দুধ খাওয়ানো নিষেধ।

**সরবরাহ :** হেমোরিফ<sup>®</sup>: ৩ X ১০ টি।

## হেপাভির<sup>®</sup>

## Hepavir<sup>®</sup>

**উপাদান :** ল্যামিতুডিন ১০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ক্রনিক হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসায় যেখানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের রেপিকেশনের প্রমাণ রয়েছে এবং একটিভ যকৃতের প্রদাহের

চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতায় ব্যবহার করা যাবে না ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ল্যাকটিক এসিডেসিস এবং লিভারের আকার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং স্টিয়াটোসিস হতে পারে । চিকিৎসা পরবর্তী হেপাটাইটিস বি এর অবনতি, অগ্নাশয়ের প্রদাহ এবং ভাইরাল মিউটেন্স তৈরী হয়ে ওরুধের কার্যকারীতা হ্রাস পেতে পারে । ম্যাজ ম্যাজ ভাব, ঝুষ্টি, জ্বর, নাক-কান-গলার ইনফেকশন, গলায় ব্যথা, বমি ভাব, বমি, পেটে অবস্থি, ব্যথা, ডায়ারিয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, অস্থিসঞ্চির ব্যথা, মাথা ব্যথা, ত্বকে লালচে দাগ ইত্যাদি হতে পারে ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ট্রাইমিথোথিম এবং সালফামেথোক্রোজিল রকে ল্যামিভুডিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ।

**গর্ভাবস্থা ও শন্ত্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় যদি সম্ভাব্য উপকার সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে বেশী মনে হয়, তখনই ব্যবহার করা যাবে । ল্যামিভুডিন গ্রহণকালে মাকে শন্ত্যদান থেকে বিরত থাকা উচিত ।

**সরবরাহ :**

হেপারিং<sup>®</sup> : ৫ X ৮ টি ট্যাবলেট ।

## ইমোটিল<sup>®</sup>

## Imotil<sup>®</sup>

**উপাদান :** সোপেরামাইড ২ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ।

**নির্দেশনা :** তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয় ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ডবয়ক্ষদের জন্য প্রথমত ২টি ক্যাপসুল এবং ৮ বৎসরের অধিক বয়সের শিশুদের জন্য একটি ক্যাপসুল । তার পর প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১টি ক্যাপসুল খেতে হবে ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ৮ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাঝে মাঝে প্যারালাইটিক ইলিয়াস,

পেট ফাঁপা, পেটে সংকোচনজনিত ব্যথা দেখা দিতে পারে । অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চর্মরোগ যেমন চামড়ায় চাকা চাকা হওয়া, বমি বমি ভাব, বমি, ঝুঁস্টিবোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অবসন্নতা, বিঁয়ুনি, ঘুম ঘুম ভাব এবং মুখের শুক্তা দেখা দিতে পারে ।

**সরবরাহ :**

ইমোটিল<sup>®</sup> ক্যাপসুল : ২০ X ১০ টি ।

## ইনটিমেট<sup>TM</sup>

## Intimate<sup>TM</sup>

### উপাদান

**ইনটিমেট<sup>TM</sup>** ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ৫ মি.গ্রা. ।

**ইনটিমেট<sup>TM</sup>** ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ১০ মি.গ্রা. ।

**ইনটিমেট<sup>TM</sup>** ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে টাডালাফিল ২০ মি.গ্রা. ।

**নির্দেশনা:** ইনটিমেট<sup>TM</sup> ইরেকটাইল ডিসফাংশন (ED) এর চিকিৎসায় নির্দেশিত ।

### সেবনবিধি ও মাত্রা

প্রাথমিকভাবে বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইনটিমেট ১০ মি.গ্রা. যৌন উভেজনা বৃদ্ধিতে নির্দেশিত হয় ।

প্রতোক রোগীর সহনশীলতা এবং কার্যক্ষমতা এর উপর নির্ভর করে মাত্রা ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে অথবা ৫ মি.গ্রা. এ কমিয়ে আনা যেতে পারে । বেশির ভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাত্রা দিনে একবার ।

### খাদ্যের সাথে ব্যবহার

ইনটিমেট<sup>TM</sup> সেবনের উপর খাদ্য গ্রহণের তেমন প্রভাব নেই ।

### বয়ক রোগীর ক্ষেত্রে:

৬৫ বছরের অধিক বয়ক রোগীদের ক্ষেত্রে ডোজের সমন্বয় করার প্রয়োজন নেই ।

### বিরুপ প্রতিক্রিয়া

#### নাইট্রেটস

নাইট্রেট ব্যবহারকারী রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশনা রয়েছে । ফ্লিনিকাল ফার্মাকোলজিজ গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ইনটিমেট<sup>TM</sup> নাইট্রেট গ্রহণকারী রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ।

### হাইপারসেন্সিটিভিটি রিএকশন

যে সমস্ত রোগী টাডালাফিল এর প্রতি মারাত্মক

হাইপারসেন্সিটিভিটি প্রদর্শন করে তাদের ক্ষেত্রে  
ইনটিমেট<sup>TM</sup> নিষিদ্ধ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** শারীরিক-হাইপারসেন্সিটিভিটি  
রিএকশন যার মধ্যে রয়েছে, র্যাশ, আরটিকারিয়া,  
ফেশিয়াল, ইডিমা, স্টেভেনস-জনসন সিন্ড্রম এবং  
এক্সফোলিয়েশিভ ডার্মাটাইটিস।

কার্ডিওভাসকুলার এবং সেরিব্রোভাসকুলার-  
মায়োকার্ডিয়াল ইন্ফ্রাকসন, সাতেন কার্ডিয়াক ডেথ,  
আনস্ট্যাবল এনজিনা পেকটোরিস, ভেল্ট্রিকুলার  
এরিথমিয়া, স্ট্রোক, ট্রান্সিয়েন্ট ইকেমিক এটাকস,  
চেষ্ট পেইন, পালপিটেশনস এবং ট্রাকিকার্ডিয়া  
দেখা দিতে পারে। যে সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে  
এইসব ইভেন্টগুলো হতে পারে তাদের পূর্ব হতেই  
কার্ডিওভাসকুলার ঝঁকি ছিল। হাইপোটেনশন  
(হাইপারটেনশিভ এজেন্ট এর সাথে টাডালাফিল নিলে  
রোগীদের সাধারণত এটি হয়ে থাকে), সাইনকোপ।  
তৎক্ষণাৎ এবং সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু- হাইপারহাইড্রোসিস  
(ঘাম ঝারা) গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল- পেট ব্যথা  
এবং গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। নারভাস  
সিস্টেম- মাইগ্রেন, ট্রান্সিয়েন্ট গোবাল এমনেসিয়া।  
রেসপিরেটোরি সিস্টেম- ইপিস্টেন্থ্রিস (নাক দিয়ে রক্ত  
পড়া)।

স্পেশিয়াল সেনসেস- ব্লার্ড ভিশন, নিউরোপ্যাথি,  
রেটিনাল ভেইন অক্সিশন, ভিজ্যুয়াল ফিল্ড ডিফেন্টে।  
গৰ্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ইনটিমেট<sup>TM</sup>  
নবজাতক, শিশু অথবা মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা  
যাবে না।

### সর্তকর্তা

ইনটিমেট<sup>TM</sup> প্রেসক্রাইব করার পূর্বে নিম্নলিখিত  
বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। রোগীর  
কার্ডিওভাসকুলার স্ট্যাটাস, অন্য ওষুধের সাথে  
ইন্ট্যার্যাকশন (নাইট্রেটস, আলফ-ৱাকার, এন্টি-  
হাইপারটেনশিভ এবং CYP3A4 এর ইনহিবিটরস)  
এবং অ্যালকোহল পান, হঠাত দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা,  
হঠাত শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলা, রেশাল ইনসাফিসিয়াসি  
এবং হেপাটিক ইমপেয়ারমেন্ট।

### সরবরাহ:

ইনটিমেট<sup>TM</sup> ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৪টি  
ট্যাবলেট।

ইনটিমেট<sup>TM</sup> ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৪টি  
ট্যাবলেট।

ইনটিমেট<sup>TM</sup> ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৪টি

ট্যাবলেট।

## ইন্ফ্লাজিক®

Inflagic®

**উপাদান :** প্রেডনিসোলোন বিপি ৫ মি.গ্রা. এবং ২০  
মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ১. এন্ডোক্রাইন ডিস্ট্র্যুর্ড :  
কনজেন্টিল এডরেনাল হাইপারপাসিয়া, ক্যানসার  
জনিত হাইপারক্যালসিমিয়া, ন্ন. সাপ্গ্রেটিভ  
থাইরয়েডাইটিস। ২. রিউম্যাটিক ডিস্ট্র্যুর্ড :  
সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস,  
গ্যাংকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, এ্যাকিউট  
ননস্পেসিফিক টেনোসাইনোভাইটিস, অগ্রাত পরবর্তী  
অস্টিওআর্থ্রাইটিস, এপিকন্ডাইলাইটিস।

৩. কোলাজেন ডিজিস : সিস্টেমিক লুপাস  
ইরাইডেমেটেসাস, সিস্টেমিক ডারমাটোমায়োসাইটিস,  
গ্যাকিউট রিউম্যাটিক কার্ডাইটিস। ৪. চর্মরোগ:  
পেমফিঙ্গাস, বুলাস ডারমাটাইটিস হারপেটিফরমিস,  
স্টেভেন জনসন সিন্ড্রোম, এক্সফোলিয়েশিভ  
ডারমাটাইটিস, মাইকোসিস ফাংগোডেন্স, মারাত্মক  
সোরিয়াসিস, মারাত্মক সোরিয়াটিক ডার্মাটাইটিস।

৫. এ্যালার্জি : এ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ব্রহ্মক্যাল  
গ্যাজমা, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, সেরাম সিকনেস,  
ওষুধের অতি সংবেদনশীলতা। ৬. চোখের রোগ :  
এ্যালার্জিক কর্ণিয়াল আলসার, হারপিস জেস্টার  
অপথ্যালমিকাস, ইউভিয়াইটিস এবং কোরোডোইটিস,

কেরাটাইটিস, কোরিওরেটিনাইটিস, আইরাইটিস  
এবং আইরিডো সাইকাইটিস। ৭. ষষ্ঠ তন্ত্রের  
রোগ : সারকোয়েডেসিস, লোয়েফ্লার সিন্ড্রোম,  
বেরিলিওসিস, মারাত্মক যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে  
যক্ষায় অন্য চিকিৎসার পাশাপাশি, এ্যাসপিরেশন  
নিউমেনিয়া। ৮. হেমাটোলজিক্যাল ডিস্ট্র্যুর্ড :  
ইডিওপ্যাথিক থ্রোসাইটোপেনিক পারপুরা, সেকেন্ডারী  
থ্রোসাইটোপেনিয়া, হেমোলাইটিক এ্যানিমিয়া,  
কনজেন্টিল হাইপোপাস্টিক এ্যানিমিয়া। ৯. নিওপ-  
াস্টিক ডিজিস : লিউকেমিয়া এবং লিফেমা।

১০. ইডেমাজনিত অবস্থা : লুপাস ইরাইডেমেটেসাস  
অথবা নেক্ষোটিক সিন্ড্রোম জনিত প্রোটিনিউরিয়ার  
ক্ষেত্রে ডাইউরেসিস করতে ব্যবহৃত হয়। ১১.

গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিস : আলসারেটিভ  
কোলাইটিস, রিজিওনাল এন্টারাইটিস।

১২. স্নায়ুতন্ত্রের রোগ : মাল্টিপল ক্লেরোসিস এর লক্ষণসমূহ তীব্র আকারে দেখা দিলে ।

১৩. অন্যান্য : টিউবারকুলাস মেনিনজাইটিস, স্নায়ুতন্ত্র অথবা হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ট্রাইক্লিনোসিস ।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** সাধারণভাবে প্রতিদিন ৫ মি.গ্রা. থেকে ৬০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বিভাজিত মাত্রায় সেব্য। পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সমষ্টি করতে হবে। প্রেড্নিসোলোনের দীর্ঘ মেয়াদী সেবন প্রয়োজন নয়। ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে এর সেবন বন্ধ করতে হবে।

মাল্টিপল ক্লেরোসিস - প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে ১ সঞ্চাহ। এরপর একদিন পর পর ৮০ মি.গ্রা. করে পরবর্তী এক মাস সেবন করতে হবে।

**প্রতিনির্দেশনা:** ছান্কাক সংক্রমণ এবং অতি সংবেদনশীলতা।

অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া: ফেনোবার্বিটাল, ফেনাইটেয়েন ও রিফামপিসিন এর সাথে সেবনের ক্ষেত্রে প্রেড্নিসোলনের মাত্রা বাঢ়ানো প্রয়োজন। ট্রালিডোমাইসিন এবং কিটোকোনাজলের সাথে সেবনের ক্ষেত্রে এর মাত্রা সমষ্টি প্রয়োজন। এছাড়া এ্যাসপিরিন এবং রক্ত জমাটে বাধাদানকারী ওষুধের সাথে সেবনের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া:ফ্লুইড এবং ইলেক্ট্রোলাইট :** সোডিয়াম রিটেনশন, ফ্লুইড রিটেনশন, কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর, হাইপোক্যালেমিক অ্যালক্যালোসিস, হাইপারটেনশন।

অস্থি ও মাংসপেশী: মাংসপেশীর দুর্বলতা, স্টেরয়েড মায়োপ্যাথি, মাংসপেশী শুকিয়ে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস, টেঙ্গোন ছিঁড়ে যাওয়া, ভার্ট্রাল কম্প্রেসন ফ্র্যাকচার, লম্বা অস্থিসমূহের প্যাথলোজিক্যাল ফ্র্যাকচার।

**পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র :** পারফোরেসন এবং রক্তপাতের সংস্থানসহ পেপটিক আলসার, প্যানক্রিয়েটাইটিস, পেট ফুলে যাওয়া, বিভিন্ন এনজাইম যেমন- অ্যালানিন ট্রাপ্সায়ামাইনেজ অ্যালক্যালাইন ফসফাটেজ ইত্যাদির বেড়ে যাওয়া।

ত্বক : দেরীতে ঘাঁ শুকানো, ত্বক সহজে ফেঁটে যাওয়া, ত্বকের লালচে দাগ, মুখশ্রীতে লালচে দাগ, অতিরিক্ত ঘাম।

বিপাক : প্রোটিনের ক্যাটাবলিজম বেশী হওয়ার দরক্ষ নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া।

স্নায়ুতন্ত্র : প্যাপিলিডিমাসহ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার

বেড়ে যাওয়া, খিচুনী, মাথা ঘুরা, মাথা ব্যথা।

**এন্ডোক্রাইন :** অনিয়মিত মাসিক, কুশিনয়েড স্টেট, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধা, সুষ্ঠু বহুমুত্র রোগের লক্ষণ।

**চোখ :** পোস্টরিয়ার সাবক্যাপসুলার ক্যাটারেন্ট, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার বৃদ্ধি, গ্লুকোমা, এক্সপ্রথ্যালমাস।

**অন্যান্য :** আর্টিক্যারিয়া এবং অন্যান্য অ্যালার্জি, অ্যাণাফাইলেকটিক এবং অতি সংবেদনশীলতার রিএকশন।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** অধিক গুরুত্ব বিবেচনা ব্যবৃত এ সকল ক্ষেত্রে এ ওষুধ সেবন করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:**

ইন্ফ্লাজিক<sup>®</sup> ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ১০০ টি ট্যাবলেট। ইন্ফ্লাজিক<sup>®</sup> ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট।

## ইথ্রেক্স<sup>®</sup> ইনহেলার

### Ipxrex<sup>®</sup> Inhaler

**উপাদান:** ইথ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২০ মাইক্রোগ্রাম/পার্ফ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানী এবং ত্বনিক অবস্থাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ যার মধ্যে আছে ত্বনিক এক্সকাইটিস এবং এমফাইসিমা ইত্যাদি।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাগুবয়ক : ১-২ পাফ (২০ মাইক্রোগ্রাম/প্রতি পাফে) ৩ থেকে ৪ বার প্রতিদিন।

শিশু ৬-১২ বৎসর : ১-২ পাফ ২ থেকে ৩ বার প্রতিদিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ প্রতিক্রিয়া যেমন মুখগহ্বর শুকিয়ে যাওয়া, কাশি, উপসর্গ বেড়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, বমিতাৰ, চোখে বাপসা দেখা এবং গ্রন্থির নিঃসরণ করে যাওয়া।

**সরবরাহ :**

ইথ্রেক্স<sup>®</sup> ইনহেলার : ২০০ পাফস।

## ইথেক্স® রেস্পিরেটসলিউশন Ipxex® Respirator Solution

**উপাদান:** ইথাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ মি.লি. রেস্পিরেটর সলিউশন।

**নির্দেশনা:** ক্রনিক অবস্থাকাটিভ পালমোনারি ডিজিজ যেমন ক্রনিক ব্র্যাকাইটিস এবং এমফাইসিমা-জনিত শ্বাসনালীর প্রতিবন্ধকতার চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাণ বয়ক: ০.৮-২ মি.লি. (১০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম) রেস্পিরেটর সলিউশন ০.৯% নরমাল স্যালাইনের সাথে মিশিয়ে অধিকতর তরল করতে হবে যাতে মেট পরিমাণ ২.০-৪.০ মি.লি. হয় এবং দিনে ৪ বার ব্যবহার করতে হবে।

শিশু (৩ বছরের উর্ধ্বে): ০.৮-২ মি.লি. প্রস্তরকৃত সলিউশন দিনে ৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ন্যারো অ্যাংগোল গুকোমা, প্রোস্টাটিক হাইপারট্রফি অথবা বাড়া-নেক অবস্থাকাশন- রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মুখগহবর শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, বমি ভাব, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, ঝাঁপসা দৃষ্টি, প্রাচীর নিঃসরণ করে যাওয়া, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব, কো-অর্ডিনেশনে অসুবিধা, এবং আলসার।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরি 'বি'।

**সরবরাহ :** ইথেক্স® রেস্পিরেটর সলিউশন : ২০ মি.লি।।

ইরাসেট™

Iracet™

**উপাদান:ইরাসেট™** ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ২৫০ মি.গ্রা.।

ইরাসেট™ ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

ইরাসেট™ ইঞ্জেকশন: প্রতি ৫ মি.লি. অ্যাস্পুনে রয়েছে লেভেটিরাসেটাম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:ইরাসেট™** (লেভেটিরাসেটাম) নিম্নলিখিত সহায়ক চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পার্শ্ব্যাল সিজার

মায়োক্রোনিক সিজার (যাদের শিশুকাল থেকেই মায়োক্রোনিক সিজার রয়েছে)

প্রাথমিক সাধারণ টনিক-ক্লোনিক সিজার

যখন মুখে ওয়াধ দেয়া সম্ভব নয় তখন ইরাসেট (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন পরিবর্তিত চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত (১৬ বছরের উপরের রোগীদের ক্ষেত্রে)।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: ট্যাবলেট: চিকিৎসার শুরুতে দিনে ১,০০০ মি.গ্রা. সেব্য (৫০০ মি.গ্রা. মাত্রায় দিনে ২ বার)। পরবর্তী মাত্রা বৃদ্ধিতে দৈনিক ১,০০০ মি.গ্রা. প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর। সর্বোচ্চ মাত্রা হল দৈনিক ৩,০০০ মি.গ্রা.।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:

বয়স/ওজন	প্রাথমিক মাত্রা (দৈনিক)	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাত্রা (দৈনিক)
১ মাস - < ৬ মাস	৭ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার	২১ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার
৬ মাস - < ৮ বছর	১০ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার	২৫ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার
৮ বছর < ১৬ বছর	১০ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার	৩০ মি.গ্রা./ কেজি দিনে দুবার
২০ - ৪০ কেজি ওজনের কিশোর	২৫০ মি.গ্রা. দিনে দুবার	৭৫০ মি.গ্রা. দিনে দুবার

\*দৈনিক মাত্রা অবশ্যই প্রতি ২ সপ্তাহ পর বাড়াতে হবে

ওজন এর উপর ভিত্তি করে শিশুদের ক্ষেত্রে ইরাসেট ওরাল সলিউশন এর মাত্রা নির্ণয়

দৈনিক সর্বমোট মাত্রা (মি.লি./দিন) = দৈনিক মাত্রা (মি.গ্রা./ কেজি/দিন) রোগীর ওজন(কেজি)
১০০ মি.গ্রা./মি.লি.

**ইঞ্জেকশন:** ইরাসেট™ (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন কেবলমাত্র শিরাপথে ব্যবহারের জন্য এবং তা ব্যবহারের পূর্বে তরলায়িত করে নিতে হবে। ইরাসেট™ (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন (৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) ১০০ মি.লি. এর সমতুল্য তরলায়িত করে ১৫ মিনিট ধরে শিরা পথে প্রয়োগের উপযোগী করে নিতে

হবে। অধঃক্ষেপ পড়লে অথবা রং পরিবর্তিত হলে তা ব্যবহার করা যাবে না। ইরাসেট<sup>TM</sup> (লেভেটিরাসেটাম) দ্বারা চিকিৎসা শিরাপথে অথবা মুখে দুইভাবে শুরু করা যেতে পারে।

#### ইঞ্জেকশনের প্রয়োগবিধি

ইরাসেট<sup>TM</sup> (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন কেবলমাত্র শিরাপথে ব্যবহারের জন্য এবং প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই তরলায়িত করে নিতে হবে।

#### ছক-১: প্রস্তুতি ও প্রয়োগ

**উদাহরণস্বরূপ ১,০০০ মি.গ্রা. মাত্রার জন্য ১০ মি.লি. ইরাসেট<sup>TM</sup> (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন ১০০ মি.লি. এর সমতুল্য করে দ্রাবকে দ্রবীভূত করে ১৫ মিনিট ধরে শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে।**

#### উপযোগিতা এবং স্থায়িত্ব

নিরোক্ত দ্রাবক সমূহে দ্রবীভূত করার ফেরে ইরাসেট<sup>TM</sup> (লেভেটিরাসেটাম) ইঞ্জেকশন বাস্তিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রাসায়নিকভাবে অস্ততঃ ২৪ ঘণ্টা প্রয়োগ স্থিতিশীল থাকে যদি তা পলিভিনাইল কোরাইড (পিভিসি) ব্যাগে নিয়ন্ত্রিতভাবে (১৫০ থেকে ৩০০ মে. তাপমাত্রায়) সংরক্ষণ করা হয়।

#### দ্রাবকসমূহ

সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯%) ইঞ্জেকশন ইউএসপি

ল্যাকটেটেড রিংগার সলিউশন

ডেক্সট্রোজ ৫% ইঞ্জেকশন

অন্য এন্টিএপিল্যাপটিক ও মুখসমূহ

লোরাজিপাম

ডায়াজিপাম

ভ্যালপ্রেরেট সোডিয়াম

প্রতিনিদেশনা: কারো সাথে প্রতিনিদেশিত নয়।

সতর্কতা এবং মেসব ফেরে ব্যবহার করা যাবে না:

তীব্র অ্যালার্জি, অস্বাভাবিক চিন্তাধারা, গাঢ় বর্নের মূত্র, সম্মত্ব করার মতাহাস, প্রবলভাবে মাথা ঘোরা, বিশুনিভাব, ক্লান্তিভাব অথবা দুর্বলভাব, জ্বর, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, হ্যালুসিনেশন, শৃতি ত্রাস, পেশিতে বা ঘারে ব্যথা, নব্য অথবা অনবরত মানসিক সমস্যা, মেজাজ অথবা আচরণের পরিবর্তন, নব্য খিচুনি অথবা খিচুনির অবনতি, ব্যথা, চুলকানি, ইঞ্জেকশনের স্থানে লাল হয়ে যাওয়া, আত্মহত্যার চিন্তাধারা বা প্রবণতা, অস্বাভাবিক কাল শিরা অথবা রক্তরণ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ত্বক অথবা চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া।

পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া: বিশুনি, ঘুমঘুমভাব, গলায় ক্ষত

হওয়া, বিরক্তি, ক্লান্তিভাব, দুর্বলভাব হল কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বিরল ক্ষেত্রে প্রকট অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন কার্যকর ওষুধের সাথে এর প্রতিক্রিয়া পরিলিপি হয়নি।

গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তায় লেভেটিরাসেটাম এর প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি।

স্তন্যদানকালে- লেভেটিরাসেটাম সেবনকালে স্তন্যদানকারী মায়েদেও উপর কোন উপাদান পাওয়া যায়নি। গ্রানীর উপর গবেষণায় জানা গেছে যে লেভেটিরাসেটাম দুধের সাথে নিঃসৃত হয় এ কারণে লেভেটিরাসেটাম স্তন্যদানকালে প্রতিনিদেশিত।

#### সরবরাহ

ইরাসেট<sup>TM</sup> ২৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাস্তে রয়েছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ইরাসেট<sup>TM</sup> ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বাস্তে রয়েছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

ইরাসেট<sup>TM</sup> ইঞ্জেকশন: প্রতি বাস্তে আছে ৬ টি অ্যাম্পুল ব্লিস্টার প্যাকে।

## ইভেন্টি<sup>®</sup> চোখের ড্রপস

### Iventi<sup>®</sup> Eye Drops

**উপাদান:** ইভেন্টি<sup>®</sup> ০.৫% চোখের ড্রপস: প্রতি মি.লি. এ আছে মর্কিফ্রুক্সাসিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য মর্কিফ্রুক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন।

**নির্দেশনা:** ইভেন্টি<sup>®</sup> ০.৫% চোখের ড্রপস নিম্নলিখিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি কর্মজাংটিভাব প্রদাহে নির্দেশিত:

এরোবিক গ্রাম-পজিটিভ জীবাণু:

করিনেব্যাকটেরিয়াম স্পিসিজ, মাইক্রোকক্স লুটিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্স অরিয়াস, স্ট্যাফাইলোকক্স ইপিডারিমিডিস, স্ট্যাফাইলোকক্স হেমোলাইটিকাস, স্ট্যাফাইলোকক্স হেমিনিস, স্ট্যাফাইলোকক্স ওয়ারনার, স্ট্রেপটোকক্স নিউমোনি, স্ট্রেপটোকক্স ভিরিডাস গ্রুপ

এরোবিক গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণু:

গ্রেসিনেটোব্যাকটার লোফি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, হিমোফিলাস প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা

অন্যান্য জীবাণু:

## ক্লিমাইডিয়া ট্র্যাকোমাটিস

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: আক্রান্ত চোখে এক ফেঁটা করে দিনে ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। চিকিৎসার সময়কাল: ৭ দিন।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

মর্কিফ্রাসিন, অন্যান্য কুইনোলোন এবং এই ওষুধের অন্যান্য উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** অন্য কোন জীবাণুনাশক চোখের ড্রপস্ এর সাথে দীর্ঘদিন ব্যবহারে এই ওষুধ সংবেদনহীন জীবাণুর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে অন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সুবিচেচনার জন্য রোগীকে স্টেল্লাম্প বায়োমাইক্রোপি এর সাহায্যে এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ফুরেসিন ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যেতে পারে। কনজাংটিভার প্রদাহ থাকলে রোগীকে কন্ট্রেল লেস ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: যেহেতু এই ওষুধ গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তাই অন্তরে ঝুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।

মানুষের দুধে মর্কিফ্রাসিন নিঃসৃত হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। তবে ধারণা করা হয় যে এই ওষুধ মানুষের দুধে নিঃসৃত হয়। তাই স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সচরাচর দেখা যায় এমন চোখের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে কনজাংটিভার প্রদাহ, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হাস, চোখের শুক্তা, কর্ণিয়ার প্রদাহ, চোখে অশ্঵স্তিভাব, হাইপারেমিয়া, ব্যথা, চুলকানি, সাবকনজাংটিভার রক্ষক্রণ এবং চোখ দিয়ে পানি পড়া। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো ১ থেকে ৬% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল জ্বর, কাশি বৃদ্ধি পাওয়া, মধ্যকর্ণে প্রদাহ, জীবাণু দ্বারা স্ট্রেচ রোগের সংক্রমণ, ফ্যারিঙ্স এবং প্রদাহ, র্যাশ এবং রাইনাইটিস। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো ১-৮% রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: এই ওষুধের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

মর্কিফ্রাসিন CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 অথবা CYP1A2 এর প্রতিবন্ধক নয়।

এ থেকে ধারণা করা হয় যে যেসব ওষুধের বিপাক সাইটোক্রেম ৮৪৫০ আইসোজাইম দ্বারা হয়ে থাকে, মর্কিফ্রাসিন সেসব ওষুধের ফার্মাকোকাইনেটিক্স এর কোন রকম পরিবর্তন আনে না।

সরবরাহ: ইভেন্টিঃ ০.৫% চোখের ড্রপস্: প্রতিটি পাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. মর্কিফ্রাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.৫% জীবাণুমুক্ত দ্রবণ।

## ইভেন্টিঃ আইভি

Iventi® IV

উপাদান: ইভেন্টিঃ ৪০০ আইভি: ২৫০ মি.লি. জীবাণুমুক্ত সলিউশনে আছে মর্কিফ্রাসিন ৪০০ মি.গ্রা. মর্কিফ্রাসিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি হিসেবে।

নির্দেশনা: প্রাপ্ত বয়স্ক (তা ১৮ বছর) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন সংবেদনশীল জীবাণুগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত নিম্নলিখিত উপসর্গে মর্কিফ্রাসিন নির্দেশিত-

• অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস

• অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এক্সাসারবেশন অফ ক্রণিক এক্সাইটিস

• কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া

• তৃক ও তৃকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ: জটিল ও অজটিল ইন্ট্রা-এবডেমিনাল সংক্রমণ

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: মর্কিফ্রাসিন এর মাত্রা দিনে ১ বার ৪০০ মি.গ্রা. (যুখে সেব্য অথবা আই ডি ইনফিউশন), চিকিৎসার সময়কাল ইনফেকশনের ধরনের উপর নির্ভরশীল যা নিম্নলিখিত ছকে নির্দেশিত-

সংক্রমণ	প্রতি ২৪ ঘণ্টায় মাত্রা	চিকিৎসার সময়কাল
অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল সাইনুসাইটিস	৪০০ মি.গ্রা.	১০ দিন

অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এঞ্জোরেশন অফ হ্রণিক ব্রকাইটিস	৪০০ মি.গ্রা.	৫ দিন
কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া	৪০০ মি.গ্রা.	৭ - ১৪ দিন
অজিল ত্বক ও ত্বকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৭ দিন
জিল ত্বক ও ত্বকের গঠনতন্ত্রে সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৭ - ২১ দিন
জিল ইন্ট্রা- এবডেমিনাল সংক্রমণ	৪০০ মি.গ্রা.	৫ - ১৪ দিন

ইভেনটি<sup>®</sup> ৪০০ আইডি শিরাপথে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ৬০ মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে। একসাথে অধিক পরিমাণ অথবা দ্রুত প্রয়োগ করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগন্যাসিন ক্যাটাগরি -সি। যেহেতু গর্ভবতী মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত এবং সুনিয়িত্বিত গবেষণা চালানো হয়নি, ভ্রূণ ও মায়ের উপর ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি না হলে মর্খিফ্লুক্সিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে:

শিশুদের ক্ষেত্রে এবং ১৮ বছর বয়সের নিচের কিশোরদের ক্ষেত্রে এবং ওষুধের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ব্যাক্সদের ক্ষেত্রে:

ফ্লোকুইনোলোন (যেমন- মর্খিফ্লুক্সিন) সেবনে ব্যাক্স রোগীদের ক্ষেত্রে টেনন সংক্রান্ত তীব্র জিলতা তৈরির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এমনকি টেনন ছিড়েও যেতে পারে। যে সকল রোগী মর্খিফ্লুক্সিনের সাথে সাথে কার্টিকোটেরয়েডও সেবন করেন তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: মর্খিফ্লুক্সিন (মুখে সেব্য বা শিরাপথে

ব্যবহার অথবা একই সাথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে) চিকিৎসায় কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার (১%) মধ্যে রয়েছে মাথাধৰা, বমি, ডায়ারিয়া, কোষ্টকাঠিন্য, পেট ব্যথা, বিমুনিভাব এবং নির্মূল। কিছু ক্ষেত্রে (০.১ থেকে <১%) রক্তে শ্বেত রক্ত কনিকার অভাব, বুক ধড়ফড় করা, হাদ স্পন্দনের অস্থাভাবিক বৃদ্ধি, হাদস্পন্দনের হাস, মাথা ঘোরা, চিনিটাস (কানের মধ্যে শব্দ হওয়া যা অন্যেরাও শুনতে পায়), মুখ শুষ্ক হওয়া, পাকছলী প্রাদাহ, ইডিমা, অসুস্থতাবোধ, রক্তে গুকোজের আধিক্য, ক্ষুধামন্দা, রক্তে লিপিডের আধিক্য, রক্তে গুকোজের স্বল্পতা, পানি স্বল্পতা, পিঠে ব্যথা, সঞ্চিতে ব্যথা ইত্যাদি।

#### প্রতিনির্দেশনা

মর্খিফ্লুক্সিন বা অন্যান্য কুইনোলোনে অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে মর্খিফ্লুক্সিন প্রতিনির্দেশিত।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: শিরাপথে ফ্লোকুইনোলোন চিকিৎসার সাথে মুখে সেব্য এন্টাসিড, সুক্রালফেট, মাল্টিভিটামিন, ডিডোমিসিন অথবা ধাতব আয়রণের কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এরপরও কোন ফ্লোকুইনোলোনই বহুবোজী ধাতব আয়ন (যেমন- ম্যাগনেসিয়াম) সম্বলিত সলিউশনের সাথে একই শিরাপথে ব্যবহার করা উচিত নয়। কুইনোলোন এমনকি মর্খিফ্লুক্সিনও ওয়ারফেরিনের বা এর উপজাতের এন্টিকোয়াঙ্গলেন্ট প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয়। মর্খিফ্লুক্সিনের ক্লিনিক্যাল এবং প্রিক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত না হলেও কুইনোলোন ও নল-স্টেরিয়ডাল এন্টি-ইন্ফ্লামেটরি ওষুধের সহপ্রয়োগে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উভেজনা এবং বিমুনি হতে পারে। মানবদেহে মর্খিফ্লুক্সিন এবং অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম শ্রেণী-III। এর QTc, বিরতির দীর্ঘায়ন পরিলক্ষিত হয়। একারণে মর্খিফ্লুক্সিনের সাথে শ্রেণী-IA এবং শ্রেণী- III এন্টি-অ্যারিথমেটিক এর সহপ্রয়োগ বর্জনীয়।

সরবরাহ: ইভেনটি<sup>®</sup> ৪০০ আইডি: বাস্তু রক্ষিত ব্যাগে আছে শিরাপথে ইনফিউশন হিসেবে প্রয়োগের জন্য ২৫০ মি.লি. জীবাণুমুক্ত সলিউশন।

## ইসোভেন্ট®

Isovent®

**উপাদান :** মিসোপ্রোস্টল ২০০ ও ৬০০ মাইক্রোগ্রাম ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** আলসাররোধী নির্দেশনা : ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) NSAID জনিত গ্যাস্ট্রিক আলসার-এর ঝুঁকি কমাতে নির্দেশিত, বিশেষ করে গ্যাস্ট্রিক আলসারের জটিলতার ঝুঁকি আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে, যেমন- বয়স এবং অন্য কোন রোগের কারণে দুর্বল রোগী। এছাড়া যাদের আলসারের পূর্ব ইতিহাস আছে, সেসব গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রেও নির্দেশিত। NSAID থেরাপী চলাকালীন সময়েই মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত। NSAID ব্যবহারজনিত গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ব্যথায় মিসোপ্রোস্টলের কোন ভূমিকা নেই।

**প্রসবকালীন নির্দেশনা :** প্রসব ত্বরান্বিতকরণ (অসুবিধাজনক সারভাইকাল কস্তিশনে), প্রসব পরবর্তী রক্তপাত প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আলসাররোধী মাত্রা : প্রাণী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে : এন,এস,এ,আই,ডি, জনিত গ্যাস্ট্রিক আলসারের ঝুঁকি কমাতে ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) ট্যাবলেটের নির্দেশিত মৌখিক ডোজ হচ্ছে ২০০ মাইক্রোগ্রাম দিনে ৪ বার খাবারের সাথে। যদি সহ্যনৈম না হয় সেক্ষেত্রে ১০০ মাইক্রোগ্রাম ডোজ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) NSAID থেরাপী চলাকালীন সময়েই চিকিৎসকের নির্দেশমতো গ্রহণ উচিত। ইসোভেন্ট® (মিসোপ্রোস্টল) খাবারের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং দিনের শেষ ডোজটা হওয়া উচিত বিছানায় শোবার সময়। দূর্বল বৃক্তের ক্ষেত্রে: দুর্বল বৃক্তের রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা এবং প্রয়োগসূচীতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়ে না, তবে যদি সহ্য না হয়, সেক্ষেত্রে ডোজ কমানো যেতে পারে।

**প্রসবকালীন মাত্রা :** প্রসব ত্বরান্বিতকরণে : ২৫ মাইক্রোগ্রাম যৌনীপথে ৬ ঘন্টা পরপর বা ৫০ মাইক্রোগ্রাম মুখে খেতে হবে ৪ ঘন্টা পরপর। প্রসব পরবর্তী রক্তপাত প্রতিরোধে : ৪০০ মাইক্রোগ্রাম থেকে ৬০০ মাইক্রোগ্রাম মুখে বা পায়ুপথে শিশু প্রসবের অব্যবহিত পরেই। প্রসব পরবর্তী রক্তপাত চিকিৎসায় : ১০০০ মাইক্রোগ্রাম পায়ুপথে অথবা ২০০ মাইক্রোগ্রাম মুখে খাওয়ার পাশাপাশি ৪০০ মাইক্রোগ্রাম জিহ্বার নীচে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল : এই ওষুধটি ডায়ারিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সমস্যা ঘটাতে পারে। ডায়ারিয়া ঘটনা কমানোর জন্য ইসোভেন্ট® ট্যাবলেট খাবারের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং ম্যাগনেসিয়াম এন্টাসিড একই সাথে গ্রহণ করা এড়াতে হবে। গাইনিকোলজিক্যাল : গাইনিকোলজিক্যাল সমস্যা যেমন- স্পটিং, ক্রাম্প, হাইপারমেনোরিয়া, মাসিকজনিত সমস্যা এবং ডিসমেনোরিয়া হতে পারে।

**সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবেনা :** NSAID জনিত আলসারের ঝুঁকি কমাতে গর্ভবতী মহিলাদের মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত নয়। প্রেস্টাগাভিন-এর প্রতি এলার্জি আছে এমন কারো মিসোপ্রোস্টল নেয়া উচিত নয়। মেসব ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতা (যেমন- সেরেব্রোভাসকিউলার এবং কর্তিভোসকিউলার রোগ) ঘটাতে পারে সেসব ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কর্ডিয়াক, পালমোনারী ও NSAID ড্রাগের সাথে মিসোপ্রোস্টলের ক্লিনিক্যাল তাৎপর্যপূর্ণ আন্তঃক্রিয়ার কোন প্রমাণ নেই। উচ্চ ডোজের এন্টাসিড মিসোপ্রোস্টলের বায়োএভেইলিবিলিটি হাস করে।

**গর্ভবস্থা ও শন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে মিসোপ্রোস্টল প্রতিনির্দেশিত। গর্ভবতী হতে পারে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার করা উচিত নয়, যদি না উক্ত রোগীর এন,এস,এ,আই,ডি, থেরাপী প্রয়োজন হয় এবং অনুরূপ ওষুধজনিত গ্যাস্ট্রিক আলসারের উচ্চ ঝুঁকি থাকে।

**সরবরাহ :** ইসোভেন্ট® ২০০ ট্যাবলেট : ৩০ টি। ইসোভেন্ট® ৬০০ ট্যাবলেট : ১০ টি।

**ইট্রা™**

**Itra™**

**উপাদান :** ইট্রাকোনোজল ১০০ মি.গ্রা./ ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** ক্যানডিডিয়াসিস, পিটাইরিয়াসিস, ভারসিকালার, টিনিয়াসিস, হিস্টোপ্লাজমোসিস, ক্রিটেকক্রেসিস রোগসমূহে কার্যকরী। এইডস রোগীদের ছাত্রাকের পুনঃ সংক্রমণ প্রতিহত করতে এবং নিউট্রোপেনিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ আক্রান্ত রোগীদের ছাত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধে এটা কার্যকরী।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ১০০-২০০ মি.গ্রা.

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী  
নয়। গুরুতর যকৃতের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের  
সেবন নিষিদ্ধ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, তলপেটে ব্যথা, ক্ষুধা  
মন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব, যকৃতের  
উৎসেচক বৃদ্ধি, মাসিক ঝুঁতুস্থাবে অসুবিধা, এলার্জি  
(গ্রংগ্রিটাস, র্যাশ, আর্টিকারিয়া, এন্জিওইডিমা),  
হেপাটাইটিস এবং কেলিস্টাটিক জিভিস, পেরিফেরাল  
নিউরোপ্যাথি, স্টিভেনস-জনসন সিঙ্গ্রোম। অনেক  
দিনের ব্যবহারে পটাসিয়ামের ঘাটতি, জলাধিক্য এবং  
চুল পড়া উপসর্গ হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** টারফিনাডিন,  
অ্যাসিটিমাজোল, সিসাপ্রাইড, এইচ এম জি-কোএ  
রিডাকটেজ প্রতিরোধক যেমন- সিমভাস্টাটিন, মুখে  
সেবনযোগ্য মিডাজোলাম এবং ট্রিয়াজোলাম এর সাথে  
ইট্রাকোনাজল গ্রহণ করা উচিত নয়। রিফামপিসিন,  
ফেনিটিইন, ফেনোবার্বিটাল, ডিগ্জিন এবং ক্যালসিয়াম  
চ্যানেল রুকারস এর সাথে ইট্রাকোনাজল ব্যবহার করা  
হলে প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় এবং  
স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

**সরবরাহ :**

ইট্রা™ ক্যাপসুল : ৪ X ৬ টি।

**ইভানর™**

**Ivanor™**

**উপাদান:**

ইভারাডিন হাইড্রোক্লোরাইড আই এন যা  
ইভারাডিন ৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট এবং  
ইভারাডিন হাইড্রোক্লোরাইড আই এন যা  
ইভারাডিন ৭.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা ও ব্যবহারবিধি:** ইভারাডিন করোনারী আর্টৰী  
রোগে আক্রান্ত রোগী যাদের সাইনাসের ছন্দ স্বাভাবিক  
তাদের ক্ষেত্রে ক্রিগিক স্ট্যাবল এনজিলার উপসর্গ  
ভিত্তিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি নির্দেশিত হয়:

যে সব রোগী বিটা-রুকার সহ্য করতে পারে না অথবা  
যাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রতি নির্দেশিত

যে সব রোগীদের বিটা-রুকার দিয়ে এনজিলা নিয়ন্ত্রণ  
করা সম্ভব হচ্ছে না তাদেরকে বিটা-বকারের সাথে  
কম্বিনেশন হিসেবে দেয়া যেতে পারে এবং যাদের

হৃদস্পন্দনের হার ৬০ বি পি এম এর বেশি।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি: ইভারাডিন এর প্রারম্ভিক মাত্রা  
৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার যা পরবর্তীতে ৩-৪  
সপ্তাহ চিকিৎসার পর বৃদ্ধি করে ৭.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
দৈনিক ২ বার করে দেয়া যেতে পারে।

ইভারাডিন এর স্বাভাবিক মাত্রা হল একটি করে ট্যাবলেট  
দিনে ২ বার সকালে ও রাতে খাবার সময়।

যদি বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদস্পন্দনের হার ৫০ বি পি এম  
এর নিচে নেমে যাব বা ব্রাডিকার্ডিয়া সম্পর্কিত উপসর্গ  
দেখা দেয় তখন এর মাত্রা কমিয়ে ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
দৈনিক ২ বার (৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেটের অর্ধেক দৈনিক ২  
বার) এ নিয়ে আসতে হবে। যদি হৃদস্পন্দনের হার ৫০  
বি পি এম এর নিচে থাকে অথবা ব্রাডিকার্ডিয়ার উপসর্গ  
অক্ষুণ্ণ থাকে তবে চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হবে।

ব্যবহৃত: নিম্ন মাত্রা বিবেচনা করতে হবে (২.৫ মি.গ্রা.  
দৈনিক ২ বার)

**বৃক্ষীয় অপর্যাঙ্গতা:** যে সব রোগীদের ক্রিয়াচিনিন  
ক্লিয়ারেস ১৫ মি.লি.মিনিট এর কম তাদের ক্ষেত্রে  
সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। তৈরি  
বিকলতার ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে:** নির্দেশিত নয়।  
**প্রতিনির্দেশনা:** যাদের ইভারাডিন বা এর কোনো  
উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে, যাদের  
বিশ্রামরত অবস্থায় হৃদস্পন্দনের হার ৬০ বি  
পি এম এর নিচে, কার্ডিওজেনিক শক, একিউট  
মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, তীব্র নিম্ন রক্তচাপ  
(<৯০/৫০ মি.লি. মার্কারি), যকৃতের তীব্র  
অপর্যাঙ্গতা, সাইনাসের অসুস্থৃতার লক্ষণ, সিনো-  
অ্যাট্রিয়াল বক, হার্ট ফেইলিওর, পেস মেকার এর  
উপর নির্ভরশীলতা, আনস্ট্যাবল এনজিনা, তয় শ্রেণীর  
এ-ভি বক আছে এবং শক্তিশালী সাইটোক্রম পি-৪৫০  
৩ এ ৪ ইনহিবিটর (যেমন- অ্যাজল এন্টিফাংগলস,  
ম্যাক্রোলাইড এন্টিবায়োটিকস, এইচআইডি প্রিয়েজ  
ইনহিবিটরস) এর সাথে দেয়া যাবে না।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া**

যে সব ওষুধ QT- ওয়েভ প্রলম্বনকারী ওষুধ  
(যেমন- বুইনিডিন, ডাইসোপাইরামাইড, বেপ্রিডিল,  
সোটালল, ইবুটিলাইড, এমিওডারন)। নন-

কার্ডিওভাসকুলার QT- ওয়েভ প্লম্বনকারী ওষুধ (যেমন- পিমোজাইড, জিপ্রাসিডোন, সারটিনডোল, সেফলোকুইন, হালোফেনেট্রিন, পেনটামিডিন, সিসাপ্রাইড, আইভি ইরাইথ্রোমাইসিন)

ইভারাডিন এর সাথে কার্ডিওভাসকুলার ও নন-কার্ডিওভাসকুলার QT- ওয়েভ প্লম্বনকারী ওষুধ এর ব্যবহার পরিহার করতে হবে কারণ হৃদস্পন্দনের হার কমার কারণে QT- ওয়েভ প্লম্বন খারাপের দিকে যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** দৃষ্টি সম্বন্ধীয় রোগ লক্ষণ, ঝাপসা দৃষ্টি, ব্রাডিকার্ডিয়া, ১ম শ্রেণীর এ-ভি বক, ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রা সিস্টুল, মাথাব্যথা, বিমর্শিমতার দেখা দিতে পারে।

**গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গৰ্ভবস্থায়: গৰ্ভবতী মহিলাদের উপর ইভারাডিন এর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই গৰ্ভবস্থায় এটি প্রতিনির্দেশিত।  
**স্তন্যদানকালে:** ইভারাডিন প্রাণী দেহে দুর্ধের সাথে নিঃস্ত হয়। তাই স্তন্যদানকালে এর ব্যবহার বন্ধ রাখা উচিত।

#### সরবরাহ:

**ইভানর<sup>TM</sup> ৫ ট্যাবলেট :** প্রতি বার্সে আছে ১ X ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। **ইভানর<sup>TM</sup> ৭.৫ ট্যাবলেট :** প্রতি বার্সে আছে ১ X ১০ টি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

## K

### ক্যালিন্যাক® ৫০ Kalinac® 50

**উপাদান:** ডাইক্লোফেনাক পটাসিয়াম বিপি ৫০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের জন্য: আধাত পরবর্তী ব্যথা, প্রদাহ ও ফোলা, যেমন- মাংসতন্ত্র ছিঁড়ে যাওয়া বা স্প্রেইন;

অঙ্গোপচার পরবর্তী ব্যথা, প্রদাহ ও ফোলা, যেমন- দাঁত ও হাতের অঙ্গোপচারের ক্ষেত্রে;

স্ত্রীরোগের ব্যথাযুক্ত এবং/অথবা প্রদাহের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন প্রাইমারী ডিজমেনোরিয়া বা এডনেনাইটিস;

মেরণদণ্ডের কোন ব্যথা; ন্য-আর্টিকুলার রিউম্যাটিজম; নাক, কান ও গলার তৈরি ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত

সংক্রমণের চিকিৎসায় অনুসঙ্গী হিসেবে, যেমন- ফেরিংগেটনসিলাইটিস, ওটাইটিস। শুধুমাত্র জ্বরে একে ব্যবহার করা যাবে না।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণ্ত বয়স্ক: প্রাথমিক নির্দেশিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা., অতঃপর প্রয়োজনে ২৫-৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘণ্টা পর পর।

**মাইক্রোইন:** প্রাথমিক নির্দেশিত মাত্রা ৫০ মি.গ্রা., অতঃপর প্রয়োজনে ২৫-৫০ মি.গ্রা. ২ ঘণ্টা পর।

**সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত।**

**শিশুদের ক্ষেত্রে (১৪ বছরের বেশি বয়স্ক):** দৈনিক সর্বোচ্চ ৭৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য।

**সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** সক্রিয় অথবা সম্ভাব্য পেপটিক আলসার, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, ডাইক্লোফেনাকের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে ডাইক্লোফেনাক দেয়া যাবে না। যে সমস্ত রোগীর এসপিরিন অথবা অন্য ব্যথা ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে হাঁপানি, আর্টিকারিয়া অথবা একিউট রাইনাইটিস এর তীব্রতা বাড়ে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ডাইক্লোফেনাক দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু ও কম দেখা যায়। বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পরিপাক নালীর অস্পষ্ট, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা। তাঁর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে পেপটিক আলসার, পেপটিক আলসারে ছিদ্র হওয়া, যেগুলো সাধারণত খুবই কম পরিমাণে দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ডাইক্লোফেনাকের অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

**লিথিয়াম ও ডিগ্রিন্সিন:** ডাইক্লোফেনাক লিথিয়াম ও ডিগ্রিন্সিনের প্লাজমা মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে।

**এন্টিকোয়ালুনেট:** ডাইক্লোফেনাক ও এন্টিকোয়ালুনেট এর মৌখ প্রয়োগে কিছু ক্ষেত্রে রক্তরণের সম্ভাবনার রিপোর্ট আছে।

**সাইক্লোপ্সোরিন:** সাইক্লোপ্সোরিন ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের মৌখ ব্যবহারে কিডনীতে বিষক্রিয়ার কিছু ঘটনা পাওয়া গেছে।

**মিথোট্রিকজেট:** ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথোট্রিকজেট ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের মৌখ ব্যবহারে কিছু মারাত্মক বিষক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

**মূত্রবর্ধক:** বিভিন্ন প্রদাহবিরোধী ওষুধের ব্যবহার মূত্রবর্ধকের কার্যমতায় বাধা দেয়।

গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবস্থায় ডাইক্লোফেনাক সেবন যোগ্য নয়। তথাপি অন্য কোন উপায় না থাকলে কেবল মাত্র তখনই ডাইক্লোফেনাক সেব্য। ডাইক্লোফেনাক এর সক্রিয় উপাদান মাতৃদুধে প্রবেশ করে; কিন্তু প্রবেশ মাত্রা এতই সামান্য যে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

#### সরবরাহ:

ক্যালিন্যাক<sup>®</sup> ৫০ ট্যাবলেট: প্রতি বাস্তে আছে ৫০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

## কেটোরাল<sup>®</sup>

## Ketoral<sup>®</sup>

**উপাদান :** কেটোকোনাজল ২০০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।  
**নির্দেশনা :** ত্বকের উপরের স্তর ও ভিতরের স্তরের ছাইকজনিত সকল প্রকার সংক্রমণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং তীব্র যকৃত রোগে ব্যবহার নিষিদ্ধ। যকৃতে কোন প্রকার রোগ থাকলে বা যকৃতে এনজাইমের পরিমাণের তারতম্য থাকলে ওযুথটি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি, বমি বমি ভাব এবং কম সংখ্যক রোগীর বেলায় যকৃতের কাজে বিষ্ণু সৃষ্টি হতে পারে।

#### সরবরাহ :

কেটোরাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৪ X ১০ টি।

## কে-ওয়ান<sup>®</sup> এমএম K-One<sup>®</sup> MM

**উপাদান :** প্রতিটি আ্যাস্প্লুনে আছে ০.২ মি.লি সলিউশন যাতে ফাইটোনেনিডিউন পিপি ২ মি.গ্রা. বিদ্যমান। এটি ওরাল, আইএম অথবা আইডি ব্যবহারের জন্য (বিশেষতঃ শিশুদের জন্য ব্যবহার্য)।

#### নির্দেশনা :

নবজাতকের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক হিসাবে ও হেমোরেজিক অবস্থায় ব্যবহার্য।

তীব্র হাইপোপ্রোথ্রিনেমিয়ার (ক্লিং ফ্যাস্টের II, VII, IX | X এর অভাব) কারনে সৃষ্টি হেমোরেজ বা তার ঝুঁকি, কোমারিন জাতীয় অ্যান্টি কোয়াগ্লেন্টের

অতিমাত্রায় ব্যবহার, ফিনাইল বিউটাজোন এবং হাইপোডিটামিনোসিস-কে (জডিস, লিভার ও ইন্টেস্টাইমের অকার্যকারিতা, দৈর্ঘমেয়াদী অ্যাটিবায়োটিক, সালফোনামাইড, সালফোনামাইড ও স্যালিসাইলেটের ব্যবহার)।

ভিটামিন কে এর অভাবজনিত রক্তক্ষরণে ব্যবহার্য।

সেবনবিধি ও মাত্রা : মৃদু হেমোরেজ বা হেমোরেজের প্রবণতা: নবজাতকের ক্ষেত্রে সাধারণত: জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বা সামান্য পরে ২ মি.গ্রা. মাত্রায় মুখে খাওয়াতে হয়। পরবর্তীতে ৪৮-৫৫, দিনে ২ মি.গ্রা. ও ২৮ তম-৩০তম দিনে আরো ২ মি.গ্রা. মুখে খাওয়াতে হবে। মুখে খাওয়ানো না গেলে আইডি/আইএম পথে একই মাত্রায় দেয়া যায়। এক বছরের বেশি বয়সের শিশুর ক্ষেত্রে ৫-১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত মুখে খাওয়ানো যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ফাইটোমেনাডিউন ইঞ্জেকশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু অ্যানাফাইল্যাকটেয়েড প্রতিক্রিয়া ও ডেনাস ইরিটেশন এর তথ্য পাওয়া গেছে।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ভিটামিন কে-১ প্লাসেন্টা বা মায়ের দুধে খুব অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। রোগের ঝুঁকি ও ভিটামিন কে-১ এর প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

**সরবরাহ :** কে-ওয়ান এমএম: ৩ X ১ টি।

## কপ<sup>®</sup>

## Kop<sup>®</sup>

**উপাদান :** কিটোপ্রোফেন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১০০ ও ২০০ মি.গ্রা. এস আর ক্যাপসুল, ১০০ মি.গ্রা./২ মি.লি. আইএম ইঞ্জেকশন এবং ২.৫% জেল।

**নির্দেশনা :** প্রদাহী বাত, বাত, এনকাইলিঙ্গ-স্পিন্ডলিইটিস, বারসাইটিস, টেনডিনাইটিস, অঙ্গেপচারজনিত ব্যথা। বাত জনিত ব্যথা ও কোমল টিস্যুর অন্যান্য ব্যথা ও প্রদাহ নিরোধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** কপ<sup>®</sup> ট্যাবলেটের স্বাভাবিক সেবনমাত্রা হচ্ছে ৫০-১০০ মি.গ্রা। অন্ত্রের জটিলতা পরিহারের জন্য এটি খাবারের সাথে এহণ করা শোয়। রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী কপ<sup>®</sup> ট্যাবলেটের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। যেমন - বাতজনিত জটিলতার ক্ষেত্রে দৈনিক ১০০ -২০০ মি.গ্রা., ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়

দেয়া হয়। কপ<sup>®</sup> ট্যাবলেটের মাত্রা রোগীর প্রয়োজন ও লক্ষণের উপরের দিক সর্তকর্তার সাথে বিচেচনা করে নির্ধারণ করা উচিত, যাতে করে রোগীকে সর্বনিম্ন অথচ কার্যকরী মাত্রায় ট্যাবলেট গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়। দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা.-এর অধিক মাত্রার কপ<sup>®</sup> ট্যাবলেট কখনও দেওয়া উচিত নয় কারণ অধিক মাত্রায় কপ<sup>®</sup> ট্যাবলেটের কার্যকরিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই। কপ<sup>®</sup> এস আর ক্যাপসুল: রোগের তীব্রতা ও রোগীর ওজন অনুযায়ী ১০০-২০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। কপ<sup>®</sup> আই এম ইঞ্জেকশন: তীব্র প্রদাহজনিত ব্যথায় দ্রুত কার্যকরিতার জন্য একটি অথবা দুটি এ্যাম্পুল প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। কপ<sup>®</sup> ২.৫% জেল: শুধুমাত্র ব্যথায়জ্ঞ স্থান সম্মুখে হ্রানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী। এটি বিভিন্ন ধরনের আঘাতজনিত এবং ব্যথায় সংলগ্ন মাত্রার চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিশুদের জন্য কপ<sup>®</sup> নির্দেশিত নয়।

**সর্তকর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত রোগী কিটোপ্রোফেনের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে কপ<sup>®</sup> ব্যবহার করা যাবে না। এসপিরিন বা অন্য কোন নন-স্টেরয়েডোল প্রদাহরোধী ওষুধ গ্রহণের ফলে যেসমস্ত রোগীর হাঁপানী বা অন্য কোন এলার্জি জনিত জটিলতা বৃদ্ধির পূর্ব ইতিহাস আছে তাদেরকে কিটোপ্রোফেন দেয়া যাবে না। কিটোপ্রোফেনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকর্তা অবলম্বন করা উচিত, কারণ এক্ষেত্রে আন্ত্রিক জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিটোপ্রোফেনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ক্ষেত্রে রোগীর লিভার বা ঘৃতের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে বদহজম, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, বুকজ্বালা ও পেটের গোলমাল। স্বায়ুবিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, মাথা বিম ভাব, তন্ত্রাচ্ছন্নতা, নিদাহীনতা ইত্যাদি। অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে দৃষ্টি সমস্যা, রেচনতন্ত্রের জটিলতা ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** রক্তজমাটরোগী ওষুধ কিংবা খ্রোমোলাইটিক ওষুধ, হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, স্যালিসাইলেট ও মিথোট্রেক্সেট।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। স্তন্যদানকারী মহিলাদের গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

### সরবরাহ :

কপ<sup>®</sup> ৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। কপ<sup>®</sup> আই এম ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি। কপ<sup>®</sup> ২.৫% জেল : ২০ গ্রাম। কপ<sup>®</sup> ১০০ এস আর ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। কপ<sup>®</sup> ২০০ এস আর ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি।

## L

### ল্যানসো<sup>®</sup>

### Lanso<sup>®</sup>

**উপাদান :** ল্যানসোপ্রাজোল ১৫ এবং ৩০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ক্ষয়কারী ইসোফ্যাগাইটিস, জলিঙ্গার-এলিসন সিন্ড্রোম এবং এইচ. পাইলোরি নির্মূল করতে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ৩০ মি.গ্রা.। রক্ষণমাত্রা হিসাবে ১৫ মি.গ্রা. ব্যবহৃত হয়।

**সর্তকর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু এবং অস্থায়ী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিপাকতন্ত্রে স্বাভাবিক অবস্থার বিষ্ণ ঘটা, মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, অসুস্থিতা, মুখ বা গলার শুক্রতা অথবা অস্ত স্বাদযুক্ত অনুভূতি ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সাথে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় পরিহার করা উচিত।

### সরবরাহ :

ল্যানসো<sup>®</sup> ১৫ ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। ল্যানসো<sup>®</sup> ৩০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

### ল্যাক্সিল<sup>®</sup>

### Laxyl<sup>®</sup>

**উপাদান :** ব্রামাজিপাম ৩ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** উদ্বেগ এবং উদ্বেগজনিত অসুখ যেমন-

আবেগজনিত ডিস্টার্বেস, ফাংশনাল ডিস্টার্বেস অব কার্ডিওভাসকুলার এবং রেসপিরেটরী সিস্টেম, ফাংশনাল ডিস্টার্বেস ইন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেম, ফাংশনাল ডিস্টার্বেস অব জেনিটেইউরিনারী সিস্টেম এবং সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৩ মি.গ্রা. থেকে ১৮ মি.গ্রা. মাত্রা (বিভাজিত করে) প্রতিদিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ক্রনিক পালমোনারী ইনসাফিসিয়েসি, ক্রনিক রেনাল ও যকৃতের রোগ এর ক্ষেত্রে মাত্রা কমাতে হতে পারে। বেনজোডায়াজেপিনের প্রতি সংবেদনশীলতায়, মারাত্মক শ্বাসকষ্ট, ফোরিক এবং অবসেশনাল স্টেট, অ্রনিক সাইকোসিস এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন-ঘৃম ঘৃম ভাব, নিদ্রা, ভারসাম্য লোপ এবং এটারিয়া ইত্যাদি।

গৰ্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গৰ্ভবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। মাত্রুদুর্ধানকালে সম্ভব হলে ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

সরবরাহ :

ল্যাঞ্জিল® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

**লিব্যাক™**

**Lebac™**

উপাদান : সেক্সাইডিন ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পার্টডার ফর সাসপেনশন এবং ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট পার্টডার ফর সাসপেনশন।

নির্দেশনা : ফ্যারিংস-এর প্রদাহ, সাইনাস সমূহের প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, টেনসিলের প্রদাহ, লেরিঙগো-ট্রাকিয়ো-ব্রাকাইটিস, তৈব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রাকাই-এর প্রদাহ, লোবার এবং ব্রাকনিউমোনিয়া, মূত্রথলির প্রদাহ, মূত্রানালীর প্রদাহ, পায়েলোনেফ্রাইটিস, কেঁড়া, সেলুলাইটিস, ফিউরানকুলোসিস, ইমপেটিগো, ব্যাকটেরিয়া জনিত ডিসেন্টারি, অঙ্গের প্রদাহ, পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ, অঙ্গোপচার পরবর্তী সংক্রমণ প্রতিরোধ।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : মুখে সেব্য : দৈনিক ১-২ গ্রাম, ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায়। ইঞ্জেকশন : দিনে

২-৪ টি সমবিভক্ত মাত্রায় মাংস পেশীতে অথবা শিরা পথে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : সেফালোপ্সোরিন ছাপের এন্টিবায়োটিক-এর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের এটা দেয়া উচিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া এবং পেটে অ্যাস্টিবোধ। এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ত্বকে ফুসকুড়ি, আর্টিকেরিয়া, ইয়োসিনোফিলিয়া, এনজিওইডিমা এবং এ্যানাফাই-লেক্সিস। এছাড়া লিভার এনজাইমের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিউট্রোপেনিয়া দেখা দিতে পারে। চিকিৎসার পরে অসংবেদনশীল জীবাণু বিশেষতঃ ক্যান্ডিডা দ্বারা পুঁঁচসংক্রমণ হতে পারে। স্যুডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস হওয়ার সম্ভবনা ও থাকে।

গৰ্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : সঠিক প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে গৰ্ভবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ : লিব্যাক™ ২৫০ ক্যাপসুল : ১৮ টি। লিব্যাক™ ৫০০ ক্যাপসুল : ৩০ টি। লিব্যাক™ পার্টডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পার্টডার। লিব্যাক™ ফোর্ট পার্টডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পার্টডার। লিব্যাক™ ৫০০ ইঞ্জেকশন : ১টি (১ টি ভায়াল + ১ টি ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইনজেকশন বিপি এর এ্যাম্পুল)। লিব্যাক™ ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন : ১টি (১ টি ভায়াল + ১ টি ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইনজেকশন বিপি এর এ্যাম্পুল + ১টি ১০ মি.লি. ডিসপোজেবল সিরিঝ)। লিব্যাক™ পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি. ড্রপস্ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুকনো পার্টডার।

**লেরোজেল®**

**Lerozol®**

উপাদান : লেট্রোজেল ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর পজেটিভ স্তনের ক্যাসার, মহিলাদের ওভুলেশনজনিত বক্ষাত্তে ওভুলেশন ইনডাকসনে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি : স্তন ক্যাসার : ১টি ট্যাবলেট দিনে একবার করে। ওভুলেশন ইনডাকসন : প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট মাসিকের ৩য় দিন থেকে শুরু করে ৭ম দিন পর্যন্ত।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
অতিসংবেদনশীলতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রেগন্যাসি  
ক্যাটাগরি-ডি।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : হাত-পা জ্বালাপোড়া, ওজন বৃদ্ধি,  
বমি বমি ভাব, রক্তস্নাব।

সরবরাহ :

লেরোজেল® ট্যাবলেট : ১ X ৫ টি।

**লিডো™**

**Lido™**

উপাদান:লিডো™ স্প্রে: প্রতি স্প্রে সরবরাহ করে  
লিডোকেইন বিপি ১০ মি.গ্রা.।

ব্যবহার: টপিক্যাল চেতনানাশকারী হিসেবে লিডো™  
(লিডোকেইন) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

নাক, কান ও গলার ছেট ছেট অঙ্গোপচারের সময়  
ব্যাথারোধক হিসেবে।

দাঁতের চিকিৎসার সময় ব্যথা বা অস্পষ্ট প্রতিরোধে  
(যেমন- ইঞ্জেক্শন দেবার আগে) কেন্দ্রীয়  
চেতনানাশের সময় কাশি প্রতিরোধ করতে

বাচ্চা প্রসবের চূড়ান্ত ধাপে পেরিনিয়ামের কাটা ও  
সেলাইয়ের পূর্বে ব্যথা রোধ করতে

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রতি স্প্রে ১০ মি.গ্রা.  
লিডোকেইন সরবরাহ করে। সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে ২০  
স্প্রে (২০০ মি.গ্রা.)

দাঁতের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ১-৫ স্প্রে। মুখের  
প্রতি কোয়ার্টারে ২টি করে স্প্রে দিতে হবে। ৩০ মি.  
সময়ের সর্বোচ্চ ৩টি স্প্রে দেয়া যাবে।

সাইনাসের চিকিৎসায় ৩টি স্প্রে ব্যবহৃত হয়।

গলা ও বায়ুনালীর ক্ষেত্রে ২০ স্প্রে পর্যন্ত প্রয়োজন  
হতে পারে।

বাচ্চা প্রসবের সময় ২০ স্প্রে পর্যন্ত প্রয়োজন হতে  
পারে।

৩-১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডোজ কমাতে  
হবে। ৩ বৎসরের ছেট শিশুদের ক্ষেত্রে লিডোকেইন  
স্প্রে নির্দেশিত নয়।

মাত্রাবিক্র্যাতা: মাথা হালকা বোধ হওয়া, তদুচ্ছন্নতা,  
মাথা ঘোরা, বাপসা দৃষ্টি। ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রাবিক্র্যার সময়  
শরীর কাঁপা, সিজার বা অচেতন হওয়ার ঘটনা ঘটতে  
পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: তুকের চুলকানি, ঘৰ্মুনি, শ্বাস-প্রশ্বাসে  
কষ্ট, বুকে ব্যথা, মারাত্বক চুলকানি, বেশি ঘাম হওয়া  
এবং অনুভ্বতিহীনতা।

প্রতিনিদেশনা: যেসব রোগীদের মাইঅ্যাসথেনিয়া  
থেভিস, মৃগীরোগ, ক্রটিপূর্ণ হৃদপিণ্ড বা যকৃতের ক্ষয়  
হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিদেশিত।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: এ সম্পর্কে কোন  
গবেষণা করা হয়নি। চিকিৎসকের নির্দেশমত গর্ভবতী  
মহিলাদের দেয়া যাবে। মাত্দুফ্রে লিডোকেইন সামান্য  
নিঃস্ত হতে পারে, তবে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

সরবরাহ: লিডো™ স্প্রে: প্রতি বারে আছে একটি  
কাঁচের বোতল। প্রতি বোতলে আছে ৩০ মি.লি.  
সলিউশন (৩০০ স্প্রে)।

**লেভোকার®**

**Levocar®**

উপাদান : লেভোকারনিটিন ৩৩০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট ও  
৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সলিউশন।

নির্দেশনা : ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম, হৃদরোগ,  
কলজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর, কিডনি ডিজিজ, রক্তে  
উচ্চ কলেন্টেরল মাত্রা, ইন্টারমিটেন্ট কডিকেশন,  
স্থূলি উচ্চতা এবং মেমরী ইমপেয়ারমেন্ট, ডেন সিন্ড্রোম,  
পুরুষের বন্ধ্যাত্ম এবং হাইপার-থাইরাডিজিম।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : লেভোকার® ট্যাবলেট: প্রাপ্ত  
ব্যক্ত: দুইটি ৩৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুই বা  
তিনবার। ক্লিনিক্যাল রেসপন্সের উপর সঠিক মাত্রা  
নির্ভরশীল।

লেভোকার® সলিউশন : প্রাপ্ত ব্যক্ত : দিনে ১০ থেকে  
৩০ মি.লি. বিভক্ত মাত্রায়। উচ্চ মাত্রাপ্রয়োগের সময়  
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রারম্ভিক মাত্রা  
১০ মি.গ্রা. থেকে সহজেমতা এবং কার্যকারিতার  
উপর নির্ভর করে মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে হবে।

নবজাতক ও শিশু : ৫০ থেকে ১০০ মি.লি./কেজি/  
দিন। প্রারম্ভিক মাত্রা ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন থেকে  
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ৩০ মি.গ্রা./কেজি/দিন দেয়া  
যেতে পারে। উচ্চমাত্রা সাবধানতা সহকারে ব্যবহার  
করতে হবে।

লেভোকার® সলিউশন পানীয়ের বা তরল খাবারের  
সাথে মিশিয়ে কিংবা কোন কিছু ছাড়া এহণ করা যাবে।

মাত্রা সারাদিনে সুষমভাবে বিভক্ত মাত্রায় এহণ করতে  
হবে এবং খাবারের সাথে কিংবা খাবারের পরে সেবন

করা উচ্চম ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : কিডনী-অসমকার্যকরী রোগীদের ক্ষেত্রে মুখে সেব্য লেভোকারনিটিনের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা মূল্যায়িত হয়নি । যে সকল রোগীদের কিডনীর তীব্র অসমকার্যকারিতা থাকে অথবা ইএসআরডি রোগী যারা ডায়ালাইসিস এর উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে শরীরে বেশি মাত্রায় মুখে সেব্য লেভোকারনিটিনের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে বিষাক্ত মেটাবোলাইট যেমন ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন (টিএমএ) এবং ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন-এন-অক্সাইড (টিএমএও) জমা হতে পারে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণতঃ লেভোকারনিটিন সুসহিতীয় । তথাপি কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন ক্ষনহায়ী বমি বমি ভাব বা বমি, অ্যাবডেমিনাল ক্রাম্পস এবং ডায়ারিয়া হতে পারে ।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকারী মায়েদের উপর তেমন কোন পরীক্ষা হয়নি । কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন হলেই গর্ভবত্তায় এটি ব্যবহার করা উচিত । স্তন্যদানকারী মায়েদের শিশুকে বুকের দুধ দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত অথ বা লেভোকারনিটিন সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত ।

**সরবরাহ :**

লেভোকার® ট্যাবলেট: ৫ X ৬ টি ।

লেভোকার® সলিউশন: ১০০ মি.লি. ।

**লেভোস্টার™**

**Levostar™**

**উপাদান :** লিভোসালবিউটামল ১ মি.গ্রা. ও ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ ।

**নির্দেশনা :** রিভার্সিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে এমন- প্রাণ্তবয়ক্ষ ও ৬ বছরের বা তদুর্ধৰ্মো শিশুদের এক্সোস্পার্জম-এর চিকিৎসায় অথবা প্রতিরোধে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট- প্রাণ্তবয়ক্ষ ও যাদের বয়স ১২ বছরের উর্দ্ধে: ১-২ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার । শিশু (৬-১১ বছর)- ১ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার । সিরাপ- প্রাণ্তবয়ক্ষ: ৫-১০ মি.লি. দিনে ৩ বার । শিশু (৬-১১ বছর): ৫ মি.লি. দিনে ৩ বার ।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া :** হাইপোক্যালেমিয়া, হাদ্দস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, মাংসপেশীর সূক্ষ্ম কাঁপুনী, মাংসপেশীর খিঁচুনী,

বমি ভাব, বমি, বুক জ্বালাপোড়া বা পেটের উপরিভাগে ব্যথা, ডায়ারিয়া, স্মায়বিক দূর্বলতা, মাথা ব্যথা, মাথা বিষ বিম ভাব, অবসাদ এবং ঘুম ঘুম ভাব ।

**প্রতি নির্দেশনা :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা ।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** সিমপ্যাথোমিমেটিক এবংকোডাইন্টেরস অথবা ইপিনেফ্রিন ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রত্যাশিত সুফলের মাত্রা, ঝঁকের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশী প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলেই কেবল গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা উচিত । স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত ।

**সরবরাহ :**

লেভোস্টার™ ১ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি । লেভোস্টার™ ২ ট্যাবলেট: ৫ X ১০ টি । লেভোস্টার™ সিরাপ: ৫০ মি.লি. ও ১০০ মি.লি. ।

## লেভোস্টার™ ইনহেলার Levostar™ Inhaler

**উপাদান :** লিভোসালবিউটামল ৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ ইনহেলার ।

**নির্দেশনা :** রিভার্সিবল অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে এমন- প্রাণ্তবয়ক্ষ ও ৪ বছর বা তদুর্ধৰ্মো শিশুদের এক্সোস্পার্জম-এর চিকিৎসায় অথবা প্রতিরোধে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্তবয়ক্ষ ও শিশুদের (৪ বছরের উর্দ্ধে) ক্ষেত্রে: ১ অথবা ২ পাফ করে দৈনিক ৩-৪ বার (চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী) ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** শরীরে পটাসিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়া, হাদ্দস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, মাংসপেশীর সূক্ষ্ম কাঁপুনি ইত্যাদি ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ঝঁকের প্রতি ঝুঁকির সাথে সম্ভাব্য লাভের বিষয়টি যাচাই করে এই ওষুধ গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা উচিত । স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত ।

**সরবরাহ :**

লেভোস্টার™ ইনহেলার: ২০০ পাফস ।

লিপিরেড™

Lipired™

**উপাদান :** ফেনোফাইব্রেট ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ও ১৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** ফ্রেডরিকসন টাইপ IIa, IIb, III, IV এবং V হাইপারলিপিডিমিয়া রোগীর চিকিৎসায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রয়োগ করা হয় ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিবি :** ১টি ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল বা ১ টি ১৬০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে একবার ।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যকৃতের এবং বৃক্কের তীব্র অকার্যকারিতা, প্রাথমিক বিলিয়ারি সিরোসিস এবং যেসব রোগীর লিভার ফাংশন সর্বদা অজানা কারণে অস্বাভাবিক, আগে থেকে ছিল এমন পিণ্ডত্বলির অসুখ এবং যারা ফেনোফাইব্রেটের প্রতি অতিসংবেদনশীল ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** হেপাটাইটিস, পিণ্ডত্বলির পাথর, গিংগিউলির প্রদাহ, যকৃতের বৃদ্ধি, মাংসপেশীর ব্যথা, মাংসপেশীর দুর্বলতা, র্যাবডোমায়োলাইসিস, আলোক সংবেদনশীলতা, একজিমা, পেরিফেরাল ইডিমা, এনজিনা, বুক ঘড়ফড়, নাড়ির গতি বৃদ্ধি এবং মাইগ্রেন ।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ওরাল এন্টিকোয়াঙ্গলেন্ট এবং সাইকোস্পোরিন ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** যদি গর্ভস্থ সন্তানের ঝুঁকির চেয়ে উপকার বেশী হয় তবে সতর্কতার সাথে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে । নার্সিং মায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না ।

**সরবরাহ :**

লিপিরেড™ ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি ।

লিপিরেড™ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি ।

## লিভওয়েল®

## Livwel®

**উপাদান:প্রতি ৫ মি.লি (এক চা চামচ) সিরাপে আছে লিভওয়েল সিরাপ-এ আছে-**

ভিটামিন এ (রেটিনল পালমিটেট) ৪২৫ আই.ইউ., ভিটামিন এ (বিটা কেরোটিন) ৪২৫ আই.ইউ., ভিটামিন সি ৬৭.৫০ মি.গ্রা., ভিটামিন ডি৩ ১৩৭.৫০ আই.ইউ. ভিটামিন ই ১০ আই.ইউ., ভিটামিন বি১ ১ মি.গ্রা. রিবোফ্লেবিন মি.গ্রা., নিয়াসিন ৫ মি.গ্রা., ভিটামিন বি ৬ ২০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড

৬৭.৫০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন১২ ৩ মাইক্রোগ্রাম, বায়োটিন ৩২.৫০ মাইক্রোগ্রাম, প্যানটোথেনিক এসিড ৩.৫০ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ২৭.৫০ মি.গ্রা., আয়োডিন ২৫ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৭.৫ মি.গ্রা., জিঙ্ক ২.৫০ মি.গ্রা., সেলেনিয়াম ১৭.৫০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাঞ্চিজ ০.৭৫ মি.গ্রা., ক্রোমিয়াম ৩.৫০ মাইক্রোগ্রাম, পটাসিয়াম ৭ মি.গ্রা., প্যারা-অ্যামিনো বেনজায়িক এসিড ০.৫০ মি.গ্রা., ইনোসিটিল ১০ মি.গ্রা., কোলিন ৪.১১৪ মি.গ্রা.

**নির্দেশনা:** লিভওয়েল সিরাপ ভিটামিন ও মিনারেলের ঘাস্টত্বপূরণে নিল্লোক্তদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত:-  
প্রাণ্ডবয়ক্ষ ব্যক্তি (যারা নিয়মিত সূষ্ম খাদ্য গ্রহণ করেন না বা ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল গ্রহণ করতে পারে না বা তাদের শরীরের জন্য সহনীয় নয়) ।

সকল বয়সের শিশু ।

**সেবনবিধি ও মাত্রা:**

বয়স্কদের জন্য : ৩-৪ চা চামচ প্রতিদিন

৮-১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ২-৩ চা-চামচ প্রতিদিন

১-৮ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ১-২ চা-চামচ প্রতিদিন

১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ১ চা-চামচ প্রতিদিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে ব্যবহার্য ।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ডাঙ্কারের পরামর্শ ব্যতীত মাত্রাধিক অথবা দীর্ঘ দিন এই ওষুধটি গ্রহণ করা উচিত নয় । এই ওষুধটির সক্রিয় উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ মাত্রায় সহনীয় ।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** এই সম্পর্কিত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি ।

**সরবরাহ:** লিভওয়েল® সিরাপ ১০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক কাপ । লিভওয়েল® সিরাপ ২০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক কাপ ।

## লোকুলার® চোখের ড্রপস

## Locular® Eye Drops

**উপাদান :** ব্রিমোনিডিন টারট্রেট ০.২% চোখের ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** ওপেন-এ্যাংগেল গ্লুকোমা, অকুলার হাইপারটেনশন।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত চোখে এক ফেঁটা করে দিনে ৩ বার ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ব্রিমোনিডিন টারট্রেটের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা এবং মনো-এমাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর গ্রহণকারী মোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মুখে শুক্তা, অকুলার হাইপাইরেমিয়া, জ্বরুনী এবং শূল ফোটা, মাথা ব্যথা, চোখের ঝাপসা হওয়া, বহিঃস্থ কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবার অনুভূতি, অবসাদ/তদ্রাচ্ছন্নভাব, চোখের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, আলোক সংবেদনশীলতা, চোখের পাতার ইরাইথেমা, চোখে অস্ত্রি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** বিটা ব্রকার, উচ্চ রক্তচাপ রোধী ও ষুধসমূহ, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড এবং ট্রাইসাইক্লিক এস্টিডিপ্রেসেন্টস্।

**গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ভঙ্গের শক্তি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলেই কেবল মাত্র গর্ভবত্ত্বাত্মক ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

লোকুলার® চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি।।

**লোরাসেফ®**

**Loracef®**

**উপাদান :** সেফাক্লোর ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** নিউমোনিয়া, ব্রক্ষইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, টেনসিল এবং সাইনাস-এর প্রদাহ, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, ত্বক ও কোমল কোষকলার সংক্রমণসমূহ এবং মূত্রনালীর সংক্রমণসমূহ, যেমন - পায়েলোনেক্রাইটিস্ এবং সিসটাইটিস্।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাঞ্চবয়ক্ষদের জন্য: ২৫০ মি.গ্রা. করে প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর। শিশু : ২০ মি.গ্রা./কেজি দিনে বিভক্ত মাত্রায় প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা। মুক্তে গুরুতর গোলমোগ এর ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব এবং বমি, ইরাপশন, প্রসরিটিস, আর্টিকারিয়া, ইয়েসিনোফিলিয়া, থ্রোসাইটোপেনিয়া, সামান্য লিফোসাইটোসিস এবং লিউকোপেনিয়া, সামান্য হেপটাইটিস, কখনো কখনো কোলেস্ট্যাটিক জিসিস এবং এ এস টি, এ এল টি ও এলকালাইন ফসফেট-এর মাত্রার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে। রিভারসিবল নেক্রাইটিস্, কখনো কখনো অতিক্রিয়া, নার্তাসেনেস, কনফিউশন, হাইপারটেনশিয়া, ডিজিনেস, হ্যালুসিনেশন এবং সোম্নোলেস হতে দেখা গেছে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এমাইনোগ্লাইকোসাইড

এস্টিবায়োটিক, যেমন জেন্টামাইসিন এবং ট্রেন্মাইসিন সৃষ্ট নেক্রাইটিসিটি সেফালোস্পেন্সারিন দ্বারা বেড়ে যেতে পারে।

**গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্ত্বাত্মক এবং স্তন্যদানকালে ওষুধটির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :** লোরাসেফ® ৫০০ ক্যাপসুল : ৬ টি। লোরাসেফ® পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুক্ষ পাউডার। লোরাসেফ® পেডিয়াট্রিক ড্রপস্ : ১৫ মি.লি. ড্রপস্ তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুক্ষ পাউডার।

**লোরাটিন®**

**Loratin®**

**উপাদান :** লোরাটাইডিন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১০ মি.গ্রা. ওরালী ডিসপারসিবল ট্যাবলেট এবং ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** এলার্জিক রাইনাইটিস, (সিজনাল এবং পেরিনিয়াল) ক্রনিক আর্টিকেরিয়া (চর্ম এলার্জি সহ)।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বয়স্ক এবং ৬ বৎসরের বেশী বয়সের শিশুদের জন্য: একটি লোরাটিন® ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা একটি লোরাটিন® ফাস্ট ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা দুই চা চামচ (১০ মি.লি.) লোরাটিন® সাসপেনশন প্রতিদিন একবার। ২ থেকে ৫ বৎসরের শিশুদের ক্ষেত্রে: অর্ধেক লোরাটিন® ফাস্ট (৫ মি.গ্রা.) দিনে ১ বার অথবা ১ চা চামচ (৫ মি.গ্রা.) লোরাটিন® সাসপেনশন প্রতিদিন একবার। লোরাটাইডিন ২

বৎসরের নীচে বাচ্চাদের জন্য নির্দেশিত নয়।  
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে  
না : লোরাটাইন এর প্রতি যাদের অতিমাত্রায়  
সংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা  
যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** তন্দুরিজ্জ্বলতা, এন্টি-কলিনার্জিক  
প্রতিক্রিয়া, ক্লাসিক্যোথ, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা,  
ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সিনকোপ দেখা যেতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তী মহিলাদের  
ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়তা না থাকলে লোরাটাইন  
গ্রহণ করা উচিত নয়। লোরাটাইন মায়ের দুধের সাথে  
নিঃস্ত হয়। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ইহা  
নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

লোরাটিন® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। লোরাটিন® ফাস্ট  
ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। লোরাটিন® সাসপেনশন  
: ৬০ মি.লি.।

## লোরাটিন® প্লাস Loratin® Plus

**উপাদান :** লোরাটাইন ১০ মি.গ্রা. এবং স্যুডোএফিড্রিন  
সালফেট ২৪০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** লোরাটিন® প্লাস ট্যাবলেট সিজনাল এবং  
পেরেনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণসমূহ  
প্রশমনে নির্দেশিত। লোরাটিন® প্লাস এ্যালার্জিক  
রাইনাইটিস অথবা উর্দ্ধ শ্বাসনালীর অন্য কোন  
এ্যালার্জিক কারণে নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি,  
চোখ চুলকানো ও পানি পড়া, ন্যাজাল কনজেশন,  
নাক ও গলায় চুলকানো, সাধারণ সর্দির লক্ষণসমূহ  
এবং সাইনোসাইটিসের কারণে সাইনাসের চাপ বৃদ্ধি  
সাময়িকভাবে দূর করে।

সেশন মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছর  
এবং তদুর্ধ বয়সী শিশু : লোরাটিন® প্লাস : ১টি করে  
ট্যাবলেট দিনে ১ বার। ১২ বছরের নীচের বয়সী  
শিশুদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা  
এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এই ট্যাবলেটের যে কোন উপাদানের প্রতি  
অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।  
তীব্র উচ্চরক্তচাপ, মারাত্মক করোনারী ধমনীর রোগে

আক্রান্ত রোগী। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস মেলিটাস,  
ইক্সেমিক হার্ট ডিজিজ, উচ্চ ইন্ট্রোকুলার চাপ,  
হাইপার থাইরয়োডিজিম, রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট অথবা  
প্রস্টেটিক হাইপারট্রিপি। যকৃতের সমস্যা যুক্ত রোগীর  
ক্ষেত্রে এই ওষুধ পরিহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** লোরাটাইন- স্যুডোএফিড্রিন  
সালফেট ট্যাবলেট সাধারণত সুসহযৌর। সাধারণ  
পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব,  
মাথা ঘোরা, নিদাহীনতা, শুষ্ক মুখগহর, সুম-স্বম  
ভাব, নার্তসমেস, কাস্টি, বদ হজম, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা  
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় :  
প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের কোন ট্রেটোজেনিক  
প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র অত্যধিক  
প্রয়োজন মনে হলেই গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা যেতে  
পারে। স্তন্যদানকালে : মাতৃদুষ্ফে এই কথাইন্ড ড্রাগ  
নিঃস্ত হয় কিনা তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তনুপরি  
স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা  
হয়েছে।

**সরবরাহ :**

লোরাটিন® প্লাস ট্যাবলেট : ৫ X ১০টি।

**লুবটিয়ার® চোখের ড্রপ্স**

**Lubtear® EyeDrops**

**উপাদান :** ডেক্সট্রাইল ৭০ ইউএসপি ০.১% এবং  
হাইপ্রোমেলোজ ইউএসপি ০.৩% জীবাণুমুক্ত দ্রবণ  
**নির্দেশনা :** লুব্রিকেন্ট এবং কৃত্রিম চোখের পানি হিসেবে,  
প্রদাহজনিত চোখের সমস্যায়, চোখে পানির অভাব  
বা মিউকাস নিঃসরণে। লুব্রিয়ার চোখের ড্রপ্স  
কেরাটোকনজাংকটিভাইটিস জনিত শুক্তার রোগীদের  
কর্ণিয়ার ক্ষতি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের  
শুক্তার জন্য জ্বালায়ন্ত্রণা এবং অন্যান্য প্রদাহের  
বিরুদ্ধে রক্ষাকারক হিসেবে সাময়িক উপশমের জন্য  
ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ড বয়স্ক, শিশু এবং বয়স্কদের  
ক্ষেত্রে:

এক বা দুই ড্রপ্স দিনে তিনবার নির্দেশনা অনুযায়ী বা  
প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

**প্রতিনির্দেশনা :** বেনজালকোনিয়াম ক্লোরাইড বিপি  
উপস্থিতির কারনে কষ্টাট্ট লেস ব্যবহারকারীদের

ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা:** যদি চোখের জ্বালাপোড়া ভাব থাকে বা অবস্থার উন্মত্তি না হয়, তবে ডাঙ্কারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এ ওষুধ ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। যদি পরিলক্ষিত হয় তাহলে ডাঙ্কারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ:** লুটিয়ার<sup>®</sup> চোখের ড্রপস্স: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ১০ মি.লি. ডেঙ্গুট্রান ৭০ ইউএসপি এবং হাইওমেলোজ ইউএসপি এর জীবাণু মুক্ত দ্রবণ।

**লুমাস্ট<sup>TM</sup>**

**Lumast<sup>TM</sup>**

**উপাদান:** প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে রফ্যুমিলাস্ট আইএনএন ৫০০ মাইক্রোগ্রাম।

**নির্দেশনা:** শ্বাসনালীর প্রসারকের সাথে সহযোগী ওষুধ হিসেবে।

**প্রাণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে:** দীর্ঘদিন যাবৎ ফুসফুসের তীব্র প্রতিবন্ধককারী রোগ এবং এর সাথে ফুসফুসের প্রদাহ থাকলে মেনটানেস খেয়াপী হিসেবে কার্যকরী।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** দৈনিক ১টি ট্যাবলেট (৫০০ মাইক্রোগ্রাম); খাবারের সাথে কিংবা আগে বা পরে সেবন করা যেতে পারে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: রফ্যুমিলাস্ট বা ওষুধটির অন্যকোন উপাদানের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হলে। মাঝারী থেকে তীব্র ঘৃঢ়তের সমস্যা থাকলে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** রফ্যুমিলাস্টের মেটালিভেজমের ধরনের জন্য এর সাথে শক্তিশালী CYP450 এর প্রভাবকারী ওষুধ (রিফামপিসিন, ফেনোবারিটিল, কারবামাজিপাইন, ফিলাইটিন) নির্দেশিত নয়।

**রফ্যুমিলাস্ট CYP3A4 প্রতিরোধী কিংবা CYP3A4 এবং CYP1A2 প্রতিরোধী ওষুধের সাথে (ইরাইথ্রোমাইসিন, কিটোকোনাজল, ফুভেরামিন, এনঅ্রাসিন, সিমেথিডিন) একই সময়ে ব্যবহার করলে ইহার সিস্টেমিক মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে**

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

রফ্যুমিলাস্ট জ্বালিন্যস্তকারী ওষুধের সাথে (যার মধ্যে জেস্টুভেন এবং ইথিনাইল এস্ট্রাডিওল রয়েছে) ব্যবহার করলে অধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:**

**সাধারণ:** অবস্থাদ।

**বিপাক ও পুষ্টিগত সমস্যা:** ক্ষুধামদ্বা, ওজন কমা।

**পেশী কঞ্চল ও যোজক কলার সমস্যা:** পিঠে ব্যথা, পেশীর সংকোচন।

**মায়ুরত্বের সমস্যা:** মাথাধোরা, মাথা ব্যথা ও কাঁপুনি।

**মানসিক সমস্যা:** উদ্বিগ্নতা, বিষমতা, নিদ্রাহীনতা।

**মাত্রা ভুলে গেলে:** কোন মাত্রা ভুলে গেলে যত দ্রুত সম্পূর্ণ প্রবর্তী মাত্রা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রবর্তী মাত্রা সেবন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই একই সময়ে দুটি ট্যাবলেট সেবন নির্দেশিত নয়।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যাসী ক্যটাগরী-সি।

**সরবরাহ:** লুমাস্ট<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতি বার্ষে রয়েছে ৩০টি ট্যাবলেট।

**লুমারটেম<sup>®</sup>**

**Lumertam<sup>®</sup>**

**উপাদান :** আরটিমিথার আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং লুমেফেন্ট্রিন আইএনএন ১২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম জনিত ম্যালেরিয়া বা বিভিন্ন ধরনের মিশ্র ম্যালেরিয়া যেখানে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামও দায়ী সে ধরনের ক্ষেত্রে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে জরুরী ভিত্তিতে ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় লুমারটেম<sup>®</sup> নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :**

ম্যালেরিয়া রোগীদের সাধারণত খাদ্য গ্রহনে অনীহা দেখা যায়। তাই লুমারটেম এর সাথে রোগীদের চর্বিজাত বা তরল (যেমন-দুধ) খাবার খাওয়ানো উচিত। ওষুধ খাবার এক ঘন্টার মধ্যে বর্ষি হলে ওষুধটি আবার খাওয়াতে হবে।

লুমারটেম এর কাঞ্চিত ফল পেতে হলে তিনদিনে মোট ৬ বার খেতে হবে।

৩৫ কেজির উর্দ্ধে শিশু এবং প্রাণ বয়স্কদের জন্য: প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ৪টি ট্যাবলেট তারপর

আট ঘন্টা পর আরও ৪টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।  
অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায়  
৪টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ২৪টি  
ট্যাবলেট)

#### ৫-১৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে:

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ১টি ট্যাবলেট তারপর  
আট ঘন্টা পর আরও ১টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।  
অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায়  
১টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ৬টি  
ট্যাবলেট)

#### ১৫-২৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ২টি ট্যাবলেট তারপর  
আটঘন্টা পর আরও ২টি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।  
অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায়  
২টি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ১২টি  
ট্যাবলেট)

#### ২৫-৩৫ কেজি ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে:

প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের সময় ৩টি ট্যাবলেট তারপর  
আটঘন্টা পর আরও তিনটি ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।  
অতঃপর পরবর্তী দুইদিন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায়  
তিনটি করে ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। (মোট ১৮টি  
ট্যাবলেট)

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে; তীব্র ম্যালেরিয়ার যাদের  
ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া :** লুমারটেম® সুসহনীয় এবং পৌর্ণ  
প্রতিক্রিয়ার মাত্রা সাধারণত স্লুট থেকে মাঝারী ধরনের  
হতে পারে।

**বিশেষ সতর্কতা :** লুমারটেম® ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক  
হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া সেবিত্রাল  
ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় প্রথম  
৩ মাসে এটি নির্দেশিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের  
ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। তবে কেবল মাত্র  
যদি সুফল ঝুঁকির তুলনায় বেশী হয় তখনই ওষুধ  
গ্রহণের ২৮ দিনের মধ্যে স্তন্যদান করা যাবে।

#### সরবরাহ :

লুমারটেম® ট্যাবলেট : ৬ X ৪ টি।

## M

### ম্যাগান্টা® প্লাস Maganta® Plus

**উপাদান:** (মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও  
সিমেথিকন ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং  
(মেগালড্রেট ইউএসপি ৪৮০ মি.গ্রা. ও সিমেথিকন  
ইউএসপি ২০ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সাসপেনসন।

**নির্দেশনা:** অস্থাধিক্য, গ্যাস্ট্রিটিস, বুকজ্বলা, বদহজম,  
গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এছাড়া পেট ফাপা,  
পেট ফোলা এবং খাদ্যনালীতে বায়ুজনিত ব্যথারোধে  
নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** ম্যাগান্টা® প্লাস ট্যাবলেট: ১-৪  
টি চুয়ে খাওয়ার ট্যাবলেট, আহারের ২০-৬০ মিনিট  
পরে এবং রাতে শুমানোর আগে অথবা চিকিৎসকের  
পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**ম্যাগান্টা® প্লাস সাসপেনসন:** ২-৪ চা-চামচ, আহারের  
২০-৬০ মিনিট পরে এবং রাতে শুমানোর আগে অথবা  
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**প্রতি নির্দেশনা:** কৃদ্র আন্ত্রিকভাবে, বৃক্ষীয়  
অকার্যকারিতা, এপেন্সিসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ডায়ারিয়া,  
গ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সিমেথিকন এর প্রতি  
অতিসংবেদনশীলতা।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া:** কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া, অন্ত্রে ব্যথা।  
**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যাস্পি  
ক্যাটাগরি-সি, তাই গর্ভবত্তায় প্রয়োজন অনুসারে  
ব্যবহার করতে হবে। দীর্ঘদিন উচ্চ মাত্রায় সেবন  
পরিহার করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে যথাযথ রোগ  
নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত ৬ বছরের কম বয়সের  
শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

#### সরবরাহ:

**ম্যাগান্টা® প্লাস ট্যাবলেট:** প্রতিটি বাল্কে আছে  
১০০ টি চুয়ে খাওয়ার ট্যাবলেট। **ম্যাগান্টা® প্লাস**  
সাসপেনসন: প্রতিটি পেট বোতলে আছে ২০০ মি.লি.  
সাসপেনসন।

### ম্যালাসাইড®

### Malacide®

**উপাদান :** সালফাড়েক্সিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পাইরিমিথ মিন ২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ম্যালেরিয়া চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্শ বয়স্কদের জন্য : ২-৩ টি ট্যাবলেট একক মাত্রায়। অপ্রাণ্শ বয়স্কদের জন্য : ৮ বছরের মীচে - ১/২ ট্যাবলেট, ৪-৮ বছর পর্যন্ত - ১টি ট্যাবলেট এবং ৯-১৪ বছর পর্যন্ত - ২ টি ট্যাবলেট।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যদের বৃক্ত অকার্যকর, যকৃতের প্যারেনকাইয়া ক্ষতিগ্রস্থ এবং রক্তের ডিস্ক্রিসিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক চিকিৎসা এটা দ্বারা করা যাবে না। কোন মিউকেকিউটেনিয়াস উপসর্গ যদি দেখা দেয় যেমন, ফ্রাইটাস, ইরাইথেমা, ফুসকুড়ি, মাড়ি ও মুখ গহ্বরে ঘা, অথবা ফ্যারিংস এ সংক্রমণ দেখা গেলেই চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কখনো কখনো তৃক এবং পরিপাকতন্ত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফোলেট জাতীয় ওষুধের সঙ্গে সহব্যবহারে ফলিক এসিডের বিপাক বেশ বিপ্লিত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সদ্য প্রস্তুত বাচ্চা ও গর্ভবত্তী মহিলাদের এবং সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। দুর্দানকারী মায়ের জন্য প্রযোজ্য নয়।

**সরবরাহ :**

ম্যালাসাইড® ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

**মেভিন™**

**Mevin™**

**উপাদান:** মেভিন™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে মেবেডেরিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১৩৫ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** অন্ত্রের অবস্থিকর লক্ষণসমূহ হতে পরিপ্রাণের জন্য এবং অন্যান্য অবস্থাসমূহে এর ব্যবহার যেমন- দীর্ঘমেয়াদী যন্ত্রনাদায়ক কোলন, স্প্যাস্টিক কোষ্ঠকাঠিন্য, মলাশয়ের প্রদাহ, পেটের শ্লুবেদেমা, খিল ধরা ও দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রারিত ডায়ারিয়া।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** প্রাণ্শবয়স্ক, বার্ধক্য এবং ১০ বছরের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার। মেবেডেরিন খাওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে

সেবন সবচেয়ে কার্যকরী।

ব্যবহারের কয়েক সপ্তাহ পরে কাঞ্চিত ফলাফল পাওয়া গেলে মাত্রা ধীরে ধীরে কমানো যেতে পারে। কোন মাত্রা বাদ গেলে যত দ্রুত সম্ভব মাত্রাটি সেবন করা উচিত। পরবর্তী মাত্রার সময় হলে বাদ যাওয়া মাত্রাটি পরিহার করতে হবে এবং সেবনবিধি অনুযায়ী নিয়মিত সেবন করতে হবে। কোনভাবেই মাত্রা বিশুল করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা:**

সাধারণত মেবেডেরিন সুসহানীয়। তদুপরি ক্ষিন র্যাশ, আরটিকেরিয়া এবং এনজিওইডিমার মত কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পোরফাইরিয়া অথবা মেবেডেরিন বা অন্য কোন ওষুধের প্রতি এলার্জি থাকলে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**প্রতি নির্দেশনা:** প্রতি নির্দেশনার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রাণীর উপর পরিষ্কার কোন টেরাটোজেনেসিটি দেখা যায়নি। তদুপরি গর্ভবত্তায় ব্যবহারকালে সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নির্দেশিত মাত্রায় মেবেডেরিন মাত্রান্তরে নিঃসীরিত হয় না।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১০ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মেবেডেরিন নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ:** মেভিন™ ট্যাবলেট: প্রতি বার্ষে রয়েছে ৫০টি ট্যাবলেট রিস্টার প্যাকে।

**Maxcef®**

**উপাদান :** সেফোটেক্সিম ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** তৈব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্রুক্সাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া, ব্রাক্সিয়েকটাসিস, ফুসফুসে পানি জমা এবং অগোরেশন পরবর্তী চেন্ট ইনফেকশনস, তৈব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী পায়েলোনেক্সাইটিস, মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং লক্ষণহীন ব্যাকটেরিইটিস, কোষ প্রদাহ, পেরিটোনাইটিস এবং ইনফেকশন জনিত ক্ষতি; অস্টিওমায়োলাইটিস, সেপটিক আর্থাইটিস, গনোরিয়া, মেনিনজাইটিস এবং অন্যান্য সংবেদনশীল সংক্রমণ, যেখানে এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসার ফলে সুফল

পাওয়া যায় এবং প্রতিরোধক চিকিৎসায়, প্রতিরোধক হিসেবে সেফোটেক্সিম দেয়া হলে সার্জারি পরবর্তী সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ডবয়ক : মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১ গ্রাম করে ১২ ঘন্টা অন্তর। তাঁবু সংক্রমণের ক্ষেত্রে মাত্রা দিনে ১২ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যা ৩-৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। শিশু : সাধারণ মাত্রা দৈনিক ১০০-১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন, ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। নবজাতক : নির্দেশিত মাত্রা- ৫০ মি.গ্রা./কেজি ২ থেকে ৪টি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** সংবেদনশীল রোগীদের এটা দেয়া উচিত নয় এবং বৃক্কের অকার্যকারিতায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সেফোটেক্সিম একটি সহনীয় ঔষধ এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ক্যানডিডিয়েসিস, র্যাস, যকুতের ট্রাঙ্গঅ্যামাইনেজ অথবা অ্যালকালাই ফসফেট এর মৃদু বৃদ্ধি এবং ডায়ারিয়া।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্যান্য সেফালোস্পোরিন এবং এমাইনোগ্লাইকোসাইড জাতীয় এন্টিবায়োটিক এর সাথে দিলে নেফ্রোটেক্সিস্টি এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবর্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে ব্যবহার করা উচিত। সেফালোস্পোরিন মাত্তুলুকে নিঃসরিত হয় বলে স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

**ম্যাক্সিফেনেক্সেফেন (সেফোটেক্সিম) ২৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন:** প্রতি বার্ষে আছে ২৫০ মি.গ্রা. সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

**ম্যাক্সিফেনেক্সেফেন (সেফোটেক্সিম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন:** প্রতি বার্ষে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি

এ্যাম্পুল।

**ম্যাক্সিফেনেক্সেফেন (সেফোটেক্সিম) ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন:** প্রতি বার্ষে আছে ১ গ্রাম সেফোটেক্সিম ইউএসপি (সেফোটেক্সিম সোডিয়াম হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

## ম্যাক্সিপাইম®

## Maxpime®

**উপাদান:** সেফিপাইম ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি, ১ গ্রাম আইএম/আইভি এবং ২ গ্রাম আইভি ইঞ্জেকশন।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** প্রাণ্ডবয়ক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা এবং প্রয়োগ পথ নিম্নে দেয়া হলো। শিরাপথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেফিপাইম ৩০ মিনিট ধরে প্রয়োগ করা উচিত।

ইনক্রেকশনের স্থান এবং ধরণ	মাত্রা	ফ্রিকোয়েলি	চিকিৎসাকাল
মাঝারি থেকে তীব্র ধরণের নিউমেনিয়া	১-২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
ফেরাইল নিউপ্রোপিনিক এর রোগী	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭ দিন
মাঝারি থেকে তীব্র সাধারণ এবং জটিল মূরানালীর সংক্রমণ, পাইলোনেক্রাইটিস	০.৫-১ গ্রাম আইএম/ আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭-১০ দিন
তীব্র সাধারণ এবং জটিল মূরানালীর সংক্রমণ, পাইলোনেক্রাইটিস	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
মাঝারি থেকে তীব্র সাধারণ ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণ	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	১০ দিন
জটিল ধরণের ইন্ট্রাএবডমিনাল সংক্রমণ	২ গ্রাম আইভি	প্রতি ১২ ঘন্টায়	৭-১০ দিন

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা (২ মাস থেকে ১৬ বছর):

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করা উচিত নয়। ৪০ কেজি ওজনের শিশুর সাধারণ এবং জটিল মুক্ত নালীর সংক্রমণ (পাইলোনেক্রাইটিস),

সাধারণ ত্বক ও কোমল টিস্যুর সংক্রমণ এবং নিউমনিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ১২ ঘন্টায়, নিট্রোপেনিক রোগীর ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ৮ ঘন্টায় এবং চিকিৎসাকাল উপরের ছকে দেয়া সময় অনুযায়ী।

**ব্যবহার প্রণালী:** ম্যাক্রুপাইম® ৫০০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন: আইএম প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ৫০০ মি.গ্রা. ভায়ালে ১.৫ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ সলিউশন হওয়ার আগ পর্যন্ত খাকাতে থাকুন।

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ৫০০ মি.গ্রা. ভায়ালে ৫ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত খাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধীরে ধীরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

#### ম্যাক্রুপাইম® ১ গ্রাম ইঞ্জেকশন:

আইএম প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম ভায়ালে ৩ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ সলিউশন হওয়ার আগ পর্যন্ত খাকাতে থাকুন।

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম ভায়ালে ১০ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত খাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধীরে ধীরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা (২ মাস থেকে ১৬ বছর):**

শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা বয়সকরের মাত্রা অতিরিক্ত করা উচিত নয়। ৪০ কেজি ওজনের শিশুর সাধারণ এবং জটিল মৃত্যু নালীর সংক্রমণ (পাইলোফ্রেইটিস), সাধারণ ত্বক ও কোমল টিস্যুর সংক্রমণ এবং নিউমনিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ১২ ঘন্টায়, নিট্রোপেনিক রোগীর ক্ষেত্রে ৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন প্রতি ৮ ঘন্টায় এবং চিকিৎসাকাল উপরের ছকে দেয়া সময় অনুযায়ী।

#### ম্যাক্রুপাইম® ২ গ্রাম ইঞ্জেকশন:

আইভি প্রয়োগের ক্ষেত্রে: ২ গ্রাম ভায়ালে ১০ মি.লি. স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন মেশান এবং পাউডার মিশে স্বচ্ছ দ্রবন হওয়ার আগ পর্যন্ত খাকাতে থাকুন। মিশ্রিত সলিউশন ধিরে ধিরে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ধরে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা উচিত।

**প্রতিনির্দেশনা:** ধারা সেফিপাইম অথবা

সেফালোস্পোরিন গ্রহণের এস্টিবায়োটিক, পেনিসিলিন এবং অন্য বেটালেকটাম এস্টিবায়োটিক এর প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এনসেফালোপোথি, মায়োকোনাস এবং সিজার।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** সেফিপাইম এর সাথে উচ্চ মাত্রায় এ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রোগীর বৃক্ষীয় কার্যকারীতা মনিটর করা উচিত কারণ একের বৃক্ষের বিষক্রিয়া (নেফ্রেটোক্লিসিটি) বা অটোটোক্লিসিটি বৃদ্ধি পেতে পারে।

**গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরী বি।

সেফিপাইম অতি অল্প মাত্রায় মাতৃদুধে নিঃস্ত হয় (০.৫ মাইক্রো গ্রাম/মি.লি.) তাই একেরে সর্তর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ:**

ম্যাক্রুপাইম® (সেফিপাইম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ৫০০ মি.গ্রা. সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিস্পোজেবল সিরিজে (৫ মি.লি.) একটি বেবী নিডেল, একটি এলকোহল প্যাত এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যান্ডেজ।

ম্যাক্রুপাইম® (সেফিপাইম) ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ১ গ্রাম সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিস্পোজেবল সিরিজে (১০ মি.লি.) একটি বাটার ফ্লাই নিডেল, একটি এলকোহল প্যাত এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যান্ডেজ।

ম্যাক্রুপাইম® (সেফিপাইম) ২ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি প্যাকে আছে ২ গ্রাম সেফিপাইম, সেফেপাইম হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি হিসাবে এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল। এতে আরো রয়েছে একটি ডিস্পোজেবল সিরিজে (১০ মি.লি.) একটি বাটার ফ্লাই নিডেল, একটি এলকোহল প্যাত এবং একটি ফাষ্ট এইড ব্যান্ডেজ।

## ম্যাক্সেরিন®

## Maxrin®

**উপাদান :** ট্যামসুলেসিন হাইড্রোক্লোরাইড ০.৮ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ।

**নির্দেশনা :** বিনাইন প্রোটেট গ্রষ্টির বৃদ্ধিজনিত (বি পি এইচ) রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১টি ক্যাপসুল দৈনিক একবার একই সময়ে নির্দেশিত ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা, অর্ধেস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের লক্ষণ (মাথা ঘোরা, দুর্বল লাগা) দেখা দিলে এবং মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ষের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ঘোরা, অস্থাভাবিক বীর্ঘ্যস্থলন এবং কদাচিং মাথা ব্যথা, দৌর্বল্য, অবস্থাজনিত লঘু রক্তচাপ, বুক ধড়কড় করা এবং সর্দি, বমি বমি ভাব, বমি এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে । অতিসংবেদনশীলতা যেমন ফুসকুড়ি, চুলকানি, চামড়া লাল হয়ে যেতে পারে । ঘুম ঘুম ভাব, অস্পষ্ট দৃষ্টি, মুখ শুকিয়ে যাওয়া দেখা যেতে পারে । মুর্ছা যাবার ঘটনা, এনজিওইডেমা ও পিয়াপিজম-এর ঘটনা খুবই কম ক্ষেত্রে দেখা যায় ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** সিমেটিডিন এবং ফ্রুসেমাইড ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয় । বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নির্দেশিত নয় ।

**সরবরাহ :**

**ম্যাক্সেরিন® ক্যাপসুল : ৫ X ৮ টি ।**

## মেলকেম®

## Melcam®

**উপাদান :** মেলোক্সিকাম ১৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** আষ্টি-আরথাইটিস, রিউমাটিয়েত আরথাইটিস এবং এনকাইলোজিং স্প্রিভিলাইটিস ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৭.৫-১৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মেলোক্সিকামের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না । এসপিরিন কিংবা অন্য কোন ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ওষুধ ব্যবহার করার ফলে যে

সব রোগীর অ্যাজমা, নাকের পলিপ, এনজিও-নিউরোটিক ইডিমা কিংবা আর্টিকারিয়া দেখা গেছে সে সব রোগীর মেলোক্সিকাম না খাওয়াই উত্তম । পেপটিক আলসার, যকৃ তের তীব্র অকার্যকারিতা, কিডনীর তীব্র অকার্যকারিতা, পরিপাকতত্ত্বের রক্তরণ কিংবা মস্তিষ্কের রক্তরণ বিদ্যমান থাকলে মেলোক্সিকাম ব্যবহার করা যাবে না ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি, বমি বমি ভাব, পেটের ব্যথা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা ডায়ারিয়া দেখা দিতে পারে । আলসার কিংবা পরিপাকতত্ত্বে কদাচিং রক্তরণ দেখা দিতে পারে । কিছু রোগী যারা এসপিরিন ও অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা দেখা দিতে পারে । চিকিৎসার সময় হাতে কিংবা পায়ে পানি জমে যেতে পারে । মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, ঘুম ঘুম ভাব, চুলকানি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ওষুধ, এ্যান্টি-কোয়াঙ্গুল্যান্ট, হেপোরিন, টিকেপিডিন, লিথিয়াম, মিথোক্রেটে এবং ইন্ট্রাইউটেরাইন জন্মনিরোধক ডিভাইস ।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয় । স্তন্যদানরত যায়েদের না দেওয়াই উত্তম ।

**সরবরাহ :**

**মেলকেম® ১৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি ।**

## মেলিক্সেল®

## Melixol®

**উপাদান :** ফ্লুপেন্টিক্সেল ০.৫ মি.গ্রা. এবং মেলিট্রিসিন ১০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** উরেগ এবং বিষম্বাতায় নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সাধারণতঃ ২ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন, সকালে এবং মধ্যাহ্নে ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অর্গানিক সেরিব্রাল লিশন, খিঁচী, ইউরিনারি রিটেনশন, মায়াহেনিয়া, যকৃতের অকার্যকারিতা এবং কর্মক্ষমতায় রক্তসংবহন অসুবিধে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে । আক্রান্তদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ দ্রাহণে আতঙ্গত্বার প্রবণতা দেখা দিতে পারে, যতক্ষণ না বিষম্বাতার উপসর্গের বেশ উন্নতি না হয় । চিকিৎসার সময় যে সব রোগীর আতঙ্গত্বার প্রবণতা আছে তাদের নাগালের মধ্যে বেশী পরিমাণ ওষুধ রাখা উচিত নয় । অন্য নার্ভ

সিডেটিভের মত মারাত্মক নার্ট সিডেটিভ সিন্ড্রোম সৃষ্টি করতে পারে। বিল ক্ষেত্রে একটাপাইরামিডাল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অতি সংবেদনশীলতায় ব্যবহার করা যাবে না। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ডিপ্রেসনে (যেমন এ্যালকোহলের বিষক্রিয়া, বারবিচুরেট এবং আফিমের বিষক্রিয়া) সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, ফিউচেনেমাইটোল ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মাঝেকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পরমুছর্তে, কার্ডিয়াক রুকে অথবা করোনার ইনসাফিসিয়েসীতে ব্যবহার করা যাবে না। একই সঙ্গে মনো এমাইন অস্ত্রিজেড ইনহিটিব ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** নির্দেশিত মাত্রায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে ক্ষনিকের জন্য অস্থিরতা এবং অনিদ্রা দেখা দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় এবং মাতৃদুর্ঘানকালে এ ওষুধ গ্রহণ না করাই ভাল।

**সরবরাহ :** মেলিঙ্গল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৫ × ১০ টি।

## মেনোরাল<sup>®</sup>

## Menoral<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে নরইথিস্টেরন বিপি ৫ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:**

- ডিসফাংশনাল ইউটেরিন ড্রিডিং
- প্রি-মেপ্ট্রিয়াল সিন্ড্রোম
- মাসিকের সময় নির্ধারণ

• এডোমেট্রিয়াম

• মেনোরেজিয়া

**মাত্রা ও ব্যবহারাবিধি:**

১.ডিসফাংশনাল ইউটেরিন ড্রিডিঃ

১টি মেনোরাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট দিনে ৩ বার করে ১০ দিন। চিকিৎসা অবশ্যই ১০ দিন পূর্ণ করতে হবে।

২.প্রি-মেপ্ট্রিয়াল সিন্ড্রোম:

মাসিকের লুটিয়াল সময়ে ১-৩ টি মেনোরাল ট্যাবলেট খেতে হবে।

৩.মাসিকের সময় নির্ধারণ:

মাসিকের সময় মেনোরাল<sup>®</sup> এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। ১টি করে মেনোরাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার। কাঞ্চিত মাসিক শুরু হবার ৩ দিন আগে মেনোরাল খাওয়া শুরু করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ১০-১৪ দিন প্রস্তুত মেনোরাল<sup>®</sup> খাওয়া যেতে পারে। কোনভাবেই

এর থেকে বেশি দিন খাওয়া যাবে না। মেনোরাল<sup>®</sup> বন্ধ করার ২-৩ দিনের ভিত্তির মাসিকের রক্তপাত শুরু হবে।

### ৮.এডো মেট্রোয়াসিস

স্বাভাবিক রজংচেন্টের ১ম থেকে ৫ম দিনের ভিত্তির চিকিৎসা শুরু করতে হবে। প্রথম দিকে ১টি মেনোরাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট দিনে দুইবার করে শুরু করতে হবে, যা পরবর্তীতে ২টি করে ট্যাবলেট পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এ চিকিৎসা ৪-৬ মাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মাসিক এবং ওভুলেশন হবে না। কোনভাবেই মাঝপথে চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না। ওষুধ খাওয়া বন্ধের পর স্বাভাবিক মাসিক শুরু হবে।

### ৫.মেনোরেজিয়া

১-৩টি মেনোরাল ট্যাবলেট মাসিক চক্রের ৫ম থেকে ২৫ তম দিন প্রস্তুত খেতে হবে।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মেনোরাল ব্যবহার করা যাবে না।

- গর্ভকালীন সময়ে
- দুর্ঘানকালীন সময়ে
- থ্রোএয়োলিক সময়ে
- ডায়াবেটিক
- যকৃতের অকার্যকারীতা অথবা যকৃতের পূর্ববর্তী কোন রোগে
- যকৃতের টিউমার
- হরমোনজনিত ক্যাস্টার
- অতিসংবেদনশীলতা

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** প্রতিনির্দেশিত।

**সরবরাহ:** প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ৩০টি মেনোরাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট প্লিস্টা প্যাকে।

## মেরিসন<sup>®</sup>

## Merison<sup>®</sup>

**উপাদান :** বেটাহিস্টিন মেসাইলেট ৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মেনিয়ার্স ডিজিজ, মেনিয়ার্স সিন্ড্রোম, পেরিফেরাল ভার্টিগো ইত্যাদিতে সৃষ্ট মাথা ঘোরা ও মাথা বিষ্ম বিষ্ম ভাবে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-২ টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার

আহারের পরে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
পরিপাকতন্ত্রের আলসারের ইতিহাস অথবা সক্রিয় আলসার, এংকিয়াল এ্যাজুমা, ফিউক্রোমোসাইটোমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, বমি, ত্বকে ফুসকুড়ি ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে প্রত্যাশিত সুফল মেশী বিবেচিত হলেই শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে।

**সরবরাহ :**

মেরিসন® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এর ব্যবহারকে প্রতিনির্দেশিত করে।

সক্রিয় ও নিক্রিয় টিউবারিকিউলোসিস সংক্রমণ, চোখের হারাগিস সিমপেক্স ভাইরাস সংক্রমণ, চিকিৎসাইন সংক্রমণ যা সমস্ত দেহকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত মৃদু যেমন- মাথাব্যথা, ভাইরাল সংক্রমণ, স্বরভঙ্গ, নাসিভঙ্গ এবং কাশ।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে :** গর্ভাবস্থায়: গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণের এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা নেই। অন্যান্য কর্টিকোষ্টেরয়েট এর মত মোমেটাসোন ফিউরয়েট গর্ভাবস্থায় তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন সম্ভাব্য উপকারিতা হ্রণ এর প্রতি সম্ভাব্য ঝুঁকি অপেক্ষা বেশী হয়।

**স্তন্যদানকালে:** মোমেটাসোন ফিউরয়েট মাতৃদুধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা নাই। যেহেতু অন্যান্য কর্টিকোষ্টেরয়েড মাতৃদুধে নিঃসৃত হয়, তাই স্তন্যদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রে মোমেটাসোন ফিউরয়েট মহিলাদের ক্ষেত্রে মোমেটাসোন ফিউরয়েট ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**সরবরাহ:**

মেটাস্প্রে® ন্যাজাল স্প্রে : ১২০ টি স্প্রের উপযোগী মোমেটাসোন ফিউরয়েট এর জলীয় সাসপেনশন।

**মেটাস্প্রে™**

**Metaspray™**

**উপাদান:** মোমেটাসোন ফিউরয়েট। ৫০

মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে, নাসাল স্প্রে।

**নির্দেশনা:** মোমেটাসোন ন্যাজাল স্প্রে ২ বছর বা তদুর্ধৰ বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে সিজনাল ও পেরিনিয়াল অ্যালার্জিজনিত নাসা উপসর্গের প্রতিরোধে নির্দেশিত। এছাড়াও এটি ১৮ বছর বা তদুর্ধৰ রোগীদের ক্ষেত্রে ন্যাজাল পলিপস এর ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** অ্যালার্জিক রাইনাইটিস: থাণ্ড বয়স্ক বা তদুর্ধৰ শিশুদের ক্ষেত্রে সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর ব্যবস্থাপনায় ও প্রতিরোধে প্রতিটি নাসারজ্জে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ১ বার। সিজনাল অ্যালার্জেন দ্বারা সৃষ্টি সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর নাসা উপসর্গ সম্পন্ন ভাত রোগীদের ক্ষেত্রে মেটাস্প্রে® ন্যাজাল স্প্রে পরাগ ঝুঁক শুরু হওয়ার ২ থেকে ৪ সঙ্গাহ পূর্ব থেকে প্রতিরোধক হিসাবে নির্দেশিত। ২ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে সিজনাল ও পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসজনিত নাসা উপসর্গের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি নাসারজ্জে ১টি করে স্প্রে দৈনিক ১ বার।

**ন্যাজাল পলিপস:** ১৮ বছর বয়সী ও তদুর্ধদের ক্ষেত্রে: প্রতিটি নাসারজ্জে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ২ বার। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাসারজ্জে ২টি করে স্প্রে, দৈনিক ১ বার কার্যকরী হয়।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই**

**মেথিকল®**

**Methicol®**

**উপাদান:** মেকোবালামিন ৫০০ মাইক্রোগ্রাম ট্যাবলেট ও ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** যায়ুর বিভিন্ন সমস্যা যেমন, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি ও মেগালো-প্রস্টিক এ্যানিমিয়া।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট : প্রত্যহ ৩ টি ট্যাবলেট ৩ টি বিভিন্ন মাত্রায় মুখে সেব্য। ইঞ্জেকশন:

১ এ্যাম্পুল (আইএম/আইভি) প্রতি সঙ্গাহে ৩ বার।  
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
মেকোবালামিন অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত সুসহচীয়। কদাচিং পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ (যেমন অরংঢি, বমি ভাব ও ডায়ারিয়া) এবং ত্বকে ফুসকুড়ি হতে পারে।

**অন্য শুধুমাত্র সাথে প্রতিক্রিয়া :** বিটা ইন্সুলিন, উচ্চ

রক্তচাপ রোধী ও যুধসমূহ, কার্ডিয়াক গ্রাইকোসাইড এবং ট্রাইসাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসান্টস্ ।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অনুমোদিত নয় ।  
**সুরক্ষাত :**

মেথিকল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৬ × ১০ টি । মেথিকল<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন : ৫ × ১ টি ।

মেক্সলো<sup>®</sup> ৪০০

**Mexlo<sup>®</sup> 400**

**উপাদান :** লোমেফ্রুআসিন ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** নিম্নলিখিত এবং মূত্র নালীর সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় নির্দেশিত । এ ছাড়া ট্রাসইউরেপ্রোল অঙ্গোপচার এর পূর্বে রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ১টি করে ট্যাবলেট, ১০ থেকে ১৪ দিন ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** লোমেফ্রুআসিন অথবা যে কোন কুইনোলোন গ্রাপের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে লোমেফ্রুআসিন ব্যবহার করা উচিত নয় । ১৮ বছরের মীচে শিশুদের এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে লোমেফ্রুআসিন এর নিরাপদ এবং ফলপ্রদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি । প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বামি ভাব, মাথা ব্যথা, আলো সংবেদনশীলতা, মাথায়োরা এবং ডায়ারিয়া ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টাসিড, সুকরালফেট, প্রোবেনেসিড এবং ওয়ারফারিন ।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য নেই । বুকের দুধের সাথে লোমেফ্রুআসিনের নির্গমণ সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি ।

**সুরক্ষাত :**

মেক্সলো<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট : ২ × ১০ টি ।

মেক্সলো<sup>®</sup> চোখের ড্রপস্

**Mexlo<sup>®</sup> Eye Drops**

**উপাদান :** লোমেফ্রুআসিন ০.৩% চোখের ড্রপস্ ।

**নির্দেশনা :** কনজাংটিভার প্রদাহে, বেফারাইটিস, বেফারো-কনজাংটিভাইটিস এ নির্দেশিত ।

স্ট্যাফাইলোকক্স অরিয়াস দ্বারা সৃষ্টি কৰ্ণিয়ার আলসারেও নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিবারে এক ফেঁটা করে দৈনিক ২ বা ৩ বার কনজাংটিভার নীচের স্যাক-এ প্রয়োগ করতে হবে ৭-৯ দিন । চিকিৎসার প্রারম্ভিক পর্বে প্রথম ২০ মিনিটে ৫ ফেঁটা (১ ফেঁটা করে ৫ বার) প্রয়োগ করতে হবে ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি-সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না । দৈর্ঘ্যকালীন চিকিৎসা ছাড়াক সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করতে পারে । চোখের ড্রপস্ ব্যবহারকালীন সময়ে তীব্র সূর্যালোকে অথবা ইউভি-বর্ণালীর সংস্পর্শ উপেক্ষা করা উচিত ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্রয়োগের পর চোখে খুবই মৃদু এবং ক্ষণস্থায়ী জ্বালাপোড়া হতে পারে ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ভারী ধাতু যেমন জিংক সম্প্রিত অফথ্যালমিক প্রিপারেশন, লোমেফ্রুআসিন চোখের ড্রপস্ প্রয়োগের আগে বা পরে ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করা উচিত নয় । ব্যাকটেরিওস্টেটিক অফথ্যালমিক এন্টিবায়োটিক লোমেফ্রুআসিন চোখের ড্রপস্ এর সাথে একসঙ্গে ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সম্ভাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকার বেশি না হলে গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**সুরক্ষাত :**

মেক্সলো<sup>®</sup> চোখের ড্রপস্ : ৫ মি.লি. ।

**মিৱাকফ<sup>®</sup>**

**Mirakof<sup>®</sup>**

**উপাদান :** বিউটামিরেট সাইট্রেট আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট ।

**নির্দেশনা :** মিৱাকফ<sup>®</sup> (বিউটামিরেট সাইট্রেট) শুক কফ (নন-প্রোডাক্টিভ) থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় । সাম্প্রতিক কোন ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য শুক কফ হতে পারে । শুল্য চিকিৎসার আগে ও পরে কফ নিরোধে এবং ব্রাংকোকেপিতেও মিৱাকফ<sup>®</sup>নির্দেশিত ।

**মাত্রা ও সেবন বিধি :** মিৱাকফ<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১-২ বছরের বেশী বয়স্কদের জন্য: প্রতিদিন ১-২টি ট্যাবলেট ।

**বয়স্কদের জন্য :** ২-৩ টি ট্যাবলেট ৮-১২ ঘণ্টার ব্যবহানে ।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** বিউটামিরেট

সাইট্রেট গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাস ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভকালীন বাকি সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু ঝুকের দুধে কার্যকরী উপাদানের নিঃসংশের উপর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সেহেতু ওষুধ ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে অধিকতর বিবেচিত হলে স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রতি-নির্দেশনা:** কার্যকরী উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বিউটামিনেট সাইট্রেট খুবই সহনীয়। কখনও কখনও ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঝাপসাভাব এবং রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মাত্রা কমালে বা ওষুধ সেবন বন্ধ করলে এ সকল প্রতিক্রিয়া দূরীভূত হয়।

**সরবরাহ:**

মিরাকফ® ট্যাবলেট : প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## মাইক্লোফেনাক® Miclofenac®

**উপাদান :** (ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৫০ মি.গ্রা. ও মিসোপ্রোস্টেল ২০০ মাইক্রোগ্রাম)/ট্যাবলেট এবং (ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ৭৫ মি.গ্রা. ও মিসোপ্রোস্টেল ২০০ মাইক্রোগ্রাম)/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** যে সব রোগীর পাকহলী ও অন্তে ব্যথার ওষুধ দ্বারা আলসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে তাদের ক্ষেত্রে অস্টিওঅর্থাইটিস ও রিউমাটয়েড আথ্রাইটিসের ব্যথা নিরাময়ে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** অস্টিওঅর্থাইটিস : ১টি করে মাইক্লোফেনাক® ৫০ ট্যাবলেট দিনে ৩ বার খেতে হবে। যে সব রোগী এই মাত্রা সহ্য করতে পারবেন না তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা হলো ১টি করে মাইক্লোফেনাক® ৫০ অথবা মাইক্লোফেনাক® ৭৫ ট্যাবলেট দিনে ২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সব রোগী ডাইক্লোফেনাক কিংবা মিসোপ্রোস্টেলের প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। এসপিরিন কিংবা অন্যান্য প্রদাত নাশক ব্যবহারের পরে যাদের হাঁপাণী, আর্টিকুলেরিয়া কিংবা অন্য কোন এলার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া এবং

পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপসর্গসমূহ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এসপিরিন, ডিগ্রিন, উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধসমূহ, ওয়ারফারিন, মুখে সেব্য ডায়াবেটিসের ওষুধসমূহ, মেথোড্রিজেট, সাইক্লোস্পোরিন, লিথিয়াম, এন্টসিড, মুক্তবর্ধক ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার করা যাবে না।

**সরবরাহ :**

মাইক্লোফেনাক® ৫০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

মাইক্লোফেনাক® ৭৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## মাইগ্রেনিল®

**Migranil®**

**উপাদান :** পিজোটিফেন ০.৫ ও ১.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মাইগ্রেইন জনিত মাথা ব্যথা এর প্রতিরোধক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ১.৫ মি.গ্রা. করে রাতে শোবার সময় একমাত্রায় অথবা তিনবার বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের ন্যারো এঙ্গেল গুকোমা এবং প্রোস্টেটের অতিবৃদ্ধি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। বৃক্কের অপর্যাপ্ত কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে মাত্রার সমান্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে বিমুলী, মাথা ঘোরা, শুক্র মুখ, বমি বমি ভাব, কেষ্টকাঠিন্য ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এলকোহল, হিপনোটিক্স এবং বিষণ্ণতারোধী ওষুধ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত জরংরী ক্ষেত্রে ব্যতীত নির্দেশিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

মাইগ্রেনিল® ০.৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। মাইগ্রেনিল® ১.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## মনচিন™

**Montene™**

**উপাদান :** মাস্টিলুকাস্ট ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ৫ মি.গ্রা. ও ৪ মি.গ্রা. চুম্বে খাওয়ার ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** সহযোগী থেরাপী হিসাবে এ্যাজমার চিকিৎসায় নির্দেশিত। ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এ্যাজমা এবং সিজাল এলার্জিক রাইনাইটিস জনিত উপসর্গ দূরীকরণের নির্দেশিত এক্সেরসাইজ- ইনডিউসড্ ব্রকোকলস্ট্রিকসন-এর কারণে সৃষ্ট এ্যাজমা প্রতিরোধে মনটিন নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১৫ বছর বয়োপ্রাপ্ত এবং বয়স্ক- ১০ মি.গ্রা. ১ টি ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়। ৬-১৪ বছরের শিশু- ৫ মি.গ্রা. চুম্বে খাওয়ার ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়। ২-৫ বছরের শিশু- ৪ মি.গ্রা. চুম্বে খাওয়ার ট্যাবলেট প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

**প্রতি নির্দেশনা :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পর্যাপ্তিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, ফুসকুড়ি, বদহজম, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, পেটে ব্যথা, লিভার ট্রাপঅ্যামাইনেজ এর বৃদ্ধি, ডায়ারিয়া, সাইনুসাইটিস, মধ্যকর্ণের প্রদাহ ইত্যাদি।

**সতর্কতা :** স্টেটাস এ্যাজমাটিকাসে নির্দেশিত নয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এসপিরিন-এর প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে মাস্টিলুকাস্ট গ্রহণকালীন সময়ে এসপিরিন বা নন-স্টেরয়ডাল এ্যাটি-ইনফ্লামেটর ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

**গভীরস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি ক্যাটগরি বি। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে মাস্টিলুকাস্ট থেরাপী শুরু করার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :**

মনটিন<sup>TM</sup> ১০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। মনটিন<sup>TM</sup> ৫ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। মনটিন<sup>TM</sup> ৪ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

**মোটিফাস্ট®**

**Motifast®**

**উপাদান :** ডমপেরিডোন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ডিসপেপটিক সিম্পটম কমপেক্স : পেটের উপরের ভাগে ফাঁপা বোধ ও ব্যথা, পেট ফাঁপা, অল্প খাদ্যে তুষ্টি, বুকজ্বলা, আলসারবিহীন অজীর্ণ রোগ। ফাখ্শনাল, জৈবিক, সংক্রমণজনিত, খাদ্যাভাস, ওষুধ সেবন অথবা মাইক্রোবায়োজন হতে উদ্ভৃত তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমির প্রতিরোধ ও লক্ষণাদির উপশয়ে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাগ্নেশ্বরক্ষ : ১-২ টি ট্যাবলেট

অথবা ১০-২০ মি.লি. সাসপেনশন, প্রতি ৪-৮ ঘন্টা অত্তর খাদ্য গ্রহণের পূর্বে। শিশু : শরীরের ওজন অনুসারে ০.২ - ০.৪ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৪-৮ ঘন্টা

ফাঁপা, অল্প খাদ্যে তুষ্টি, বমি বমি ভাব এবং বমি, পাকস্থলী হতে খাদ্য উপরে উঠে আসাসহ বুকজ্বলা অথবা শুধু বুকজ্বলা, খাদ্যাভাস বা রেডিওথেরাপী বা মাইক্রোবায়োজন হতে সৃষ্ট তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধ ইত্যাদি।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** খাদ্য গ্রহণের ১৫-৩০ মিনিট

পূর্বে ১০-২০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অত্তর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** শিশুদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা-পিরামিডাল রিয়াকশনের সম্ভাবনা থাকলে এবং যকৃতের সমস্যায় ডমপেরিডোন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। ডমপেরিডোনের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগী এবং নবজাতক

শিশুদের ক্ষেত্রে ডমপেরিডোন ব্যবহার নিষিদ্ধ।

**গ্যাস্ট্রো-ইন্টেস্টিনাইল হেমোরেজ, মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন বা পারফোরেশনের মত গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় এবং প্রোল্যাকটিন নিঃসেরণের পিটুইটারী টিউমারে ব্যবহার নিষিদ্ধ।**

**পর্যাপ্তিক্রিয়া :** গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অনুমোদিত নয়। মাতৃদুষ্ফোট এটা খুব অল্প পরিমাণে নিঃস্তৃত হওয়ায় নবজাতকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ব্রোমোক্রিপটিন, অ্যাটিমাসক্যারাইনিকস, ওপিঅরেয়েড এনালজেসিক এবং মনোঅ্যামাইন অ্যালিজেজ ইনহিবিটর।

**সরবরাহ :** মোটিফাস্ট® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

**মোটিগাট®**

**Motigut®**

**উপাদান :** ডমপেরিডোন ১০ মি.গ্রা. (ট্যাবলেট), ৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. (সাসপেনশন) এবং ৫ মি.গ্রা./মি.লি. (পেডিয়াট্রিক ড্রপস্স)।

**নির্দেশনা :** ডিসপেপটিক সিম্পটম কমপেক্স : পেটের উপরের অংশে ফাঁপা বোধ ও ব্যথা, পেট ফাঁপা, অল্প খাদ্যে তুষ্টি, বুকজ্বলা, আলসারবিহীন অজীর্ণ রোগ। ফাখ্শনাল, জৈবিক, সংক্রমণজনিত, খাদ্যাভাস, ওষুধ সেবন অথবা মাইক্রোবায়োজন হতে উদ্ভৃত তীব্র বমি বমি ভাব এবং বমির প্রতিরোধ ও লক্ষণাদির উপশয়ে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাগ্নেশ্বরক্ষ : ১-২ টি ট্যাবলেট

অথবা ১০-২০ মি.লি. সাসপেনশন, প্রতি ৪-৮ ঘন্টা অত্তর খাদ্য গ্রহণের পূর্বে। শিশু : শরীরের ওজন অনুসারে ০.২ - ০.৪ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৪-৮ ঘন্টা

অস্তর।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : শিশুদের এক্সট্রা-পিরামিডাল রিয়াকশনের সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে ডমপেরিডোন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যকৃতের সমস্যায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। অতিসংবেদনশীলতা, পরিপাকতত্ত্বের উদ্বিগ্নণা, পরিপাকতত্ত্বের রক্তক্ষরণ, মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন বা পারফোরেশনের মত গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় ব্যবহার অনুচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্রোল্যাকটিনের মাত্রা বৃদ্ধি, দুঁধ নিঃসরণ এবং স্তনের আকার বেড়ে যেতে পারে, তভাব দেখা দিতে পারে এবং মৌন ইচ্ছা করে যেতে পারে। মুখের শুক্রতা, পিপাসা, মাখা বাধা, নার্ভাসভাব, বিমুচ্ছী, পাতলা পায়খানা, ত্বকের লালচে ভাব ও চুলকানী হতে পারে।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ব্রোমোক্রিপটিন, অ্যান্টিমাসক্যারাইনিক্স, ওপিঅয়েড এনালজেসিক, মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবতী মহিলাদের জন্যে অনুমোদিত নয়। মাতৃদুর্খে এটা খুব অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হওয়ায় নবজাতকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

**সরবরাহ :** মোটিগাট<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১৫ X ১০ টি।

মোটিগাট<sup>®</sup> সাসপেনশন : ৬০ মি.লি।। মোটিগাট<sup>®</sup> পেডিয়াট্রিক ড্রপস্স : ১৫ মি.লি।।

## মোক্রাসিল<sup>®</sup>

## Moxacil<sup>®</sup>

**উপাদান :** এমোক্সিসিলিন। ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ২৫০ মি.গ্রা. ডিসপারসিবল ট্যাবলেট, ৮৭৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন, ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন, ১২৫ মি.গ্রা./১.২৫ মি.লি পেডিয়াট্রিক ড্রপস্স এবং ৫০০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** নাক-কান-গলা এর সংক্রমণ, ঘৌন ও মূত্রনালীর সংক্রমণ, ত্বক ও ত্বকের কাঠামোর সংক্রমণ, নিম্ন শ্বাসনালীর সংক্রমণ, গনেরিয়া এবং দাঁতের অক্সিপচার এর পরবর্তীতে এডোকার্তিয়ামের প্রদাহের প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়।

মাত্রা ও সেবনবিধি : মৃদু ও মাঝারি ধরণের সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রাণ্ব বয়ক্ষ : ৫০০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অস্তর।

অথবা ২৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অস্তর। শিশু : ২৫ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ১২ ঘন্টা অস্তর। টীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে : প্রাণ্ববয়ক্ষ : ৮৭৫ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অস্তর অথবা ৫০০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অস্তর। শিশু : ৪৫ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ১২ ঘন্টা অস্তর অথবা ৪০ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন/দিন প্রতি ৮ ঘন্টা অস্তর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিন-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** উদরাময়, বদহজম অথবা চামড়ায় ফুসকুড়ি হতে পারে।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** প্রোবেনিসিড।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় প্রাণ্ববয়ক্ষদের স্বাভাবিক মাত্রায় এমোক্সিসিলিন নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। স্তন্যদানকালে এটি নিরাপদে ব্যবহৃত হয়।

**সরবরাহ :** মোক্রাসিল<sup>®</sup> ৫০০ ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। মোক্রাসিল<sup>®</sup> ২৫০ ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি। মোক্রাসিল<sup>®</sup> ডিসপারসিবল ২৫০ : ১০ X ১০ টি। মোক্রাসিল<sup>®</sup> ৮৭৫ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

মোক্রাসিল<sup>®</sup> পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি। পাউডার ফর সাসপেনশন প্রস্তরের জন্য শুক্ষ পাউডার।

মোক্রাসিল<sup>®</sup> ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি। পাউডার ফর সাসপেনশন প্রস্তরের জন্য শুক্ষ পাউডার। মোক্রাসিল<sup>®</sup> পেডিয়াট্রিক ড্রপস্স : ১৫ মি.লি। সাসপেনশন প্রস্তরের জন্য শুক্ষ পাউডার। মোক্রাসিল<sup>®</sup> ৫০০ ইঞ্জেকশন : ৫ X ১ টি।

## মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup>

## Moxaclav<sup>TM</sup>

**উপাদান :** মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup> ৩৭৫ ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ২৫০ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup> ৬২৫ ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup> ১গ্রাম ট্যাবলেট: এমোক্সিসিলিন ৮৭৫ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১২৫ মি.গ্রা./ট্যাবলেট। মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup> পাউডার ফর সাসপেনশন: এমোক্সিসিলিন ১২৫ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ৩০.২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি সাসপেনশন। মক্রাক্লেভ<sup>TM</sup> ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন: এমোক্সিসিলিন ৪০০

মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ৫৭.৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ০.৬ আইডি ইঞ্জেকশন: এমোর্জিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং ক্লাভুলানিক এসিড ১০০ মি.গ্রা.। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ১.২ আইডি ইঞ্জেকশন: এমোর্জিসিলিন ১ গ্রাম এবং ক্লাভুলানিক এসিড ২০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** টনসিলাইটিস, সাইনুসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া, একিউট ও ক্রনিক ব্র্যাকাইটিস, লোবার ও ব্র্যকেনিউমেনিয়া, সিস্টাইটিস, ইউরেথাইটিস, পায়েলোনেফ্রাইটিস, ত্বক ও কোমল কলার সংক্রমণসমূহ, অস্থি ও অঙ্গসংবিহী সংক্রমণসমূহ যেমন-অস্টিওমায়েলাইটিস, সেপটিক এবরশন, পিউয়েরেপেরাল সেপসিস, ইন্ট্রা-এবড়ুমিনাল সেপসিস ইত্যাদি।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** থাণ্ড বয়স্ক ও ১২ বছরের অধিক বয়সের শিশু: প্রতি ৮ ঘণ্টা অস্তর ১টি করে মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৩৭৫ ট্যাবলেট অথবা প্রতি ১২ ঘণ্টা অস্তর ১টি করে মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৬২৫ ট্যাবলেট। তৈব্র সংক্রমণে দিনে তিনিবার ১টি করে মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৬২৫ ট্যাবলেট অথবা দিনে ২ বার ১টি করে মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ১ গ্রাম ট্যাবলেট। ৬-১২ বছরের শিশু: প্রতি ৮ ঘণ্টা অস্তর ২ চা চামচ মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> সাসপেনশন। ১-৬ বছরের শিশু: প্রতি ৮ ঘণ্টা অস্তর ১ চা চামচ মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> সাসপেনশন। ১ বছরের কম বয়সের শিশু: ২৫/৩.৬ মি.গ্রা. কেজি/দিন বিভিন্ন মাত্রায় প্রতি ৮ ঘণ্টা অস্তর। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ফোর্ট মৃদু থেকে মাঝারি সংক্রমণে দৈনিক ২৫/৩.৬ মি.গ্রা. কেজি এবং তৈব্র সংক্রমণে দৈনিক ৪৫/৬.৮ মি.গ্রা./কেজি নির্দেশিত।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিনের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডায়ারিয়া, সিউডোমেরেনাস কোলাইটিস, বদহজম, বমি ভাব, বমি, ক্যানডিডিয়াসিস ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** জন্য নিয়ন্ত্রণ বড়ি, এল্পুরিনল।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** চিকিৎসক কর্তৃক একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত না হলে গর্ভাবস্থায় কো-এমোর্জিক্রেত্ত নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :** মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৩৭৫ ট্যাবলেট: ৪ X ৬ টি।

মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৬২৫ ট্যাবলেট: ৩ X ৬ টি। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ১ গ্রাম ট্যাবলেট: ২ X ৬ টি। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ৬০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন: ৬০ মি.লি. সাসপেনশন

প্রস্তুতের জন্য শুক্ষ পাউডার। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন: ১০০ মি.লি. সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুক্ষ পাউডার। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন: ৩৫ মি.লি. সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য শুক্ষ পাউডার। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ০.৬ আইডি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি কম্বিপ্যাকে আছে একটি জীবাণুমুক্ত ওষুধের ভায়াল, ১টি ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর অ্যাম্পুল (১০ মি.লি.), ১টি ডিসপোজাবল সিরিঙ্গ, ১টি বাটারফ্লাই নিড্ল, ১ টি অ্যালকোহল প্রিপারেশন প্যাড এবং ১টি ফাস্ট এইড ব্যান্ড। মঞ্চাক্রেত্ত<sup>™</sup> ১.২ আইডি ইঞ্জেকশন: প্রতিটি কম্বিপ্যাকে আছে একটি জীবাণুমুক্ত ওষুধের ভায়াল, ২টি ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর অ্যাম্পুল (প্রতিটি ১০ মি.লি.), ১টি ডিসপোজাবল সিরিঙ্গ, ১টি বাটারফ্লাই নিড্ল, ১ টি অ্যালকোহল প্রিপারেশন প্যাড এবং ১টি ফাস্ট এইড ব্যান্ড।

## মিউকোস্পেল®

## Mucospel®

**উপাদান:** মিউকোস্পেল® সিরাপ : ব্রোমহেল্লিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি। ৪ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ এবং ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** মিউকোস্পেল শ্লেংয়াযুক্ত কাশি এবং শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্লেংয়াযুক্ত কাশিতে নির্দেশিত। শ্বাসতন্ত্রের রোগসমূহের মধ্যে আছে-

- ট্রাকিওব্র্যাকাইটিস

- এমফাইসিমা সহ ব্র্যাকাইটিস

- ব্র্যাকিয়েকট্যাসিস

- এক্রোস্পাজম সহ ব্র্যাকাইটিস

- শ্বাসতন্ত্রের ক্রনিক (দীর্ঘমেয়াদী) প্রাদাহ জনিত অসুস্থৃতা

- নিউমোকনিওসিস

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:**

**মিউকোস্পেল® সিরাপ:**

পূর্ণবয়স্ক এবং ১০ বছরের উপরের শিশুদের জন্য: ২-৪ চা চামচ (৮-১৬ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার। প্রারম্ভিক অবস্থায় ৪ চা চামচ, দিনে ৩ বার ও পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে।

৫-১০ বছরের শিশুদের জন্য: ১ চা চামচ (৪ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার।

২-৫ বছরের শিশুদের জন্য: ১/২ চা চামচ (২ মি.গ্রা.),

দিনে ৩ বার।

২ বছরের নিচের শিশুদের জন্য: ১/৪ চা চামচ (১ মি.গ্রা.), দিনে ৩ বার।

**মিউকোস্পেল® ট্যাবলেট:**

পূর্ণ বয়স্ক ও ১০ বছরের উপরের শিশুদের জন্য: ৪-১৬ মি.গ্রা., দিনে ৩ বার।

৫-১০ বছরের শিশুদের জন্য: ৪ মি.গ্রা., দিনে ৩ বার।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** যারা ব্রামহেক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড-এর প্রতি অতি সংবেদনশীল তাদের দেওয়া যাবে না।

যেহেতু মিউকোলাইটিক এক্সপেকটোরেট এর পাকঙ্গীর মিউকাস শরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখার সম্ভবনা থাকে, তাই ব্রামহেক্সিন পেপটিক আলসার আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। যকৃত ও বৃক্ষের কার্যকারিতার তৈরি অক্ষমতা থাকলে ব্রামহেক্সিন এবং এর মেটাবোলাইট-এর শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিমাণ কমে যায়।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** ব্রামহেক্সিনের পরিপাকতন্ত্রীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং এমাইনেট্রানসফারেজ-এর পরিমান সাময়িকভাবে বাঢ়তে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, ঘাম এবং চামড়ার ফুসকুড়ি হতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** ক্যাটোগ্রিঃ বি। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারে অঙ্গের উপর কোন ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মায়ের দুধের সাথে ব্রামহেক্সিন নির্গত হয় কিনা জানা যায় নি। কাজেই স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ:**

**মিউকোস্পেল® সিরাপ:** প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**মিউকোস্পেল® সিরাপ:** প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**মিউকোস্পেল® ট্যাবলেট:** প্রতিটি বাল্কে আছে ১০০টি ট্যাবলেট।

## মাল্টিভিট® প্লাস Multivit® Plus

**উপাদান :** (ভিটামিন-এ ১.৫ মি.গ্রা., সি ৬০ মি.গ্রা., ডি ১০ মি.গ্রা., ই ১৫ আইইটি, বি১ ১.৫ মি.গ্রা., বি২ ১.৭ মি.গ্রা., বি৬ ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ২০ মি.গ্রা., সায়ানোকোবালামিন ৬ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম প্যানটোথেনেট ১০.৯২ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৮ মি.গ্রা., ফেরাস সালফেট ৫০ মি.গ্রা., কিউপ্রিক সালফেট ২ মি.গ্রা., ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ১ মি.গ্রা., জিঙ্ক সালফেট ৩৭.০৩ মি.গ্রা., পটসিয়াম আয়োডাইড ১৯৬ মা.গ্রা. এবং পটসিয়াম সালফেট ১১.১৪১ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ত বয়স্ক এবং ৫ বছরের বেশী বয়সের বাচ্চাদের জন্য প্রতিদিন ১ টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দেব্য।

**সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের দেয়া যাবে না। সুনির্দিষ্ট ভিটামিন বা মিনারেলের তীব্র ঘাটতিজনিত রোগের চিকিৎসায় এটা ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সমস্ত রোগী লেভডোপা ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এই প্রস্তুতিটি সুপারিশকৃত নয়, কেননা পাইরিডিঙ্কিন (ভিটামিন বি৬) লেভডোপাৰ কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ভিটামিন-এ এর অধিক মাত্রা শিশুর জন্মগত ত্রুটির কারণ হতে পারে। পারনিসিয়াস এ্যনিমিয়া বা অন্যান্য মেগালোপ্লাস্টিক এ্যনিমিয়া যেখানে ভিটামিন বি১২ এর অভাব প্রকট সে ক্ষেত্রে এটি দেয়া উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে লোহ পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস সুপারিশকৃত দৈনিক সেবনমাত্রার বেশী দেয়া যাবে না।

**সরবরাহ :** মাল্টিভিট® প্লাস ট্যাবলেট : ৩০ টি।

## মাইমিক্স®

## Mymix®

**উপাদান:** প্রতি গ্রাম মাইমিক্স-এ আছে আয়রণ ১২.৫০ মি.গ্রা. (ফেরাস কিউমারেট হিসাবে), জিঙ্ক ৫ মি.গ্রা. (জিঙ্ক গ্লুকোনেট ইউএসপি হিসাবে), ভিটামিন এ ০.৩০ মি.গ্রা. (ভিটামিন এ অ্যাসিটেট ইউএসপি হিসাবে) ফলিক অ্যাসিড ইউএসপি ০.১৬ মি.গ্রা. এবং

ভিটামিন সি ৩০ মি.গ্রা. (অ্যাসকরবিক এসিড ইউএসপি হিসাবে)। মাইমিক্স এ আছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যা পাউডার রূপে বিদ্যমান।

**নির্দেশনা:** আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক ঘাঁটতি প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় নির্দেশিত। মাইমিক্স মূলত ৬-২৪ মাস বয়সী শিশুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যদিও বড় বাচ্চা, কিশোর, গর্ভবতী এবং দুর্ঘান্তকারী মায়েরা উপকৃত হয়ে থাকে।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** মুখে সেবনের জন্য ১ গ্রাম পরিমাণ পাউডার ভাত, গম বা ভূট্টা জাতীয় খাবারের সাথে মিশিয়ে শিশুকে দিতে হবে।

**১ প্যাকেটে (১ গ্রাম পাউডার) মাইমিক্স® প্রতিদিন ২-৩ মাস ধরে বাচ্চাদের দেয়া উচিত।**

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:**  
দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যকৃত সমস্যায় ভূগতে থাকা ব্যক্তিদের  
ক্ষেত্রে আয়রণের শোষণ বেশী হয় যা আয়রণ  
ওভারলোড করতে পারে।

অনিক যকৃত অথবা অগ্ন্যাশয় রোগে ভূগতে থাকা  
ব্যক্তিদের ইহা গ্রহণ করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** বাচ্চাদের মল কালো হয়ে  
যাওয়া অন্যতম। মৃদু ডায়ারিয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য  
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

**সরবরাহ:**

**মাইমিক্স®:** প্রতিটি বাস্তু আছে ৩০ টি প্যাকেট।

**মায়োনিল®**

**Myonil®**

**উপাদান :** ইপেরিসোন ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** সার্ভিজিকল সিন্ড্রোম, ঘাঁড়ের পেরিআর্থাইটিস, লাঞ্ছাগো ইত্যাদি রোগে মাংসপেশীর হাইপারটিনিক উপসর্গসমূহের উন্নতিলাভে নির্দেশিত। সেরিরোভাস্কুলার রোগ, স্প্লাস্টিক স্প্লাইনাল প্যারালাইসিস, সার্ভিজিকল স্পন্ডাইলোসিস, অঙ্গেপচার পরবর্তীকালে, আঘাত পরবর্তীকালে, এমাইয়েট্রিফিক ল্যাটেরাল স্কেরোসিস, সেরিরোলালস্কেরোসিস, স্পাইনোসেরিবেলার ডিজেনারেশন, স্প্লাইনাল ভাস্কুলার রোগ এবং অন্যান্য এনকেফালোমায়োপ্যাথি জনিত স্প্লাস্টিক প্যারালাইসিসে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাপ্তব্যক্ষ : দিনে ৩টি ট্যাবলেট  
তিন বিভক্ত মাত্রায় প্রতিবার আহারের পরে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
ইপেরিসোনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অতিরিক্ত শিথিলতা, পেটে ব্যথা,  
বমি ভাব, মাথা ঘোরা, অরুচি, তন্দুচ্ছুম্ভাব, চামড়ায়  
ফুসকুড়ি, ডায়ারিয়া, বমি, বদহজম, পরিপাকতন্ত্রের  
গোলমাল, অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, কোষ্ঠ-কাঠিণ্য  
ইত্যাদি।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায়  
তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন সম্ভাব্য ক্ষতির  
চেয়ে প্রত্যাশিত উপকার বেশী বলে প্রতীয়মান হয়।  
**স্তন্যদানকালীন সময়ে ওষুধটি গ্রহণ করা উচিত নয়।**

**সরবরাহ :**

মায়োনিল® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

## N

**ন্যাক্রোমিন® চোখের ড্রপস্**

**Nacromin® Eye Drops**

**উপাদান :** সোডিয়াম ক্রেমোগ্লাইকেট ২% চোখের  
ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** চোখের এলার্জিতে যেমন ভারনাল কেরাটো  
কনজাংটিভাইটিস, ভারনাল কেরাটাইটিস এবং  
এলার্জিক কেরাটো কনজাংটিভাইটিস-এর প্রতিরোধে  
এবং লক্ষণগতিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-২ ফেন্টা করে আক্রান্ত  
চোখে দিনে ৪-৬ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
যে সমস্ত ব্যক্তির ওষুধটির প্রতি অথবা এর যে কোন  
উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের  
জন্যে ওষুধটি প্রযোজ্য নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্রয়োগের পর পরই চোখে অস্থায়ী  
জ্বালাপোড়ার অনুভূতি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন প্রতিক্রিয়া  
পাওয়া যায়নি।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** কেবলমাত্র বিশেষ  
দরকারে গর্ভবস্থায় এর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালে সতর্কতার সাথে ওয়ুধটি প্রয়োগ করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ন্যাক্রোমিন<sup>®</sup> চোখের ড্রপস্ : ১০ মি.লি.

## ন্যাক্রোমিন<sup>®</sup> নাকের ড্রপস্ Nacromin<sup>®</sup> Nasal Drops

**উপাদান :** সোডিয়াম ফ্রেমোগ্লাইকেট।

**নির্দেশনা :** লক্ষণযুক্ত সিজোনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, রাইনোরিয়া, নাক বন্ধ হওয়া, হাঁচি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া প্রতিরোধে ও চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্শ বয়ক ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে : দুই ফ্রেঁটা প্রত্যেক নাসারত্ত্বে দিনে ৪-৬ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এই ওয়ুধ বা তার কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। ন্যাক্রোমিন ২% নাকের ড্রপস ৬ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ন্যাসাল মিউকোসার প্রদাহ, শ্বাসপ্রস্থাশের সময় শব্দ এবং বুকে চাপ বোধ হতে পারে।

**সরবরাহ :**

ন্যাক্রোমিন<sup>®</sup> নাকের ড্রপস্ : ২% নাকের ড্রপস।

## নরপিল<sup>®</sup> ১

## Norpil<sup>®</sup> 1

**নরপিল<sup>®</sup> ১ কি?**

নরপিল<sup>®</sup> ১ মহিলাদের জন্য একটি জরুরী জন্মনিরোধক যাহা অরক্ষিত যৌন মিলনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করলে গর্ভধারণ রোধ করা যায়। নরপিল<sup>®</sup> নিয়মিত জন্মনিরোধ ট্যাবলেট হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রতিটি নরপিল<sup>®</sup> ১ ট্যাবলেটে আছে লিভোনরজেস্ট্রেল বিপি ১.৫ মি.গ্রা।। লিভোনরজেস্ট্রেল একটি প্রোজেস্টেজেন গ্রাফের ঔষধ।

**কখন সেবন করবেন?**

নরপিল<sup>®</sup> ১ মুখে খাওয়ার ইমার্জেন্সী জন্মনিরোধক ট্যাবলেট।

**ইমার্জেন্সি (জরুরী) জন্মনিরোধক কি?**

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক এমন একটি পদ্ধতি যা অরক্ষিত সহবাসে ডিশানু ও শুক্রানুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করে।

**কখন ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ব্যবহার করবেন?**

অরক্ষিত সহবাসের পর যত তাড়াতাড়ি সস্তর এই জন্মনিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে, তবে সহবাসের ১২ ঘণ্টার মধ্যে হলে সবচেয়ে ভাল হয় কিন্তু ৭২ ঘণ্টার পরে নয়।

নিম্ন লিখিত কারণে ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়:

সহবাসের সময় আপনি বা আপনার সঙ্গী যদি কোন জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার না করেন।

যদি আপনি পরপর তিন দিন বা ততোধিক নিয়মিত জন্মনিরোধক ট্যাবলেট খেতে ভুলে যান।

যদি সহবাসের সময় আপনার সঙ্গী কনডম সঠিকভাবে ব্যবহার না করে থাকেন অথবা কনডম ফেটে গিয়ে থাকে।

যদি আপনার জরায়তে অবস্থিত জন্মনিরোধক (আই,ইউ,ডি) স্থানচ্যুত হয়ে থাকে।

যদি যোনিতে অবস্থিত ডায়াফ্রাম অথবা জন্মনিরোধক ক্যাপ সরানো হয়ে থাকে।

যদি আপনি মনে করেন যে, coitus interruptus অকার্যকর হয়েছে এবং Rhythm method অনুসরণ কালীন সময়ে যদি সহবাস করে থাকেন। ধর্মনজনিত কারণ।

কিভাবে এ ওয়ুধ সেবন করতে হবে?

সেবন মাত্রা

এ চিকিৎসায় ১ টি ট্যাবলেট সেবন করা প্রয়োজন।

নরপিল<sup>®</sup> ১ ট্যাবলেটটি যত তাড়াতাড়ি সস্তর সেবন করতে হবে যা অরক্ষিত যৌন মিলনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে এবং কোনক্রমেই ৭২ ঘণ্টার পরে নয় মাসিকচক্রের

যে কোন সময়ে নরপিল<sup>®</sup> ১ সেবন করা যেতে পারে।

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক ট্যাবলেট সেবনের পর পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত একটি সাময়িক জন্মনিরোধ পদ্ধতি (কনডম, শুক্রানুশাক সারভাইকেল ক্যাপ)

ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

নিয়মিত হরমোনাল জন্মনিরোধক ব্যবহারের সময় নরপিল® ১ অনুপযোগী নয়।

জন্মনিরোধক ট্যাবলেট সেবনকালীন সময়ে এই ওষুধ ব্যবহার করে থাকলে এই চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ট্যাবলেটগুলি সেবন করতে হবে। নরপিল®

১ ব্যবহারের পরে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট বিহীন দিনগুলিতে যদি মাসিক স্রাব না হয় তবে গর্ভধারণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে একটি প্রেগন্যাসি টেস্ট করা উচিত।

#### সেবন পদ্ধতি

নরপিল® ১ মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট।

এক গ্লাস পানির সাথে এই ট্যাবলেট সেবন করা উচিত।

মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনে কি করা উচিত

মাত্রাতিরিক্ত ট্যাবলেট সেবনের পরেও কোন বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

#### সতর্কতা

লিভোনরজেস্ট্রেল কখন ব্যবহার করবেন না?

যদি লিভোনরজেস্ট্রেল বা এই ট্যাবলেটের অন্যান্য উপাদান এ আপনার সংবেদনশীলতা থেকে থাকে।

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা।

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত, কারণ-

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারের প্রতিবারেই জন্মনিরোধ না ও হতে পারে।

নিয়মিত ব্যবহারে সহযোগী হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পরামর্শযোগ্য নয়।

লিভোনরজেস্ট্রেল নিয়মিত জন্মনিরোধক নয়।

লিভোনরজেস্ট্রেল ব্যবহারে মাসিক স্রাব স্বাভাবিক এবং কাঞ্চিত সময়ে হয়; তথাপি মাসিক স্রাব নির্ধারিত সময়ের আগে ও পরেও হতে পারে। এই ওষুধ খাওয়ার পরে যদি নির্ধারিত সময়ে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয় অথবা ঝর্তুস্রাব যদি ৫ দিন পিছিয়ে যায় তবে প্রেগন্যাসি টেস্ট করে নিতে হবে।

ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধক যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধ করে না এবং যে ক্ষেত্রে যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি সে ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ওষুধ সেবনের ২ ঘণ্টার মধ্যে বমি হলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি লিভোনরজেস্ট্রেল ট্যাবলেট সেবন করতে হবে।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সমূহ

একই সঙ্গে খিচুনি রোধক ওষুধ যেমন- (ফেনোবারবিটন ফেনাইটিইন, প্রিমিডন, কারবামাজেপিন) এবং কিছু সংখ্যক ওষুধ যেমন- রিফামপিসিন এবং গাইসোফুলভিন, ইমার্জেন্সি জন্মনিরোধকের কার্যকারিতা কমাতে বা বদ্ধ করতে পারে।

#### গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবত্তায় এ ওষুধ অনুমোদিত নয় এবং গর্ভবত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি গর্ভধারণ হয়ে থাকে, তবে সমীক্ষা প্রমাণ করে যে প্রোজেক্টোজেন ভ্রানের গঠনের কোন ক্ষতি বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না।

এ ওষুধ সেবনের পরেও স্তন্যদান সম্ভব। তথাপি, লিভোনরজেস্ট্রেল মাত্তুল্পের সাথে মিশিত হবার কারণে নরপিল® ১ ট্যাবলেট সেবনের পূর্বেই স্তন্যদান করা উচিত। অথবা লিভোনরজেস্ট্রেল গ্রহণের পরপরই স্তন্যদান বদ্ধ রাখতে হবে।

#### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য সব ওষুধের মতই এ ওষুধেও কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অস্বস্তিবোধ ঘটাতে পারে।

সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ-

- বমি বা বমিভাব
  - মিহুনিভাব, অবস্থান্তা, মাথাব্যথা
  - পেটে ব্যথার অনুভূতি
  - স্তনে ব্যথার অনুভূতি
  - যোনিপথে রক্তক্ষরণ হতে পারে
- উপরোক্ত অস্বিধাসমূহ ব্যতিত অন্য কোন অ্যাচিত প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকলে ডাক্তারকে অবহিত করবন।

#### সরবরাহ:

প্রতিটি নরপিল® ১ মিনি প্যাকে আছে ১ টি ট্যাবলেটের

ঠিক ট্রিস্টার। প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভেনরজেন্ট্রেল  
বিপি ১.৫ মি.গ্রা.।

## ন্যালিড®

## Nalid®

**উপাদান :** ন্যালিডিঙ্ক্রিক এসিড ৫০০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট এবং ৩০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর  
সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** মুক্তালীর সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** তিন মাস এবং অধিক বয়স্ক  
শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রাথমিক মাত্রা : ১৩.৭৫ মি.গ্রা. প্রতি  
কেজি দেহ ওজনে ৬ ঘন্টা পর পর এক সঙ্গত অথবা ২  
সঙ্গত। রক্ষণ মাত্রা : ৮.২৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দেহ  
ওজনে প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে  
: ১ গ্রাম প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর ৭ দিন। পরবর্তীতে  
কমিয়ে অসুখের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ৫০০  
মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘন্টা পর পর দেয়া যেতে পারে অথবা  
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ৩  
মাস বয়সের নৌচোর শিশুদের জন্য উপযোগী নহে।  
মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন  
প্রকার উপসর্গ দেখা দিলে ন্যালিডিঙ্ক্রিক এসিড ব্যবহার  
করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দ্য, বমি বমি  
ভাব, উদরাময়, এলার্জি, আর্টিকেরিয়া, জ্বর এবং  
খিচুনি দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ম্যালফালান এর সাথে  
সহ ব্যবহার উচিত নয়।

**গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** খুব বেশি দরকার  
হলে এই ওষুধটি গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে  
পারে। ন্যালিডিঙ্ক্রিক এসিড অল্প পরিমাণে মাত্তুদুর্দু  
নিঃস্ত হয়। এটি স্তন্যদানকালীন সময়ে দেয়া যেতে  
পারে।

**সরবরাহ :**

ন্যালিড® ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি। ন্যালিড® পাউডার  
ফর সাসপেনশন : ৫০ মি.লি.।

## নরিফ®

## Naurif®

**উপাদান :** গ্যানিস্ট্রেন ১ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১

মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** ইঞ্জেকশন : ক্যাপ্সার কেমোথেরোপীর  
কারণে স্ট্রেচ বমি ভাব ও বমি প্রতিরোধে নির্দেশিত।  
এছাড়া অস্ত্রোপচার পরবর্তী বমি ভাব ও বমি প্রতিরোধ  
এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ট্যাবলেট : ক্যাপ্সার  
কেমোথেরোপী ও রেডিয়োশনের কারণে স্ট্রেচ বমি ভাব  
ও বমি এর ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ইঞ্জেকশন : কেমোথেরোপী  
স্ট্রেচ বমি ভাব ও বমি: প্রাঞ্চবয়স্ক- কেমোথেরোপী শুরুর  
৩০ মিনিট পূর্বে ১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি হিসেবে  
শিরাপথে প্রয়োগ করতে হবে। শিশু- ২-১৬ বছর :  
১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি। অস্ত্রোপচার পরবর্তী বমি ভাব  
ও বমি- প্রাঞ্চবয়স্ক: ১ মি.গ্রা. নরিফ অধিকতর তরল  
(৫ মিনিট করে) একক মাত্রায় ধীরে ধীরে শিরাপথে  
প্রয়োগ করতে হবে। ট্যাবলেট : কেমোথেরোপী: ২  
মি.গ্রা. দিনে ১ বার অথবা ১ মি.গ্রা. দিনে ২ বার;  
রেডিয়োশন: ২ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
গ্যানিস্ট্রেনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিণ্য, দৌর্বল্য,  
ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, অজীর্ণ, বমি ভাব, বমি, মাথা  
বিমু বিমু ভাব, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি।

**গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গ্যানিস্ট্রেন  
ক্যাটাগরিক বি'। সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় হলেই কেবল  
গর্ভবত্ত্বায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী  
মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :**

নরিফ® ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। নরিফ® ইঞ্জেকশন :  
১ X ৫ টি।

## নেবানল®

## Nebanol®

**উপাদান :** নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং  
ব্যাস্ট্রিসিন জিঙ্ক ৫০০ আই.ইউ./গ্রাম অয়েন্টমেন্ট  
এবং নিওমাইসিন সালফেট ৫ মি.গ্রা. এবং ব্যাস্ট্রিসিন  
জিঙ্ক ২৫০ আই.ইউ./গ্রাম পাউডার।

**নির্দেশনা :** ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্বকের বিভিন্ন সংক্রমণে  
ব্যবহৃত হয়। একজিমা, একজিমাজনিত ত্বকের প্রদাহ,  
নিউরোডারামাটিইটিস, পায়ু পার্শ্বের প্রদাহেও ব্যবহার  
করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে ২ খেকে ৪ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এই ওষুধের যে কোন উপাদানের থাতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। নেফ্রোটার্জিসিট এড়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্যান্য এন্টিবায়োটিক ওষুধের মতই এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার ছাড়াক সহ বিশ্বল অসংবেদনশীল জীবাণুর অতিবৃক্ষি ঘটাতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ব্যক্তি বিশেষে এলার্জি দেখা দিতে পারে।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার না করাই শ্রেণী।

**সরবরাহ :**

নেবানল® অয়েন্টমেন্ট : ২০ গ্রাম। নেবানল® পাউডার : ১০ গ্রাম।

ঔষধের যে কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** মাথা ব্যাথা, বমি ভাব এবং ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে।

**অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** CYP2D6 ইনহিবিটর যেমন কুইন্ডিন, প্রোপাফেন, ফ্লোরোটিন ইত্যাদি ব্যবহারকালে নেবিভোলল সেবনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যান্য বিটা ব্লকার ব্যবহারকালে নেবিভোলল সেবন করা যাবেন। ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইড ও বিটা ব্লকার এন্টিপেন্ট্রিকুলারস্থ হার্ট রেট কমিয়ে দেয়। ক্যালসিয়াম এন্টাগনিস্ট (যেমন-ভেরাপামিল, ডিলটিয়াজেম) এবং এন্টি-এরিদিমিক এজেন্ট (যেমন- ডিসোপাইরামাইড) এর সাথে নেবিভোলল ব্যবহার করলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:**

প্রেগ্নেন্সি ক্যাটগরি C। স্তন্যদানকালে নেবিভোলল সেবন করা উচিত নয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নেবিভোললের কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষিত নয়।

**সরবরাহ:**

নেবিটা™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট বিস্টোর প্যাকে।

## নেবিটা™ ৫

## Nebita™ 5

**উপাদান:** নেবিটা™ ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে নেবিভোলল ৫ মি.গ্রা।

**ফার্মাকোলজি:** নেবিভোলল একটি বিটা এন্ড্রেনার্জিক রিসেপ্টর ব্লকিং এজেন্ট। নেবিভোলল দুটি এনাপিওমারের (d-Nebivolol এবং n-Nebivolol) একটি রেসিকমেট। নেবিভোললের বিশেষ ফার্মাকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে B-1 রিসেপ্টরের প্রতি অতি আসক্তি এবং নাইট্রিক অক্সাইড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তনালী প্রসারণ।

**নির্দেশনা:** নেবিভোলল উচ্চ রক্তচাপে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবননির্ধিত:** পূর্ণব্যক্তদের ক্ষেত্রেঃ দৈনিক ৫ মি.গ্রা। দৈনিক সর্বোচ্চ ডোজ ৪০ মি.গ্রা।

ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ষিয় রোগীদের ক্ষেত্রেঃ যেসব রোগীদের বৃক্ষ অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ক্ষেত্রে নেবিভোললের প্রয়োক্ত মাত্রা দৈনিক ২.৫ মি.গ্রা। প্রয়োজন অনুযায়ী ডোজ ধীরে ধীরে বাঢ়ানো যাবে।

**ব্যক্ষ রোগীদের ক্ষেত্রেঃ** ব্যক্ষ রোগীদের জন্য মাত্রা সম্মতয়ের প্রয়োজন নেই।

**প্রতিনির্দেশনা:** নেবিভোলল তাঁব ব্র্যাডিকার্ডিয়া, প্রথম মাত্রার অধিক হার্ট ব্লক, কার্ডিওজেনিক শক রোগী, ডিকম্পেনসেন্টেড কার্ডিয়াক ফেইলিউর, সাইনাসে সমস্যা, অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত যক্তের রোগী, এই

## নেবানল® প্লাস

## Nabanol® Plus

**উপাদান :** (নিওমাইসিন সালফেট ৩.৫ মি.গ্রা., ব্যাসিট্রাসিন জিঙ্ক ৪০০ আই.ইউ. ও পলিমিজিন বি সালফেট ৫,০০০ আই.ইউ.)/গ্রাম অয়েন্টমেন্ট।

**নির্দেশনা :** জীবাণুযুক্ত ক্ষত, পুড়ে যাওয়া অথবা ত্বকের গ্রাফটিং-এর জন্য। হানীয় ক্ষতের জন্য এর ব্যবহার যেমন, ফোঁড়া, ব্রণ, পাইয়োডর্মা, সাইকোসিস বারবি। স্ক্যাবিস, পেডিকুলোসিস, টিনিয়া পেডিস এবং কন্ট্যাক্ট এবং এ্যালার্জিক ডারমাটাইটিস-এর ত্বকের ক্ষতে ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-৩ বার প্রতিদিন ব্যবহার্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। নবজাতকের জন্য উপযুক্ত নয়।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଟିବାୟୋଟିକ ଓସୁଧେର ମତଇ ଏର ଦୀର୍ଘମୋଯାଦୀ ବ୍ୟବହାର ଛାଇକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସଂବେଦନଶୀଳ ଜୀବାଣୁର ଅଭିରୁଦ୍ଧ ଘଟାତେ ପାରେ ।

**ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଓ ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାଳେ ବ୍ୟବହାର :** ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଏବଂ ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାଳେ ବ୍ୟବହାର କରା ଉଚିତ ନୟ ।

**ସରବରାହ :**

ନେବାନଲ<sup>®</sup> ପ୍ଲାସ ଅଯେନ୍ଟମେନ୍ଟ : ୧୦ ଗ୍ରାମ ।

## ନେକ୍ଟାର<sup>®</sup>

## Nectar<sup>®</sup>

**ଉପାଦାନ :** ପିଲାରଲ ବିପି ୦.୭୫ ମି.ଲି. ଏବଂ ଲିକୁଇଡ ସୁଗାର (୬୭.୫%) ୧.୯୩ ମି.ଲି./୫ ମି.ଲି. ଲିଙ୍କଟାସ ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ :** ଶୁକ୍ର ଓ ଖୁସଖୁସେ କାଶି ଏବଂ ଗଲାଯ ଖୁସଖୁସ ଉପଶମେ ଓସୁଧାଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହାଡ଼ା ଶ୍ଳେଷମାୟ କାଶି ଉପଶମେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

**ମାତ୍ରା ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଧି :** ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକ୍ତ ଏବଂ ୫ ବହୁରେର ଶିଶୁଦେର ଜନ୍ୟ : ୨ ଚା ଚାମଚ (୧୫ ମି.ଲି.) । ୧-୫ ବହୁରେର ଶିଶୁଦେର ଜନ୍ୟ : ୧ ଚା ଚାମଚ (୫ ମି.ଲି.) । ୩ ମାସ-୧ ବହୁରେର ଶିଶୁଦେର ଜନ୍ୟ : ୧/୨-୧ ଚା ଚାମଚ (୨.୫ - ୫ ମି.ଲି.) । ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାତ୍ରା ଦିନେ ୩ ଥିକେ ୪ ବାର ଗ୍ରହଣ କରାତେ ହେବ ।

**ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :** ସାଧାରନତ ଓସୁଧାଟି କୋନ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନା ।

**ସତର୍କତା ଓ ସେବର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା :** ଯେହେତୁ ଓସୁଧାଟିତେ ଗ୍ଲୁକୋଜେର ପରିମାନ ବେଶୀ ତାଇ ଡାଯାରେଟିସ ରୋଗୀଦେର ସାବଧାନତାର ସାଥେ ଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ । ୩ ମାସେର ଛୋଟ ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୟ । ଯାରା ଓସୁଧାଟିର ଉପାଦାନେର ପ୍ରତି ଅତି ସଂବେଦନଶୀଳ ତାଦେର ଦେଓୟା ଯାବେ ନା ।

**ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଓ ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାଳେ ବ୍ୟବହାର :** ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାଳୀନ ସମୟେ ଓସୁଧାଟି ଗ୍ରହନେର ନିରାପତ୍ତା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୟ, ତବେ ଏ ସମୟେ ବ୍ୟବହାରେ କୋନ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଅଞ୍ଚଳେ ଉପର କୋନ କ୍ଷତିକର ପ୍ରଭାବେର ପ୍ରମାନ ପାଓୟା ଯାଯି ନି ।

**ସରବରାହ :**

ନେକ୍ଟାର<sup>®</sup> ଲିଙ୍କଟାସ : ୧୦୦ ମି.ଲି. ।

## ନିଓଟ୍ୟାକ<sup>®</sup>

## Neotack<sup>®</sup>

**ଉପାଦାନ :** ରେନିଟିଡିନ ୧୫୦ ଓ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ୫୦ ମି.ଗ୍ରା./୨ ମି.ଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନ ଏବଂ ୭୫ ମି.ଗ୍ରା./୫ ମି.ଲି. ସିରାପ ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ :** ପେପଟିକ ଆଲସାର (ଡିଓଡେନାଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକ ଆଲସାର), ରିଫାକ୍ର ଇସୋଫେଗେଇଟିସ, ଜଲିଙ୍ଗାର-ଏଲିସନ ସିନ୍ଡ୍ରୋମ, ଅପାରେଶନେର ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ସୃଷ୍ଟ ଆଲସାର ଏବଂ ମେଡଲସନ-ଏର ସିନ୍ଡ୍ରୋମ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

**ମାତ୍ରା ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଧି :** ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ହିସେବେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧୟା ଅଥବା ପ୍ରତି ରାତେ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଏକକ ମାତ୍ରା ହିସେବେ । ରକ୍ଷଣମାତ୍ରା : ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ରାତେ ସେବନ କରତେ ହେବ । ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନ : ଧୀର ଗତିତେ ଇନ୍ଟ୍ରାଭେନୋସ ପଥେ ୬-୮ ଘଟା ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଦେୟା ଯେତେ ପାରେ । ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ : ୨-୪ ମି.ଗ୍ରା./କୋଜି ଦିନେ ୨ ବାର । ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର୍ ମାତ୍ରା ଦିନେ ୩୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ।

**ସତର୍କତା ଓ ସେବର କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା :** ରେନିଟିଡିନ ବା ଏର ଯେକୋନ ଉପାଦାନେର ପ୍ରତି ଅତିସଂବେଦନଶୀଳ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଓସୁଧାଟି ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା ।

**ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :** ଖୁବ କମକ୍ଷେତ୍ରେ ଗାୟେ ଫୁଂସୁକୁଡ଼ି, ମତିଭ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ଦେଖା ଯେତେ ପାରେ ।

**ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଓ ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାଳେ ବ୍ୟବହାର :** ଗର୍ଭାବହ୍ନା ଅତିଆବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୋଜେନ ହେଲେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରା ଉଚିତ । ଶ୍ଵନ୍ୟଦାନକାରୀ ମାୟେଦେର ଓସୁଧାଟି ବ୍ୟବହାର ଥେକେ ବିରତ ଥାକା ଉଚିତ ।

**ସରବରାହ :**

ନିଓଟ୍ୟାକ<sup>®</sup> ୧୫୦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୧୫ X ୧୦ ଟି । ନିଓଟ୍ୟାକ<sup>®</sup> ୩୦୦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୧୦ X ୧୦ ଟି । ନିଓଟ୍ୟାକ<sup>®</sup> ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନ : ୨ X ୫ ଟି । ନିଓଟ୍ୟାକ<sup>®</sup> ସିରାପ : ୧୦୦ ମି.ଲି. ।

## ନେପ୍ରାନଲ<sup>®</sup> କ୍ରୀମ

## Nepranol<sup>®</sup> Cream

**ଉପାଦାନ:** ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ କ୍ରୀମେ ଆଛେ ନିଓମାଇସିନ ୩.୫ ମି.ଗ୍ରା., ନିଓମାଇସିନ ସାଲଫେଟ ବିପି ହିସେବେ, ପଲିମିକ୍ରିନ ବି ୧୦,୦୦୦ ଇଟନିଟ, ପଲିମିକ୍ରିନ ବି ସାଲଫେଟ ବିପି ହିସେବେ ଏବଂ ପ୍ରାମୋକ୍ରିନ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ଇଏସପି ୧୦ ମି.ଗ୍ରା. ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ:** ନେପ୍ରାନଲ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଯ ବ୍ୟବହତ ଏକଟି କ୍ରୀମ, ଯା ବିଭିନ୍ନ କାଟା, କ୍ଷତ ଏବଂ ପୋଡ଼ାର କ୍ଷତ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଧା ଥେକେ ସାମ୍ଯିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

**ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ଵରହାରବିଧି:** କ୍ଷତ ହାନ ପରିକାର କରେ ନିତେ ହବେ

ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଲେର ଅଗ୍ରଭାଗେ ଅନ୍ତର ପରିମାଣ କ୍ରୀମ ନିଯେ କ୍ଷତହାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ହବେ

କ୍ଷତହାନେ ବ୍ୟାନ୍ଡେଜ ଦିଯେ ଢକେ ରାଖା ଯେତେ ପାରେ

**ସତର୍କତା ଓ ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାର କରା ଯାବେ ନା :** ସଦେର ନିଓମାଇସିନ, ପଲିମିଞ୍ଜିନ ବି, ଥାମୋଞ୍ଜିନ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ଅଥବା କ୍ରୀମ ଉପର୍ଫିଟ ଅନ୍ୟ ସେ କୋନ ଉପାଦାନେର ପ୍ରତି ସଂବେଦନଶୀଳ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାର କରା ଯାବେ ନା ।

ଚୋଖେ ଅଥବା ଶରୀରର ବିସ୍ତୃତ ଜାଗାଗାୟ ଉକ୍ତ କ୍ରୀମ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାବେ ନା । ଚିକିତ୍ସକେର ପରାମର୍ଶ ଛାଡ଼ା ଏକ ସଞ୍ଚାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଧରେ କ୍ରୀମ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାବେ ନା ।

**ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:** ତ୍ରୁକୀୟ ଏନ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ବିଶେଷତ ନିଓମାଇସିନ ତ୍ରୁକୀୟ ସଂବେଦନଶୀଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରତେ ପାରେ । ତ୍ରୁକୀୟ ଏନ୍ଟିବାୟୋଟିକରେ ପ୍ରତି ସଂବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରଧାନ ଉପର୍ଗର୍ହ ହୁଚେ ଚୁଳକାନି ଏବଂ ତୁକେର ଏକାଂଶ ଲାଲ ହୁଯେ ଯାଇଯା । ତବେ ସଥନ ଅନ୍ତର ପରିମାଣେ କ୍ରୀମ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହୁଏ, ତଥନ କୋନ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଯାଇନି ।

**ଗର୍ଭକାଳୀନ ଏବଂ ଶତରୁଷିକାଳୀନ ସ୍ଵରହାର:** ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେର ତୁଳନାୟ ସୁଫଳେର ମାତ୍ରା ବେଶୀ ହୁଲେ ଗର୍ଭକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ନେପ୍ରାନଲ ପ୍ରୟୋଗ ବିବେଚନା କରା ଯେତେ ପାରେ । ଉକ୍ତ ସ୍ଵରୁଧ ମାତୃଦୁଧରେ ନିଃସ୍ତ ହୁଯ କିନା, ଏଟା ଏଥନ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ନା । ତବେ ଶତରୁଷିକାରୀ ମାଯୋଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଗ୍ରହନ କରା ଉଚିତ ।

**ସରବରାହ:**

ନେପ୍ରାନଲ<sup>®</sup> କ୍ରୀମ: ପ୍ରତି ଟିଉବେ ଆହେ ୧୦ ଗ୍ରାମ କ୍ରୀମ ।

## ନିଉରୋ-ବି<sup>®</sup>

## Neuro-B<sup>®</sup>

**ଉପାଦାନ :** ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ଡିଟାମିନ ବି୧ ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା. + ବି୬ ୨୦୦ ମି.ଗ୍ରା.+ ବି୧୨ ୨୦୦ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ । ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନ : ଡିଟାମିନ ବି୧ ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା. + ବି୬ ୧୦୦ ମି.ଗ୍ରା.+ ବି୧୨ ୧୦୦୦ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ/୩ ମି.ଲି. ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ :** ପିଠ ଓ କୋମରେର ବାଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରଣେର ନିଉରୋପ୍ୟାଥି ।

**ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ଵରହାର ବିଧି :** ଟ୍ୟାବଲେଟ୍: ୧-୩ ଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପଥେ ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ହବେ । ମାରାତକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦିନେ ୧

ଏୟାମ୍ପୁଲ ଏବଂ ମୃଦୁ ଓ ଫଲୋ-ଆପ ଥେରାପୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତି ସଞ୍ଚାରେ ୨ ବା ୩ ଏୟାମ୍ପୁଲ ।

**ସତର୍କତା ଓ ସେବ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାର କରା ଯାବେ ନା :** ଲେତୋଡୋପା ଇତିହାସିକ ଏବଂ ଏର ସେ କୋନ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନେର ପ୍ରତି ଅତି ସଂବେଦନଶୀଳ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାର କରା ଯାବେ ନା ।

**ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :** ସାଧାରଣତ ସୁସହିଳୀୟ । କଥନ ଓ କଥନ ଏଲାର୍ଜିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦିତେ ପାରେ ।

**ଗର୍ଭବହୁ ଓ ଶତରୁଷିକାଳୀନ ସ୍ଵରହାର :** ଏ ବିଷୟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଓଯା ଯାଇନି ।

**ସରବରାହ :** ନିଉରୋ-ବି<sup>®</sup> ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ : ୩୦ ଟି । ନିଉରୋ-ବି<sup>®</sup> ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନ : ୫ କ୍ଷ ୨ ଟି ।

## ନିଉରୋଲେପ<sup>®</sup>

## Neurolep<sup>®</sup>

**ଉପାଦାନ :** ପାଇରାସିଟାମ ୮୦୦ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଓ ୫୦୦ ମି.ଗ୍ରା./୫ ମି.ଲି. ସଲିଉଶନ ।

**ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ :** ଗୁରୁମତିକେର ସଂବହନ ନାଲିକାର ବିପର୍ଯ୍ୟେ ଏବଂ ସେରିବାଲ ଫ୍ଲୋଡେର ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତାୟ, ଶିଶୁରେ ଶ୍ଵାସବିକ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାହତ ହେଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରେ ବୁଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିତେ; ବୃଦ୍ଧାବହୁରେ ସ୍ଵରହାରଜନିତ ଏବଂ ମାନସିକ ମମସ୍ୟ ଦେଖା ଦିଲେ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିହାସେ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

**ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ଵରହାର ବିଧି :** ବ୍ୟାକଦେର ଜନ୍ୟ : ଏକଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ (୮୦୦ ମି.ଗ୍ରା.) ଅଥବା ୧-୨ ଚାମଚ ଦିନେ ୩ ବାର । ଶିଶୁରେ ଜନ୍ୟ : ପ୍ରତି କେଜି ଓଜନେ ୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ହିସେବେ ଦିନେ ୩ ବିଭକ୍ତ ମାତ୍ରାଯ ଓସ୍ତାଟି ଦେବ୍ ।

**ସତର୍କତା ଓ ସେବ କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଵରହାର କରା ଯାବେ ନା :** ଯାଦେର ପ୍ରସାରେ ତୀବ୍ର ଅପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତା ଆହେ (କ୍ରିଯେଟିନିନ କ୍ଲିଯାରେସ-ୱରେ ଏର ହାର ମିନିଟ୍ୟେ ୨୦ ମି.ଲି.-ୱର କମ), ଯାଦେର ବୃକ୍ଷିଯ ଜଟିଲତା ଆହେ ତାରା ପାଇରାସିଟାମ ନିତେ ପାରବେ ନା ।

**ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :** ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ବ୍ରଦର ମଧ୍ୟେ ରୁହେ ଭିତକର ଭାବ, ଉତେଜନା, ଉଦ୍ବେଗ, ଜ୍ଵାଳାପୋଡା ଏବଂ ଘୁରେର ବ୍ୟଧାତ, ଡାୟାରିଆ, ବମି, ବମି ଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ-ମାଥା ଧରା, ମାଥା ଘୋରା, କାପୁନି ଏବଂ ବିରଲକ୍ଷେତ୍ରେ ମୌନ ଉତେଜନା ଦେଖା ଯାଇ ।

**ଅନ୍ୟ ଓସ୍ତାଟିର ସାଥେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :** କ୍ଲୋନାଜିପାଇସିନ, ଫିନାଇଟିଇନ, ଫେନୋବାରବିଟାଲ ଏବଂ ସୋଡ଼ିଆମ ଡ୍ୟାଲପ୍ରୋଯେଟ ଏର ସାଥେ ପାଇରାସିଟାମେ

কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

**সরবরাহ :**

নিউরোলেপ<sup>®</sup> ট্যাবলেট : প্রতি বাস্তে আছে ৪০ টি ট্যাবলেট। নিউরোলেপ<sup>®</sup> সলিউশন : ১০০ মি.লি।। প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি। সলিউশন।

**নিউরোলিন<sup>®</sup>**

**Neurolin<sup>®</sup>**

**উপদান:** প্রিগাবালিন আইএনএন। ২৫ মি.গ্রা., ৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা। এবং ১৫০ মি.গ্রা। ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা:** নিউরোলিন (প্রিগাবালিন); ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি দ্বারা ঘটিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথাতে এবং পোস্ট হার্পেটিক নিউরালজিয়াতে নির্দেশিত। বয়স্কদের জন্য এটি পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজারে সংযোজিত চিকিৎসা হিসেবে নির্দেশিত। ফায়ারোমায়ালজিয়া ব্যবস্থাপনায় ও এটি ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ডায়াবেটিক পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি সাথে সংগঠিত নিউরোপ্যাথিক ব্যথা: যে সব রোগীদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স প্রতি মিনিটে ৬০ মি.লি। তাদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর সর্বোচ্চ নির্দেশিত মাত্রা হল ১০০ মি.গ্রা। দিনে ৩ বার (দেনিক ৩০০ মি.গ্রা.)। কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে দিনে ৩ বার ৫০ মি.গ্রা। ওয়ুধ প্রদান শুরু করা উচিত, যা পরে দেনিক ৩০০ মি.গ্রা। পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**পোস্টহাপেটিক নিউরালজিয়া:** যে সব রোগীদের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স সর্বনিম্ন ৬০ মি.লি./মিনিট তাদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর মাত্রা হল ৭৫-১৫০ মি.গ্রা। দিনে ২ বার অথবা ৫০-১০০ মি.গ্রা। দিনে ৩ বার (দেনিক ১৫০-৩০০ মি.গ্রা.) দেনিক ৭৫ মি.গ্রা। করে ২ বার অথবা ৫০ মি.গ্রা। দিনে ৩ বার সেবন শুরু করা উচিত যা কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সংগ্রহের ভিত্তির ৩০০ মি.গ্রা। পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

**পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজার এর সহযোজিত চিকিৎসায়:** নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) প্রাণ্ত বয়স্কদের পার্শ্বিয়াল অনসেট সিজারে দেনিক ১৫০-৬০০ মি.গ্রা। সেবন মাত্রায় কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। দেনিক সর্বমোট ১৫০ মি.গ্রা। ইহা সুপারিশকৃত যে রোগীকে দেনিক সর্বমোট সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা। (৭৫ মি.গ্রা। দিনে ২ বার অথবা ৫০

মি.গ্রা। দিনে ৩ বার) মাত্রায় প্রদান করা হবে। প্রত্যেক রোগীর ক্রিয়া এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা। পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

ফায়ারোমায়ালজিয়া ব্যবস্থাপনায়: ফায়ারোমায়ালগিয়াতে নিউরোলিন (প্রিগাবালিন) এর সুপারিশকৃত মাত্রা হল- দৈনিক ৩০০-৪৫০ মি.গ্রা। দৈনিক ৭৫ মি.গ্রা। করে দিনে ২ বার মাত্রায় (১৫০ মি.গ্রা।) সেবন শুরু করা উচিত, যা ওষুধের কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর নির্ভর করে এক সংগ্রহের মধ্যে দৈনিক ১৫০ মি.গ্রা। করে দিনে ২ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপশম লক্ষিত হয় না তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা প্রত্যাহ ২ বার ২২৫ মি.গ্রা। পর্যন্ত (দেনিক ৪৫০ মি.গ্রা।) বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

খাবার সেবনের সাথে নিউরোলিনের কার্যকারিতার কেন সম্পর্ক নেই।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে নিউরোলিন প্রতি নির্দেশিত।

প্রিগাবালিন এর সেবন হঠাত বন্ধ করে দিলে তা অনিদ্রা ক্ষুধামন্দা, মাথাব্যথা অথবা ডায়ারিয়ার মত উপসর্গ তৈরি করতে পারে। তাই এর সেবন ধীরে ধীরে সর্বনিম্ন এক সংগ্রহের মধ্যে বন্ধ করা উচিত। প্রিগাবালিন এর সেবন ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধি করতে পারে। মায়োপ্যাথি দেখা দিলে অথবা ক্রিয়েটিনিন কাইনেজ এর মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে প্রিগাবালিন সেবন তৎক্ষণাত বন্ধ করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে খিমুনি, ঘুমঘুমভাব, শুষ্ক মুখ, ইতিমা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, ওজন বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক চিন্তা।

**গর্ভবত্যায় এবং স্তন্যদানকালে:** গর্ভবত্যায় প্রিগাবালিন ব্যবহার নিরাপদা ব্যবস্থা সি এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন এর উপকারিতা এ বুকির তুলনায় অনেক বেশি হবে।

**সরবরাহ:** নিউরোলিন<sup>®</sup> ২৫ মি.গ্রা। ক্যাপসুল: প্রতি বাস্তে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন<sup>®</sup> ৫০ মি.গ্রা। ক্যাপসুল: প্রতি বাস্তে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন<sup>®</sup> ৭৫ মি.গ্রা। ক্যাপসুল: প্রতি বাস্তে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। নিউরোলিন<sup>®</sup> ১৫০ মি.গ্রা। ক্যাপসুল: প্রতি বাস্তে আছে ১০ টি ক্যাপসুল।

নেক্সাম®

Nexum®

নিডিপিন®

Nidipine®

**উপাদান :** ইসোমিপ্রাজল ২০ ও ৪০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০ এবং ৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল এবং ৪০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** গ্যাস্ট্রো ইসোফ্যাজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) এর চিকিৎসায়-ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিসের প্রশমনে, ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিসের মেইনটেনেন্স তোজ হিসাবে, গ্যাস্ট্রো ইসোফ্যাজিয়াল রিংএড়াক্স এর উপসর্গ প্রশমনে, নন-স্টেরিয়োডাল প্রাদাহরণী ওষুধ (NSAID) দ্বারা চিকিৎসার ফলে স্ট্রেচ গ্যাস্ট্রিক আলসার, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (*H. pylori*) দমনে যা ডিওডেনাল আলসারের পুনঃআবিভাব এর সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২০ মি.গ্রা. বা ৪০ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার করে ৪-৮ সঙ্গাহ।

**সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ডিসপেপ্সিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের পূর্বে ম্যালিগনেসির সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখতে হবে। এন্টিবায়োটিকের সংগে ব্যবহারের পূর্বে এদের ওষুধ নির্দেশনা দেখে নিতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ধরা, নাক মুখ লাল হয়ে যাওয়া, আলস্য, ইডিমা, ফুঁসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন প্রস্তাৱ হওয়া, চোখে ব্যথা, মাঁড়ির হাইপারপাসিয়া, বিষণ্ণতা, শিহরণ, আলোর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জড়িস হতে দেখা গেছে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** জন্ম নিরোধক বড়ি।  
**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরি-‘ব’। খুব বেশী দরকার হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু ইসোমিপ্রাজল মাতৃদুর্দেশ নিঃগত হয়, সেহেতু ওষুধটি সেবনে বিরত থাকা উচিত নাকি শিশুকে দুর্খাপনে বিরত রাখা উচিত তা মা এর ওষুধটির প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

**সরবরাহ :**

নেক্সাম® ২০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। নেক্সাম® ৪০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। নেক্সাম® ২০ ক্যাপসুল : ৬ X ১০ টি। নেক্সাম® ৪০ ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।  
**নেক্সাম® ৪০ আইডি ইনজেকশন:** প্রতিটি বাস্তু আছে লাইয়োফিলাইজড ইসোমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ৫ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেকশনের একটি অ্যাম্পুল এবং একটি ৫ মি.লি. স্টেরাইল ডিস্পোজেবল সিরিঙ্গ।

**উপাদান :** নিফেডিপিন ২০ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** সকল ধরনের উচ্চ রক্তচাপ রোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** নিডিপিন® ট্যাবলেট ১০-২০ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। নিডিপিন® এস আর ট্যাবলেট ২০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার আহারের সময় অথবা আহারের পর।

**সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** কার্ডিওজেনিক শক, এ্যাডভাসড এ্যার্টিক স্টেনোসিস, স্তন্যদানকারী মা, অন্ত্রে প্রতিবন্ধকতাতে ব্যবহার করা যাবে না। ট্যাবলেট সম্পূর্ণ গিলে খেতে হবে, চিবানো, ভাঙ্গা বা ঢোঁয়া যাবে না। রোগীর কার্ডিয়াক রিজার্ভ খুব কম হলে ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ধরা, নাক মুখ লাল হয়ে যাওয়া, আলস্য, ইডিমা, ফুঁসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ঘন ঘন প্রস্তাৱ হওয়া, চোখে ব্যথা, মাঁড়ির হাইপারপাসিয়া, বিষণ্ণতা, শিহরণ, আলোর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জড়িস হতে দেখা গেছে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এসই ইনহিটিব্র, এরিমিয়ায়োদী, ব্যাকটেরিয়ানাশক, খিঁচিনিরোধক, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্রীয় ওষুধ, সাইঞ্জেলোস্পেরিন, পেশী শিথিলকারক, আলসার প্রতিরোধী ওষুধ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহারের গুরুত্ব এবং ভ্রীয়ী ক্ষতির আশংকার কথা বিবেচনা করে গর্ভাবস্থায় এটা ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

নিডিপিন® এস আর ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

নিডিপ্রো®

Nidipro®

**উপাদান :** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে নিফেডিপিন ২০ মি.গ্রা. এস আর পিলেট এবং এটিনোল ৫০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার :** উচ্চরক্তচাপ এবং ক্রনিক হার্টী এনজিনীয়া ব্যবস্থাপনায়, যখন একটি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা একটি বিটা-ব্লকার অপর্যাপ্ত।

**মাত্রা ও সেবন বিধি :** উচ্চরক্তচাপ : একটি করে

ক্যাপসুল দিনে একবার। এনজিনা : একটি করে ক্যাপসুল প্রতি ১২ ঘন্টা পরপর।

**প্রতি নির্দেশনা :** হাইপারসেনিস্টিভিটি ইহার মূল উপাদান অথবা অন্যান্য সংযুক্ত দ্রব্যের অথবা অন্যান্য ডাইহাইড্রোপিরিডিনের সাথে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, কার্ডিওজেনিক শক, নিম্ফারভচাপ, বিপাকজনিত এসিডেসিস, হার্টফেইলিউর, মহিলা যারা বাচ্চা প্রসবে সমর্থ অথবা গর্ভকালীন সময়ে অথবা দুর্ঘন্দানকালে, এবং যেসব রোগী বেশী পরিমাণ বৃক্ষিয় অকার্যকারিতায় ভুগছে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** রক্তসংবহনতন্ত্রে : ফ্লাসিং, ফুলে উঠা। সিএনএস : ডিজিনেস, মাথা ব্যথা। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল : গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিস্টাৰ্বেন্স। হিমাটোলজিক্যাল : পারাপিটোরা। প্রজনন সংক্রান্ত : ইমপোচেস্টেস।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এই কমিনেশন অবশ্যই সেসব ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্রকার এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না যদের নেচোটিভ আয়োনেট্রিপিক প্রভাব আছে যেমন ভেরাপামিল, ডিলিটিয়াজেম।

**গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :** নিডিপ্রো<sup>®</sup> ক্যাপসুল: ৫ X ১০টি।

## নিল্যাক<sup>®</sup> জেল

## Nilac<sup>®</sup> Gel

**উপাদান :** ট্রেচিনইন ০.০২৫% জেল।

**নির্দেশনা :** এক্রিন ভালগারিস, বয়সের দাগ ও রোদে ক্ষত হওয়া ত্ত্বকে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** দিনে এক বা দুই বার ত্তকের আক্রান্তস্থানে আলতোভাবে প্রয়োগ করতে হবে (সাধারণত ৩ রাতে)। ফলাফল পেতে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** একজিমা আক্রান্ত ত্তকে ইরিটেশন হয়। ব্যবহারকালীন সময়ে সূর্যালোক-এর সরাসরি সংস্পর্শ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্রাথমিক ইরিট্যাস্ট ডার্মাটাইটিস হিসেবে কিছু কিছু লক্ষণ যেমন : চুলকানি, ইরাইথেমা, ত্তক উঠে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** যে সমস্ত ওষুধে পিলিং এজেন্ট যেমন সালফার, রিসরসিনল, বেনজোয়াল

পারঅঞ্জাইড, স্যালিসাইলিক এসিড ইত্যাদি থাকে, তাদের সাথে একত্রে ব্যবহারে বিশেষ সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ত্তকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্ৰীতে (যেমন সেভিং লোশন, পারফিউম ইত্যাদি) এলকোহল, মেনথল, লাইম ইত্যাদি আছে সেগুলোর ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার না করাই শ্ৰেণ।

**সরবরাহ :** নিল্যাক<sup>®</sup> জেল : ১০ গ্রাম।

## নিমোক্যাল<sup>®</sup>

## Nimocal<sup>®</sup>

**উপাদান :** নিমোডিপিন ৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** সাবঅ্যারাক্নয়েড হেমোরেজ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৬০ মি.গ্রা. (২টি ট্যাবলেট) প্রতি ৪ ঘন্টা অন্তর ২১ দিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জানা যায়নি।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা ব্যথা, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, রক্তিমার্ব (গুরম বোধ), বুক জ্বালা, হৃদস্পন্দন কমে যাওয়া, পাকস্থলীতে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিষণ্ণতা ইত্যাদি।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভাবস্থায় এর ব্যবহারের উপর কোন পরীক্ষা চালানো হয়নি।

**স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।**

**সরবরাহ :** নিমোক্যাল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## নিক্সালো<sup>®</sup>

## Nixalo<sup>®</sup>

**উপাদান :** অ্যালপ্রাজোলাম ০.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** উদ্বেগ ও ভীতিজনিত ব্যাধি।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** প্রাণ্বেষ্যকদের ক্ষেত্রে : ০.২৫ মি.গ্রা., ২-৩ বার প্রতিদিন। প্রয়োজনে ০.২৫ মি.গ্রা. করে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে। তবে দিনের চেয়ে রাতেই মাত্রা বাড়ানো উচিত। (ব্যক্ষকদের ক্ষেত্রে) : ০.১২৫ মি.গ্রা., ২-৩ বার প্রতিদিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** তৌৰ ন্যারো এংগেল গুকোমা, মানসিক রোগ বা বিষাদ

প্রাথমিক ভাবে ধরা পড়লে এবং অরগানিক ট্রেইন সিল্ভেট থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** তন্দুচ্ছন্দভাব, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব সহ মনসৎয়োগে অসুবিধা, শক্রভাবাপন্ন হওয়া, অন্যান্য আত্মবিরোধী প্রভাব যেমন খিঁট খিঁটে ভাব, উদ্দেজ্যস্থ ও মতভূম ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় সুপারিশকৃত নয়। এই ওষুধ গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ :**

নির্মাণো<sup>®</sup> ০.৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

**নোকন<sup>TM</sup>**

**Nocon<sup>TM</sup>**

**উপাদান :** অক্সিমেটাজেলিন ০.০৫% এবং ০.০২৫% ন্যাসাল ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** একিউট ও ক্রনিক রাইনাইটিস, সাধারণ ঠাণ্ডা এবং সাইনাসের প্রদাহ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাপ্তবয়ক এবং ৬ বছর বয়সী শিশু: ২-৩ ফেন্টার ০.০৫% নোকন্ দিনে ২ বার প্রতি নাসারঞ্জে। ২-৫ বছর বয়সী শিশু: ২-৩ ফেন্টার ০.০২৫% নোকন্ দিনে ২ বার প্রতি নাসারঞ্জে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এম.এ.ও. ইনহিবিটর, ট্রাইসাইক্লিক এন্ডিপ্রেসেন্ট এর সাথে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** শূল ফেন্টার অনুভূতি, হাঁচি, নাকের নিঃসরণ বেড়ে যাওয়া, নাসারঞ্জ শুকিয়ে যাওয়া এবং স্বাদের পরিবর্তন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় শেষ তিন মাসে এর ব্যবহার নিরাপদ। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :**

নোকন<sup>TM</sup> ০.০৫% ন্যাসাল ড্রপস্ : ১০ মি.লি।।

নোকন<sup>TM</sup> ০.০২৫% পেডিয়াট্রিক ন্যাসাল ড্রপস্ : ১০ মি.লি।।

**নোমি<sup>®</sup>**

**Nomi<sup>®</sup>**

**উপাদান :** জলমিট্রিপ্টান ২.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অরা সহ ও অরা ছাড়া মাইগ্রেনের ব্যথায়

নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** সাধারণত ২.৫ মি.গ্রা।। যদি মাইগ্রেনের লক্ষণ সমূহ থেকে যায় অথবা পুনরায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার দেখা যায়, দ্বিতীয়বার একই মাত্রায় এই ওষুধ গ্রহণ করে সুফল পেতে দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বার ওষুধ গ্রহণ ও প্রথম বারের ওষুধ গ্রহণের মধ্যে কমপক্ষে ২ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতে হবে। পরবর্তী মাইগ্রেনের সময় ৫ মি.গ্রা. মাত্রায় দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত রোগীর অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। উলফ-পারকিনসন-হোয়াইট উপসর্গ আছে এমন রোগী অথবা এরিদমিয়া সহ অন্যান্য রক্ত সংবহনতন্ত্রীয় সমস্যায় এর ব্যবহার অনুচিত। আর্গেটামিন এবং জলমিট্রিপ্টান নেয়ার মধ্যে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টার ব্যবধান থাকতে হবে। জলমিট্রিপ্টান এর ব্যবহারের কমপক্ষে ১২ ঘণ্টার মধ্যে একই ধরণের অন্য ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত সহমশীল। যে সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ দেখা যেতে পারে, সেগুলো হলো: বিমি বাম ভাব, ঘূম ঘূম ভাব, তন্দুচ্ছন্দতা, অতিরিক্ত গরম লাগা এবং মুখ শুকিয়ে যাওয়া, গলা, ঘাড়, হাত-পা এবং বুকে ভারী ভারী লাগা, আটকা লাগা অথবা চাপ অনুভব হতে পারে। এছাড়া মাংশপেশীতে ব্যথা, দুর্বলভাব হতে পারে।

**সরবরাহ :**

নোমি<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ২ X ৬ টি।

**নরভেন্ট<sup>®</sup> ইনহেলার**

**Norvent<sup>®</sup> Inhelar**

**উপাদান :** টিট্রুপিয়াম।

**নির্দেশনা :** নরভেন্ট ব্রংকোস্পাজম এর সাথে ক্রনিক অবস্থাক্রিটিক পালমোনারী ডিজিস (সিওপিডি), ক্রনিক ব্রংকাইটিস এবং এমফাইসিমা সংযুক্ত এর দীর্ঘমেয়াদী, প্রতিদিন একটি করে তন্ত্রাবধায়ক চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** পূর্ববয়ক এবং ১২ বছর বা তার বেশী : নরভেন্ট ইনহেলারের ২ বার পার্ফ্যাম্সেন্ট প্রতিদিন একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যেসব রোগীর এন্ট্রোপিন অথবা এর ডিইভাইটিস এর প্রতি অতিস্পর্শকার্তার পূর্ব ইতিহাস আছে (ইপ্টেপিয়াম অথবা এর যেকোন উপাদানের ও সংযুক্ত) তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এন্টিকোলিনারজিক ড্রাগ হিসেবে টিপ্টেপিয়াম সরু-কোণিক গুকোমা, শ্রোসটেটিক হাইপারপাসিয়া এর লক্ষ্যসমূহ বৃদ্ধি করে এবং এসব ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া :** টিপ্টেপিয়াম কোনপ্রকার খারাপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই সিওপিডি তে ব্যবহৃত ওষুধের সাথে ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য এন্টিকোলিনারজিকযুক্ত ওষুধের সাথে টিপ্টেপিয়াম ঘূর্ণের কোন গবেষণা নাই তাই সুপারিশ করা হয়ন।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হর মুখে শুক্রতা, অন্যান্য প্রতিক্রিয়া হল কোষ্ঠকাঠিন্য, হার্টরেট বৃদ্ধি, গুকোমা ইত্যাদি।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগনেসি ক্যাটাগরি সি: টিপ্টেপিয়াম শুধুমাত্র উপকারণি যদি জ্বরের ঝুঁকিকে অতিক্রম করে তবেই ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

নরভেন্ট<sup>®</sup> ইনহেলার : টিপ্টেপিয়াম ৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি পাখ এ, ১২০ পাখ।

## নরভিস<sup>®</sup>

## Norvis<sup>®</sup>

**উপাদান:** নরভিস<sup>®</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ৫০ মি.গ্রা।

**নরভিস<sup>®</sup> ইঞ্জেক্শন:** প্রতি ২ মি.লি. এ্যাম্পুলে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ৫ মি.গ্রা।

**নরভিস<sup>®</sup> সিরাপ:** প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট আইএনএন ১০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট একটি এন্টিস্পার্জেডিক ঔষধ। ইহা পরিপাকত্ব, বিলিয়ারি সিস্টেম, ইউটেরেস ও মৃত্যুথোলীর পেশীর সংকোচনকে শিথিল করে। ইহা গ্যাস্ট্রোএন্ট্রাইটিস, ডায়ারিয়া,

ডিসেন্ট্রি, বিলিয়ারী কলিক, এস্টারোকোলাইটিস, কলিসিস্টাইটিস, কোলোনোপ্যাথী, সিস্টাইটিস এবং স্পাজমোডিক ডিসমেনেরিয়াতে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** নরভিস<sup>®</sup> ট্যাবলেট: ২-৬ টি ট্যাবলেট (১০০-৩০০ মি.গ্রা.) দৈনিক বিভক্ত মাত্রায় মুখে খেতে হবে।

**নরভিস<sup>®</sup> ইঞ্জেক্শন:** ১ টি করে এ্যাম্পুল (৫ মি.গ্রা.) দিনে ৩ বার ইন্ট্রামাস্কুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস পথে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে।

**নরভিস<sup>®</sup> সিরাপ:** শিশু: প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দৈনিক ৩ মি.গ্রা. - ৬ মি.গ্রা. অথবা ১.৫ মি.লি. - ৩ মি.লি. করে ৩ টি বিভক্ত মাত্রায়।

প্রাণী বয়স: দৈনিক ৩০ মি.গ্রা. - ৯০ মি.গ্রা. অথবা ১৫ মি.লি. - ৪৫ মি.লি. করে ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অন্য ওষুধের সাথে ইহা ব্যবহার করা যাবে না।

**গর্ভবস্থায় ব্যবহার:** জ্বরের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যাবে।

**দুর্ঘানাকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** জ্বরের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকলে ব্যবহার করা যাবে।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** স্বাভাবিক খুবই অল্প পরিমাণ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

**প্রতিনির্দেশনা:** টাইমোনিয়াম মিথাইলসালফেট গুকোমা রোগীদের ক্ষেত্রে এবং যে সকল রোগীর একিউট আইবল পেইন ও সেইসাথে দৃষ্টির সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যাদের প্রোস্টেট অথবা ইউরিনোরী ব্লাডারের অস্বাভাবিকতা আছে তাদের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা যাবে না।

**সরবরাহ:**

**নরভিস<sup>®</sup> ট্যাবলেট:** প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ৫০টি ট্যাবলেট রিস্টার প্যাকে।

**নরভিস<sup>®</sup> ইঞ্জেক্শন:** প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ১০টি এ্যাম্পুল রিস্টার প্যাকে।

**নরভিস<sup>®</sup> সিরাপ:** প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ১০০ মি.লি. সিরাপ PET বোতলে এবং সাথে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

# O

## ওবিনীল®

## Obenil®

**উপাদান :** সিরুট্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড মনোহাইড্রেট ৫ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ।

**নির্দেশনা :** দৈহিক স্তুলতা ও ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার খাবারের আগে বা খাবারের সাথে । যদি কম ওজন করতে তবে মাত্রা ৪ সঙ্গাহ অন্তর টাইট্রেশন করতে হবে যা মোট ১৫ মি.গ্রা. দিনে একবার পর্যন্ত দেয়া যায় । ৫ মি.গ্রা. মাত্রা সেসব রোগীদের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত যারা ১০ মি.গ্রা. সহজ করতে পারেন না ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীল, যে সব রোগীর কোন ওষুধ দিলে রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় যেমন-ডিকনজেস্টেন্ট, কাশি, ঠাণ্ডা, এলার্জির ওষুধ, যার মধ্যে আছে ফিনাইলপ্রাপানলএমিন, এফিড্রিন এবং সিউডোএফিড্রিন ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা হয়, ঘুমের অসুবিধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া, ঘুম ঘুম ভাব, নাকের প্রদাহ ইত্যাদি ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এম এ ও আই ব্যবহার বন্দের দুই সঙ্গাহের মধ্যে অথবা একসাথে সিরুট্রামিন ব্যবহার করা যাবে না ।

**গর্ভবত্ত্ব ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্ত্বায় ব্যবহার এবং নার্সিং মায়েদের সিরুট্রামিন দেয়া নিষেধ ।

**সরবরাহ :**

ওবিনীল® ৫ ক্যাপসুল : ৩ X ১০ টি ।

**অকুফেন® চোখের ড্রপস**

**Ocufen® Eye Drops**

**উপাদান:** অকুফেন ০.০৯% চোখের ড্রপস : প্রতি মি.লি.এ আছে ব্রোমফেনাক সোডিয়াম আইএনএন ১.০৩৫ মি.গ্রা. যা ০.৯ মি.গ্রা. ব্রোমফেনাক আইএনএন এর সমতুল্য ।

**নির্দেশনা:** অকুফেন ০.০৯% চোখের ড্রপস চোখের

ছানি এবং অন্যান্য অপারেশনজনিত প্রদাহ কমাতে নির্দেশিত । এছাড়াও যে কোন ধরণের চোখের প্রদাহ কমাতে ব্যবহৃত হয় ।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে : ১ ফেটা করে আক্রান্ত চোখে দিনে দুইবার; অপারেশনের পর ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং ২ সঙ্গাহ চলবে ।

**শিশুদের ক্ষেত্রে :** মাত্রা এবং ব্যবহার ডাঙার নিশ্চিত করবেন ।

মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস এর যে কেন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না ।

**সতর্কতা:** ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস এ আছে সোডিয়াম সালফাইট, যা অনেকের ক্ষেত্রে এ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া যেমন- কমমাত্রার শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা দিতে পারে । তবে সালফাইট সংবেদনশীলতার ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা নেই এবং সম্ভাবনা কর্ম। সেজন্য এই ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ।

বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত সকল NSAID গুলো ক্ষত উপশমে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে । একইসাথে NSAID এবং স্টেরয়েড ব্যবহারে ক্ষত শুকানো বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয় ।

কন্ট্রল লেস পরিহিত অবস্থায় ব্রোমফেনাক চোখের ড্রপস ব্যবহার করা উচিত নয় ।

**গর্ভবত্ত্বায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যাসি ক্যাটাগরিঃসি ।

এই ওষুধ গর্ভবত্ত্বায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাণ এবং সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি । তাই ক্রমের ঝুঁকি ও রোগীর উপকারের কথা বিবেচনা করে এই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত । স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:**

১৮ বৎসরের নীচে রোগীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয় ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হলো: চোখে অস্বাভাবিক অনুভূতি, কনজাংকটিভাল হাইপারেমিয়া, চোখের জুলুনি, চোখে ব্যথা, চোখে প্ররিটাস, লালচে চোখ, মাথাব্যথা এবং আইরিসে প্রদাহ ।

**সরবরাহ:**

অকুল্যান্ট<sup>TM</sup> চোখের ড্রপস : প্রতি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে রয়েছে ৫ মি.লি. ব্রোমফেনাক সোডিয়াম আইএনএন জীবাণুক্ত দ্রবণ।

## অকুল্যান্ট<sup>TM</sup> চোখের ড্রপস Oculant<sup>TM</sup> Eye Drops

**উপাদান:** অকুল্যান্ট<sup>TM</sup> চোখের ড্রপস: প্রতি মি.লি.-এ আছে ৪ মি.গ্রা. পলিইথিলিন গ্লাইকল ৪০০ বিপি এবং ৩ মি.গ্রা. প্রোপাইলিন গ্লাইকল বিপি।

**নির্দেশনা:** অকুল্যান্ট<sup>TM</sup> চোখের ড্রপস চোখের শুক্ষতাজনিত জ্বালাপোড়া এবং প্রদাহ প্রশমনে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** আক্রান্ত চোখে ১/২ ফেটার প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। ৬ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

**প্রতিবিনিয়োগন:** এই ওষুধের যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**সাবধানতা:** শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য। যদি ওষুধটির বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা ঘোলা হয়ে যায় অথবা ওষুধটির কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা দেখা দেয়, তবে ওষুধটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সতর্কতা:** এই ওষুধটি চোখে দেওয়ার পর বাপসা দৃষ্টি হতে পারে। দূষণ প্রতিরোধে ড্রপারের মুখে কখনোই স্পর্শ করা উচিত নয়। এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর ক্যাপটি ড্রপারের মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** এই ওষুধটির উপস্থিতি খুবই নগন্য বিধায় গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করা যাতে পারে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদি না থাকায় স্তন্যদানকালে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষমতা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** সাধারণত ওষুধটি সহনশীল। যদি কোন এ্যালার্জিক সংবেদনশীলতা পরিলক্ষিত হয় তবে তৎক্ষণাত ইহা ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ:** অকুল্যান্ট<sup>TM</sup> চোখের ড্রপস: প্রতিটি

ক্লটেইনারে রয়েছে ১০ মি.লি. পলিইথিলিন গ্লাইকল ৪০০ বিপি ০.৪% এবং প্রোপাইলিন গ্লাইকল বিপি ০.৩%-এর জীবাণুক্ত দ্রবণ।

## অফকফ<sup>®</sup>

## Ofkof<sup>®</sup>

**উপাদান:** (ডেক্সট্রোমেথরফ্যান ১০ মি.গ্রা., স্যুডোএফিড্রিন ৩০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইপ্রোলিডিন ১.২৫ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** শুক কফ সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের ব্যাধিতে নাসারদ্র পরিক্ষারক, হিস্টামিন এইচ১ রিসেপ্টররোধী ওষুধ ও কফ নিঃসারকের যৌথ সেবন থেকে উপকার লাভ হয় এবং এইসব ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণসমূহের উপর্যুক্ত নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্তবয়ক এবং ১২ বছরের উর্ধ্বে শিশুদের জন্য ২ চা-চামচ দিনে ৩ বার। ৬-১২ বছরের শিশু: ১ চা-চামচ দিনে ৩ বার, ২-৬ বছরের শিশু: ১/২ চা-চামচ দিনে ৩ বার বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত রোগী ডেক্সট্রোমেথরফ্যান, স্যুডোএফিড্রিন অথবা ট্রাইপ্রোলিডিন-এর প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল তাদেরকে দেয়া যাবে না। মনোঅ্যামাইন অ্যাল্লেজেজ সেবনকারী রোগীদের সেবন বক্রের দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত অফকফ<sup>®</sup> সেবন করা যাবে না। তৈরি করোনারী ধমনীর রোগ অথবা মারাতাক উচ্চরক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, পরিপাকতন্ত্রের গোলমাল, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবনমন অথবা উভেজনা, তন্দুচ্ছিক্কাব, মুখ-নাক-গলার শুক্ষতা, মূত্রাত্যাগে অক্ষমতা ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নাই। সেজন্য গর্ভবতী মহিলাদের ভঙ্গের বৃদ্ধির ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিক্সেজেসটেট, ট্রাইসাইক্লিক বিষয়তারোধী ওষুধ, রঞ্চিমন-কারক, এ্যামফেটামিন জাতীয় দেহ উভেজক অথবা মনোঅ্যামাইন অ্যাল্লেজেজ ইনহিৰিটর।

**সরবরাহ :** অফকফ<sup>®</sup> সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

## ଅଫରାନ୍

## Ofran<sup>®</sup>

### ଉପାଦାନ:

ପ୍ରତିଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆହେ ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଇଉଏସ୍‌ପି ହିସେବେ । ପ୍ରତି ୫ ମି.ଲି. ସଲିଉଶନ୍ ରାଯେହେ ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଇଉଏସ୍‌ପି ହିସେବେ । ପ୍ରତି ୪ ମି.ଲି. ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ୍ ରାଯେହେ ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ଡାଇହାଇଡ୍ରୋ ଇଉଏସ୍‌ପି ହିସେବେ ।

### ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା: ଅଫରାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ-

କ୍ୟାପାର କେମୋଥେରୋପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବମି ବମି ଭାବ ଏବଂ ବମି ପ୍ରତିରୋଧେ

ଅନ୍ତର୍ପଚାର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ବମି ବମିଭାବ ଏବଂ ବମି ପ୍ରତିରୋଧେ ମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ: କେମୋଥେରୋପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବମି ବମି ଭାବ ଏବଂ ବମି ପ୍ରତିରୋଧ:

ପ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର- (ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଓରାଲ ସଲିଉଶନ)- ପ୍ରଚନ୍ଦ ବମି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କ୍ୟାପାର କେମୋଥେରୋପିତେ ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କରେ ୨୪ ମି.ଗ୍ରା. ଦିନେ ତିନ ବାର । ମାଝାରି ଧରନେର ବମି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କ୍ୟାପାର କେମୋଥେରୋପିତେ ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅଫରାନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଥବା ୧୦ ମି.ଲି. ଅଫରାନ୍ ସଲିଉଶନ ଦିନେ ଦୁଇବାର ।

ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ- ଏକଟି ୩୨ ମି.ଗ୍ରା. ଆଇଭି ଅଥବା ତିନଟି ୦.୧୫ ମି.ଗ୍ରା./କେଜି ଡୋଜ । ଏକଟି ୩୨ ମି.ଗ୍ରା. ଡୋଜ କ୍ୟାପାର କେମୋଥେରୋପି ଶୁରୁ କରି ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ୦.୧୫ ମି.ଗ୍ରା. (କେଜି ଡୋଜେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗେର ୪ ଥେକେ ୮ ଘଟ୍ଟ ପର ଦିତୀୟ ଡୋଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତେ ହେବେ) ।

ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ- ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଓରାଲ ସଲିଉଶନ ୮ ଥେକେ ୧୧ ବଚର ବସ୍ତ୍ରର ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଟି ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅଫରାନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଥବା ୫ ମି.ଲି. ଅଫରାନ୍ ସଲିଉଶନ ଦିନେ ତିନିବାର କରେ କେମୋଥେରୋପି ଶେଷ ହବାର ୧-୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ- ତିନଟି ୦.୧୫/କେଜି ଡୋଜ ରେଡିଓଥେରୋପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବମି ବମି ଭାବ ଏବଂ ବମି ପ୍ରତିରୋଧେ ପ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର- ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଓରାଲ ସଲିଉଶନ- ଏକଟି ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅଫରାନ୍ ଅଥବା ୧୦ ମି.ଲି. ଓରାଲ ସଲିଉଶନ ଦିନେ ତିନିବାର ।

ଅନ୍ତର୍ପଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବମି ବମି ଭାବ ଏବଂ ବମି

### ପ୍ରତିରୋଧେ:

ପ୍ରାଣ ବସ୍ତ୍ର: ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଓରାଲ ସଲିଉଶନ- ଦୈନିକ ୨ ବାର ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅଫରାନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କରେ ୨ ବାର ଅଥବା ୨୦ ମି.ଲି. ଓରାଲ ସଲିଉଶନ ଅବଶିକରନେର ୧ ଘଟ୍ଟ ପୂର୍ବେ ।

ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ- ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଆଇଭି ଅଲ୍‌ସ୍କ୍ରୁଟ ଅବହାୟ ୨-୫ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ବେଶି ସମୟ ଧରେ ଅବଶିକରନେର ଠିକ ପୂର୍ବେ ଅଥବା ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ପଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ବମି ବମି ଅନୁଭବ ଅଥବା ବମି କରେ ତଥନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତେ ହେବେ ଅଥବା ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଅଲ୍‌ସ୍କ୍ରୁଟ ଅବହାୟ ଆଇଏମ ହିସେବେ ଏକଟି ଡୋଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରା ଯେତେ ପାରେ । ସେବର ରୋଗୀ ଏକଟି ମାତ୍ର ଆଇଭି ଡୋଜେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାନ୍ତି ତାଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଦିତୀୟ ବାର ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଡୋଜେ କୋନ ଅଧିକତର କର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପରିଲଙ୍ଘିତ ହେବାନା ।

ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ- ୨ ଥେକେ ୧୨ ବଚର ବସ୍ତ୍ର ଶିଶୁଦେର ଏକଟି ୦.୧ ମି.ଗ୍ରା./କେଜି (୪୦ କେଜି ଅଥବା ଅନୁର୍ଧ ୪୦ କେଜି ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ) ଅଥବା ଏକଟି ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଡୋଜ (୪୦ କେଜି ଉର୍କ ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ) ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ ପ୍ରୋଗେର ସମୟକାଳ ୨ ଥେକେ ୫ ମିନିଟ୍ରେର ଚେଯେ ବେଶି ହୋଇ ଉଚିତ (କୋନ ଭାବେଇ ୩୦ ସେକେନ୍ଦ୍ରେ କମ ନୟ) । ୨ ବଚରର ନିଚେର ଶିଶୁଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଓୟା ଯାଇନା ।

### ଯକୃତେର ଅକାର୍ଯ୍ୟକରାରିତାଯା

ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଓରାଲ ସଲିଉଶନ- ସର୍ବମୋଟ ଦୈନିକ ମାତ୍ରା ୮ ମି.ଗ୍ରା. ଅତିକ୍ରମ କରା ଉଚିତ ନୟ ।

ଇଞ୍ଜେକ୍ଷନ- ୪ ମି.ଗ୍ରା. ଏର ଏକଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେମୋଥେରୋପି ଶୁରୁ କରାର ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଧରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତେ ହେବେ ।

ପ୍ରତିନିର୍ଦେଶନା: ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏର ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତିନିର୍ଦେଶିତ ।

ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ସବଚେଯେ ବେଶି ସଂଗଠିତ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରାଯେହେ ମାଥା ବ୍ୟଥା, କୋଷ୍ଟ କାଠିଲ୍ୟ ଏବଂ ଡାଯାରିଯା । କେମୋଥେରୋପି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବମି ବମିଭାବ ଏବଂ ବମିତେ ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେବନକୃତ ରୋଗୀଦେର ମଧ୍ୟେ ୧% କ୍ଷେତ୍ରେ ର୍ୟାଶ ଦେଖା ଯେତେ ପାରେ । ଦୁଲ୍ଲଭ କ୍ଷେତ୍ରେ ବାପସା ଦୃଷ୍ଟି, ଡିପ୍ରେସନସହ ଅଥବା ବୁକେ ବ୍ୟଥା, କାର୍ଡିୟାକ ଏରିଥମିଆ, ନିଯାରଙ୍ଗଚାପ ଏବଂ ବ୍ରାତି କାର୍ଡିଆ ଦେଖା ଯାଇ ।

ଅନ୍ୟ ଓସୁଧେର ସାଥେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ସେବର ରୋଗୀ ଟୈଣ୍ଟାଟୋପ୍ ଉଦ୍ଦିପକ (ଯେମନ- ଫିନାଇଟ୍‌ମେ, କାର୍ବାମାଜୋପିକ ଅଥବା ରିଫାମପିସିନ) ଗ୍ରହନ କରାଛନ ତାଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅନଡେନସ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏର ନିର୍ଗମନ ବ୍ୟବ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗତ୍ ଏର ଘଣ୍ଟ

হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। অনডেনসেট্রন ট্রামাডোল এর ব্যথা নিরাকর ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

#### গৰ্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:

**গৰ্ভবস্থায়:** প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-বি। স্তন্যদানকালে: স্তন্যদানকারী প্রাণীদের দুঃখে অনডেনসেট্রন নির্গমণ পরিলক্ষিত হয় তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে অনডেনসেট্রন প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### সরবরাহ:

অফরান<sup>®</sup> ৮ মি.গ্রা. ট্যাবলেট: প্রতি বার্ষে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। অফরান<sup>®</sup> ওরাল সলিউশন: প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সলিউশন। অফরান<sup>®</sup> ৮ মি.লি. ইঞ্জেকশন: প্রতি বার্ষে আছে ৬ টি এ্যাপ্সুল।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: হাইপারভিটামিনোসিস এ,ডি অথবা ই। আলো থেকে দূরে রাখতে হবে। চিকিৎসা বন্ধ করার পূর্বে যুক্তে এর সংরক্ষণের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকতে হবে। যেসব রোগীর ক্রিগিক রেনাল অকার্যকারীতা আছে তাদেরকে সাবধানতার সাথে কড লিভার অয়েল দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** বারবিচুরেট বা এস্টিকনভালসেন্ট জাতীয় ওষুধ কড লিভার অয়েলের শোষণ কমায়।

#### গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

গৰ্ভবতীর ক্ষেত্রে ৬০০০ ইউনিট এর বেশী ভিটামিন এ গ্রহণ নির্দেশিত নয়। ভিটামিন এ এবং দৈনন্দিন অনুমোদিত পরিমাণ (আর ডি এ: ৫০০০ ইউনিট) স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য প্রযোজ্য।

#### সরবরাহ:

**অলিকড<sup>®</sup>:** প্রতিটি বোতলে আছে ৫০ টি লিকইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুল হিসেবে।

## অলিকড<sup>®</sup>

## Olicod<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রতিটি লিকইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কড-লিভার অয়েল বিপি ০.৩ মি.লি., যাতে আছে ভিটামিন এ ৬০০ আই ইউ, ভিটামিন ডিও ৮৫ আই ইউ, ভিটামিন ই ০.৩ আই ইউ, ইকোসাপেটাইনোইক এসিড (ইপিএ) ২৫ মি.গ্রা., ডোকোসাহেক্সাইনোইক এসিড (ডিইইচএ) ৩০ মি.গ্রা.

#### নির্দেশনা:

সুস্থায়, হাড়, দাঁত ও পেশীয় উন্নতি সাধন করে। আধ্বাইটিসজনিত ব্যথা উপর্যুক্ত কড অয়েল সাধায় করে।

কাশি, ঠাণ্ডা, ব ও শাসের সমস্যায় প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। অলিকড<sup>®</sup> এর প্রথমেটিক, এন্টি-এরিদমিক, এন্টি-ইনফ্যামেটরী ও এন্টিহাইপারটেন্সিভ কার্যকারিতা আছে।

অলিকড<sup>®</sup> ট্রাইঘিসারাইড কমায় ও এইচ ডি এল লেভেল বাড়ায়।

জ্বর ও শিশুর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকারিতায় ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন এ ও ডি এর অভাবজনিত সমস্যা দূর করে। গৰ্ভবতী মা কড-লিভার অয়েল গ্রহণ করলে শিশুর জুভেনাইল টাইপ-১ ডায়াবেটিস হ্বার ঝুঁকি করে যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ২-৬ টি ক্যাপসুল প্রতিদিন বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

## ওলমেকার<sup>TM</sup>

## Olmecar<sup>TM</sup>

**উপাদান:** ওলমেসারটান মেডোরেলিম আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং ৪০ মি.গ্রা.ফিল্ড কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** উচ্চ রক্তচাপ। এটি এককভাবে অথবা অন্য উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী ওষুধের সাথে কমিনেশন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

**সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:** নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ২০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার। উচ্চ রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সঙ্গাহ পরে মাত্রা বৃদ্ধি করে ৪০ মি.গ্রা. করা যেতে পারে। ৪০ মি.গ্রা. এর অধিক মাত্রা অথবা দিনে দুইবার ওষুধ সেবনে ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় না।

**প্রতিনির্দেশনা:** এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পৰ্যাপ্তি-প্রতিক্রিয়া:** বুকে ব্যথা, পেরিফেরাল ইতিমা, ভার্টিগো, তলপেটে ব্যথা, অরুচি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, বমি বমি ভাব, ট্যাকিকার্ডিয়া, হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, হাইপারলিপিডেমিয়া, হাইপারইউরিসেমিয়া, আর্থ্রালজিজ্যা, আর্থ্রাইটিস, মায়ালজিজ্যা, র্যাশ ইত্যাদি।

**গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগনেন্সি

কাটাগরী : সি (প্রথম ট্রাইমেস্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ট্রাইমেস্টার)।

স্তন্যদানকারী মা : ওলমেসারটান মাত্দুঁধে নিঃস্ত হয় কিনা জানা যায়নি। তবে ইঁদুরের ক্ষেত্রে অন্ন মাত্রায় নিঃস্ত হয়। বাচ্চার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা এবং মায়ের ওষুধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দিক পর্যালোচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুঃখদান এর যে কোন একটি পরিহার করতে হবে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

**পূর্ব সর্তর্কতা:** বৃক্কের অর্পণাঞ্চাতার ক্ষেত্রে : রেনিন-এনজিওটেনসিন-এলডোস্টেরেন প্রক্রিয়া বাধাদানের পাশাপাশি ওলমেসারটান বৃক্কের কার্যকারিতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যে সব রোগীদের বৃক্কের কার্যকারিতা রেনিন-এনজিওটেনসিন-এলডোস্টেরেন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরীল (মারাআক কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিংস এ আক্রান্তদের ক্ষেত্রে), তাদের ক্ষেত্রে এনজিওটেনসিন কনভারটিং এনজাইম প্রতিবন্ধক এবং এনজিওটেনসিন রিসেপ্টর প্রতিবন্ধক এর মাধ্যমে চিকিৎসায় অলিভুরিয়া অথবা এজোটিমিয়া এবং (খুব সামান্য ক্ষেত্রে) তৈরি রেনাল অকার্যকারিতা হতে পারে। ওলমেসারটান গ্রহণকারী রোগীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা ঘটতে পারে।

#### সরবরাহ:

ওলমেকার <sup>TM</sup> ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট। ওলমেকার <sup>TM</sup> ৪০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট।

## ওলমেকার<sup>TM</sup> প্লাস Olmeclar<sup>TM</sup> Plus

**উপাদান:** ওলমেসারটান মেডোলোমিল আইএনএন ২০ মি.গ্রা. এবং হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড বিপি ১২.৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার:** এই কমিনেশন ওষুধটি উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় নির্দেশিত। তবে এটি উচ্চ রক্তচাপের প্রারম্ভিক চিকিৎসায় নির্দেশিত নয়।

**সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:** এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওলমেসারটান এর নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হলো ২০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার। রক্তচাপ যথ যথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ সংগ্রাহ পর মাত্রা বৃদ্ধি করে

৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার করা যেতে পারে। বয়োবৃদ্ধ রোগী, মাঝারি থেকে তৈরি অকার্যকর বৃক্ক (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৪০ মি.লি./মি.) অথবা মাঝারি থেকে তৈরি অকার্যকর যুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মাত্রা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

**হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর কার্যকর মাত্রা হলো ১২.৫ - ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার।**

যে সব রোগীর উচ্চ রক্তচাপ শুধুমাত্র ওলমেসারটান অথবা হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তারা একক চিকিৎসা পরিবর্তন করে ওলমেসারটান ও হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর কমিনেশন সেবন করতে পারেন।

**বৃক্কের অকার্যকারিতায়:** ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩০ মি.লি./মি. হলে সেক্ষেত্রে থায়াজাইড এর পরিবর্তে লুপ ডাই-ইউরেটিকস অধিক কার্যকর।

**বৃক্কের অকার্যকারিতায়:** মাত্রা পুনঃনির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

**প্রতিনির্দেশনা:** এই ওষুধের যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, আগ্রাহিয়া, সালফোনামাইড গোত্রীয় ওষুধ এর প্রতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

#### পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:

সাধারণতঃ সুস্থলীয়। কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিমুনী, বমি বমি ভাব, উর্দ্ধ শ্বাসশালীর সংক্রমণ ইত্যাদি। কদাচিং ডায়ারিয়া, বুক জ্বালাপোড়া, মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে।

#### গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:

##### গর্ভাবস্থায়

প্রেগনেন্যাশি ক্যাটাগরী সি (প্রথম ট্রাইমেস্টার) এবং ডি (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইমেস্টার)। কাজেই গর্ভাবস্থায় এই কমিনেশন ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

##### স্তন্যদানকালে

ওলমেসারটান মাত্দুঁধে নিঃস্ত হয় কিনা জানা যায়নি। থায়াজাইড ওষুধ মাত্দুঁধে নিঃস্ত হয়। কাজেই স্তন্যদানকালে মা ও শিশুর উপর ওষুধের গুরত্বের কথা বিবেচনা করে ওষুধ সেবন অথবা দুঃখদান এর যে কোন একটি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

#### শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে এই কমিনেশন ওষুধ ব্যবহারের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্যান্য ওষুধ, যেমন

- হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, ডিগ্রিন, ওয়ারফেরিন ইত্যাদির সঙ্গে একই সাথে ব্যবহারে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড, অ্যালকোহল, বারবিচুরেট, অন্যান্য উচ্চ রক্তপাপরোধী ঔষধ, কোলেস্টাইরামিন ও কোলেস্টিপল রেজিন, কর্টিকোস্টেরয়েড, এড্রিনোকর্টিকোট্রিপিন হরমোন, নরএপিনেফ্রিন, টিউবোকিউরানিন, লিথিয়াম, এম এস এ আইডি ইত্যাদি। হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড এর মাত্রাধিক্যের ফলে হাইপোকালেমিয়া, হাইপোক্লোরেমিয়া, হাইপোন্যাট্রিমিয়া, পানি স্বল্পতা প্রভৃতি হতে পারে।

#### সরবরাহ:

ওলমেকার<sup>TM</sup> প্লাস ২০/১২.৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৩ X ১০টি ট্যাবলেট।

## ওনি®

## Oni®

**উপাদান :** (বেটামিথাসন ডাইপ্রিওনেট ০.৫ মি.গ্রা. এবং কোত্রিমাজল ১০ মি.গ্রা.)/গ্রাম ক্রীম।

**নির্দেশনা :** টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ড্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিস জাতীয় প্রদাহ সংক্রমে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** টিনিয়া ড্রুরিস ও টিনিয়া করপোরিসের জন্য সকালে এবং বিকালে দুই সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া পেডিসে দিনে দুইবার হিসাবে চার সংগ্রহ ব্যবহার করতে হবে।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এই ঔষুধের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মুখের রোজাসিয়া, এক্নি ভালগারিস, পেরিওডাল ডার্মাটাইটিস, পেরিএ্যানাল এবং জেনিটিল প্রফ্রাইটিস, ন্যাপকিন ইরাপসন এবং ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাল ইনফেকশনে ব্যবহার করা যাবে না। তৎক্ষে ব্যবহার্য কর্টিকোস্টেরয়েড সিস্টেমিক শোষণের ফলে এচিপিএ এক্সিস সাপ্রেশন ঘটাতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে একই মাত্রায় ব্যবহার অধিক সিস্টেমিক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্যারেসথেসিয়া, র্যাশ, ইডিমা এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন।

**অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার :** ১২ বছরের নীচের শিশুদের

ক্ষেত্রে ক্রীমটির নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত নয়।

**গর্ভাবস্থা ও স্ন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে শ্ফুরি তুলনায় উপকার বিবেচনা করে ক্রীমটি পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। স্ন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্রীমটি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :** গ্রন্থি ক্রীম : ১০ গ্রাম।

## ওরোজেল® ডেন্টাল জেল

## Orogel® Dental Gel

**উপাদান :** বেনজোকেইন ২০% ডেন্টাল জেল।

**নির্দেশনা :** মুখ ও মাড়ির ছোট ক্ষত বা যন্ত্রণা যেমন দাঁত ব্যাধি, মাড়িতে ক্ষত, ক্ষয়কারী ক্ষত, ব্রেস, দাঁতের ছেট-খাট চিকিৎসা, কৃতিম দাঁতের পাটি ইত্যাদি কারাবে সৃষ্ট ব্যবহার সাময়িক উপশমে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে ৪ বার লাগাতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** এলার্জি, মুখ ও গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্ন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবতী মা ও স্ন্যপায়ী শিশুদের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

#### সরবরাহ :

ওরোজেল® ডেন্টাল জেল : ৫ গ্রাম।

## ওরোস্টার™

## Orostar™

**উপাদান:** প্রতি ১০০ মি.লি.-তে আছে -

ইউক্যালিপটল ইউএসপি: ০.০৯২ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/ এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

মেনথল ইউএসপি: ০.০৪২ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/ এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

মিথাইলস্যালিসাইলেট বিপি: ০.০৬০ গ্রাম- এন্টিপ্ল্যাক/ এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে থাইমল বিপি ০.০৬৪

গ্রাম-এন্টিপ্ল্যাক/এন্টিজিনজিভাইটিস হিসেবে

**ব্যবহার:** প্ল্যাক ও জিনজিভাইটিস প্রতিরোধ করে এবং কমায়

- মুখের দুর্ঘনের বিকল্পে কাজ করে
  - দাঁতের মাঝাখানের জীবানকে ধ্রংস করে
  - টারটার নিয়ন্ত্রণ করে যা দাঁতকে বিবর্ণ করে
  - দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে
- বছরের পর বছর ধরে কার্যকর এবং নিরাপদ বলে  
প্রমাণিত

**সংকেত:** ১২ বছরের কম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। যদি দুর্ঘটনাক্রমে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ গলঃধরণ করে ফেলে তবে ডাঙ্কারের পরামর্শ নিন অথবা নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

**নির্দেশন:** পূর্ণশক্তির ২০ মি.লি. (৪ চা চামচ) ওরোস্টার এন্টিসেপ্টিক মাউথওয়াশ দিয়ে সকালে ও রাতে কুলকুটি করে ফেলে দেন।

**অন্যান্য তথ্য:** সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে সলিউশন ঘোলা হতে পারে কিন্তু ইহার এন্টিসেপ্টিক গুণগুলির কোন পরিবর্তন হয় না।

**সরবরাহ:** ওরোস্টার অরিজিনাল: ১২০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি। ওরোস্টার কুলমিন্ট: ১২০ মি.লি. ও ২৫০ মি.লি।

## অস্মোল্যাক্স®

## Osmolax®

**উপাদান :** ল্যাক্টুলোজ ৩.৪০ গ্রাম/৫ মি.লি. কন্সেন্ট্রেটেড ওরাল সলিউশন।

**নির্দেশনা :** ১। কোষ্ঠ কাঠ্নিয়। ২। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (পোর্টল সিস্টেমিক এনসেফালোপ্যাথি): হেপাটিক কোমা।

**মাত্রা** এবং **সেবন বিধি :** কোষ্ঠ কাঠ্নিয় - প্রাথমিক অবস্থায় অস্মোল্যাক্স® সলিউশন দৈনিক দুইবার দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সময় করা যেতে পারে; তবে সাধারণতঃ অস্মোল্যাক্স® নিম্নলিখিত মাত্রায় ব্যাবহার করা হয়: প্রাথমিক মাত্রা - প্রাণ্ত বয়স্ক - ১৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (৫-১০ বৎসর) - ১০ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (৫ বৎসরের নিচে) - ৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

শিশু (১ বৎসরের নীচে) - ২.৫ মি.লি দৈনিক দুইবার।

অস্মোল্যাক্স® সলিউশন প্রয়োজনবোধে পানি অথবা ফলের রসের সাথেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি - প্রাণ্ত বয়স্ক - প্রাথমিক অবস্থায় ৩০-৫০ মি.লি দৈনিক তিনবার দেয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সময় করা যেতে পারে।

**শিশু :** এই নির্দেশনায় শিশুদের জন্য অস্মোল্যাক্স® নির্দেশিত নয়। ল্যাক্টুলোজের নিজস্ব শরীরবস্তীয় কার্যক্রিয়ার জন্য এর ফলাফল পেতে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** রক্তে গ্যালাকটোজের উচ্চমাত্রা থাকলে গ্রহণ করা যাবে না (গ্যালাকটোসেমিয়া)। কোষ্ঠ কাঠ্নিয়ের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য ঔষধের সাথেও ইহা গ্রহণ করা যাবে না। পরিপাকতন্ত্রের কোন রকম বাঁধা সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া গেলে ল্যাক্টুলোজ গ্রহণ করা উচিত নয়। ল্যাক্টুলোজ অসহনীয়তার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সাথে সেবন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** চিকিৎসা শুরুর প্রথম কয়েকদিন পেট ফাঁপা এবং পায়ুপথে বায়ু নির্গমন হতে পারে। কয়েকদিন সেবনের পর উপরোক্ত লক্ষণসমূহ সাধারণত: দূর হয়ে যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনের ফলে ডায়ারিয়া হতে পারে যেমন- পোর্টল সিস্টেমিক এনসেফালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা সময় করতে হবে।

**গর্ভাবস্থায় ব্যাবহার :** ব্যাপক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় এবং প্রানীর উপর গবেষণায় দেখা গেছে গর্ভাবস্থায় দৈনিক নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে ভ্রন্তের ক্ষতির ঝুঁকি থাকে না। যদি গর্ভাবস্থায় ল্যাক্টোটিভের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, তবে অস্মোল্যাক্স® সেবন করা যাবে।

### সরবরাহ :

অস্মোল্যাক্স® কন্সেন্ট্রেটেড ওরাল সলিউশন : ১০০ মি.লি. এবং ২০০ মি.লি।

## অস্টিল®

## Ostel®

**উপাদান :** এলেনজ্রোনেট সোডিয়াম ১০ ও ৭০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :**

১. মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়: অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায় এলেনজ্রোনিক এসিড হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি

করে হাড় এবং কোমর, কঁজি ও মেরণ্দনের হাড় ভাঙা  
প্রতিরোধ করে।

২. পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় হাড়ের  
ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।

৩. পুরুষ ও মহিলাদের গ্লুকোকর্টিকয়েড জনিত  
অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায়

৪. পুরুষ ও মহিলাদের প্যাগেটস চিকিৎসায়, যাদের  
ক্ষারীয় ফসফেট স্থাভাবিক সীমার অতত ইঙ্গুল অথবা  
যাদের উপসর্গ আছে অথবা যাদের এই রোগ থেকে  
ভবিষ্যতে জটিলতার ঝুঁকি আছে।

**মাত্রা ও সেবনবিধি :** মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার  
অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায়: প্রতি সঞ্চাহে একটি ৭০  
মি.গ্রা. ট্যাবলেট অথবা প্রতিদিন একটি ১০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট।

**মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিস  
প্রতিরোধে :** প্রতি সঞ্চাহে একটি ৩৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
অথবা প্রতিদিন একটি ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

অস্টিওপোরোসিস সম্পন্ন পুরুষদের হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধির  
চিকিৎসায়: প্রতি সঞ্চাহে একটি ৭০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
অথবা প্রতিদিন একটি ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নারী ও পুরুষের গ্লুকোকর্টিকয়েড সম্পর্কিত  
অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় :** ৫ মি.গ্রা. প্রতি দিন  
একটি, এস্ট্রোজেন গ্রহণ করছে না এমন মেনোপেজ  
পরবর্তী মহিলা ব্যতীত, যাদের জন্য নির্দেশিত মাত্রা  
হচ্ছে ১০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট একটি।

**হাড়ের প্যাগেটস রোগে :** ৬ মাসের জন্য ৪০ মি.গ্রা.  
প্রতিদিন একটি করে।

পর্যাপ্ত শোষনের জন্য অস্টিল অবশ্যই সকালের নাস্তা,  
পানীয় অথবা ওষুধ খাবার ৩০ মিনিট আগে পানির  
সাথে খেতে হবে। অন্যান্য পানীয়, খাদ্য এবং কিছু  
ওষুধ এলেনড্রোনেটের শোষণ করিয়ে দেয়। ঘুম  
থেকে উঠার পর এক গ্লাস পানির সাহায্যে অস্টিল  
সেবন করলে এর পাকস্থলীতে সরবরাহ সহজতর  
হয় এবং ইসোফেগাসের জ্বালাপোড় কম হয়। ওষুধ  
সেবনের পর ৩০ মিনিট পর্যন্ত রোগীর শোয়া যাবে  
না। ট্যাবলেট চুষে যাবে না। অস্টিল ঘুমানোর সময়  
সেবন করা উচিত না।

**প্রতি নির্দেশনা :**

- ইসোফেগাসের অস্বাভাবিকতা যা ইসোফেগাস  
খালি হওয়াকে বিলম্ব করে যেমন- স্ট্রিকচার বা  
একালাসিয়া

- কমপক্ষে ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে বা সোজা হয়ে বসে

থাকতে অপরাগতা

• ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা

• হাইপোক্যালসিমিয়া

**স্তরকৰ্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
চিকিৎসা শুরু করার আগে হাইপোক্যালসিমিয়া এবং  
অন্যান্য খনিজের শোষণ সম্পর্কিত অসুবিধা অবশ্যই  
ঠিক করতে হবে। এলেনড্রোনিক এসিড সেবনের ফলে  
পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ জ্বালাপোড় করতে পারে।  
যেসব রোগীর পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে সমস্যা  
আছে যেমন- ডিসফ্যাজিয়া, ইসোফেগাসের অসুখ,  
পাকস্থলী ও ড্যুওডেনামের প্রদাহ অথবা আলসার  
তাদের ক্ষেত্রে এলেনড্রোনেট এসিড দেয়ার ব্যাপারে  
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ক্রমে  
ইসোফেগাসের অসুখের লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়  
সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে এবং ডাক্তারের  
পরামর্শ নিতে হবে। বয়স্ক রোগী এবং বৃক্কের মৃদু  
থেকে মাঝারি অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স  
৩৫-৬০ মিলি/মিনিট) আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মাত্রা  
সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। তবে বৃক্কের তীব্র  
অকার্যকারিতার (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩৫ মিলি/  
মিনিট) ক্ষেত্রে অস্টিল® দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু হয়  
এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ  
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- ইসোফেগাসের প্রতিক্রিয়া,  
পেট ব্যথা, পেট ফোলা, ডায়ারিয়া বা কোষ্টকাঠিন্য,  
পেট ফাঁপা, মাংসপেশীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, র্যাশ,  
ইরাইথেমা এবং রক্তে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের  
সামাজিক সংক্ষতা।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** একই সময়ে  
সেবনকৃত ক্যালসিয়াম সম্পূরক এবং মুখে সেব্য  
কিছু ওষুধ এলেনড্রোনিক এসিড শোষণে বাঁধা দেয়।  
শিরাপথে প্রয়োগকৃত রেনিটিডিন এলেনড্রোনিক  
এসিডের বায়োএভেইলএবলিটি হিণুণ করে দেয়।  
এলেনড্রোনিক এসিড সেবনের ফলে এসপিরিন ও  
অন্যান্য প্রদাহজনিত ওষুধের সম্পর্কিত পরিপাকতন্ত্রের  
উপরিভাগে প্রতিক্রিয়া বেড়ে যায়।

**গর্ভাবস্থায় ও তন্ত্যদানকালে :** এলেনড্রোনিক এসিড  
গর্ভাবস্থায় C ক্যাটাগরীভুক্ত। শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা  
ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ :**

অস্টিল® ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। অস্টিল® ৭০  
ট্যাবলেট : ৩ X ৪ টি।

## অস্টিল®-ডি

## Ostel®-D

**উপাদান :** অস্টিল®-ডি ১০/৮০০: সেডিয়াম এলেনজ্রোনেট বিপি যা এলেনজ্রোনিক এসিড ১০ মি. গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভিটামিন ডিতো (কোলিক্যালসিফেরল বিপি) ৪০০ আইইউ এবং অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০: সাড়িয়াম এলেনজ্রোনেট বিপি যা এলেনজ্রোনিক এসিড ৭০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং ভিটামিন ডিতো (কোলিক্যালসিফেরল বিপি) ২৮০০ আইইউ ট্যাবলেট।

### নির্দেশনা :

১. মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা।

২. পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসা।

অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসায় অস্টিল®-ডি হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে হাড় (বিশেষ করে কোমর ও মেরুদণ্ডের হাড়) ভাঙ্গার স্তুর্যবন্ধন করায়।

**সেবনমাত্রা ও বিধি :** মেনোপেজ পরবর্তী মহিলার অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা : অস্টিল®-ডি ১০/৮০০ ট্যাবলেট দিনে একবার অথবা অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট সংগ্রহের একবার।

পুরুষের অস্টিওপোরোসিস চিকিৎসায় হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি : অস্টিল®-ডি ১০/৮০০ ট্যাবলেট দিনে একবার অথবা অস্টিল®-ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট সংগ্রহে একবার। পর্যাপ্ত শোষনের জন্য অস্টিল®-ডি সকালের নাস্তার অস্তত ৩০ মিনিট আগে পানির সাহায্যে সেবন করতে হবে। ওষুধ সেবনের পর ৩০ মিনিট পর্যন্ত রোগীর শোয়া যাবে না। অস্টিল®-ডি ঘৃমানোর সময় সেবন করা উচিত না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** অস্টিল®-ডি এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু হয় এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে- ইসোফেগাসের প্রতিক্রিয়া, পেট ব্যাথা, পেট ফোলা, ডায়ারিয়া বা কোষ্টকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, মাংসপেশীর ব্যথা, র্যাশ, ইরাইথেমা এবং রক্তে ক্যালসিয়াম এবং ফসফেটের সাময়িক স্বল্পতা।

**সাবধানতা :** চিকিৎসা শুরু করার আগে হাইপোক্যালসেমিয়া এবং অন্যান্য খনিজের শোষণ সম্পর্কিত অসুবিধা অবশ্যই ঠিক করতে হবে। এলেনজ্রোনেট সেবনের ফলে পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ জ্বালাপোড়া করতে পারে। যেসব রোগীর পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে সমস্যা আছে যেমন-

ডিসফ্যাজিয়া, ইসোফেগাসের অস্থখ, পাকস্থলী ও ডুওডেনামের প্রাদাহ অথবা আলসার তাদের ক্ষেত্রে এলেনজ্রোনেট দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি ক্রমে ইসোফেগাসের অস্থখের লক্ষণাধি প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। বয়স্ক রোগী এবং বৃক্কের মৃদু থেকে মাঝারি অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩৫-৬০ মিলি/মিনিট) আছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে মাত্রা সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না। তবে বৃক্কের তৈরি অকার্যকারিতার (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩৫ মিলি/মিনিট) ক্ষেত্রে অস্টিল®-ডি দেয়া যাবে না।

### প্রতিনির্দেশনা :

ইসোফেগাসের অস্থাভাবিকতা যা ইসোফেগাস খালি হওয়াকে বিলম্ব করে যেমন-স্ট্রিকচার বা একালাসিয়া।

কমপক্ষে ৩০ মিনিট দাঁড়িয়ে বা সোজা হয়ে বসে থাকতে অপারগ।

ওষুধের যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

হাইপোক্যালসেমিয়া।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** একই সময়ে সেবনকৃত ক্যালসিয়াম সম্পূরক এবং মুখে সেব্য কিছু ওষুধ এলেনজ্রোনেট শোষণে বাঁধা দেয়। শিরাপথে প্রয়োগকৃত রেনিটিডিন এলেনজ্রোনেটের জৈবলভ্যতা দিঁওণ করে দেয়। এলেনজ্রোনেটের সাথে সেবনের ফলে NSAID এবং এসপিরিন সম্পর্কিত পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগে প্রতিক্রিয়া বেঢ়ে যায়।

খনিজ তেল, অরলিস্ট্যাট এবং বাইল এসিড সিকোয়েস্ট্রেন্ট (কোলেস্টাইরামিন, কোলেস্টিপল) ভিটামিন ডি এর শোষণে বাঁধা দান করতে পারে। এন্টিক্নভালসেন্ট, সিমেটিডিন এবং থায়াজাইড ভিটামিন ডি এর অপচিতি বৃদ্ধি করে।

**মাত্রাধিক্য :** এলেনজ্রোনেট মাত্রাধিক সেবনের ফলে হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপোফসফাটেমিয়া, পরিপাকতন্ত্রের উপরিভাগ সম্পর্কিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- পেটের গোলমাল, বুক জ্বালাপোড়া, ইসোফেগাইটিস, গ্যাস্ট্রোইটিস বা আলসার হতে পারে। ভিটামিন ডি মাত্রাধিক্যের উপসর্গগুলো হলো হাইপারক্যালসেমিয়া, হাইপারাক্যালসিউরিয়া, এনোরেক্সিয়া, বমি বমি ভাব, পলিইউরিয়া, পলিডিপসিয়া, দুর্বলতা, অলসতা।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে :** এলেনড্রোনিক এসিড গর্ভাবতী স্তন্যদায়ী মহিলাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি এবং তাদের দেয়া উচিত নয়। শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

#### সরবরাহ :

অসিটল® -ডি ১০/৮০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।  
অসিটল® -ডি ৭০/২৮০০ ট্যাবলেট : ১ X ৮ টি।

**পূর্ণ প্রতিক্রিয়া:** অতিরিক্ত উভেজনা, অস্থিরতা, আচ্ছন্ন দৃষ্টি, ডায়ারিয়া, বদহজম, বমিবর্ম ভাব, ক্ষুধামন্দা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, অতিরিক্ত ঘাম, সেক্সুয়াল সমস্যা (ইচ্ছা করে যাওয়া ও দেরীতে স্থলন), স্বাদ নষ্ট হওয়া, কাঁপনি ও দৈহিক ওজন পরিবর্তন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে:** গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে এস্সিটালোপ্রাম ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়।

এ অবস্থায় ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি হলেই কেবল ডাঙ্কারের পরামর্শে এস্সিটালোপ্রাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

#### সরবরাহ:

অক্সাপ্রো® ৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট। অক্সাপ্রো® ১০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## অক্সাপ্রো®

## Oxapro®

**উপাদান:** এস্সিটালোপ্রাম অক্সালেট আইএনএন। ৫ মি.গ্রা. এবং ১০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

#### নির্দেশনা:

মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডাৰ

ডিপ্রেসেন পূনৰাবৃত্তি প্রতিরোধে।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** অক্সাপ্রো® (এস্সিটালোপ্রাম)

সাধারণত দিনে ১০ মি.গ্রা. দিয়ে মাত্রা শুরু করা হয়।

অস্তত ১ সপ্তাহ পরে এ মাত্রা দিনে ২০ মি.গ্রা. করা

যেতে পারে কিন্তু ২০ মি.গ্রা. এর চেয়ে বেশি অতিরিক্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়নি।

**পূর্ণ বয়স্ক:**

দিনে ১০ মি.গ্রা. একবার।

**শিশু:**

১৮ বছরের নিচে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত নয়।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এস্সিটালোপ্রামের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিনির্দেশিত।

মনো এ্যামাইনো অ্যাস্তেজে ইনহিবিটর গ্রহণকারীদের জন্য এটা প্রতিনির্দেশিত।

ম্যানিক পর্যায়ে এস্সিটালোপ্রাম স্থগিত করা উচিত।

ম্যানিয়া বা খিচুনি রোগীদের ক্ষেত্রে এস্সিটালোপ্রাম সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত।

যকৃতের সমস্যা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে সর্বনিম্ন মাত্রায় (১০ মি.গ্রা./দিনে) দেয়া যেতে পারে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে যারা ইনসুলিন বা অন্য কোন এ্যাস্টিডায়াবেটিক ওষুধ গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রেও সতর্কতার সাথে এস্সিটালোপ্রাম দিতে হবে।

## অক্সাট® ২০

## Oxat® 20

**উপাদান :** প্যারোঅ্রেটিন ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** বিষয়ন্তা, অবসেসিভ কমপ্লাসিভ ডিজঅর্ডাৰ, প্যানিক ডিজঅর্ডাৰ, সোস্যাল এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডাৰ, জেনারালাইজড এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডাৰ এবং পোস্ট-ট্রাম্যাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডাৰ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মনোএমাইন অ্যাস্তেজ ইনহিবিটর অথবা থায়োডাজিন ব্যবহারকারী ও প্যারোঅ্রেটিনের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অনুচিত। হৎসিন্ড ও রক্ত সংবহনতন্ত্রীয় সমস্যা এবং মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে এমন অন্যান্য সকল ওষুধের ন্যায় এ ওষুধ সেবনের পরও রোগীর গাঢ়ীচালনা ও বন্ধুপাতি পরিচালনার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**পূর্ণ প্রতিক্রিয়া :** এসথেনিয়া, ঘাম, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, অত্যধিক তন্তুচ্ছন্নতা, বিঁমুনী, নিদাহীনতা, কাঁপনী, ভয় ভয় ভাব, পুরুষাঙ্গের শীথি লাতা, বীর্যঘালনকালীন সময় প্রলম্বিত করন ও পুরুষ জননতন্ত্রের অন্যান্য পূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ট্রিপটোফেন, এলকোহল, ওয়ারফেরিন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অধিক গুরুত্ব বিবেচনা ব্যতিরেক গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

অর্কাট® ২০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

**অক্সিফান®**

**Oxifun®**

**উপাদান:** অক্সিকোনাজোল। ১০ মি.গ্রা. ক্রীম এবং লোশন।

**নির্দেশনা:** অক্সিফান ক্রীম ও লোশন টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস, টিনিয়া করপোরিসের ক্ষেত্রে নির্দেশিত যা ট্রাইকোফাইটন রুভরাম কোফাইটন মেন্টাপ্রোফাইটস, এপিডার্মোফাইটন ফেকাকোসাম দ্বারা হয়ে থাকে। ম্যালাসেজিয়া দ্বারা সংঘটিত টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রেও নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** টিনিয়া পেডিস, টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া করপোরিসের ক্ষেত্রে অক্সিফান ক্রীম ও লোশন আক্রান্ত স্থানে দিনে দুই (২) ঘার ব্যবহার করতে হবে। পুনরায় সংক্রমণ রোধে টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রে অক্সিফান ক্রীম দিনে একবার (১) ব্যবহার করতে হবে। টিনিয়া করপোরিস, টিনিয়া ক্রুরিস এবং টিনিয়া ভারসিকালার এর ক্ষেত্রে দুই (২) সঙ্গত এবং টিনিয়া পেডিস এর ক্ষেত্রে এক (১) মাস ব্যবহার করতে হবে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** অক্সিকোনাজোলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

অক্সিকোনাজোল ক্রীম ও লোশন চোখে বা ভ্যাজাইনাল পথে ব্যবহার উপযোগী নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** চুলকানি, জলুনি, প্রদাহ, অ্যালার্জিক কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, ফিলিকুলাইটিস, ইয়াইথেমা, প্যাপিলুস, ফিশ্চার, ম্যাসিরেশন, র্যাশ, স্টেনগিন এবং নডিউল।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অক্সিকোনাজোলের সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়া নিরপিত হয়নি।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:

প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি

যেহেতু অক্সিকোনাজোল নাইট্রেট মাত্রাদুর্ধে নিঃস্তৃত হয়, স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত।

#### সরবরাহ:

অক্সিফান® ১% ক্রীম: প্রতিটি লেমিনেটেড টিউবে আছে ১০ গ্রাম ক্রীম। অক্সিফান® ১% লোশন: প্রতিটি বোতলে আছে ১৫ মি.লি. লোশন।

## **অক্সিফিল™ সি আর Oxifyl™ CR**

**উপাদান :** পেন্টক্রিফাইলিন ৪০০ মি.গ্রা. সি আর ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ-এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১ টি ট্যাবলেট (৪০০ মি.গ্রা.) দিনে ২-৩ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** সাম্প্রতিক মন্তিকে বা রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে অথবা যে সমস্ত রোগী এই ওষুধটি কিংবা মিথাইলজ্যানথিন যেমন ক্যাফেইন, থিওফাইলিন এবং থিওরোমিন সহ্য করতে পারেন না তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** শ্বাসকষ্ট, ইডিমা, নিম্নচাপ, অরচ্চি, কোলেসিস্টাইটিস, কোষ্ঠকার্টিণ্য, মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া, দুশ্চিন্তা, মতিভ্রম, বিষমতা, বিচুণী, নাক দিয়ে রাঙ্গ পড়া, ঝুর উপসর্গসমূহ, ল্যারিংস-এর প্রদাহ, নাকের কনজেশন, হাতের ত্বকুর আঙ্গুল, চুলকানি, ফুসকুড়ি, আর্টিকারিয়া, এনজিওইডিমা, বীগপসা দৃষ্টি, কনজাংকটিভার প্রদাহ, কানে ব্যথা, ক্ষোটোমা, বিশী স্বাদ, অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ, লিউকোপেনিয়া, অসুস্থতাবোধ, গলায় ব্যথা/ঘাড়ের ঘষ্টি ফুলে যাওয়া, ওজনের পরিবর্তন ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ওয়ারফারিন, থিওফাইলিন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রত্যাশিত সুষ্কল শুমের উপর সম্ভাব্য আশংকার চেয়ে মেশী বিবেচিত হলে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য ওষুধটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে না ওষুধ বন্ধ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

#### সরবরাহ :

**অক্সিফিল™ সি আর ট্যাবলেট :** ৩ X ১০টি।

P

## প্যানোডিন® এসআর Panodin® SR

**উপাদান :** ইটোডেলাক ৬০০ মি.গ্রা. সাসটেইন্ড রিলিজ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** রিউমাটয়োড অর্থাইটিস এবং অস্টিও-অর্থাইটিসে ব্যবহার।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ত বয়স্ক : প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট। | **শিশু :** জুভেনাইল ইতিওপেথিক অর্থাইটিসের চিকিৎসায়: যাদের ওজন ৩১-৪৫ কেজি, তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটি করে ট্যাবলেট। | ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকরিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ইটোডেলাক এর প্রতি সংবেদনশীল হলে ব্যবহার করা যাবে না। | হার্ট ফেইলিংওর থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। | যাদের আলসারের সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। | যাদের এসপিরিন বা অন্যান্য ননস্টেরয়াডাল প্রদাহরোধী ঔষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী বা আর্টিকুলেরিয়া দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, বদহজম, বুকজ্বালা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি হওয়া, পায়ুপথে রক্ত নির্গত হওয়া, মাথা ব্যথা, ঘুম না আসা, বিবাঙ্গি, দুর্বলতা।

**অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** উচ্চরঙ্গচাপরোধী ঔষুধ, কার্টিকোস্টেরয়েড, মিফেপ্রিস্টোল, অনাল্য ব্যথ নিরাময়কারী এবং ঝুইনোলোন এন্টিবায়োটিক্স।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা উচিত নয়। | স্তন্যদানকালে ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

**সরবরাহ :**

প্যানোডিন® এস আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

১০%। মিথাইল স্যালিসাইলেট ৩০% এবং মেন্থল ৮%।

**নির্দেশনা :** অঙ্গসন্ধির ব্যথা ও প্রদাহ, মাংসপেশীতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাইনর অর্থাইটিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩-৪ বার ব্যবহার্য।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

**সরবরাহ :**

পেন্রিফ® ১৫ ক্রীম : ২০ গ্রাম। | পেন্রিফ® ৩০ ক্রীম : ২০ গ্রাম।

## প্যানভিট®

Panvit®

**উপাদান :** ভিটামিন-এ ৩,০০০ আই.ইউ., ডি ৬০০ আই.ইউ., বি ০.৯৬ মি.গ্রা., বিড ০.৬ মি.গ্রা., রিবোফ্লাবিন ০.৬ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ৬ মি.গ্রা., ক্যালসিয়াম ডি-প্যাটেইথিনেট ৩ মি.গ্রা. এবং এসকরবিক এসিড ৩০ মি.গ্রা./০.৬ মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** ভিটামিনের একাধিক অভাবজনিত রোগ বা লক্ষণ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রতিদিন ১০ থেকে ২০ ফেঁটা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে সমস্ত শিশু খাদ্যে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন ডি সংযুক্ত থাকে যেমন দুধ, সেসমস্ত খাবারের সাথে প্যানভিট® খেলে, অতিমাত্রায় ভিটামিন-ডি এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে রকম হতে পারে এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রেও অনুপযোগী।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্যানভিট® -এ যে মাত্রায় বিভিন্ন ভিটামিন আছে তার চেয়ে মাত্রা বেশী হলে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

**সরবরাহ :**

প্যানভিট® ড্রপস্ : ১৫ মি.লি।

পেন্রিফ®

Penrif®

পেনভিক®

Penvik®

**উপাদান :** মিথাইল স্যালিসাইলেট ১৫% এবং মেন্থল

উপাদান : ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন। ২৫০

মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ও ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** স্ট্রেটেকঞ্জাল সংক্রমণ, ক্ষারলেট জ্বর, মৃদু এরিসেপালস, বিটা-হিমোলাইটিক স্ট্রেপটেকক্স দ্বারা সৃষ্টি হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীয় প্রদাহ, নিউমোনিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২৫০-৫০০ মি.গ্রা. ৬ ঘন্টা পর পর। শিশু: ১/২-১ চা চামচ ৬ ঘন্টা পর পর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিনের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি, বমি বমি ভাব, পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** জিংক অঙ্গাইড, ম্যাগনেশিয়াম অঙ্গাইড, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট, ক্যালামিন, এসপিরিন, সালফামেথিপ্রিপাইডিজিন, সালফাইথিডেল, এমাইনো-গ্রাইকোসাইড।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় পেনিসিলিন ব্যবহারে কোন অনুপযোগিতা নেই।

ইহা রুকের দুধে নিঃস্ত হয় যা শিশুদের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

**সরবরাহ :**

পেনভিক<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। পেনভিক<sup>®</sup> ডি

এস ট্যাবলেট: ১০ X ১০ টি। পেনভিক<sup>®</sup> ৫০ মি.লি.

পাউডার ফর সাসপেনশন : ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুক্র পাউডার।

পেনভিক<sup>®</sup> ১০০ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন :

১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুক্র পাউডার। পেনভিক<sup>®</sup>-ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন : ১০০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুক্র পাউডার।

## পেরিডল<sup>®</sup>

## Periodol<sup>®</sup>

**উপাদান :** হ্যালোপেরিডল ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** বয়স্কদের ক্ষেত্রে : সিজোফ্রেনিয়া, প্যারানয়েড, ম্যানিয়া এবং হাইপোম্যানিয়া, অতিরিক্ত কর্মচক্ষণতা এবং মানসিক ভারসাম্যহীন আত্মহননকারী এবং অরগ্যানিক ত্রেইন ড্যামেজ-এর রোগী, তীব্র মনোদৈহিক উভেজনায়, অদমনীয় হিক্কা, বয়স্কদের চিউচাক্ষল্য এবং উভেজনায়। শিশুদের

ক্ষেত্রে: বাচ্চাদের স্বত্ত্বাবগত ত্রুটি বিশেষত: যখন তা অতিরিক্ত কর্মচক্ষণ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব হিসেবে দেখা দেয়, বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রারম্ভিক মাত্রা মৃদু উপসর্গে : ১.৫ - ৩ মি.গ্রা. দিনে ২-৩ বার। তীব্র উপসর্গে ৩ - ৫ মি.গ্রা দিনে ২-৩ বার, বয়স্করোগীদের ক্ষেত্রে ০.৫ থেকে ৪.৫ মি.গ্রা. দিনে ২-৩ বার। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি দেহ ওজনে ০.০২৫-০.০৫ মি.গ্রা. হিসাবে সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্র নিষেজ অবস্থায় এবং পারকিনসন রোগে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি, বমি বমি ভাব, পাকস্থলীর অস্বাচ্ছন্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** লিথিয়াম, ডোপামিন এন্টাগনিস্ট, ইডোমেথোসিন, কাৰ্বামাজেপিন, রিফামপিসিন।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ব্যবহার না করা উচিত।

**সরবরাহ :**

পেরিডল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

## পেন্টাডল<sup>TM</sup>

## Pentadol<sup>TM</sup>

**উপাদান:**

পেন্টাডল<sup>TM</sup> ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ট্যাপেন্টাডল ৫০ মি.গ্রা. ট্যাপেন্টাডল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন হিসেবে।

পেন্টাডল<sup>TM</sup> ৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে ট্যাপেন্টাডল ৭৫ মি.গ্রা. ট্যাপেন্টাডল হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন হিসেবে।

**নির্দেশনা:**

পেন্টাডল<sup>TM</sup> ট্যাবলেট মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় ১৮ বছর এবং এর বেশি বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবনবিধি**

কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্রে কার্যকর অন্যান্য ব্যথানাশক ওষুধের ন্যায় এক্ষেত্রেও ওষুধের মাত্রা ব্যথার তীব্রতা, পূর্বে একই ধরনের সেবনকৃত ওষুধের প্রভাব এবং রোগীর

পরিচর্যার ধরন অনুসারে পৃথক করতে হবে।

৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা. অথবা ১০০ মি.গ্রা. মাত্রায় প্রতি ৪-৬ ঘন্টা পর পর ব্যথার তীব্রতার উপর নির্ভর করে সেবন করতে হবে। সেবনের ১ম দিনে ১ম ডোজের ১ ঘন্টা পরই ২য় ডোজ দেয়া যেতে পারে, যদি না ১ম ডোজে ব্যথার তীব্রতা হাস পায়। যথাযথ ব্যথানাশক অবস্থা বজায় রাখতে রোগীর গ্রহণ ক্ষমতা এবং অবস্থা অনুসারে প্রতি ৪-৬ ঘন্টা অন্তর ৫০ মি.গ্রা., ৭৫ মি.গ্রা. অথবা ১০০ মি.গ্রা. এর মাত্রায় ওষুধ সেবন করতে হবে।

চিকিৎসার ১ম দিন, দৈনিক ৭০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রা এবং পরবর্তীতে দৈনিক ৬০০ মি.গ্রা. এর বেশি মাত্রার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গবেষণা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি এবং সে মাত্রায় সেবন না করার পরামর্শ রয়েছে।

**প্রতিনির্দেশনা:** যে সকল রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। এছাড়াও যে সকল রোগীর শ্বসনতন্ত্রজনিত তীব্র বা প্রচন্ড অ্যাজমা রয়েছে অথবা ক্রটিপূর্ণ নিরীক্ষণের কারণে রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা পুনঃশক্তিসংগ্রাহক যন্ত্রাদির অপর্যাপ্ততা থাকলে সেক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। যে সকল রোগীর পক্ষাঘাতের কারণে পরিপাকতন্ত্রের পরিচালন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ট্যাপেন্টোডল সেবনে নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহ দেখা দিতে পারে-

হৃদস্পন্দনবেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, চোখের সমস্যা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, ইডিমা, হাইপারসেন্সিস্টিভিটি, উত্থিদ্রাল সিনিড্রম, হাইপোস্থেসিয়া, প্যারাস্থেসিয়া, অমনোযোগিতা, সিডেশন, ডাইসারপ্রিয়া, স্মৃতিতে ভ্রম, সময়ব্যাহীনতা, অসংলগ্নতা, শ্বাসক্রিয়ার প্রশমন, আর্টিকেরিয়া ও নিম্ন রক্তচাপ ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:**

প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি। গর্ভবতী মহিলাদের উপর এখনও কোন পর্যাপ্ত এবং সুনির্যত স্টাডি পাওয়া যায়নি। কেবল মাত্র অঙ্গের ক্ষতির ঝুঁকির তুলনায় মায়ের উপকার বিবেচিত হলে গর্ভাবস্থায় এ ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকারী মায়েরা যারা ট্যাপেন্টোডল সেবন করছেন তাদের বাচ্চাদের সব সময় পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেন রেসপেরেটির ডিপ্রেশন না হয়।

**সরবরাহ:** পেন্টোডল<sup>TM</sup> ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে

আছে ২০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

**পেন্টোডল<sup>TM</sup> ৭৫ ট্যাবলেট:** প্রতিটি বাল্কে আছে ১০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে। পেন্টোডল<sup>TM</sup> ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ১০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

**পারকিনিল®**

**Perkinil®**

**উপাদান :** প্রোসাইফিলিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** সব ধরনের পারকিনিস্ম রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রথমে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার; পরবর্তীতে ৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার এবং মাঝে মাঝে শোবার সময় ৫ মি.গ্রা.। আই এম/আই ভি ইঞ্জেকশন: ৫-১০ মি.গ্রা. প্রয়োজনে ২০ মিনিট পরে একই মাত্রার পুনরাবৃত্তি। দৈনিক ২০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।

**সতর্কতা ও ব্যবস ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** শিশু এবং ব্যাকদের এটা সতর্কতার সাথে দিতে হবে। ডায়ারিয়া, রক্ত সংবহনতন্ত্রের রোগ, গ্লুকোমা, ইউরিনারী রিটেনশন, যকৃত ও বৃক্রের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** স্বাভাবিক সেবনমাত্রায় মুখ গহবারের শুক্তাই একমাত্র বিকল্প প্রতিক্রিয়া। মাঝে মধ্যে ঢোকের মণির প্রসারণ, বাপসা দৃষ্টি ও পরিপাক তন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (বমি বমি ভাব, বমি, এপিগ্যাস্ট্রিক বেদনা, কোষ্টকাঠন্য) দেখা যেতে পারে। এছাড়াও এলার্জিক প্রতিক্রিয়া (যেমন ফুসকুড়ি) বা মাংসপেশীর দুর্বলতা ও দেখা যেতে পারে। ওষুধের মাত্রা বেশি হলে মাথা বিম্ব বিম্ব করা এবং মানসিক ও দৃষ্টি বিভ্রম দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টি-কোলেনার্জিক এমানটাইলিন, কিটোকোনাজল।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা, স্তন্যদানকারী মহিলা বা গর্ভাধারণে সক্ষম মহিলাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও লাভের চুলচেরা বিশেষণের পর চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সরবরাহ :**

পারকিনিল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ২০ টি।

পারকিনিল<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন : ৭ টি।

## পার্কিরোল®

## Perkirol®

**উপাদান:** রোপিনিরোল ০.২৫ মি.গ্রা. এবং ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** পার্কিনসন্স ডিজিজ, রেস্টলেস্ লেগ সিনড্রোম।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** পার্কিনসন্স রোগ: প্রাথমিক মাত্রা ০.২৫ মি.গ্রা. দিনে ৩ বার। রেস্টলেস্ লেগ সিনড্রোম: প্রাথমিক মাত্রা ০.২৫ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** রোপিনিরোলের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। মারাতাক কার্ডিওভাস্কুলার রোগ আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। রোপিনিরোল দ্বারা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে গাঢ়ী চালানো অথবা যন্ত্রপাতি পরিচালনা ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, পায়ের ইতিমা, পেটে ব্যথা, বমি, সিন্কোপ, সিস্টোলিক রক্তচাপ কমে যাওয়া, হাইপোটেনেসন, ব্রাডিকার্ডিয়া, দিনের বেলায় ঘুম ঘুম ভাব, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়া ইত্যাদি।

**অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** সালপিরাইড, মেটোকোপ্রামাইড, থিওফাইলিন, সিপ্রোফ্লুক্সিন, ফ্লুভারামিন, সিমেটিডিন।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

পার্কিরোল® ০.২৫ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

পার্কিরোল® ২ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## প্রোসালিক™ লোশন

## Prosalic™ Lotion

**উপাদান:**

প্রোসালিক™ লোশন: প্রতি মি.লি. লোশনে আছে বিটামিথাসন ডাইপ্রোপিগনেট বিপি যা বিটামিথাসন ০.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং স্যালিসাইলিক এসিড বিপি ২০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** প্রোসালিক™ লোশন হাইপারকেরাটোটিক

এবং কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রতি সংবেদনশীল শুষ্ক ডার্মাটোসেস এর চিকিৎসায় নির্দেশিত যেখানে কর্নিফাইড এপিথেলিয়াম কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রেশেকে বাধাপ্রাপ্ত করে। স্যালিসাইলিক এসিডের ডিক্ষাণ্পি কার্যকারিতা ডার্মিসের মধ্য দিয়ে কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি করে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** আক্রান্তহানে কয়েক ফেটা প্রোসালিক™ লোশন ব্যবহার করে মৃদুভাবে মালিশ করতে হবে। এটি সাধারণত: দিনে দু'বার, সকালে এবং রাতে ব্যবহার করা উচিত।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বিটামিথাসন এবং স্যালিসাইলিক এসিড লোশন ভ্যাসিনিয়া, ভ্যারিসেলা, হারিপিস সিমপ্লেক্স, ছাঁকাকের সংক্রামন এবং তুকীয় টিউবারুকুলোসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এ প্রস্তুতির কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা**

এ প্রস্তুতি ব্যবহারের ফলে যদি জ্বালাপোড়া বা সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয় তাহলে এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেহের বিস্তৃত অংশে ব্যবহারের ফলে বিটামিথাসন এবং স্যালিসাইলিক এসিডের শোষণ বৃদ্ধি পায়। এ প্রস্তুতি দেহের ক্ষত স্থানে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** টিপিক্যাল কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হলো জ্বালাপোড়া, চলকানি, বিরক্তিভাব, শুক্রতা, ফলিকুলাইটিস, হাইপারট্রাইকোসিস, হাইপোগিমেন্টেশন, পেরিওডাল ডার্মাটাইটিস এবং এলার্জিক কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস।

**গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তী মায়েদের ক্ষেত্রে এর নিরাপদ ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত নয়। ক্ষণের ক্ষতি অপেক্ষা মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশি হলে ব্যবহার করার চিন্তা করা যেতে পারে। গর্ভবত্তী মায়েদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময়ব্যাপী, ব্যপক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**কর্টিকোস্টেরয়েডের তুকীয় ব্যবহারের ফলে মাত্রুদুর্ধে এর উপস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার বন্ধ করা উচিত অথবা ব্যবহারকালীন সময়ে শিশুকে স্তন্যদান হতে বিরত রাখা উচিত।**

**সরবরাহ:** প্রোসালিক™ লোশন: প্রতিটি বোতলে আছে ২৫ মি.লি লোশন।

পিভালো™

Pivalo™

**উপাদান:**পিভালো™ ২: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে পিটাভাসটেচিন ক্যালসিয়াম আইএনএন যা ২ মি.গ্রা. পিটাভাসটেচিন এর সমতুল্য।

রোগ নির্দেশনা:পিটাভাসটেচিন খাদ্যের সাথে সম্মুখ হিসেবে বর্ধিত টেটাল কোলেস্টেরল, এলডিএল কোলেস্টেরল, এ্যাপোলিপোপ্রোটিন বি, ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর জন্য এবং এইচডিএল-সি বাড়ানোর জন্য প্রাইমারী হাইপারলিপিডিমিয়া ও মিউন্ড ডিসলিপিডিমিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:পিটাভাসটেচিনের সহমশীল এবং কার্যকরী মাত্রা হচ্ছে ১-৪ মি.গ্রা. দিনে একবার, খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াই সেবন করা যায়। নির্দেশিত প্রারম্ভিক মাত্রা হচ্ছে ২ মি.গ্রা., যা ৪ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পিটাভাসটেচিন ব্যবহার শুরুর ৪ সপ্তাহ পর এর মাত্রা লিপিড থ্রোফাইল অনুযায়ী পুনঃনির্ধারণ করতে হয়।

বৃক্কের অকার্যকারিতায় মাত্রা :মাঝারী মাত্রার এবং শেষ পর্যায় এর বৃক্কের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে (যারা ডায়ালাইসিস গ্রহণ করছেন) পিটাভাসটেচিন এর প্রারম্ভিক মাত্রা ১ মি.গ্রা. দিনে একবার এবং সর্বোচ্চ মাত্রা ২ মি.গ্রা. দিনে একবার। যাদের মারাত্মক পর্যায় বৃক্কের অকার্যকারিতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে পিটাভাসটেচিন ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিনিদেশনা:পিটাভাসটেচিন বা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রতিনিদেশিত। অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ার ঘট্যে র্যাশ, ফ্রিটাস ও আর্টিকেরিয়া দেখা যেতে পারে। এছাড়া যাদের যকৃতের রোগ আছে বা এর সাথে যকৃতের ট্রাসঅ্যামাইনেজ এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ প্রতিনিদেশিত।

গর্ভবত্ত্বায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি-**X**। পিটাভাসটেচিন গর্ভবত্ত্বায় প্রতিনিদেশিত। পিটাভাসটেচিন এর মাত্রুক্ষে নিঃসরনের পর্যাপ্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:সাইক্লোসপরিন: এই ওষুধের সাথে পিটাভাসটেচিন ব্যবহার করা যাবে না।

ইরাইথ্রোমাইসিন: ইহা রক্তে পিটাভাসটেচিনের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বাঢ়িয়ে দেয়। তাই এই ওষুধের সাথে

পিটাভাসটেচিন সর্বোচ্চ ১ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।

রিফামপিন: ইহাও রক্তে পিটাভাসটেচিনের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বাঢ়িয়ে দেয়। এই ওষুধের সাথে পিটাভাসটেচিন সর্বোচ্চ ২ মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

**ফাইব্রেটস:** যেহেতু এইচ এম জি কোএ-ইনহিবিটর এর সাথে ফাইব্রেটস একত্রে ব্যবহার মাঝোপ্যাথি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, তাই জেমফিন্ডেজিল অথ বা অন্যান্য ফাইব্রেটস এর সাথে পিটাভাসটেচিন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

ওয়ারফারিন: পিটাভাসটেচিন এর সাথে ওয়ারফারিনের তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:র্যাবডেমারোলাইসিস, মাঝোপ্যাথি ও লিভার এনজাইম এর অস্বাভাবিকতা।

**সরবরাহ:** পিভালো™ ২: প্রতি বার্ষে আছে ৩০টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

পিউরিটার°

Puritar®

**উপাদান :** সোডিয়াম ডাইক্লোরোআইসোসায়ানিউরেট ১৭ মি.গ্রা. ও ৫১ মি.গ্রা এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে পানিকে আড়া নিরাপদ করার এফারভিসেন্ট ট্যাবলেট। এ ছাড়াও শাক-সজী, ফলমূল খোঁয়া ও দাঁত পরিষ্কারে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** পিউরিটার° ১ : খাবার পানির ক্ষেত্রে - ১ লিটার পানিতে ১টি ট্যাবলেট। ফল-মূল, শাক-সজী খোঁয়ার পানির ক্ষেত্রে-১ লিটার পানিতে ৩টি ট্যাবলেট। পিউরিটার° ৩ : খাবার পানির ক্ষেত্রে - ৩ লিটার পানিতে ১ টি ট্যাবলেট। ফল-মূল, শাক-সজী খোঁয়ার পানির ক্ষেত্রে - ৩ লিটার পানিতে ৩ টি ট্যাবলেট। মারাত্মক দুর্যত পানির ক্ষেত্রে ট্যাবলেটের পরিমাণ দিগ্নণ করে দিন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে পানি ব্যবহার করুন।

**সর্তর্কা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অন্যান্য পদার্থ বিশেষ করে, অগ্নিশিখা সৃষ্টি করতে পারে এমন পদার্থ থেকে দূরে রাখতে হবে। শুধুমাত্র ব্যবহারের পূর্বে ট্যাবলেট বের করতে হবে। অন্যান্য উপাদানের সহিত ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা

**বিপদজনক গ্যাস (ক্লোরিন) নিঃসরণ করতে পারে।**  
**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** তুকের সংস্পর্শে - সংস্পর্শের হ্রানে অস্পষ্টিবোধ ও লাল হয়ে যাওয়া। চোখের সংস্পর্শে - তীব্র ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া এবং অস্পষ্টিবোধ।  
**পাকস্থলীতে গ্রহণ করলে -** বমি ভাব, বমি, পেটে ব্যথা। নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করলে - কাশি, গলায় অস্পষ্টিবোধ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ব্রহ্মতা ইত্যাদি।  
**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, এসিড এবং এ্যামোনিয়া যৌগ থেকে দূরে রাখতে হবে।  
**সরবরাহ :** পিউরিটার® ১ : ১০ X ১০ টি। পিউরিটার® ৩ : ৩০ টি।

## পেভিটিন®

## Pevitin®

**উপাদান:** ইকোনাজোল নাইট্রেট ১০ মি.গ্রা. এবং ট্র্যায়ামিসিনোলোন এসিটোনাইট ১ মি.গ্রা./গ্রাম ক্রীম।  
**নির্দেশনা:** তুকীয় প্রদাহী ডার্মাটোমাইকোসিস এবং প্রদাহী তুকীয় সমস্যাগুলি, যথেন্দে ব্যাকটেরিয়া অথবা ছ্বাক আক্রমণের ভয় থাকে, সেগুলি চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** আক্রান্ত হ্রানে মৃদুভাবে দিনে দুইবার ১৪ দিন পর্যন্ত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** টিউবারকুলার বা লিউটিক তুকীয় ততে অথবা ভাইরাসজনিত রোগে (যেমন - হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা) ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড থেরাপি উপেক্ষা করা উচিত, কারণ অ্যান্ড্রেনাল সাপ্লেশন ঘটতে পারে, এ্যাট্রোপি, ট্যাঙেনজেটিসিয়া এবং স্ট্রায়া ঘটতে পারে।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** মৃদু জ্বালা-পোড়া হতে পারে।  
**অতিসংবেদনশীলতা খুব কম দেখা যায়।**

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ :**

পেভিটিন® ক্রীম : ১০ গ্রাম।

ফাইলোপেন™

Phylopen™

**উপাদান :** ফ্লুকুলাসিলিন ২৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ৫০০ মি.গ্রা. ডিএস ক্যাপসুল, ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. পাউডার ফর সাসপেনশন, ২৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট পাউডার ফর সাসপেনশন এবং ৫০০ মি.গ্রা./ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** তুক ও কোমল কলার সংক্রমণ : ফোঁড়া, কাৰ্বাংকল, ফারাঙ্কুলোসিস, সেলুলাইটিস; তুকের সংক্রমণ যেমন- ক্ষত, একজিমা, ব্রণ, সংক্রমিত ক্ষত, সংক্রমিত পোড়া, তুকের গ্রাফট সুরক্ষিত করতে, মধ্যকর্ণের প্রদাহ, বহিকর্ণের প্রদাহ; নিউমেনিয়া, ফুস্ফুসের ফোঁড়া, এমপায়েমা, সাইনাসের প্রদাহ, ফ্যারিস্কের প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ, কুইন্সি; অস্টিওমায়োলাইটিস, অন্ত্রের প্রদাহ, মূত্রালার সংক্রমণ, মেনিন্জেসের প্রদাহ, সেপ্টিসেমিয়া; বিভিন্ন সার্জিকাল প্রক্রিয়ার সময় সংক্রমণের প্রতিবেধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্শ বয়স্ক মাত্রা : ২৫০ - ৫০০ মি.গ্রা. ছয়টা পর পর সেবন করতে হবে।  
**শিশুদের মাত্রা :** ২-১০ বছর: প্রাণ্শ বয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক মাত্রা। ২ বছরের নীচে: প্রাণ্শ বয়স্কদের মাত্রার এক চতুর্থাংশ।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পেনিসিলিনের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পৰ্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** খুবই কম। পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা (বমি বমি ভাব, উদরাময়) এবং চামড়ায় ফুসকুড়ি মাঝে মধ্যে দেখা যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** প্রোবেনেসিড, জেন্টামাইসিন ও স্ট্রেটোমাইসিন সালফেট।

**গৰ্ভবত্তা ও শন্যদানকালে ব্যবহার :** শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী গৰ্ভবত্তায় ফ্লুকুলাসিলিন ব্যবহার করা যায়। শন্যদানকালীন সময়ে খুব সামান্য পরিমাণ মাত্রাদুর্দেশে নিঃসরিত হয়।

**সরবরাহ :** ফাইলোপেন™ ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি। ফাইলোপেন™ ডিএস ক্যাপসুল : ৫ X ৬ টি।

**ফাইলোপেন™ ড্রাই সিরাপ :** ১০০ মি.লি পাউডার ফর সাসপেনশন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শুষ্ক পাউডার। ফাইলোপেন™ ৫০০

ইঞ্জেকশন : ৫ টি। (ফাইলোপেন™ ৫০০ ইঞ্জেকশন এর একটি ভায়াল এবং ইঞ্জেকশনের উপযোগী পানি

বিপি-এর ৫ মি.লি. এর একটি এস্পুল)।

## প্রোলাট®

## Prolert®

**উপাদান:** ফ্লুক্সেটিন ২০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা:** বিষণ্ণতাজনিত অসুস্থতা, বুলিমিয়ানারভোসা, এনোরেক্সিয়া নারভোসা, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার এবং প্রি-ম্যানস্ট্র্যাল সিনড্রোম।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: দৈনিক ২০ মি.গ্রা. (১টি ক্যাপসুল) মুখে সেব্য। প্রয়োজন বোধে দৈনিক মাত্রা ৩০ মি.গ্রা. (৩টি ক্যাপসুল) মুখে সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং যেসব রোগী মনো-এমাইন অ্যাঙ্গিডেজ ইনহিবিটর গ্রহণ করছেন।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দুচিষ্ঠা, মাঝবিক দুর্বলতা, অনিদ্রা, তদ্বাঞ্ছন্তা ও অবসন্নতা বা দৌর্বল্য, কাঁপুণী, ঘাম বের হওয়া, মাথা বিম করা এবং পরিপাকক্ষের প্রতিক্রিয়াসমূহের মধ্যে ক্ষুধামন্দা, বিম ভাব ও ডায়ারিয়া অন্যতম। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে এনজিও ইডিমা, আরটিকেরিয়া বা অন্যান্য এলার্জিক প্রতিক্রিয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** মনো অ্যামাইন অ্যাঙ্গিডেজ ইনহিবিটর একত্রে ব্যবহার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। মাত্তদুঁফে এর নিঃসরণ সম্ভবে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ :**

প্রোলাট® ক্যাপসুল : ৫ X ১০ টি।

## প্রোক্সিভির™

## Proxivir™

**উপাদান:প্রোক্সিভির™ ট্যাবলেট :** প্রতিটি ফিলু কোটেড ট্যাবলেটে আছে টেনোফেভির ডিসোপ্রিল ২৪৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য ৩০০ মি.গ্রা. টেনোফেভির ডিসোপ্রিল ফিউমারেট আইএনএন।

**নির্দেশনা:**

নিরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রোক্সিভির™ নির্দেশিতঃ

দীর্ঘদিন হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত

প্রাণ্বয়ক্ষ ব্যক্তি

• ইচ্চআইভি আক্রান্ত প্রাণ্বয়ক্ষ ব্যক্তি, যেখানে অন্যান্য এন্টিরেটোভাইরালের সাথে ব্যবহার যোগ্য।

মাত্রা ও সেবনবিধি

দীর্ঘদিন হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত, যাদের বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্যকর এবং বয়স ১৮ অথবা এর বেশী, তাদের ক্ষেত্রে টেনোফেভির এর নির্দেশিত মাত্রা দৈনিক ৩০০ মি.গ্রা., খাবার আগে অথবা পরে।

বৃক্ষীয় অকার্যকরী রোগীর ক্ষেত্রে টেনোফেভির -এর মাত্রা					
ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (মিলি/ মিনিট)	≥৫০	৩০ থেকে ৪৯	১০ থেকে ২৯	হেমোআলাইসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে	
নির্দেশিত মাত্রা (৩০০ মি.গ্রা.) এর মধ্যের সময়।	প্রতি ২৪ ঘণ্টায়	প্রতি ৪৮ ঘণ্টায়	প্রতি ৭২-৯৬ ঘণ্টায়	প্রতি ৭ দিনে অথবা ডায়ালাইসিস করার কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা পর।	

বৃক্ষীয় অকার্যকরী রোগীদের ক্ষেত্রেঃ টেনোফেভির মূত্রের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয় বলে বৃক্ষের অকার্যকারিতায় রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ≥৫০ মিলি/মিনিট এর কম রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে মাত্রার সময় করতে হবেঃ

বৃক্ষীয় অকার্যকরী রোগীর ক্ষেত্রে টেনোফেভির -এর মাত্রা

যিকতের অকার্যকারিতায়ঃ মাত্রা সমষ্টির প্রয়োজন নেই।

**প্রতিনির্দেশনা:** টেনোফেভির অথবা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**সতর্কতা:** অন্য ওষুধের সাথে ব্যবহার: টেনোফেভির এন্ট্রিসিটাবিন ও টেনোফেভির কবিনেশন অথবা এডফেভির ডিপিভেলিল এর সাথে গ্রহণ করা উচিত নয়।

ল্যাকটিক এসিডেসিস ও স্টিয়াটোসিস এর সাথে মারাত্মক হেপাটোম্যাগালী: যদিও টেনোফেভির এর ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এসিডেসিস হবার সম্ভাবনা কম, তারপরেও কোন রোগীর ক্ষেত্রে ল্যাকটিক এসিডেসিস বা হেপাটোক্সিসিটি দেখা দিলে চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে।

চিকিৎসা বন্ধের পরে হেপাটাইটিস-বি এর সংক্রমণ

যে সকল রোগী টেনোফেভিল বন্ধ করে দেয়, তাদের ক্ষেত্রে তীব্র হেপটাইটিস-বি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায়: প্রেগন্যাসী ক্যাটেগরি 'বি'। গর্ভাবস্থায় সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনেই কেবল সাবধানতার সাথে টেনোফেভিল দিতে হবে।

**স্তন্যদানকালে:** টেনোফেভিল মাতৃদুধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। মায়েরা যদি টেনোফেভিল গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাদেরকে স্তন্যদান করানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে টেনোফেভিল এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

#### ব্যক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

৬৫ অথবা এর অধিক বয়সের রোগীরা টেনোফেভিল গ্রহণে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের তুলনায় অন্য রকম সাড়া দেয় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট ক্লিনিক্যাল স্টাডি করা হয়নি বলে তাদের উপর টেনোফেভিল এর কার্যকারিতার তুলনা করা যায়নি। তবে ব্যক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে টেনোফেভিল এর মাত্রা নির্ধারণে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বৃক্কের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হল বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া ও পেট ফাঁপা।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** টেনোফেভিল এর সাথে এন্টিরেট্রাইইডাল, এন্টেক্টিভিল, ল্যামিভুডিল, মিথাডল, ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ, রিবাভারিন এবং টেক্সেলিমাস গ্রহণে তেমন কোন ওষুধ আস্ত:ক্রিয়া হয় না। যে সকল ওষুধ বৃক্ক দ্বারা অপসারিত হয় অথবা বৃক্কের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে সেগুলো টেনোফেভিল এর সাথে গ্রহণে কোন প্রভাব এখনও পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ:** প্রক্রিয়িক <sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্যে আছে ১২ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু সিস্টার প্যাক-এ।

#### পিরামেড®

#### Piramed®

**উপাদান:** টেপিরামেট আইএনএন। ২৫ মি.গ্রা. এবং ২০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** শিশু ও প্রাণ্ত বয়স্ক উভয়েরই মৃগী রোগের চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহৃত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ লেনঞ্চ গেস্টেট সিন্ড্রোমের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মাইক্রোন প্রতিরোধে এ ওষুধ খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। মনোচিকিৎসকরা বাইপোলার ডিসঅর্ডার এবং এলকোহল আসক্রিম চিকিৎসায় এ ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। এ ওষুধ আঘাত পরবর্তী তীব্র চাপ এবং ইনফ্যান্টাইল স্পাইজেমের চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়।

**মৃগী রোগে-** শুধু টোপিরামেট

১০ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী আংশিক অথবা প্রাথমিক ও সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্লুনিক সিজারের রোগীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টোপিরামেট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে।

**মৃগী রোগে-** অন্য ওষুধের সাথে টোপিরামেট

২-১৬ বছর বয়সী শিশু অথবা প্রাণ্ত বয়স্কদের যাদের আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্লুনিক সিজার রয়েছে এবং ২ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সী রোগী যাদের লেনঞ্চ গেস্টেট সিন্ড্রোম সহকারে সিজার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য মৃগীরোধী ওষুধের সাথে টোপিরামেট নির্দেশিত।

**মাইক্রোন**

**মাইক্রোনজনিত মাথাব্যথা** প্রতিরোধে প্রাণ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে টোপিরামেট নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** টোপিরামেটের প্রাথমিক মাত্রা সাধারণত স্পন্দন এবং ধীরে ধীরে এর মাত্রা বাঢ়াতে হয়। সাধারণত প্রাথমিকভাবে দৈনিক ২৫ মি.গ্রা. থেকে ৫০ মি.গ্রা. ২টি একক মাত্রায় টোপিরামেট দেয়া হয়। প্রতি ১/২ সপ্তাহে ২৫-৫০ মি.গ্রা. বৃদ্ধি করা যেতে পারে। চিকিৎসা চালিয়ে নেয়ার সাধারণ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ১০০-২০০ মি.গ্রা.। সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দৈনিক মাত্রা হচ্ছে ১০০০ মি.গ্রা.- বিভক্ত মাত্রায়।

এককভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে

শিশু ও প্রাণ্ত বয়স্কদের (১০ বছর বা তদুর্ধি) সুপারিশকৃত টোপিরামেটের সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রা.- ২ টি বিভক্ত মাত্রায়।

**অন্য ওষুধের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে:** প্রাণ্ত (১৭ বছর বা তদুর্ধি): আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত সিজারের ক্ষেত্রে: দৈনিক সর্বমোট ৪০০ মি.গ্রা. টোপিরামেট- বিভক্ত মাত্রায়।

দৈনিক ১৬০০ মি.গ্রা. এর বেশি টোপিরামেট ব্যবহারের কোন তথ্য নেই।

**শিশু (২-১৬ বছর):** আংশিকভাবে সংঘটিত অথবা প্রাথমিক বা সাধারণভাবে সংঘটিত টনিক-ক্লনিক সিজারের ক্ষেত্রে: শিশুদের জন্য সুপারিশকৃত মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ৫-৯ মি.গ্রা./কেজি- ২টি বিভক্ত মাত্রায়। সর্বোচ্চ ২৫ মি.গ্রা. (বা এর নিচে দৈনিক ১-৩ মি.গ্রা./কেজি-এই মাত্রার উপর ভিত্তি করে)-এর সময় মাত্রা প্রথম সঙ্গাহে রাত্রিকালীন সময়ে পুনঃ নির্ধারণ করা উচিত। আশানুরূপ ফলাফল লাভের জন্য প্রতি ১/২ সঙ্গাহের ব্যবধানে ১-৩ মি.গ্রা./কেজি হারে মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে (২টি বিভক্ত মাত্রায়)। তবে চিকিৎসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে মাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে।

**মূজ্জনিত সমস্যা থাকলে:** ক্রিয়াটিনিন ক্লিয়ারেন্স যাদের ৭০ মি.গ্রা./মিনিট/১.৭৩ মি.২-এর চেয়ে কম তাদের জন্য প্রাণ্ত ব্যস্কদের অর্ধেক মাত্রা সুপারিশকৃত। এসব রোগীর স্থির অবস্থার মাত্রায় পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লাগে।

যেসব রোগীর হিমোডায়ালাইসিস হচ্ছে:

হিমোডায়ালাইসিসের মাধ্যমে সাধারণ অবস্থার চেয়ে ৪-৬ গুণ বেশি টোপিরামেট নেব হয়ে যায়। একই ভাবে দীর্ঘ সময় ব্যাপী হিমোডায়ালাইসিস করলে খিচুনোরোধী কার্যফল লাভের জন্য টোপিরামেটের প্রয়োজনীয় মাত্রা শরীরে কমে যেতে পারে। এটা এড়াতে চাইলে টোপিরামেটের সম্পূরক মাত্রা প্রয়োজন হতে পারে। তবে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত:-

- ১। কত সময়ব্যাপী ডায়ালাইসিস হচ্ছে
- ২। ডায়ালাইসিস ব্যবস্থার ক্লিয়ারেন্সের হার
- ৩। যে রোগীর ডায়ালাইসিস হচ্ছে তার ক্ষেত্রে টোপিরামেটের ক্লিয়ারেন্সের প্রকৃত হার

টোপিরামেট ট্যাবলেট গ্রহণের সাথে খাবারের সম্পর্ক নেই।

সর্তর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: টোপিরামেট ট্যাবলেট বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে টোপিরামেট প্রতিনিদেশিত।

ভ্যালপ্রোয়িক এসিডের সাথে টোপিরামেট দিলে এনকেফালোপ্যাথি সহ বা ছাড়া শরীরে এমোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যেসব রোগীর শরীরে আলাদাভাবে এ ২টির যে কোন ওষুধ সহনীয় ছিল,

যেসব রোগীর ব্যাখ্যাটীত আলস্য, বমি অথবা মানসিক পরিবর্তন ঘটে তাদের ক্ষেত্রে এনকেফালোপ্যাথি সহ এমোনিয়ার মাঝাধিকোর কথা বিবেচনা করতে হবে এবং শরীরে এমোনিয়ার মাত্রা মাপতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে স্বাদ পরিবর্তন এবং মাথা ও দেহের প্রান্ত সমূহে জুলাপোড়া করা। কম লক্ষণীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে আছে মনোসংযোগের অভাব (নির্দিষ্টভাবে বললে শব্দ খোঁজায় পারদর্শিতার অভাব), বোঝার মতা করে যাওয়া, অস্ত্রিভাব, আলস্য, বৃক্ষে পাথর, অস্বাভাবিক দৃষ্টি, ওজন হারানো, স্তনে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাত্রাতিরিক্ত ঘামানো, মাসিকে সমস্যা এবং মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** প্রচলিত মৃগীরোধী ওষুধ সমূহ যেমন- ফিনাইটেইন, কার্বামাজেপিন এবং ভ্যালপ্রোয়িক এসিডের যে কোনটির সাথে টোপিরামেট দিয়ে চিকিৎসা করলে মিথক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি এসিটাজেলামাইড অথবা ডাইক্লোফিনামাইডের মত কার্বোনিক এনহাইড্রেজ প্রতিবন্ধকগুলোর সাথে টোপিরামেট ব্যবহার করলে বৃক্ষে পাথর হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ডিগ্রিনিন, কেন্দ্রীয় মাঝুমত্ত্ব অবদমনকারী ওষুধসমূহ, মুখে খাওয়ার জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ এবং হাইড্রোক্লোরথারাজাইডও টোপিরামেটের সাথে মিথক্রিয়া করতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তায় টোপিরামেটের ক্ষাটোগরি ‘সি’। তাই শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে এবং ঝুঁকি- উপকারীতার অনুপাত বিবেচনার পর টোপিরামেট দেয়া যেতে পারে।

টোপিরামেট মাত্র দুঃখের সাথে নিঃস্ত হয় কিনা পরিকারভাবে তা জানা যায়নি। সৃতরাং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে টোপিরামেট ব্যবহারের সময় সর্তর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ:**

**পিরামেড® ২৫ ট্যাবলেট:** প্রতি বাস্তে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট। **পিরামেড® ২০০ ট্যাবলেট:** প্রতি বাস্তে আছে ২০ টি ট্যাবলেট।

**প্রমটিল®**

**উপাদান:** প্রোকোরপেরাজিন মেলিয়েট বিপি ৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট, এবং প্রোকোরপেরাজিন

**Promtil®**

মেলিয়েট বিপি ১২.৫ মি.গ্রা./১ মি.লি. ইঞ্জেকশন।  
নির্দেশনা: রেডিশেন থেরাপি, ক্যাপ্সার কেমোথেরাপি,  
শল্য চিকিৎসা এবং অন্যান্য অবস্থাজনিত তীব্র বমি  
বমিভাব এবং বমি নিয়ন্ত্রণের জন্য

মাথাঘোরা, মেনিয়ার্স রোগ এবং অন্যান্য কানের  
সমস্যার জন্য

মানসিক অসুস্থতা যেমন- সিজোফ্রেনিয়া

তীব্র মানসিক বৈকল্য

সাধারণ উদ্বেগ

মাত্রা ও প্রয়োগ:

বমিরোধক

শিশু (২ বছর অথবা ১০ কেজি ওজনের নিচে বাচ্চাদের  
জন্য নির্দেশিত নয়):

১০-১৪ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ১-২ বার, সর্বোচ্চ  
দৈনিক ৭.৫ মি.গ্রা.

১৫-১৮ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ২-৩ বার, সর্বোচ্চ  
দৈনিক ১০ মি.গ্রা.

১৯-৩৯ কেজি : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ৩ বার অথবা ৫  
মি.গ্রা., দৈনিক ২ বার, সর্বোচ্চ দৈনিক ১৫ মি.গ্রা.।

আইএম : ০.১০-০.১৫ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; সাধারণ  
মাত্রা: ০.১৩ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; যত দ্রুত সস্তব মুখে  
খাওয়ার ওষুধে চলে যেতে হবে।

প্রাণ্ত বয়স্ক:

মুখে : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার, সর্বোচ্চ দৈনিক  
৪০ মি.গ্রা.

আই এম : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার, সর্বোচ্চ  
দৈনিক ৪০ মি.গ্রা.

শল্য চিকিৎসাজনিত বমি

প্রাণ্ত বয়স্ক :

আই এম : ৫-১০ মি.গ্রা. (চিকিৎসা শুরুর ১-২ ঘণ্টা  
পূর্বে), প্রয়োজন হলে পুনর্বার দিতে হবে।

মানসিক চিকিৎসায়

শিশু : ২-১২ বছর (২ বছর অথবা ১০ কেজি ওজনের  
নিচে বাচ্চাদের জন্য নির্দেশিত নয়)

মুখে : ২.৫ মি.গ্রা. দৈনিক ২-৩ বার; দৈনিক সর্বোচ্চ  
২০ মি.গ্রা. (২-৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের) এবং ২৫  
মি.গ্রা. (৬-১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের)

আই এম: ০.১৩ মি.গ্রা./কেজি/ডোজ; যত দ্রুত সস্তব  
মুখে খাওয়ার ওষুধে চলে যেতে হবে।

প্রাণ্ত বয়স্ক :

মুখে : ৫-১০ মি.গ্রা. দৈনিক ৩-৪ বার; মারাত্মক

ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ ১৫০ মি.গ্রা. প্রয়োজন হতে  
পারে।

আই এম: মারাত্মক ক্ষেত্রে ১০-২০ মি.গ্রা. প্রতি ৪-৬  
ঘণ্টা অত্তর; যত দ্রুত সস্তব মুখে খাওয়ার ওষুধে চলে  
যেতে হবে।

সাধারণ উদ্বেগ

প্রাণ্ত বয়স্ক

মুখে : সাধারণ মাত্রা- দৈনিক ১৫-২০ মি.গ্রা. বিভক্ত  
মাত্রায়। দৈনিক ২০ মি.গ্রা. এর বেশি অথবা ১২  
সঙ্গাহের বেশি চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

বৃদ্ধ : প্রাথমিক মাত্রা- ২.৫-৫ মি.গ্রা. দৈনিক ১-২  
বার; প্রতি ৪-৭ দিন অপ্র, দৈনিক ২.৫-৫ মি.গ্রা.  
মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে; কার্যকারিতা বেশি পেতে  
বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়তে দৈনিক মাত্রার বিভিত্তিকাল  
বাঢ়াতে হবে (যেমন- দৈনিক ২-৩ বার)।

প্রয়োগ

মুখে, আই এম দেয়া যেতে পারে। খাবারের সাথে  
কেন সম্পর্ক নেই।

প্রতি নির্দেশনা: প্রোক্লোরপেরাজিন অথবা এর সদৃশ  
কোন উপাদানের প্রতি অতি মাত্রার প্রতিক্রিয়াশীল  
হলে।

সতর্কতা: রাঙ্গচাপে খুব বেশি তারতম্য যকৃত অথবা  
হৃদপিণ্ডের সমস্যা, রেইজ সিনড্রোম, এলকোহল  
অথবা ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতা, কেন্দ্রীয় মাঝ্যতন্ত্রের  
সমস্যা, রক্তে সমস্যা, এলার্জি দেখা দিতে পারে।  
গাঢ়ি অথবা ব্যন্ত্রপাতি চালনার সময় সতর্কতা অবলম্বন  
করা প্রয়োজন। এলকোহল ব্যবহারে তীব্র শুষ্ম শুষ্ম  
ভাব দেখা দিতে পারে। এই ওষুধ সুর্যালোকের  
প্রতি প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করতে পারে; তাই দীর্ঘ সময়  
সুর্যালোকে থাকা এভিয়ে চলতে হবে কিংবা সুর্যালোক  
থেকে বাঁচার জন্য সানক্রীন অথবা প্রয়োজনীয় কাপড়  
ব্যবহার করতে হবে। এই ওষুধ ব্যবহারে গরমে জ্বান  
হারানোর ঘটনা ঘটতে পারে।

গর্ভবত্তায় ও শন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্তায় ও  
শন্যদানকালে ব্যবহারে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া  
জানা যায়নি।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

শুষ্ম শুষ্ম ভাব

চোয়াল, গলা, পিছনের পেশী সংকুচিত হওয়া

অশ্বাভাবিক জিহ্বা, মুখমণ্ডল নড়াচড়া

ধীর গতিতে কথা বলা অথবা কথা বলতে কষ্ট হওয়া  
গিলতে কষ্ট হওয়া

অস্থিরতা

কাঁপনি

এলোমেলো হাঁটা

চামড়ায় ফুসকুড়ি ওঠা

হলদেটে চোখ অথবা চামড়া

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এ্যালকোহল, বারবিচুরেট এবং অন্যান্য ঘুমের ওষুধ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনকারী ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এন্টোসিড, পারকিনসন'স রোগের ওষুধ এবং লিথিয়াম প্রোক্রোপেরাজিমের শোষণে হস্তক্ষেপ করে। এই ওষুধ প্লাসমায় প্রোপানেলল এবং ফেনোবারিটিল এর ঘনত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

**মাত্রাবিক্য:** গভীর ঘুম, কোমা, এক্স্ট্রা পাইরিমিডাল সিম্পটম, অব্যাভাবিক পেশী নড়াচড়া এবং নিম্ন রক্তচাপ।

**সরবরাহ:**

প্রমটিল® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে  $15 \times 20$  টি ট্যাবলেট। প্রমটিল® ইঞ্জেকশন: প্রতিটি বাস্তে আছে ২  $\times 5$  টি এ্যাস্পুল।

**প্রোনর®**

**Pronor®**

**উপাদান:** ফিনাস্ট্রেইড ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** বিনাইন প্রোস্টেট গ্রাহির বৃক্ষিজনিত (বি পি এইচ) রোগের চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** প্রত্যহ ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট (খাবারের সাথে বা ছাঢ়া)।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** অতি সংবেদনশীলতায় এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ। যে সমস্ত রোগীর তীব্রভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত মৃত্যু প্রবাহ আছে তাদের ক্ষেত্রে বাধাদায়ক ইউরোপ্যাথির জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ঘোন অক্ষমতা, হ্রাসপ্রাপ্ত ঘোনতাড়না এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বীর্য।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য ওষুধের সাথে বিনিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

**গভীরস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গভীরস্থায় বা গভীরগুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয় যদিও ফিনাস্ট্রেইড এর মাত্রাদুর্ধে নিঃসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**সরবরাহ :** প্রোনর® ট্যাবলেট :  $3 \times 10$  টি।

**পিউরোট্রুল®**

**Purotrol®**

**উপাদান:** লেভোসেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন। ৫ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট এবং ২.৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা:**

এলার্জিক অবস্থা যেমন, সিজাল এলার্জিক রাইনাইটিস, পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস ও ক্রনিক ইডিওপ্যাথিক আর্টিকারিয়ার উপসর্গসমূহ নিরাময়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

পিউরোট্রুল ট্যাবলেট

পূর্ববয়স্ক এবং ৬ বছরের অধিক বয়স্ক শিশু: প্রতিদিন ১টি করে পিউরোট্রুল ট্যাবলেট (লেভোসেটিরিজিন ডাইহাইড্রোক্লোরাইড ৫ মি.গ্রা.)।

পিউরোট্রুল সিরাপ

পূর্ববয়স্ক এবং ৬ বছরের অধিক বয়স্ক শিশু: প্রতিদিন ১০ মি.লি. (২ চামচ) সিরাপ।

যে সকল রোগীর বৃক্কের অসমকার্যকারিতা রয়েছে: মারারি ধরণের বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে প্রতি দুই দিনে একটি করে পিউরোট্রুল ট্যাবলেট। মারাত্মক ধরণের বৃক্কের অসমকার্যকারিতা নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে প্রতি তিনি দিনে একটি পিউরোট্রুল ট্যাবলেট। যে সকল রোগীর শেষ পর্যায়ের বৃক্ষীয় সমস্যা রয়েছে, তাদের লেভোসেটিরিজিন দেয়া উচিত নয়। ট্যাবলেট পানি সহযোগে সেব্য এবং এটা খাবারের সাথে বা কোন খাবার ব্যতীত গ্রহণ করা যায়।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** যে সকল রোগী ওষুধ বা এর যে কোন একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদী, তাদের ক্ষেত্রে পিউরোট্রুল প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণত লেভোসেটিরিজিন সুস্থলীয়। তবে বিরলক্ষেত্রে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- মাথাব্যথা, মুখগুরুরের শুক্তা, অবসাদ ও চৰ্ম ব্যাশ দেখা গেছে।

**গভীরস্থায় ও স্তন্যদানকালে:** গভীরস্থায়: গভীরস্থায় লেভোসেটিরিজিন নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত

হয়নি। তাই ক্রমের ক্ষতির চেয়ে মায়ের উপকার বেশী বিবেচিত হলে, সতর্কতার সাথে গর্ভবহুয়া লেভোসেটিরিজিন ব্যবহার করা উচিত।

**স্তন্যদানকালে:** লেভোসেটিরিজিন মাতৃদুধে নিঃস্ত হয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে লেভোসেটিরিজিন নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ:**

পিউরোট্রল® ট্যাবলেট : প্রতি বাল্কে আছে ৫০ টি ট্যাবলেট। পিউরোট্রল® সিরাপ : প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ এবং একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

## পাইলোট্রিপ®

## Pylotrip®

**উপাদান :** ল্যানসোপ্রাজোল ৩০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, এ্যমেক্সিলিন ১ গ্রাম ক্যাপসুল এবং ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট/স্ট্রিপ।

**নির্দেশনা :** এইচ. পাইলোরি সংক্রমণ ধ্বংস করে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** একটি স্ট্রিপ দুইবার, প্রতিদিন, মোট ৭ থেকে ১৪ দিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**সতর্কতা ও মেসৰ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পরিপাকতন্ত্র : বমি বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া, কালো পায়খানা, মুখের শুক্রতা, জিহ্বার পদাহ, মুখের মনিলিয়াসিস, মুখের পদাহ, জিহ্বার রঙের পরিবর্তন ইত্যাদি। মাংস ও অস্তিত্ব : মাংসপেশীর ব্যথা। স্নায়ুতন্ত্র : মাথা ব্যথা, মতিভ্রম, বিশুমি। ত্বক : ত্বকের পদাহ।

**সরবরাহ :** পাইলোট্রিপ® : ৭ টি স্ট্রিপ।

## R

## র্যাবেকা™

## Rabeca™

**উপাদান:** র্যাবেকা™ ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেটে আছে র্যাবেপ্রাজল সোডিয়াম আইএনএন ২০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:**

•ডিওডেনাল আলসার এবং ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ এর স্বল্পকালীন চিকিৎসার জন্য।

•গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) এর উপসর্গ প্রশমনে এবং পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার হার নিরূপনে নির্দেশিত।

•GERD জনিত দিবা ও রাত্রিকালীন বুকজ্বালা এবং অন্যান্য উপসর্গ উপশমের জন্য নির্দেশিত।

•অত্যাধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ জনিত জাটিলতা যেমন-জোলিঙ্গার-এলিসন সিনড্রোম দমনে নির্দেশিত।

•হেলিকোব্যাকটর পাইলিরি দমনে ক্লারিথ্রোমাইসিন ও এমোক্সিসিলিনের সাথে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবননির্ধি**

•ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) দমনে: প্রাণ্ড বয়কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে ৪-৮ সংগ্রহ পর্যন্ত। ৮ সংগ্রহ চিকিৎসায় উপসর্গ প্রশমিত না হলে আরো অতিরিক্ত ৮ সংগ্রহ চিকিৎসা নিতে হবে।

•ইরোসিভ অথবা আলসারেটিভ গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)-এর মেটেনেন্স: প্রাণ্ড বয়কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে।

•গ্যাসট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)-এর উপসর্গ প্রশমনে: প্রাণ্ড বয়কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট প্রতি দিন একটি করে ৪ সংগ্রহ পর্যন্ত। উপসর্গ প্রশমিত না হলে আরো অতিরিক্ত চিকিৎসা নিতে হবে।

•ডিওডেনাল আলসার দমনে: প্রাণ্ড বয়কদের ক্ষেত্রে ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট সকালের খাবারের পর প্রতিদিন একটি করে ৪ সংগ্রহ পর্যন্ত। বেশির ভাগ রোগী এই সময়ের মধ্যে তাল হয়ে যায়। কিছু পরিমাণ রোগীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

•হেলিকোব্যাকটর পাইলিরি জনিত ডিওডেনাল আলসার দমনে:

র্যাবেপ্রাজল	২০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭দিন
এমোক্সিসিলিন	১০০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭দিন
ক্লারিথ্রোমাইসিন	৫০০ মি.গ্রা.	প্রতি দিন ২ বার করে ৭দিন

উপরোক্ত তিনটি ওষুধ প্রতিদিন সকালের খাবারের পরে একবার ও সন্ধিয়া খাবারের পরে একবার করে প্রতিদিন দুইবার খেতে হবে। রোগীদের গুরুত্ব সহকারে পূর্ণ ৭ দিন চিকিৎসা নিতে হবে।

•**অত্যাধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণ জনিত জোলিঞ্জার-এলিসন সিন্ড্রোম এর চিকিৎসায়:** র্যাবেপ্রোজল সোডিয়াম এর সেবনমাত্রা এসিড নিঃসরণের মাত্রার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। প্রাণ্শ বয়সকের ক্ষেত্রে দিনে ৬০ মি.গ্রা. সেবনমাত্রায় শুরু করতে হবে। রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং ইলিনিক্যাল লক্ষণসমূহ দ্রুতভাবে না হওয়া পর্যন্ত সেবন করতে হবে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় সেবন করতে হতে পারে। জোলিঞ্জার-এলিসন সিন্ড্রোম এর চিকিৎসায় র্যাবেপ্রোজল সোডিয়াম ১ বছর পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করা যেতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** র্যাবেপ্রোজল বা এই প্রস্তুতির যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পৌরুষ প্রতিক্রিয়া:** র্যাবেপ্রোজল সোডিয়াম কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, ডায়ারিয়া, পাকস্তলীর পীড়া, কোষ্ঠক্রিয়া, মুখগ্রহণের শুক্রতা, ক্ষুধা বৃদ্ধি বা কর্ম যাওয়া, মাংসপেশীর ব্যথা, ঘুম ঘুমভাব এবং ঝিমানো অনুভূত হতে পারে।

#### মাত্রাতিরিক্ততা

র্যাবেপ্রোজল মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। র্যাবেপ্রোজলের জন্য কোন নির্দিষ্ট এস্টিডেট নির্ধারিত হয়নি। র্যাবেপ্রোজল অতি মাত্রায় প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সহজে ডায়ালাইজ হয় না। মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপসর্গ প্রশ্নমনজনিত চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

#### সরবরাহ

র্যাবেকো<sup>TM</sup> ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু ইলিম্স্টার প্যাকে।

## র্যাডিরিফ<sup>®</sup>

## Radirif<sup>®</sup>

**উপাদান:** ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ২০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা:** ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় নির্দেশিত। ইহা মায়োকার্ডিয়াল

ইনফারকশন জনিত মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথায় নির্দেশিত। ইহা সাপিমেন্ট হিসাবে সুষম অ্যানেস্থেসিয়া, অঙ্গোপচারের পূর্বে, অঙ্গোপচার পরবর্তী ব্যথায় এবং প্রসব ব্যথায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** সাধারণ মাত্রা হচ্ছে ১০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন ৭০ কেজি ওজনের ব্যক্তির জন্য, প্রয়োজন মত ৩-৬ ঘন্টা অন্তর। ব্যথার তীব্রতা, রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং রোগীর অন্যকোন ওষুধ গ্রহণ করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ন্যালবুফিনের মাত্রা ঠিক করা উচিত।

মাঝারী থেকে তীব্র ব্যথা:

শিরা অথবা মাংসপথে ১০-২০ মি.গ্রা. ইঞ্জেকশন ৭০ কেজি ওজনের ব্যক্তির জন্য; বাচাদের ক্ষেত্রে ০.৩ মি.গ্রা./কেজি, প্রয়োজন মত ১-২ বার।

**অঙ্গোপচার পূর্ববর্তী অ্যানেস্থেসিয়া:**

শিরা অথবা মাংসপথে ০.১-০.২ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসাবে।

**প্রসব ব্যথায়:**

০.৩-১ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসেবে ১০-১৫ মিনিট ধরে দিতে হবে। অতঃপর ০.২৫-০.৫ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসেবে এককালীন শিরাপথে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

**অঙ্গোপচার সময়ে ব্যবহারের জন্য:**

শিরাপথে ০.২৫-০.৫ মি.গ্রা./কেজি, ৩০ মিনিট অন্তর।

**মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন:**

ইন্ট্রাভেনাস পথে ১০-২০ মি.গ্রা. ধীরে ধীরে ৩০ মিনিট ধরে দিতে হবে। অ্যানেস্থেসিয়ার সহায়ক হিসাবে যখন ব্যবহৃত হবে তখন কম পরিমাণ প্রয়োজন হয়।

১৮ মাস বয়সী শিশু এবং ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ০.২ মি.গ্রা./কেজি ওজন হিসাবে শিরাপথে বা মাংসপথে। অতঃপর ৪-৬ ঘন্টা পরপর অন্তর অথবা চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা যদি থাকে।

নিম্ন লিখিত ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**শ্বাস-প্রশ্বাসে অনিয়ম**

ব্রুক্সীয়/যকৃতের কার্যে অনিয়ম

বিলিয়ারী ট্রাস্টের শল্যচিকিৎসা

মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন

নিম্ন রক্তচাপ

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ন্যালবুফিন সাধারণত সুসহজীয় একটি ঔষধ। তবে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন-তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, ঘায়, বমি বমি ভাব, বমি, বিমুনী, মাথাঘোরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, ডিস্পনিয়া এবং অ্যাজমা ইত্যাদি হতে পারে।

**অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ন্যালবুফিন ব্যবহারে অন্য ঔষুধের সাথে কোন ধরণের বামেলাপুন প্রতিক্রিয়া নেই। তবে অন্য অপয়েড ঔষুধের সাথে রয়েছে। যে সমস্ত রোগী নারকেটিক ব্যথানাশক, সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া ফেনোথায়াজিনস অথবা অন্য শাস্তকারক ঔষধ, ঘূম পাড়ানী ঔষধ, হিপনোটিকস বা অন্যান্য কেন্দ্রিয়ভাবে কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী ডিপ্রেসেন্ট (অ্যালকেহল সহ) ব্যবহার করছেন, তাদের ক্ষেত্রে ন্যালবুফিনের ব্যবহারে বাড়তি ফল প্রদর্শিত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যাসি ক্যাটগরি 'B'। ইহা বেশী পরিমাণে এবং দ্রুত পাসেন্ট অতিক্রম করে। গর্ভবত্তী মহিলাদের উপর কোন সু-নিয়ন্ত্রিত গবেষনা নেই। গর্ভবত্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অন্যায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সীমিত সংখ্যক গবেষনা থেকে জানা গেছে যে** ন্যালবুফিন হাইড্রোক্লোরাইড মাত্তুঞ্চে অল্প নিঃসরিত হয় (ব্যবহারযোগ্য মাত্রার ১%) এবং তার প্রভাব খুবই কম। মাত্তুঞ্চে দান করা মায়েদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### সরবরাহ:

**র্যাডিফির<sup>®</sup> ২ ইঞ্জেকশন :** প্রতি বাস্ত্রে আছে ৪ টি অ্যাম্পুল লিস্টার প্যাকে।

## র্যানোলিন<sup>TM</sup> এক্সআর Ranolin<sup>TM</sup> XR

#### উপাদান:

র্যানোলিন<sup>TM</sup> এক্সআর ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেটে আছে র্যানোলাজিন আই এন এন ৫০০ মি.গ্রা।

র্যানোলিন<sup>TM</sup> এক্সআর ১ গ্রাম ট্যাবলেট: প্রতিটি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেটে আছে র্যানোলাজিন আই এন এন ১ গ্রাম।

**নির্দেশনা ও ব্যবহারবিধি:** র্যানোলাজিন ক্রনিক এনজিনার চিকিৎসায় নির্দেশিত। র্যানোলাজিন বিটা-রিকার, নাইট্রোট্রেক্স, ক্যালসিয়াম চ্যানেল রিকার, এন্টি-পাটিলেট থেরাপি, লিপিড-লোয়ারিং থেরাপি, এসিই ইনহিবিটর এবং এনজিওটেনসিন রিসেন্টের রিকার সমূহের সাথে যুগ্মণ ভাবে ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে, করোনারী ডিজিজের রোগী যারা এমলোডিপিনের সর্বোচ্চ মাত্রা পাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে র্যানোলাজিন এনজিনার সময়কাল কমায়।

যেহেতু র্যানোলাজিন QT- ব্যবধানকে প্রলম্বিত করে, এটি সেসব রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত যারা অন্যান্য এন্টি-এনজিনা ঔষধে পর্যাপ্ত ফলাফল পায় না। এনজিনার হার বা ব্যায়াম সহনশীলতার উপর র্যানোলাজিনের প্রভাব পুরুষ অপেক্ষা নারীদের ক্ষেত্রে কম পাওয়া গিয়েছে।

**মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি:** র্যানোলাজিনের প্রারম্ভিক মাত্রা ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার যা পরবর্তীতে চিকিৎসার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ১০০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। র্যানোলাজিন খাবারের সাথে বা খাবার ছাড়া গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ ট্যাবলেট একবারে খেতে হবে, ভাঙা বা চুম্বে খাওয়া যাবে না।

র্যানোলাজিনের সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার। কোন মাত্রা নিতে ভুল গেলে পরবর্তী নির্ধারিত সময়ে নিতে হবে, দিগ্নম মাত্রায় নেয়া যাবে না।

**বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া:** কার্ডিয়াক সমস্যা- ব্রাডিকার্ডিয়া, পালপিটেশন, কান ও ল্যাবিনিস্ট্রের সমস্যা- টিনিটাস, মাথাঘোরা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা- এবড়োমিনাল ব্যথা, শুষ্ক মুখ, বমি, সাধারণ সমস্যা- পেরিফেরাল ইডিমা, শ্বসনতন্ত্রের সমস্যা- শ্বাস কষ্ট, ভাসকুলার সমস্যা- হাইপোটেনশন, অর্থেস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন।

**প্রতিনির্দেশনা:** র্যানোলাজিন নিম্ন লিখিত রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত:

- যাদের আগে থেকেই QT প্রলম্বিত হয়েছে
- যাদের যকৃতের অকার্যকারিতা আছে
- যারা ছেঁও প্রলম্বিত করে এমন ঔষধ নিচ্ছে
- যারা শক্তিশালী ও মধ্যম শক্তিশালী টেণ্টচুট অইনহিবিটর যেমন, কিটোকোনাজল, ইট্রাকোনাজল, ক্লারিফ্রোমাইসিন, নেফায়োডেন, নেলফিনাভিড, রিটোনাভিড, ইনডিনাভিড, সেক্রুইনাভিড ও ডিলচিজেম

## ନିଚ୍ଛେ

ডিগ্রিনের সাথে র্যানোলজিনের যুগপৎ ভাবে ব্যবহার ডিগ্রিনের প্লাজমা ঘনত্ব প্রায় ১.৫ গ্রন্থি বৃদ্ধি পায়, তাই ডিগ্রিনের মাত্রা পরিস্থিতি অন্যায়ী হ্রাস করতে হতে পারে। র্যানোলজিনের সাথে যুগপৎ ভাবে ব্যবহার করা হলে P-gp সাবস্ট্রেট সমূহের মাত্রাও হ্রাস করতে হতে পারে। র্যানোলজিনের সাথে P-gp বাধাদানকারী ঔষধ সমূহ যেমন রিটেনাভিলি বা সাইক্লোস্পেস্টারিন যুগপৎ ভাবে ব্যবহার করা হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে হবে।

## অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

• CYP3A ইনহিবিটর সমূহ: র্যানোলাজিন শক্তিশালী CYP3A ইনহিবিটর সমূহের সাথে ব্যবহার করা যাবে না। মধ্যম শক্তিশালী CYP3A ইনহিবিটর (যেমন, ডিলটিজেম, ডেরাপামিল, ইরাইঞ্চুমাইসিন) এর সাথে ব্যবহৃত হলে র্যানোলাজিনের সরোচ্চ মাত্রা ৫০০ মি.গ্রা. দৈনিক ২ বার-এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

•CYP3A প্রভাবক সমূহ: র্যানোলাজিন ব্যবহার করা  
যাবে না।

•P-gp বাধাদানকারী ঔসধ সমূহ (যেমন সাইক্লোপ্রোরিন): র্যানোলাজিনের মাত্রা হাস করতে হতে পারে।

• যেসকল ঔষধ P-gp দ্বারা পরিবাহিত বা CYP2D6 দ্বারা মেটাবোলাইজ হয় (যেমন ডিগ্রিন্স, টিসিএ,):  
র্যানোলাজিনের সাথে ব্যবহৃত হলে এসকল ঔষধের  
মাত্রা হাত করতে হতে পারে।

## গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবস্থায় ব্যবহারের প্রোবিভাগ সি। বৰ্ধনশীল  
ভ্রমের উপর র্যানোলাজিনের প্রভাব যাচাই করার  
মত পর্যাপ্ত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। গর্ভবতী  
মহিলাদের উপর পর্যাপ্ত গবেষণা তথ্য পাওয়া যায়নি।  
র্যানোলাজিন গর্ভবতী মহিলাদের উপর তথনই  
ব্যবহার করা উচিত যখন রোগীর উপর এর সম্ভাব্য  
সুফল, গর্ভস্থ শিশুর উপর এর সম্ভাব্য ঝুঁকির ন্যায়তে  
যাচাই করে। র্যানোলাজিন মানুষের দুধে নিঃস্ত হয়ে  
কিনা তা এখনো যানা যায়নি। মাত্রদুধ পানকারীয়া  
শিশুর উপর র্যানোলাজিনের মারাত্মক বিরুদ্ধ  
প্রভাবের সম্ভাবনা থাকার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে  
যে স্তন্যপান বন্ধ করতে হবে নাহয় র্যানোলাজিন গ্রহণ  
বন্ধ করতে হবে।

## শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

শিশুদের ক্ষেত্রে এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা এখনও

সুপ্রতিষ্ঠিত নয়

সর্ববাহী: র্যানেলিন™ এক্সি আর ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতি বাল্কে আছে ২০ টি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু/অ্যালু-পিভিসি/অ্যালু-পিভিডিসি ব্রিস্টার প্যাকেজ।

র্যানোলিন™ এক্স আর ১গ্রাম ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে  
আছে ১০টি এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু/  
অ্যাল-পিভিসি/অ্যাল-পিভিডিসি রিস্টাৰ প্যাকে।

ରେକଟୋଫେସାର®

Rectocare®

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম অয়েন্টমেন্ট-এ আছে ০.৪%  
নাইট্রোগ্লিসেরিন ইউ এস পি।

**নির্দেশনা :** মলদ্বারের দীর্ঘমেয়াদী ফিসারের ব্যথা নিবারণের জন্য বাবত্বাবয়গ্রহ।

**ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ୟବହାର ବିଧି :** ନାଇଟ୍ରୋଗ୍ଲିସାରିନ ୦.୪% ଅରେନ୍ଟମେଟ୍ ଏପିକେଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଯୁପଥେର ଭେତରେ ସ୍ୟବହାର କରାତେ ହେବେ । ଅରେନ୍ଟମେଟ୍‌ଟି କମପକ୍ଷେ ୧ ସେ.ମି. ଭେତରେ ପ୍ରବେଶ କରାତେ ହେବେ । ଏର ପ୍ରତିଟି ଡୋଜ ୧୨ ସନ୍ଟା ପର ପର ସ୍ୟବହାର କରାତେ ହେବେ । ସ୍ୟଥାନା କମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୮ ସଙ୍ଗାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲାନୋ ଯେତେ ପାରେ ।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** নাইট্রোগ্লিসারিন ০.৮% অরেন্টমেন্ট  
ব্যবহারে মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরানো হতে পারে।  
এটি ব্যবহারে মলদ্বায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ করে যেতে  
পারে এবং ব্যবহারকারীর অঙ্গাতে মল বেরিয়ে আসতে  
পারে (যদিও তা হয়েরাব সম্ভবতে থাবেন্ট করা)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
 যকৃত ও কিডনির মারাতাক রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে  
 এ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারে সাবধান থাকতে হবে।  
 অতিরিক্ত রক্তশুণ্যতা, প্লাকোমা, নিম্ন রক্তচাপ, মাস্কিনের  
 ভিতর অতিরিক্ত চাপ এ সকল ক্ষেত্রে এ অয়েন্টমেন্ট  
 ব্যবহার করা উচিত নয়।

**বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার :** গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্য দানকাৰী মায়েদের নাইট্রোগ্লিসেৱিন  $0.8\%$  অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার কৰা উচিত নয়। ১৮ বছৰের কম বয়সেৰ শিশু ও কিশোৱেৰ ক্ষেত্রে এ অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার কৰা যাবে না।

১০৪

ରେକଟୋକେୟାର® ଅରେନ୍ଟମେନ୍ଟ : ୧୫ ଗାମ ଅରେନ୍ଟମେନ୍ଟ  
ଏବଂ ଏକଟି ଟିଉବ ଓ ଏକଟି ଏପିକେଟର ।

## রিম্যাক®

## Remac®

**উপাদান :** ক্ল্যারিপ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** স্ট্রেপটোকক্সাল ফ্যারিন্জাইটিস, সাইনুসাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ত্বক ও কোমল কলার প্রদাহ এবং *H. pylori* ঘটিত ক্ষতিরভেড়েনাল আলসার (সহায়ক চিকিৎসা)।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ব্যবহারের জন্য : ২৫০ - ৫০০ মি.গ্রা. ৭-১৪ দিন দৈনিক ২ বার। শিশুদের জন্য : ৭.৫ মি.গ্রা./কেজি হিসেবে দৈনিক দুইবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** লিভার ও বৃক্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মে বিষ্ণু ঘটে এমন রোগীর ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘস্থিক ও বারবার ব্যবহারে অসংবেদনশীল ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের অতিবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত সুস্থলীয়। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে রক্ষি, বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, অস্ত্রের ও জিহ্বার প্রদাহ। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- মাথা ধরা এবং এলার্জিক প্রতিক্রিয়া (ত্বকের)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুত্ত্বের স্লল্পস্থায়ী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া-উদ্বেগ, বিশুদ্ধির ভাব, ইন্সম্মনিয়া, হ্যালুসিনেশন।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** থিওফাইলিন, টারফেনেটিন এবং কার্বামাজেপিন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবতী মায়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়। চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ল্যারিপ্রোমাইসিন নিয়েছেন - এমন মায়েদের শিশুকে স্তন্য পান করানো উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

রিম্যাক® ৫০০ ট্যাবলেট : ১ X ৬ টি।

## রেমাস®

## Remus®

**উপাদান:** ট্যাক্রেলিমাস আইএনএন।

**নির্দেশনা:** রেমাস® অয়েন্টমেন্ট স্লল্পমেয়াদী এবং অন্তর্বর্তী দীর্ঘমেয়াদী থেরাপি হিসেবে মধ্যম থেকে তীব্র এটিপিক ডার্মাটাইটিসে নির্দেশিত। রেমাস® ০.০৩% এবং ০.১% উভয় প্রকার অয়েন্টমেন্টই প্রাণ্ত ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত। শুধুমাত্র ২-১৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্ট নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** প্রাণ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে-

আক্রান্তস্থানে দিনে ২ বার রেমাস® ০.০৩% অথবা ০.১% অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে।

যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অয়েন্টমেন্ট আলতোভাবে সম্পর্কীয়স্থানে আক্রান্ত স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটিপিক ডার্মাটাইটিসের লক্ষণ দূরীভূত হলে অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

২-১৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে- আক্রান্তস্থানে দিনে ২ বার রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অয়েন্টমেন্ট আলতোভাবে সম্পর্কীয়স্থানে আক্রান্ত স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। এটিপিক ডার্মাটাইটিসের লক্ষণ দূরীভূত হলে অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। অঙ্কুসিভ ড্রেসিংসহ ট্যাক্রেলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনো নির্ণয় করা যায়নি। তবে অঙ্কুসিভ ড্রেসিংসহ ট্যাক্রেলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সতর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এ ওষুধের প্রতি যাদের অতিসংবেদনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

জেনারেলাইজড ইরাইথ্রোডার্মায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ট্যাক্রেলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ট্যাক্রেলিমাস ব্যবহারের ফলে ফটোক্সিসিটি বা ফটো অ্যালার্জেনিসিটি এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারপরেও ট্যাক্রেলিমাস ব্যবহারের ফলে চামড়ায় জ্বালা পোড়া, চুলকানি, অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে এনাফাইলেক্টরেড রিয়াকশন, এনজিও ইতিমা, ক্ষুধামদা এবং দুশ্চিন্তা।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ট্যাক্রেলিমাস এর সাথে অন্য ওষুধের প্রতিক্রিয়ার কোন ক্লিনিক্যাল স্টাডি পাওয়া যায়নি। ট্যাক্রেলিমাস এর খুব অল্প সিস্টেমিক শোষণের ধারণার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে অন্যান্য সিস্টেমিক ওষুধের সাথে এর প্রতিক্রিয়া সাধারণত দেখা যায় না।

তবুও কোন প্রকার প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইরাইথ্রোডার্মায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে সাইটোক্রম পি-৩এ৪ ইলহিবিটর ওষুধের সাথে ট্যাক্রেলিমাস এর সহ প্রয়োগে সতর্ক হতে হবে। এসব ওষুধ হচ্ছে ইরাইথ্রোমাইসিন, ইট্রাকোনাজল, ফ্লুকোনাজল, ব্যালসিয়াম চ্যানেল রুকার এবং সিমেটিডিন।

**গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় ট্যাক্রেলিমাস অয়েন্টমেন্টের ব্যবহারের উপর

পর্যাণ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কোন স্টাডি পাওয়া যাইনি।  
 গর্ভবস্থায় ট্যাক্রেলিমাস অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের  
 অভিজ্ঞতার প্রমাণ এতই সীমিত যে, এতে গর্ভবস্থায়  
 ব্যবহারের নিরাপত্তা প্রমাণ করা যায় না। যদিও  
 সিস্টেমিক ব্যবহারের তুলনায় তুকীয় ব্যবহারের ফলে  
 ট্যাক্রেলিমাস এর সিস্টেমিক শোষণ অপোকৃত করম।  
 তারপরেও জানা যায় যে ট্যাক্রেলিমাস মায়ের দুধে  
 হয়। তাই স্তন্যপায়ী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গুরুতর পার্শ্ব  
 প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার কারণে এই সিদ্ধান্তে আসতে  
 হবে যে, মায়েদের স্তন্যদান বন্ধ করতে হবে অথবা  
 ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

**সরবরাহ:** রেমাস® ০.০৩% অয়েন্টমেন্ট: ৫ গ্রাম।  
 রেমাস® ০.১% অয়েন্টমেন্ট: ৫ গ্রাম।

ଶ୍ରୀନାର୍ମା®

Renorma®

**উপাদান:** টিবোলন ২.৫ মি.গ্রা. আইএনএন  
ট্যাবলেট।

**নির্দেশনাঃ**স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম মেনোপোজের লক্ষণসমূহের চিকিৎসা।

ମେନୋପୋଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ଏବଂ ହାଡ଼୍‌କ୍ଷଯେର ଝୁକି ଆଛେ ଏମନ ନୋଗୀ ଯଦି ଅଛିଥିର ପ୍ରତିରୋଧକ ଅନାନ୍ଦ ଓ ସର୍ବ ସେବନେ ଅପାରଗ ହୁଏ

ମାତ୍ରା ଓ ସ୍ୟବହାରବିଧି: ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଥବା କୃତ୍ରିମ ମେନୋପୋଜେର ଲକ୍ଷ୍ଣଗ୍ରୂହରେ ଚିକିତ୍ସାୟ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫ ମିଳିଗ୍ରାମ

## ମେଘାପାଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତିମ ସୋଧ

অনুমোদিত মাত্রা: ২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন। প্রতিদিন  
একটি সময়ে প্রয়োজন হবে।

ওয়েধু শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লক্ষণসমূহের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ সুফল পেতে হলে অস্তত ৩ মাসব্যাপী ওয়েধু চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের জন্য টিবোলন সেব্য। ছয় মাসের অধিক সময়ব্যাপী চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাত্যাশিত সুফল ও ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনাপর্বক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

ଟିବୋଲନ ଆରଣ୍ଡ କରାର ସମୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଶାତବିକ ମେନୋପୋଜ ହେଁଥେ ଏମନ ମହିଳାଦେର ଫେଟ୍ରେ ଶୈଶବାର ମାସିକେର ଅତ୍ଯନ୍ତ ୧୨ ମାସ ପର ଟିବୋଲନ ଶୁରୁ କରନ୍ତେ ହେବେ । ସାର୍ଜିଜୀନିତ ମେନୋପେଜର ଫେଟ୍ରେ ଯତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଟିବୋଲନ ଶୁରୁ କରନ୍ତେ ହେବେ ।

কম্বাইন অথবা শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন নির্ভর এইচ আর টি এর ক্ষেত্রে

ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଇନ୍‌ଟ୍ରୋଜେନ ପିଲ ହତେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର କ୍ଷେତ୍ରେ  
ଏକବାର ଉତ୍ତିଷ୍ଠାଯାଳ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଏର ପର ଟିବୋଲନ ଶୁରୁ  
କରନ୍ତେ ହେବ ।

সিকোয়েলিয়ান এইচ টি হতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে  
প্রোজেক্টেজন ফেইজ শেষ হবার পর টিবোলিন শুরু  
করতে হবে।

କଣିନିଓୟାସ କଥାଇଣ୍ଡ ଏହିଚ ଟି ହତେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର  
କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେକୋନ ସମୟ ଟିବୋଲନ ଶୁରୁ କରା ଯେତେ  
ପାରେ । ଦେଶକ୍ଷେତ୍ରେ କୋନ ପ୍ରକାର ଅସାଭାବିକ ମାସିକ  
ହଲେ ଟିବୋଲନ ଶୁରୁର ପୂର୍ବେ ଏର ଯଥାୟଥ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ  
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ।

## টাবলেট সেবন বাদ পড়লে

১২ ঘন্টা অতিক্রম না করলে মনে পড়ার সাথে সাথে  
ওষুধ সেবন করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে পূর্বের  
মাত্রা যথানিয়মে চালিয়ে যেতে হবে।

## প্রতি নির্দেশনা:

গৰ্ভাবস্থা এবং শ্যন্দানকালীন সময়, জ্ঞাত অথবা  
সন্দেহজনক স্তরের চিউমার, জ্ঞাত অথবা সদেজনক  
ইস্ট্ৰোজেন নিৰ্ভৰ ম্যালিগন্যান্ট চিউমার, অনিশ্চিত  
জেনিটাল ৰিপ্টিং, এডেমেন্ট্ৰিয়াল হাইপাৰপ্লাসিয়াৰ  
চিকিৎসা না কৰা হলে, ইতিহাস আছে অথবা বৰ্তমান  
ভেনোস প্ৰমোএথোলজিজম, যেকোন আর্টে্রিয়াল  
প্ৰমোএথোলিক ৱোগেৰ ইতিহাস থাকলে, যকৃতেৰ  
যাৰাতক ৱোগসমত এবং পোৰ্ফিটৰিয়া।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে বাবহার করা যাবে না:

লিওমায়োমা, থ্রমেওয়েলিক ডিসঅর্ডারের ইতিহাস অথবা ঝুঁকি থাকলে, ইস্ট্রোজেন নির্ভর টিউমারের ঝুঁকিসমূহের উপস্থিতি, উচ্চ রক্তচাপ, যকৃতের অসুস্থ, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কোলেনিয়ালিয়সিস, মাইগ্রেন অথবা তৈরি মাথাব্যথা, সিস্টেমিক লুপাস ইয়াইডেম্যাটোসিস, এভেন্যুমেট্রিয়াল হাইপারপ্রিসিয়া ইতিহাস থাকলে, মৃগীরোগ, এ্যাজমা, যেসব ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে, জিনিস অথবা যকৃতের কার্যকারিতার অবনতি, রক্তচাপের অত্যধিক বৃদ্ধি, মাইগ্রেন জাতীয় মাথাব্যথার উৎপন্নি, অন্য ওয়ারের সাথে বিক্রিয়া।

ରଙ୍ଗେର ଫିବ୍ରିନୋଲାଇଟିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରେ ବିଧାୟ ଇହା ଏଣ୍ଟିକୋଆଗୋଲେନ୍ଟେର ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

তাই বিশেষতঃ ওয়ারফেরিনের সাথে এর একক  
ব্যবহার সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

এবং ওয়ারফেরিনের মাত্রা সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হবে।

পরিপাকতন্ত্রের উপসর্গ যেমন পেটে ব্যথা, ভক্তের উপসর্গ যেমন- চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ব্রন, প্রজননতন্ত্র এবং স্তনের উপসর্গ যেমন- শ্রাব, এভেন্যুমেট্রিয়াল হাইপারট্রফি, মেনোপোজ পরবর্তী মাসিক, স্তনের ব্যথা, জেনিটাল ফ্রাইটিস, যৌনাপথে ছত্রাকের সংক্রমণ, সারভিক্যাল ডিসপাসিয়া ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: ক্যাটগরি ডি।  
স্তন্যদানকালে নির্দেশিত নয়।

সরবরাহ: প্রতি বাস্তে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

## রিপ্রেস® প্লাস Repres® Plus

**উপাদান :** (ইনডাপামাইড ০.৬২৫ মি.গ্রা. + পেরিনডোপ্রিল ২ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট এবং (ইনডাপামাইড ১.২৫ মি.গ্রা. + পেরিনডোপ্রিল ৪ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: দিনে ১টি ট্যাবলেট। সাধারণত: সকালে এবং আহারের পূর্বে গ্রহণ করা ভাল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : পেরিনডোপ্রিল, ইনডাপামাইড অথবা সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, অতীতে এসিই ইনহিবিটর থেরাপীর কারণে ইডিমার ইতিহাস থাকলে, বৃক্তের তৌরে অকার্যকারিতা, যকৃতের মারাত্মক রোগ, হাইপোক্যালেমিয়া।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দুর্বলতা, মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, মাথা ব্যথা, মেজাজের পরিবর্তন, ঘুমের ব্যাধাত, খিল ধরা, নিম্ন রক্তচাপ, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া, ভক্তে ফুসকুঁড়ি, পরিপাকতন্ত্রের ব্যাধি, শুষ্ক কাশ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বয়ক ও হার্ট ফেইলিওরের রোগীদের ক্ষেত্রে পানিশূন্যতার ঝুঁকি এবং রক্ত পরীক্ষার পরিবর্তন ইত্যাদি।

**অন্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** লিথিয়াম, পটাসিয়াম স্পেয়ারিং মুত্র বর্ধক, পটাসিয়াম (লক্ষণ), এরিদিমিয়ারোধী ঔষধসমূহ, চেতনানাশক, সাইটোস্ট্যাটিক ও ইমিউনোসাপ্রেসিভ ঔষধসমূহ।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

রিপ্রেস® প্লাস ২ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রেস® প্লাস ৮ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

## রিপ্রেস® এস আর Repres® SR

**উপাদান :** ইনডাপামাইড ১.৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন, বৃক্তের কার্যকারিতা দুর্বল এমন রোগীর উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর জনিত লক্ষণ ও পানি ত্যাগে অসম্ভাব্য চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে ১ টি ট্যাবলেট।  
সাধারণত সকালে।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ঔষুধটি অথবা সালফোনামাইডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, ভক্তের অকার্যকারিতা, যকৃতের মারাত্মক রোগ, হাইপোক্যালেমিয়া ইলেকট্রলাইটের অসমতা, ডায়াবেটিস, বাত ইত্যাদি।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা বিম্ব বিম্ব ভাব, মাথা ব্যথা, অরচি, বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া, নিম্ন রক্তচাপ, হাইপোক্লোরোমিক এল্কালোসিস, হাইপোন্যাট্রেমিয়া, হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপারইউরিসেমিয়া, ভক্তে ফুসকুঁড়ি, কোলেস্ট্যাটিক জিডিস, থ্রোসাইটোপেনিয়া, লিউকোপেনিয়া এবং এপ্লাস্টিক রক্তশূন্যতা।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থায় সুপারিশকৃত নয়। ইনডাপামাইড গ্রহণকারী মায়েদের স্তন্যদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

**সরবরাহ :**

রিপ্রেস® এস আর ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি সাসটেইনড রিলিজ ট্যাবলেট।

## রাইস ওআরএস® Rice ORS®

**উপাদান**

রাইস ওআরএস® ২৫০ মি.লি. স্যালাইন :- প্রতিটি প্যাকেটে আছে-

সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৬৫০ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৩৭৫ গ্রাম ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাইহাইড্রেট বিপি ০.৭২৫ গ্রাম

প্রক্রিয়াজাত চালের গুঁড়া ফার্মাণ্ডে ১২.৫০০ গ্রাম  
রাইস ওআরএস® ৫০০ মি.লি. স্যালাইন :- প্রতিটি

প্যাকেটে আছে-

সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ১.৩০ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড বিপি ০.৭৫ গ্রাম ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট ডাইহাইড্রেট বিপি ১.৪৫ গ্রাম প্রক্রিয়াজাত চালের গুঁড়া ফার্মাগ্রেড ২৫.০০ গ্রাম

**নির্দেশনা:** ডায়ারিয়া, কলেরা, বমি, পাতলা পায়খানায় পানি শূন্যতা প্রয়োগের জন্য।

স্যালাইন প্রস্তুত প্রনালী

২৫০ মি.লি. স্যালাইন তৈরীর জন্য: একটি পরিষ্কার পাত্রে ২৫০ মি.লি. (প্রায় এক গ্লাস) ফুট্স্ট পানি ঢালুন। একটি প্যাকেটের সবচুক্র স্যালাইন পানিতে ঢালতে ঢালতে নাড়তে থাকুন চামচ দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। প্রস্তুতকৃত স্যালাইন রোগীকে মাত্রা অনুযায়ী প্রয়োজন মত খেতে দিন।

৫০০ মি.লি. স্যালাইন তৈরীর জন্য: ৫০০ মি.লি. (প্রায় ২ গ্লাস) ফুট্স্ট পানি দিয়ে, উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫০০ মি.লি. স্যালাইন তৈরী করুন। প্রস্তুতকৃত স্যালাইন কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পরে রোগীকে খেতে দিন।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর নিম্ন মাত্রায় রোগীকে রাইস ওআরএস<sup>®</sup> খাওয়াতে হবে:-

৬ মাস হতে ২ বছর পর্যন্ত : ৫০-১০০ মি.লি. (১০ থেকে ২০ চা চামচ)

২ বছর হতে ১০ বছর পর্যন্ত : ১০০-২০০ মি.লি. (অর্ধেক গাস থেকে এক গাস)

১০ বছরের উর্ধ্বে: এক গাস থেকে দুই গাস পর্যন্ত খাওয়াতে হবে

গর্ভাবস্থায় ও মাত্দুঘন্দানকালে ব্যবহার: নির্দেশিত।

পরামর্শ

পাঁচ ঘন্টা পর প্রস্তুতকৃত স্যালাইন ফেলে দিন স্যালাইন প্রস্তুতির পর এটিকে আর গরম করবেন না খাওয়ানোর সময় ফিডার ব্যবহার করবেন না প্রতিবার প্রস্তুতকৃত স্যালাইন ব্যবহারের সময় পরিষ্কার চামচ দিয়ে নাড়িয়ে নিন শিশুদের ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে প্রয়োগের সময় সুই ছাড়া সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যেতে পারে

সতর্কতা: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-

শিশুদের বয়স এক বছরের কম হলে

যে সকল রোগীর রক্তে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যাধীনতা আছে

যে সকল রোগীর কিডনি ও লিভারের কার্যমতা

মারাত্মকভাবে হাস পেয়েছে

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

**প্রতি নির্দেশনা:** যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: কিডনির অকার্যকারিতা- যে ক্ষেত্রে মুত্র উৎপাদন কম হয় বা ব্যহত হয় পাকস্থলী বা অস্ত্রে প্রতিবন্ধক তাশক (Shok) তীব্র এবং একটানা বমি (Intractable vomiting) তীব্র পানি শূন্যতা এক বছরের নিচের শিশুদের তীব্র ডায়ারিয়া

**সরবরাহ:** রাইস ওআরএস<sup>®</sup> ২৫০ মি.লি. স্যালাইন: প্রতিটি বক্সে আছে ১০টি প্যাকেট।

**রাইস ওআরএস<sup>®</sup> ৫০০ মি.লি. স্যালাইন:** প্রতিটি বক্সে আছে ১০টি প্যাকেট।

## রিসেডেন<sup>®</sup> ১৫০ Risedon<sup>®</sup> 150

**উপাদান:** রিসেডেন<sup>®</sup> ১৫০ ট্যাবলেটে রয়েছে রিসেড্রেনেট সোডিয়াম আইএনএন। রিসেডেন<sup>®</sup> বিসফ্রেক্ষেনেট গ্রাপের ওষুধ। এটা শরীরে হাড় তৈরী ও ক্ষয়ের চক্র পরিবর্তন করে দেয়। এটা হাড়ের ক্ষয় রোধ করার মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে যা হাড়ে ফাটল ধরা প্রতিরোধ করে।

রিসেডেন একটি প্রেসক্রিপশনকৃত ওষুধ যা ব্যবহৃত হয়-

পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে।

অস্টিওপোরোসিস-এ আক্রান্ত পুরুষদের হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে।

টেক্টেরয়েড ওষুধ যেমন প্রেডনিসিন দ্বারা চিকিৎসার প্রভাবে পুরুষ ও মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস হওয়া প্রতিরোধে।

পুরুষ ও মহিলাদের হাড়ের প্যাগেটস রোগের চিকিৎসায়।

**রিসেডেন<sup>®</sup> সেবনের পূর্বে:** রিসেডেন<sup>®</sup> সেবনের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন-

যদি আপনার রাঙ্গে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে (হাইপোক্যালেমিয়া)।

যদি আপনি ৩০ মিনিটের অধিক বসে অথবা দাড়িয়ে না থাকতে পারেন।

যদি আপনার কিডনি ভালভাবে কাজ না করে।

যদি আপনার রিসেভেন্টে সোডিয়ামের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকে।

রিসেডন<sup>°</sup> সেবনের পূর্বে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন-

যদি আপনি গর্ভবতী অথবা ভবিষ্যতে গর্ভধারণ করেন। রিসেভেন্টে সোডিয়াম আপনার গর্ভে শিশুর জন্য ক্ষতিকর কিনা তা জানার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

যদি আপনি দুঃখদান করেন অথবা ভবিষ্যতে দুঃখদান পরিকল্পনা করেন। রিসেভেন্টে সোডিয়াম আপনার দুর্ধের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় কিনা তা জানার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

যদি আপনার কিডনীর সমস্যা থাকে তবে রিসেভেন্টে

সোডিয়াম সেবন আপনার জন্য ঠিক নয়।

#### অন্য ওষুধ সেবনরat অবস্থায়

যদি আপনি কোন ওষুধ সেবনরat থাকেন অথবা সম্প্রতি সেবন করেছেন (এর মধ্যে অপ্রেসক্রিপশনকৃত

ওষুধ বিশেষ করে এসপিরিন ও অন্যান্য এনএসআইডি অস্তর্ভূত) তবে অনুগ্রহপূর্বক তা আপনার চিকিৎসককে অবহিত করুন। এস্টাসিড, পুষ্টি সম্পূর্ণক অথবা এলুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম অথবা অন্যান্য মিনারেল সম্প্রতি ওষুধ আপনার শরীরে রিসেভেন্টে সোডিয়াম শোষণ ব্যবহৃত করে। আপনি

যদি অন্য কোন ওষুধ সেবন করে থাকেন তবে তা রিসেভেন্টে সোডিয়াম সেবনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পরে সেবন করুন।

**গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে:** রিসেভেন্টে সোডিয়াম শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গর্ভবত্ত্বাত্মক এটা সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষনাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

**স্তন্যদারী মায়েদের ক্ষেত্রে:** রিসেভেন্টে সোডিয়াম শুধুমাত্র পোস্টমেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। স্তন্যদারী মায়েদের এটা সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তাহলে তৎক্ষনাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

**বিভাবে রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ গ্রাম করতে হবে?**

প্রতি মাসের যে কোন একদিন সকালে ১টি রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ ট্যাবলেট সেবন করতে হবে। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে ওষুধ সেবন করতে হবে।

**নিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা রিসেডন সেবনকারী সকল রোগীদের জন্যে প্রযোজ্য-**

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে।

সকালে পানি ব্যতীত অন্য কোন কিছু খাওয়া অথবা পান করার পূর্বেই প্রথমে রিসেডন<sup>°</sup> সেবন করুন।

দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকা অবস্থায় রিসেডন<sup>°</sup> সেবন করুন।

১ গ্লাস পানির সাথে রিসেডন<sup>°</sup> সেবন করুন। অন্যকোন পানীয়ের সাথে রিসেডন সেবন করবেন না।

সম্পূর্ণ রিসেডন<sup>°</sup> ট্যাবলেটটি গিলে ফেলুন। ট্যাবলেটটি ছয়ে থাবেন না অথবা এটি দ্রবিভূত করার জন্য মুখে রাখবেন না।

**রিসেডন<sup>°</sup> সেবনের পরে কমপক্ষে ৩০ মিনিট**

শোয়া যাবে না। আপনি অবশ্যই বসে থাকবেন অথবা হাটবেন অথবা সাধারণ কাজ করবেন।

পানি ব্যতীত অন্য কিছু খাবেন না বা পান করবেন না।

ভিটামিন, ক্যালসিয়াম অথবা এস্টাসিড সেবন করবেন না।

রিসেডন<sup>°</sup> সেবনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও এস্টাসিড সেবন করুন।

যতদিন পর্যন্ত চিকিৎসক বলবেন ততদিন পর্যন্ত রিসেডন<sup>°</sup> সেবন করুন।

আপনি যদি অতিরিক্ত রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ সেবন করেন সেক্ষেত্রে

আপনি যদি মনে করেন অতিরিক্ত রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ সেবন করেছেন তাহলে জরুরী মেডিকেল ব্যবস্থার শরণাপন্ন হোন। এক গাস দুধ খান। বমি করার চেষ্টা করবেন না এবং শুয়ে থাকবেন না।

অতিরিক্ত মাত্রায় সেবনের উপসর্গের মধ্যে রয়েছে বমি বমিভাব, বমি, হার্টবার্ন, পাকশ্লিতে ব্যথা, ডায়ারিয়া, পেশী সংকোচন, অসারভাব, মুখ মন্ডলের পেশীতে টান অনুভব করা, খুচুন, বিরক্তিবোধ, অস্বাভাবিক চিন্তা বা ব্যবহার।

**যদি আপনি রিসেডন<sup>°</sup> সেবন ভুলে যান**

যদি আপনি নির্ধারিত রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ সেবন করতে ভুলে যান, মনে পড়ার পরবর্তীদিন সকাল বেলা সর্বপ্রথম আপনার ভুলে যাওয়া রিসেডন<sup>°</sup> ১৫০ গ্রাম করুন। এরপর থেকে আপনার নির্ধারিত নিয়মে সেবন করুন। একই দিনে দুটি ট্যাবলেট সেবন করবেন না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:**

মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

• বুকে ব্যথা

• কোন কিছু গিলতে কষ্ট পাওয়া অথবা ব্যথা

### বুক জ্বালা

- চোয়ালে ব্যথা, অসারভাব অথবা ফুলে যাওয়া কম মারাত্মক পর্যাপ্তিক্রিয়া
  - হালকা বুকজ্বালা অথবা পাকছলীতে সমস্যা ডায়ারিয়া, গ্যাস অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য
  - হালকা হাড় সংযোগস্থলে ব্যথা অথবা কোমরে ব্যথা
  - মাথা ব্যথা
- সরবরাহ: রিসেডেন্ট ১৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তু রয়েছে ১টি ট্যাবলেট।

### রেভিরা® ৫০০

**উপাদান:** ভ্যালাসাইক্লোভিউ আইএনএন ৫০০ মি.গ্রা. ও ১ গ্রাম।

**নির্দেশনা:** প্রাপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে: হারপিস ল্যাবিয়ালিস, জেনিটিল হারপিস, হারপিস জোস্টার

শিশুদের ক্ষেত্রে: হারপিস ল্যাবিয়ালিস, চিকেন পৰ্য়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা হারপিস ল্যাবিয়ালিস: ২ গ্রাম করে প্রতি ১২ ঘন্টা পর পর, ১দিন।

জেনিটিল হারপিস: প্রাথমিক অবস্থায় ১ গ্রাম করে দিনে ২ বার, ১০ দিন। পুনঃসংক্রমণের ক্ষেত্রে ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার, ৩ দিন।

সাপ্তেসিভ থেরাপি: ইমিউনোকমপিটেন্ট রোগীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মাত্রা, যে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহরে ৯ বার পুনঃসংক্রমণ ঘটে

এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে: ১ গ্রাম দিনে ১ বার, ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার

৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার

হারপিস জোস্টার ১ গ্রাম দিনে ৩ বার, ৭ দিন

শিশুদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা

হারপিস ল্যাবিয়ালিস (কোল্ড সোৱ) (< ১২ বছর) ২ গ্রাম করে দিনে ২ বার, ১ দিন

চিকেন পৰ্য় ২০ মি.গ্রা./কেজি দিনে ৩ বার, ৫ দিন; দিনে সর্বোচ্চ ১ গ্রাম করে তৃ বার

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: বৃক্কের কার্যক্ষমতায় সমস্যাজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে ভ্যালাসাইক্লোভিউরের সেবন মাত্রা কমাতে হবে। একই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ব্যক্ত রোগী যারা নেফ্রোট্রিক ওযুধ সেবন করছে তাদের ক্ষেত্রে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** চুলকানি, অস্ত্রনালীর অসুবিধা, বিলক্রিবিন ও লিভার সংক্রান্ত এনজাইম বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে বিভিন্ন উপকরণ করে যাওয়া, মাথাব্যথা, স্নায়বিক বিক্রিয়া, কান্তি।

**গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানের সময়ে ব্যবহার:** গর্ভবত্তার জন্য ক্যাটগরি 'B' ওযুধ। গর্ভবত্তার ব্যবহারের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি তবে যখন ভ্রজের ক্ষতির তুলনায় সুস্থিতার অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হবে তখনই ভ্যালাসাইক্লোভিউর দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

**অন্য ওযুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** খাদ্য এবং অন্য ওযুধের সাথে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যাদের রেচেলত্ত্ব স্বাভাবিক আছে তাদের ক্ষেত্রে অন্য ওযুধ যেমন- ডিগ্রিন, এন্টাসিড, থায়াজাইড ডাই-ইউরেটিক, সিমেটিডিন বা প্রোবেনেসিড এহশেনের সময় সেবন মাত্রার কোন রকম পরিবর্তন প্রয়োজনীয় নয়।

### সরবরাহ:

রেভিরা® ৫০০ মি.গ্রা.: প্রতি বাস্তু আছে ১০টি ট্যাবলেট।

রেভিরা® ১ গ্রাম: প্রতি বাস্তু আছে ১০টি ট্যাবলেট।

### রেক্স®

### Rex®

**উপাদান :** বিটা ক্যারোটিন ৬ মি.গ্রা., ভিটামিন সি ২০০ মি.গ্রা. এবং ভিটামিন ই ৫০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** চোখের ছানিপড়া ও হৃদরোগের বুঁকি করিয়ে দেয়। শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাহায্য করে শরীরকে সংক্রমণ ও তীব্র রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। বস্তুত: এ্যান্টি-অ্যাঞ্জিলেট হিসেবে কাজ করে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** উপাদানগুলোর কোনটির প্রতি অতি অতি সংবেদনশীলতা, হাইপারভিটামিনোসি এ ও ই এর ক্ষেত্রে

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পাতলা পায়খানা এবং ত্বক হালকা হলুদ বর্ণের হতে পারে। মাত্রাধিক্য হলে ত্বক ঝাড়ে পড়া, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, চুলের অসম বৃদ্ধি, ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। পেটের ব্যথা এবং অন্যান্য পরিপাকত্বের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত: তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

**ভিটামিন সি** প্যারাসিটামলের হাফ-লাইফ বাড়িয়ে দেয়।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিরাপদ।

অধিকমাত্রায় ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

**সরবরাহ :** রেক্স® ট্যাবলেট : ৩০ টি।

## রেজুলিন®

## Rezulin®

**উপাদান :** পায়োগিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট ও পায়োগিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ৮৫০ মি.গ্রা./ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১৫ মি.গ্রা./৫০০ মি.গ্রা. অথবা ১৫ মি.গ্রা./৮৫০ মি.গ্রা. দিনে ১ অথবা ২ বার আহারের সাথে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** উর্ধ্ব শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ডায়ারিয়া, পেরিফেরাল ইতিমা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অঙ্গের সম্ভাব্য ক্ষতির চেয়ে উপকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশী বিবেচিত না হলে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। মেটফরমিন স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** মেটফরমিন-ফ্লুসেমাইড, নিফেডিপিন, ক্যাটায়নিক ও শুধুসমূহ, থায়াজাইডস্ ও অন্যান্য মূত্রবর্ধক, কর্টিকোস্টেরয়েড, ফেনোথায়াজিনস্, থাইরয়েড প্রোডাক্টস, ইস্ট্রোজেন, মুখে খাওয়ার জন্মনিরোধক বড়ি, ফেনইস্টেরেন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোমিমেটিকস্, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এবং আইসেনিয়াজাইড।

**সরবরাহ :**

রেজুলিন® ১৫/৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রেজুলিন® ১৫/৮৫০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## রিপ্রিল™

## Ripril™

**উপাদান :** র্যামিপ্রিল ১.২৫, ২.৫ এবং ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** মৃদু থেকে তীব্র উচ্চ রক্তচাপ ও কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** শুরুতে ১.২৫-২.৫ মি.গ্রা. প্রতিদিন ব্যবহার। প্রতিদিন ২.৫-২০ মি.গ্রা. একবারে বা দুই বারে চালিয়ে যেতে হবে।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা এবং যাদের পূর্বের এসিই ইনহিবিটর চিকিৎসায় এনজিওইডিমা হ্বার ইতিহাস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। বক্সের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা বিমর্শা, মাথা ব্যথা, ক্লান্তিলাগা ইত্যাদি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** লিথিয়াম, নন স্টেরয়েডাল এসিই ইনহিবিটরী ওষুধ।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

রিপ্রিল™ ১.২৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রিল™ ২.৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রিপ্রিল™ ৫ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## রোবিক®

## Robic®

**উপাদান :** ওরনিডাজল ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** এ্যামেবিয়াসিস্ (আন্তিক এবং হেপাটিক), জিয়ারডিয়াসিস্, ট্রাইকোমোনিয়াসিস্, ব্যাকটেরিয়াজিনিত ভেজাইনোসিস্ এবং সংবেদী এ্যানারোবিক সংক্রমণের চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ডুরক : ৫০০ মি.গ্রা. দিনে দুইবার হিসাবে ৫ দিন। এ্যামেবিক আমাশয় (প্রাণ্ডু ব্যাক) : ১.৫ গ্রাম দিনে একবার হিসেবে ৩ দিন। জিয়ারডিয়াসিস (প্রাণ্ডু ব্যাক) : ১.৫ গ্রাম দিনে ১ বার হিসেবে ১-২ দিন।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতিসংবেদনশীলতা, মৃগীরোগ বা প্রাণ্তীয় দ্বায়ুরোগের মত কেন্দ্রীয় দ্বায়ুতন্ত্রীয় সমস্যা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না। যে সব রোগীর এ্যাটোক্রিয়া, মাথা ঘোরা, মানসিক বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাদের ক্ষেত্রে সর্তর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি বমি ভাব, বমি, উপ-পাকহৃলিক

ব্যথা, মাথা বিম্ব করা, মাথা ব্যথা, অবসন্নতা এবং আকম্পিকভাবে শ্বেতকণিকা ক্রাস পেতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ডাইসালফিরামের মত রিঅ্যাকশন করতে পারে। রকজমাটরোধী ওষুধের সাথে একই সঙ্গে ব্যবহার রকজমাটরোধী ওষুধের স্বত্ত্বাল এর ক্লিয়ারেন্স কমায়।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : ঝঁঁণ বা শিশুদের ক্ষতির তুলনায় উপকার বিবেচনা করে ব্যবহার করা উচিত।

সরবরাহ :

রোবিক<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

**রসুভা<sup>®</sup>**

**Rosuva<sup>®</sup>**

উপাদান : রসুভাস্টেটিন ১০ মি.গ্রা., ২০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়া, মির্বাইড ডিসলিপিডিমিয়া।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ১০ মি.গ্রা./ ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন একবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, সক্রিয় যকৃতের রোগ, আনএয়াপেইনেট ট্রাসএমাইনেজ বৃদ্ধির রোগীদেরকে দেয়া যাবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে মাধ্সেপোরি ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুর্বলতা, পেটে ব্যথা এবং বমি ভাব।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ইরাইথ্রোমাইসিন, ইট্রাকোনাজল, ফ্লুকোনাজল, ওয়ারফারিন, জেমফিব্রাজল, এন্টাসিড এবং জেনুনিয়াল্ট্রন বিড়ি।

গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গর্ভাবস্থার মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত তখনই যখন গর্ভাবস্থারণের সম্ভাবনা খুবই কম। এ ওষুধ খাবার সময় গর্ভাবস্থা ধরা পড়লে তখনই রসুভাস্টেটিন বন্ধ করতে হবে। মায়ের দুধে নিঃসরণ হয় কিনা জানা যায়নি।

সরবরাহ :

রসুভা<sup>®</sup> ১০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। রসুভা<sup>®</sup> ২০ ট্যাবলেট : ১ X ১০ টি।

**রুপাট্রল<sup>TM</sup>**

**Rupatrol<sup>TM</sup>**

**উপাদান:** রুপাট্রল<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে রুপাটাইডিন ফিউমারেট আইএনএন যা রুপাটাইডিন ১০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** রুপাটাইডিন সিজনাল এবং পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস এবং আর্টিকারিয়া এর জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রাণ্ড বয়স্ক এবং ১২ বছর বয়সী শিশু ও এর উর্ধ্বে: ১০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার খাওয়ার আগে অথবা পরে।

**প্রতিনির্দেশনা:** রুপাটাইডিন অথবা এতে ব্যবহৃত অন্য যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ঘিমুনি, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, শুক্রমুখ, অবসাদ, দুর্বলতা।

সতর্কতা: যাদের QT ইন্টারভ্যাল বেড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাইডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রুগ্ণীর অসংশোধিত হাইপোকালামিয়া, নিরবিচ্ছিন্ন প্রোএরিদমেটিক অবস্থা থাকা ক্লিনিক্যাল রেডিকার্ডিয়া অথবা একিউট মায়োকার্ডিয়াল ইকেমিয়া আছে তাদের ক্ষেত্রে রুপাটাইডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে।

বৃদ্ধ রুগ্ণীদের (৬৫ বছর এবং তার চেয়ে বেশী) ক্ষেত্রে রুপাটাইডিন সেবন করার ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে হবে। যে সকল রুগ্ণীর কিডনি অথবা যকৃত কার্যক্রমে সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত তথ্য নেই। তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে রুপাটাইডিন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। রুপাটাইডিন মাতৃতন্ত্রে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

**সরবরাহ:** রুপাট্রল<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি বারে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট।

**রুটিক্স<sup>®</sup>**

**Rutix<sup>®</sup>**

উপাদান : ওফ্লুক্সাসিন ২০০ এবং ৪০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** ক্রনিক ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে ফেঁড়া, প্রচলিত ওষুধ সমূহে অসংবেদনশীল যা, এন্টারিক জ্বর, সিগেলোসিস, সাধারণ ও কোমল কলার সংক্রমণ, সাধারণত মুভ্রানালীর তীব্র ও সার্ভিঙ্গের প্রদাহ।

(গনোকক্স ছাড়া) এবং জটিল মূত্রনালীর সংক্রমণ।  
মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা.  
থেকে ৮০০ মি.গ্রা. ৫-১০ দিন। বাচ্চাদের জন্য ১৫  
মি.গ্রা./কেজি/ দিন ২ বার সমবিভক্ত মাত্রায় ৩ দিন।  
সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি-  
সংবেদনশীল, মৃগী রোগ আছে বা অঙ্গতেই থিচুনি হয়,  
তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। সাধারণত শিশু,  
বর্ষীঁ বাচ্চা, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া,  
অনিদ্রা ও বিশুদ্ধাভাব।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, সুক্রালফেট,  
জিংক এবং আয়রণ সল্ট।

সরবরাহ : রঞ্জিত<sup>®</sup> ২০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।  
রঞ্জিত<sup>®</sup> ৪০০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি।

চামড়ায় ফুসকুড়ি, জিহ্বা, ঠোঁট এবং মুখমণ্ডলের  
এনজিউইডিমা, আর্টিকারিয়া, ল্যারিনজোস্পাইজম এবং  
এনাফাইলেকটিক বিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : নিশ্চিত গর্ভবত্তা  
অথবা আশংকা করা হচ্ছে এমতাবস্থায় এই স্প্রে  
ব্যবহারের সুফল এবং অনাগত শিশুর উপর সন্তোষ্য  
বুঁকি বিচেনায় আনা উচিত। স্তন্যদায়ী মায়েদের  
ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সরবরাহ : রাইনাস্প্র<sup>®</sup> নাকের স্প্রে : ১২০ স্প্রে।

## S

### সাগা®

### Saga®

#### রাইনাস্প্র<sup>®</sup>

#### Rynaspray®

উপাদান : ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ২১  
মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

নির্দেশনা : বর্ষব্যাপি রাইনাইটিস, এলার্জিক  
রাইনাইটিস ও ভেসোমটোর রাইনাইটিসজনিত নাক  
দিয়ে পানি বারা তিকিঙ্গায় ও বিয়ন্ত্রণে নির্দেশিত।  
এছাড়া সাধারণ ঠাণ্ডাজনিত নাক দিয়ে পানি বারা লক্ষণ  
উপশয়ে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : থ্রাণ্ড বয়সে এবং ৫ বৎসর  
ও এর উর্ধ্বে প্রতি নাসারক্ষে ২টি করে স্প্রে দৈনিক  
২-৪ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
এট্রোপিন বা এর উৎপাদিত যৌগ অথবা ইপ্রাট্রোপিয়াম  
ব্রোমাইড-এর যে কোন উপাদান এর প্রতি পূর্ব অতি  
সংবেদনশীলতা। ন্যারো-এঙ্গেল গুকোমা প্রবণ রোগী  
অথবা প্রোস্টেটিক হাইপারপেনিয়া বা মুত্রস্থলির  
গ্রীবাদেশ প্রতিবন্ধকতার রোগীদের ক্ষেত্রে স্প্রে  
সাধারণতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : এপিস্ট্যাক্সিস, নাকের শুক্তা  
এবং নাকের জ্বালাপোড়া, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব  
এবং হানীয় জ্বালাপোড়া মুখের শুক্তা এবং গলার  
শুক্তা, হাদস্পন্দন এবং প্যাল্পিটেশন বেড়ে যাওয়া,  
ইউরিনারি রিটেনশন এবং পরিপাকতন্ত্রের গতি  
বিহ্বাত হতে দেখা যায়। এলার্জিক বিক্রিয়া যেমন-

উপাদান : স্প্যারফ্লুক্সাসিন ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : সাইনুসাইটিস, কমিউনিটি এবং হাসপাতাল  
সংশ্লিষ্ট নিউমোনিয়া, ব্র্যাকাইটিস, ক্রিনিক ব্র্যাকাইটিস,  
সিওপিডি, ফুসফুসে এ্যাবসেস্, শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য  
সংক্রমণ।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ২০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
সর্বমোট ১০ দিন সেবন করতে হবে। প্রথম দিন ২টি  
ট্যাবলেট একসাথে সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :  
অতিসংবেদনশীলতা এবং বৃক্ষীয়জিল্টায় ভুগছেন  
এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা এবং বিধি  
পুনর্নির্ধারণ জরুরী।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা,  
অজীর্ণ, ঘুম ঘুম ভাব, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : এন্টাসিড, সুক্রালফেট,  
জিংক এবং আয়রণ সল্ট।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার : ১৮ বছরের নীচের  
বয়সের জন্য স্প্যারফ্লুক্সাসিন ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং  
কার্যকারিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : প্রসূতি মায়েদের  
ক্ষেত্রে স্প্যারফ্লুক্সাসিন দেয়া যেতে পারে, যদি গর্ভস্থ  
শিশুর উপর ক্ষতিকর প্রভাবের চেয়ে এর উপকারী  
দিকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। স্তন্যদায়ী  
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সরবরাহ : সাগা® ট্যাবলেট : ৩ X ৫ টি।

## সালমেট® ইনহেলার Salmate® inhaler

**উপাদান :** সালমেটেরল জিনাফয়েট ২৫ মাইক্রোগ্রাম/  
পার্ফ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানির ক্ষেত্রে সালমেট® ইনহেলার একক  
মাত্রায় গ্রহণের ১০-২০ মিনিটের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ  
শ্বাসনালী প্রসারক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রভাব  
১২ ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় থাকে। ব্যায়াম-জনিত  
হাঁপানিতে ৯-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর প্রতিরোধক  
হিসেবে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে কাজ করে।  
সালমেটে রাত্রিকালীন পিক্ এক্সপ্রেটোরী ফ্লো রেট-এর  
উন্নতি ঘটায় এবং রাত্রিকালীন হাঁপানির রোগ-লক্ষণ  
সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** (গুড়মাত্র শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে  
ব্যবহার্য) ৫০ মাইক্রোগ্রাম (২ পার্ফ/চাপ) করে দিনে  
২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
অতিসংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার করা যাবে না।  
**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** মৃদু ও সাময়িকভাবে মাত্রা সম্পর্কিত  
মৃদু কাপুনি, বুক ধড়ফড় এবং মাথা ব্যথা দেখা দিতে  
পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** মনোআয়ামাইটো  
অস্ত্রিডেজ ইনহিবিটর এবং ট্রাইসাইক্লিক বিষয়াত্তারোধী  
ওষুধ সমূহের সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে।  
**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থা এবং  
স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন ছাড়া  
এর ব্যবহার সুপারিশকৃত নয়।

**সরবরাহ :**

সালমেট® ইনহেলার : ২০০ পার্ফস।

## স্যানিট®

## Sanit®

**উপাদান :** নরট্রিপটাইলিন ১০ মি.গ্রা. ও ফ্লুফেনাজিন  
০.৫ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** বিষয়াত্তা সহকারে অথবা বিষয়াত্তা ছাড়া মৃদু  
থেকে মাঝারি ধরনের অস্ত্রিতা, দুঃশিক্ষণ/উদ্বিগ্নতার  
ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** একটি ট্যাবলেট দিনে  
তিনবার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
এপিলেপসী অথবা যাদের মন্তিকের ক্ষত আছে তাদের  
ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত রোগীর  
হৃৎপিণ্ডের তীব্র অক্ষমতা, বাড় ডিসক্রাসিয়া বৃক্ষ,  
অথবা যুক্তের অক্ষমতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এর  
ব্যবহার করা সুপারিশকৃত নয়।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** টারডিভ ডিসকাইনেসিয়া, মুখ শুকিয়ে  
যাওয়া, তন্ত্রাচ্ছন্নতা, মূর্খা যাওয়া এবং কোষ্টকাঠিন্য  
উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ডের দ্রুততা, নাসিকা  
কনজেশন, অস্পষ্ট দ্রষ্টি এবং উত্তেজনা দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** বারবিচুরেট,  
এ্যালকোহল ও স্নায়ুতত্ত্বীয় ওষুধের সাথে এর  
প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় এবং  
স্তন্যদানকালে ব্যবহার অনুচিত।

**সরবরাহ :**

স্যানিট® ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি।

## ক্যাবেরেল®

## Scabex®

**উপাদান :** পারমেথিন ৫% ক্রীম।

**নির্দেশনা :** ক্যাবিস-এর চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।  
**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

মাত্রা	ও	ক্যাবেরেল® ১৫	ক্যাবেরেল® ৩০
ব্যাবহারবিধি		গ্রাম	গ্রাম
প্রাপ্ত বয়ক এবং বাচাদের ক্ষেত্রে (১২ বছরের উপরে)		দ্রষ্টি সম্পূর্ণ টিউব	একটি সম্পূর্ণ টিউব
৬-১২ বছর বয়সের বাচাদের ক্ষেত্রে		একটি সম্পূর্ণ টিউব	একটি টিউবের ১/২ অংশ পর্যন্ত
১-৫ বছর বয়সের বাচাদের ক্ষেত্রে		একটি টিউবের ১/২ অংশ	একটি টিউবের ১/৪ অংশ পর্যন্ত

২ মাস থেকে	একটি টিউবের	একটি টিউবের
১ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে	১/৪ অংশ পর্যন্ত	১/৮ অংশ পর্যন্ত

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না।  
**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ত্বকে অস্থি, প্রধানত : জ্বুনি, স্টিনজিং অথবা চিংগিল দেখা দেয়। ইরাইফ্রেমা, ইডিমা, এক্জিমা, র্যাশ এবং প্রোরিটাস দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** পারমেথিন প্রয়োগকালীন সময়ে কর্টিকোস্টেরয়েড দ্বারা যেকোন একজিমা জাতীয় রোগের চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হবে।  
**গর্ভাবস্থা ও শন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভকালীন সময়ে এবং শন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

ক্ষ্যাবেক্স® ১৫ গ্রাম ক্রীম : ১৫ গ্রাম। ক্ষ্যাবেক্স® ৩০ গ্রাম ক্রীম : ৩০ গ্রাম।

সিগ্লিটা™

Siglita™

**উপাদান:** সিগ্লিটা™ ৫০ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে।

সিগ্লিটা™ ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ১০০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে।

#### ফার্মাকোলজি

সিটাগ্লিপটিন, ডাইপেপটাইডিল পেপটাইডেজ-৪ (ডিপিপি-৪) কে বাধা প্রদান করে যা ইনক্রেটিন হরমোনকে অকার্যকর করার মাধ্যমে কাজ করে। ইনক্রেটিন হরমোন যেমন- গুরুতর লাইক পেপটাইড-১ (জিএলপি-১) এবং গুরুতর ডিপেনডেট ইনসুলিনোট্রোপিক পলিপেপটাইড (জিআইপি) অন্ত হতে সারা দিন ধরে নিঃস্ত হতে থাকে এবং যার পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের পর বৃদ্ধি পায়। এ হরমোনগুলো ডিপিপি-৪ দ্বারা দ্রুত অকার্যকর হয়ে যায়। ইক্রেটিন

হল অভ্যন্তরীন ব্যবস্থার একটি অংশ যা গুরুতর ভারসাম্যের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

রক্তে গুরুতর ঘণত্ব যখন স্বাভাবিক থাকে বা বেড়ে যায় তখন জিএলপি-১ এবং জিআইপি ইনসুলিনের সংশ্রেণ ও অগ্রাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিনের নিঃসরণ ঘটায় যা সাইন্সিক এমপি সংশ্রেণ আন্ত গুরুতর সংকেতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। জিএলপি-১ অগ্রাশয়ের আলফা কোষ থেকে গুরুতর নিঃসরণও করায়, যা লিভার থেকে গুরুতর উৎপাদন করাতে সাহায্য করে। সিটাগ্লিপটিন কার্যকরী ইনক্রেটিন হরমোনের কার্যকারিতার দীর্ঘায়িত এবং এর পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায় এবং গুরুতর পরিমাণ করায়।

#### নির্দেশনা ও ব্যবহার

সিগ্লিটা™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর গুরুতর নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে নির্দেশিত। সিগ্লিটা™ এককভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্দেশিত এবং সংযুক্তভাবে মেটফরমিন, সালফোনাইল ইউরিয়া অথবা থায়াজোলিনিডায়োনস এর সাথেও নির্দেশিত যখন খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে এই ওষুধ গুলো এককভাবে পর্যাপ্ত গুরুতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

#### মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি

সিগ্লিটা™ ১০০ মি.গ্রা. করে দিনে একবার সেব্য। এটি খাদ্যের সাথে বা খাদ্য ছাঢ়া সেবন করা যায়।

যে সকল রোগীর মনু কিডনির অসম কার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০ মি.লি./মিনিট এর বেশি অথবা সমান) রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ সেবন মাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। যে সকল রোগীর মধ্যম ধরনের কিডনির অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি. থেকে ৫০ মি.লি./মিনিট) তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ এর মাত্রা ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবার। যে সকল রোগীর তাত্ত্ব কিডনির অকার্যকারিতা (ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৩০ মি.লি./মিনিট) কিংবা এন্ড-স্টেজ রেনাল ডিজিজ (ইএসআরডি) এবং যাদের হেমোডায়ালাইসি প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিটা™ এর সেবন মাত্রা ২৫ মি.গ্রা. দিনে একবার।

#### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- উচ্চ শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ন্যাসোফ্যারিনজাইটিস এবং মাথাব্যথা হতে পারে। সিটাগ্লিপটিন ও সালফোনাইল ইউরিয়ার কমিশেন অথবা ইনসুলিনের সাথে সহযোগী হিসেবে সিটাগ্লিপটিন ব্যবহারে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

#### সর্তর্কতা

মধ্যম বা তীব্র কিডনির অকার্যকরী রোগী এবং এন্ট স্টেজ রেনাল ডিজিজ আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা পরিবর্তন করতে হবে।

**গর্ভবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** গর্ভবস্থাঃ: প্রেগনেসি ক্যাটাগরি বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সিটাগ্লিপটিন এর ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভঙ্গের ক্ষতির তুলনায় লাভ বিবেচনা করে শুধুমাত্র গর্ভবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

**স্তন্যদানকালে:** সিটাগ্লিপটিন মাত্দুঞ্চে নিঃস্ত হয় কিনা তা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক ওষুধই মাত্দুঞ্চে নিঃস্ত হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

১৮ বছর বয়সের নিচে সিটাগ্লিপটিন এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ**

সিগ্লিমেট™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তু আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

সিগ্লিমেট™ ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তু আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

কার্যকারিতা এবং সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে। যেখানে সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে দৈনিক সিটাগ্লিপটিন ১০০ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ২,০০০ মি.গ্রা.

সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের চিকিৎসা দিনে ২ বার আহারের সাথে, ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং মেটফরমিনের প্রতীক্রিয়া করে যেতে পারে, যাতে করে মেটফরমিনজনিত অন্ত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কর হয়।

যেসব রোগী পূর্বে মেটফরমিন ব্যবহার করেনি তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিমেট™ এর নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার। যা ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে।

যে সব রোগী ইতিমধ্যে মেটফরমিন দ্বারা চিকিৎসার তত্ত্ব তাদের ক্ষেত্রে সিগ্লিমেট™ এর নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং ব্যবহৃত মেটফরমিনের পরিমাণ।

যেসব রোগী মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড ৮৫০ মি.গ্রা. দ্বারা দিনে ২ বার চিকিৎসার তত্ত্ব ক্ষেত্রে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা. এবং মেটফরমিন ১০০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার সেব্য।

**সিগ্লিমেট™**

**Siglimet™**

**উপাদান**

সিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০০ মি.গ্রা.।

সিগ্লিমেট™ ৫০/১০০০ : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিটাগ্লিপটিন ৫০ মি.গ্রা., সিটাগ্লিপটিন ফসফেট মনোহাইড্রেট আইএনএন হিসেবে এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ১০০০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা**

সিগ্লিমেট™ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের পাশাপাশি টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর ঘুরুজ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিত যাদের ক্ষেত্রে সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন উভয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যথোপযুক্ত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: সমন্বিত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা রোগীর বর্তমান ব্যবহৃত ওষুধের মাত্রা,

যেসব রোগী ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধ গ্রহণ করে

একই সাথে সিগ্লিমেট™ এবং ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধ ব্যবহার করলে ইনসুলিন বা ইনসুলিন ক্ষরণকারী ওষুধের মাত্রা কমিয়ে নিতে হবে। যাতে করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয়।

**প্রতিনির্দেশনা**

সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন একত্রে যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না-

•রেনাল ডিজিজ বা রেনাল ডিসফাংশন (সেরাম ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ পুরুষের ক্ষেত্রে ১.৫ মি.গ্রা./ডেসিলিটার থেকে বেশি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১.৪ মি.গ্রা./ডেসিলিটার থেকে বেশি)

•আকর্ষিক বা দীর্ঘস্থায়ী মেটাবোলিক এসিডোসিস, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস, কমা

•অতি সংবেদনশীলতা যেমন- এ্যানাফাইলেকটিকস

এবং এনজিওএডিমা

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** ডায়ারিয়া, বমিৰমিতাব, বমি, বদ হজম, মাথাব্যথা, পেট ফাপা প্রভৃতি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ক্যাটায়ানিক ওষুধ (যেমন- এ্যামিলোরাইড, ডিগোজি, মরফিন, প্রোকেইনামাইড, কুইনিন, ট্রায়মচিট্রিন, ট্রাইমিথোপ্রিম বা ডেনকোমাইসিন) যারা কিউনির মাধ্যমে নিষ্কাষিত হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিষ্কাষিত হবার সময় মেটফরমিনের সাথে প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে পারে।

সিটাগ্লিপটিন ও ডিগোজিন একই সাথে ব্যবহার করলে রক্তে ডিগোজিনের মাত্রা মেডে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিগোজিন কিংবা সিটাগ্লিপটিন কারো মাত্রাই পরিবর্তন করতে হয় না।

**গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সমষ্টিত বা একক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভঙ্গের ক্ষতির তুলনায় লাভ বিবেচনা করে শুধুমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা মেতে পারে।

**স্তন্যদানকালে:** সিটাগ্লিপটিন মাতৃদুর্ঘে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। যেহেতু অনেক ওষুধই মাতৃ দুর্ঘে নিঃসৃত হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার: যেহেতু সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিন কিউনির মাধ্যমে নিষ্কাষিত হয় তাই ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে সিগ্মিমেট<sup>TM</sup> ব্যবহারে সর্তর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিয়মিত কিউনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

**শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার:** ১৮ বছর বয়সের নিচে সিটাগ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সমষ্টিত চিকিৎসার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**সরবরাহ: সিগ্মিমেট<sup>TM</sup> ৫০/৫০০:** প্রতিটি বাল্কে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

**সিগ্মিমেট<sup>TM</sup> ৫/১০০০:** প্রতিটি বাল্কে আছে ১০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

**সুজাইম®**

**Suzyme®**

**উপাদান:** প্রতিটি এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেটে

আছে প্যানক্রিয়াটিন ৩২৫ মি.গ্রা. বিপি (প্রতি ধার্ম প্যানক্রিয়াটিনে প্রোটিয়েজ, লাইপেজ এবং এ্যামাইলেজ এর কার্যক্রমতা একক যথাক্রমে ১৪০০ এফআইপি ইউনিট, ২০০০০ এফআইপি ইউনিট এবং ২৪০০০ এফআইপি ইউনিট)।

**নির্দেশনা:** প্যানক্রিয়াটিন এর নিঃসরণের অভাবজনিত অবস্থায় আধিক্রিক এনজাইমের কার্যকারিতাইনতা পূরণে নির্দেশিত।

**সুজাইম® নিষ্কাষিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়  
শিশু:**

-শিশুদের প্যানক্রিয়াটিক নিঃসরণ হ্রাস পেলে বা অভাবজনিত রোগে

-সিসটিক ফাইব্রোসিস

প্রাণী বয়ক:

যেসব ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াসের এক্সোক্রাইন ক্ষমতা হ্রাস পায়, যথা-

-প্যানক্রিয়াসচেদের পরবর্তী পর্যায়ে

-সম্পূর্ণ পাকহ্লুচেদের পর

-প্যানক্রিয়াসের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ

-স্টেটোরিয়া

-সোমাটোস্টেটিনোমা

-সিলিয়াক ডিজিজ

সেবন মাত্রা ও প্রয়োগবিধি: প্রতিদিন ১ থেকে ৩টি ট্যাবলেট খাওয়ার সময় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** প্যানক্রিয়াটিন সেবনে বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে ও পায়তে ঘা দেখা দিতে পারে। অতি সংবেদনশীল ক্রিয়া, যেমন- হাঁচি, চোখ থেকে পানি বারা অথবা চামড়ায় ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ক্ষারীয় দ্রবণে এন্টেরিক কোটিং ভেঙ্গে যায়। ফলে পাকহ্লুচেতে ইহার উপাদানসমূহের অবস্থান হওয়া রোধ করার জন্য প্যানক্রিয়াটিন সেবনের সাথে এন্টসিড ব্যবহার করা উচিত নয়।

**মাত্রাধিক্রিয়**

অতিরিক্ত সেবনমাত্রা রেচনকে ত্বরান্বিত করে। সিস্টেমিক বিষক্রিয়া তৈরি হয় না। খুব বেশি সেবনের ফলে হাইপারাইটুরিকেমিয়া ও হাইপারহাইটুরিকোসুরিয়া হতে পারে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-সি।**

প্যানক্রিয়াটিন মাত্ দুঃখে নিঃসৃত হয় কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তাই সতর্কতার সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ:** সুজাইয়ে<sup>®</sup> ট্যাবলেট: প্রতি বাস্ত্রে আছে ১০০টি ট্যাবলেট স্ট্রিপ প্যাকে।

## সেকলো<sup>®</sup>

## Seclo<sup>®</sup>

**উপাদান:** ওমিপ্রাজল বিপি। ২০ মি.গ্রা., ৪০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল। ২০ মি.গ্রা. ডিআর ট্যাবলেট এবং ৪০ মি.গ্রা./ভায়াল ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা:** সেকলো<sup>®</sup> ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ যেমন - রিফ্লাক্স ইসোফেগাইটিস, এসিড রিফ্লাক্স ডিজিজ, বিনাইন (মারাত্ক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার, হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি জনিত পেপটিক আলসার ডিজিজ, এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে, জোলিশ্বার-এলিসন সিন্ড্রোম এবং নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ডিওডেনাল আলসার এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

সেকলো<sup>®</sup> ৪০ আইভি ইঞ্জেকশন প্রধানতঃ জোলিশ্বার-এলিসন সিন্ড্রোম এর চিকিৎসায় নির্দেশিত। তাছাড়া ইহা গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডিওডেনাল আলসার এবং রিফ্লাক্স ইসোফেগাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহারিক্ষিতি:** সেকলো<sup>®</sup> ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট: খাবারের পূর্বে গ্রহণ করা উচিত।

**নির্দেশনা মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:**

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ

স্বাভাবিক মাত্রায় ওমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার। অধিকাংশ রোগী ৪ সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে। যেসব রোগীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসায় পূর্ণভাবে রোগ নিরাময় হয় না সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪-৮ সপ্তাহ চিকিৎসায় রোগ নিরাময় হয়।

রিফ্লাক্স ইসোফেগাইটিস রোগীদের চিকিৎসায় অন্যান্য ওষুধ ব্যবহারে যেখানে পর্যাপ্ত সাফল্য পাওয়া যায়নি, সেক্ষেত্রে ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. মাত্রায় সেব্য। ৮ সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিরাময় হয়। পরবর্তীতে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় সেবন করা যেতে পারে।

এসিড রিফ্লাক্স ডিজিজ

দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসায় ওমিপ্রাজল দৈনিক ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহ পুনরাবৃত্তি হলে দৈনিক ২০

মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ডিওডেনাল এবং বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার ওমিপ্রাজল দৈনিক ২০ মি.গ্রা। অধিকাংশ রোগী ৪ সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে। জটিল অথবা লক্ষণসমূহের পুনরায় অবির্ভাব হলে ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা.

মাত্রায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আরোগ্য লাভের পরেও ডিওডেনাল আলসারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে এরকম রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ওমিপ্রাজল দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত।

ডিওডেনাল আলসারের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে ওমিপ্রাজল দৈনিক ১০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহের পুনরাবৃত্তি হলে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. মাত্রায় নির্দেশিত।

হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরিজনিত পেপটিক আলসার ওমিপ্রাজল দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. অথবা ২০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার এর সঙ্গে এমোক্সিসিলিন ১ গ্রাম ও ক্লারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মি.গ্রা. ৭-১৪ দিন।

এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে এনেসথেসিয়া চলাকালে যেসব রোগীদের গ্যাস্ট্রিক উপাদানজনিত কারনে এসপিরেশন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সার্জারীর পূর্বের দিন সন্ধ্যায় ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেব্য এবং সার্জারীর ২-৬ ঘণ্টা পূর্বে ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত।

জোলিশ্বারএলিসন সিন্ড্রোম প্রাথমিকভাবে দিনে ৬০ মি.গ্রা. সেবনমাত্রায় শুরু করতে হবে। রোগীদের প্রয়োজন অন্যান্য সেবনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে এবং ডিলিনিক্যাল লক্ষণসমূহ দুরীভূত না হওয়া পর্যন্ত সেবন করতে হবে। অত্যধিক জটিল এবং অন্যান্য চিকিৎসায় সাফল্য পাওয়া যায়নি এরকম ৯০% রোগীদের ক্ষেত্রে দিনে ২০-১২০ মি.গ্রা. মাত্রায় সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ৮০ মি.গ্রা. এর উপরে সেবনের ক্ষেত্রে দুটি বিভক্ত মাত্রায় সেবন করা উচিত।

নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধজনিত গ্যাস্ট্রিক আলসার ও ডিওডেনাল আলসার ওমিপ্রাজল দিনে ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত। লক্ষণসমূহ দ্রুত দুরীভূত হয় এবং অধিকাংশ রোগীদের ক্ষেত্রে ৪ সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। প্রাথমিক চিকিৎসায় যাদের পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়নি, অতিরিক্ত ৪ সপ্তাহ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হয়।

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় এবং যেসব ক্ষেত্রে নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ সেবন অপরিহার্য, ওমিপ্রাজল দিনে ২০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় নির্দেশিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়:

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়

শিশুদের ক্ষেত্রে

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ এবং অন্যান্য এসিডজনিত জটিলতায়	বয়স	ওজন	মাত্রা
> ১ বছর	১০-২০ কেজি	দৈনিক ১০ মি.গ্রা., প্রয়োজনে দৈনিক ২০ মি.গ্রা.	
> ২ বছর	> ২০ কেজি	দৈনিক ২০ মি.গ্রা., প্রয়োজনে দৈনিক ৪০ মি.গ্রা.	

#### আইভি ইঞ্জেকশন

ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার অথবা রিফ্লাক্স ইসোফ্যাগাইটিস	ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার অথবা রিফ্লাক্স ইসোফ্যাগাইটিস এর রোগীদের মধ্যে যাদের জন্য মুখে সেবনীয় ওয়্যথ অপর্যাপ্ত তাদের জন্য ৪০ মি.গ্রা. আইভি দৈনিক একবার নির্দেশিত।
জোলিঙ্গার-এলিসন সিনড্রোম	জোলিঙ্গার-এলিসন সিনড্রোম এর রোগীদের জন্য প্রাথমিকভাবে খিরাপথে দৈনিক ৬০ মি.গ্রা. ওমিপ্রাজল নির্দেশিত। উচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ দরবরার হতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। দৈনিক মাত্রা ৬০ মি.গ্রা. এর বেশি হলে বিভক্ত মাত্রায় দৈনিক ২ বার প্রয়োগ করতে হবে।

বৃক্তের অসমকার্যকারিতা: মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

বৃক্তের অসমকার্যকারিতা: যেহেতু যকৃতের অসমকার্যকারিতার রোগীদের ক্ষেত্রে ওমিপ্রাজল এর প্লাজমা হাফ-লাইফ বেড়ে যায় তাই ১০-২০ মি.গ্রা. দৈনিক মাত্রা যথেষ্ট।

ব্যক্তদের ক্ষেত্রে: মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ওমিপ্রাজল আইভি ব্যবহারের পর্যাপ্ত

তথ্য পাওয়া যায়নি।

সর্তর্কা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: ওমিপ্রাজল ব্যবহারে কোন অনুপযোগিতা জানা নাই। যখন গ্যাস্ট্রিক আলসার ধারণা করা হয় তখন ওমিপ্রাজল দ্বারা চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে ম্যালিগনেসি আছে কিনা পরীক্ষা করা উচিত কারণ ওমিপ্রাজল ম্যালিগনেসির লক্ষণসমূহ উপশম করতে পারে ফলে ম্যালিগনেসি নির্ণয়ে বিষ্ট ঘটাতে পারে।

ওমিপ্রাজল দ্বারা লক্ষণসমূহ দ্রুতভূত হলেও ম্যালিগনেসির অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবেনা।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** ওমিপ্রাজল ভালভাবে সহনীয়। মৃদু এবং অস্থায়ী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়া, তলপেটে ব্যথা, অস্বস্থিবোধ, মাথা বিম্ব বিম্ব করা এবং মাথা ব্যথা। এসব ক্ষেত্রে সেবন মাত্রা কমানোর প্রয়োজন নেই।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ওমিপ্রাজল ব্যবহারের সময় ডায়াজিপাম, ফেনাইট্রেন এবং ওয়ারফারিন এর নিঃসেরণ বিলম্বিত হয়। যখন ওমিপ্রাজল সেবনের প্রয়োজন হয় তখন ওয়ারফারিন এবং ফেনাইট্রেন এর মাত্রা কমাতে হতে পারে। থিউফাইলিন, প্রোপ্রানোল অথবা এন্ট্সিড এর সাথে ওমিপ্রাজল এর ইন্টারঅ্যাকশনের কোন প্রমাণ নাই।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** তিনটি প্রসপেকটিভ এপিডেমিওলজিক্যাল স্ট্যাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, ওমিপ্রাজল ব্যবহারে কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা ভ্রণ / সদ্যজাত শিশু স্থান্ত্রের উপর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সুতৰাং ওমিপ্রাজল গর্ভবত্তায় ব্যবহার নিরাপদ।

ওমিপ্রাজল মাতৃদুষ্ফোট নিঃস্ত হয় কিন্তু পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগে শিশুর উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

#### সরবরাহ:

**সেকলো® ২০ ক্যাপসুল:** প্রতিটি বাস্তু আছে ১০০ টি ক্যাপসুল। **সেকলো® ৪০ ক্যাপসুল:** প্রতিটি বাস্তু আছে ৩০ টি ক্যাপসুল। **সেকলো® ডিআর ২০ ট্যাবলেট:** প্রতিটি বাস্তু আছে ৬০ টি ট্যাবলেট।

**সেকলো® ৪০ আইভি ইঞ্জেকশন:** প্রতিটি বাস্তু আছে লায়েকিলাইজড ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন এর একটি এস্পুল এবং একটি স্টেরাইল ডিসপোজেবল সিরিজ (১০ মি.লি.)।

**সোলো™**

**Solo™**

**উপাদান:** সোলো™ ন্যাজাল ওয়াশ: প্রতি মি.লি.-এ<sup>১</sup> আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিপি ৯ মি.গ্রা.

**নির্দেশনা:** সোলো™ ন্যাজাল ওয়াশ ঠাণ্ডা ও এ্যালার্জির ওষুধের ফলে সৃষ্টি শুষ্ক নাক সিঙ্গ করতে নির্দেশিত। ইহা শুক আবহাওয়া অথবা বিমান ভ্রমণে সৃষ্টি শুষ্ক নাসিকা পথকে সিঙ্গ করে, বন্ধ নাকের মিউকাস দ্রব্যভূত করে এবং অঙ্গেগচারের পর নাসিকা পরিষ্কারে সহায়তা করে। এই পরিশুল্দ স্যালাইন দ্রবণ দেহের বিভিন্ন অংশ (ক্ষত, দেহ গহর সমূহ) এবং চিকিৎসার যন্ত্রপাতি (যেমন-গঁজ, ক্যাথেটার, নিষ্কাশন নল) পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয়। ইহা শরীর পরিষ্কারের অন্য ওষুধ (যেমন- ব্যাসিট্রিসিন, পলিমিক্সিন)-এর সাথে দ্রাবক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রতি নাসারক্ষে এক ফোঁটা করে দিনে ১-৩ বার।

প্রাপ্ত বয়সদের ক্ষেত্রে: প্রতি নাসারক্ষে ২-৩ ফোঁটা করে দিনে ১-৩ বার।

**প্রতি নির্দেশনা:** এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার সন্ধিবন্ধন কর। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাঁচি, বর্ধিত নাসিকা নিঃসরণ অথবা লবনান্ত স্বাদ অনুভূত হতে পারে।

গর্ভবত্ত্বাত্মক ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার: গর্ভবত্ত্ব অবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে ডাক্তারকে জানাতে হবে। মাত্তৃদুর্ঘে ইহা নিঃস্ত হয় কিনা জানা নেই। স্তন্যদানকালের পূর্বে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।

**সরবরাহ:** সোলো™ ০.৯% ন্যাজাল ওয়াশ: প্রতিটি প্লাস্টিক ড্রপার বোতলে আছে ১৫ মি.লি. স্যালাইন দ্রবণ।

এহণ করা ভাল। এটা P450 2D6 সাইট্রোক্রোম এনজাইমের মাধ্যমে পরিপাক হয়। এর হাফ লাইফ ৫ ঘণ্টা।

**নির্দেশনা:** মনোযোগ ঘাটতি/অতিশয় উদ্বিষ্ট (ADHD)

মাত্রা

শিশু/অপ্রাপ্ত বয়সক (৭০ কেজি পর্যন্ত):

প্রাথমিক মাত্রা ০.৫ মি.গ্রা./কেজি যা ৩ দিন পর ১.২ মি.গ্রা./কেজি; সকালে একক বা সমবিভক্ত মাত্রায় দুই বারে গ্রহণ করতে হয় (সকালে ও বিকালে); দিনে ১.৪ মি.গ্রা./কেজি বা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. এহণ করা যেতে পারে।

শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়সক (৭০ কেজির ওপর):

প্রাথমিকভাবে দিনে ৪০ মি.গ্রা. যা ৩ দিন পর ৮০ মি.গ্রা. সকালে একক মাত্রায় বা সকালে ও বিকালে বিভক্ত মাত্রায় এহণ করতে হয়। ২ থেকে ৪ সপ্তাহ পর মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

মাত্রাধিক্রেয় সাথে কার্যকারিতা বাঢ়তে থাকার প্রমাণ নেই।

দীর্ঘমেয়াদী মাত্রাঃ ঠিক কত সময়ের জন্য এহণ করতে হবে তা সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। তবে এটা ঠিক যে ইহা দীর্ঘমেয়াদী এহণযোগ্য। তবে দীর্ঘমেয়াদী সেবনের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

**প্রতিনির্দেশনা ও সর্তর্কতা:** এটোমোব্রেটিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মনো-এ্যামাইনো অ্যান্ডেজ ইনহিবিটর, রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, অ্যালাজী, যকৃতের সমস্য।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়া: অ্যালবিউটেরল, CYP2D6 ইনহিবিটর, অ্যান্টিহাইপারটেনিসিভ প্রভৃতির সাথে সর্তর্কতার সাথে দিতে হয়।

**সরবরাহ:** প্রতি বারে আছে ৩০ টি ক্যাপসুল রিস্টার প্যাকে।

**সুরেভ ১০™**

**Suev 10™**

**উপাদান:** সুরেভ™ ১০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে এটোমোটক্সিন ১০ মি.গ্রা. (এটোমোটক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন হিসেবে)। মুখে গ্রহণের পর এটোমোটক্সিন খুব দ্রুত রক্তে যায়। ১ থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যেই এর Cmax পাওয়া যায়। খাবারের পর এটোমোটক্সিন

সালটোলিন® নেবুলাইজার সলিউশন

**Sultolin® Nebuliser Solution**

**উপাদান:** সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতিটি ২.৫ মি.লি. নেবুলাইজার সলিউশনের অ্যাম্পুলে আছে সালটোলিন সালফেট বিপি যা সালটোলিন ২.৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** সালবিউটামল একটি সিলেকটিভ বিটা-২ এপোনিস্ট যা রিভার্সিভল এয়ারওয়ে অবস্থাকসেনে খুব দৃঢ়তার পথে (৩ মিনিটের মধ্যে) স্বল্প মেয়াদী (৪-৬ ঘণ্টা) শাসনালীর প্রসারণ ঘটায়।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন শুধুমাত্র শাসনত্ত্বের মাধ্যমে ব্যবহার্য, যা একটি নেবুলাইজার মেশিনের মাধ্যমে নির্দেশনায় নিতে হবে। এই সলিউশন মুখে বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে না। বয়স্ক: ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ৫ মি.গ্রা. সালবিউটামল দিনে ৪ বার পর্যন্ত। হাসপাতালে দিনে ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের সাথে ব্যবহার করা যাবে।

৪ বছরের অধিক বয়সী বাচ্চা: ২.৫ মি.গ্রা. থেকে ৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। ১৮ মাস ৪ বছরের বাচ্চা: ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। যা প্রয়োজন অনুসারে ৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। ১৮ মাসের নিচের বাচ্চা: ১.২৫ মি.গ্রা. (০.২৫ মি.গ্রা./কেজি) থেকে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ৪ বার পর্যন্ত। ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্রিয়া হলে অ্বিজেন থেরাপি দিতে হবে।

**প্রতি নির্দেশনা:** প্রিম্যাচিউর লেবার ম্যানেজ করার জন্য সালবিউটামল শাসনত্ত্বের মাধ্যমে ব্যবহার যথাযথ নয়। এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা থাকলে এটি প্রতিনির্দেশিত।

**সাবধানতা:** মারাতাক অথবা আনস্টেবল এ্যাজমার রোগীদের ক্ষেত্রে শাসনালীর প্রসারক একমাত্র বা প্রধান চিকিৎসা হওয়া উচিত নয়। সালটোলিন নেবুলাইজার সলিউশন দিয়ে সময়ে লক্ষণসমূহ থেকে মুক্তির জন্য অন্যান্য শাসনালীর প্রসারক নিতে পারবে, শাসনালীর প্রসারকের ব্যবহার বৃদ্ধি হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের অবনতি নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে রোগীদের ডাঙ্গারী পরামর্শ নিতে হবে। থাইরোটিক্সিকোসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে সালবিউটামল সাবধানতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

**হৃদরোগীরা** (যেমন- ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, এরিথ মিয়া অথবা সিভিয়ার হার্ট ফেইলিউর) সালবিউটামল গ্রহণ করলে যদি বুকে ব্যথা অথবা হৃদরোগের অন্য লক্ষণগুলো দেখা দেয়। তবে ডাঙ্গারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য সিমপ্যাথোমিথেটিক ওযুথ উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ করলে সালবিউটামল সর্তর্কতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

বিটা-২ এপোনিস্ট থেরাপি বিশেষ করে পেরেনটেরাল এবং নেবুলাইজারের মাধ্যমে গ্রহণের সময়

হাইপোক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মারাতাক অ্যাজমার ক্ষেত্রে সর্তর্ক থাকতে হবে। কেননা হাইপোক্রিয়া এবং একই সাথে জেনথিন ডিরাইভেটিভস, স্টেরয়েড এবং ডাইয়োরেটিকস্ এর ব্যবহারে এর প্রতিক্রিয়া বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে সেরাম পটাসিয়াম লেবেল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগীদের সঠিকভাবে গ্রহণের নির্দেশনা জানা উচিত এবং সলিউশন অথবা বাস্প যাতে চোখে প্রবেশ না করে সে ব্যাপারে সর্তর্ক থাকা উচিত।

**গর্ভবত্তায় ও স্বন্দনাকালে:** গর্ভবত্তায় শুধুমাত্র অঙ্গের সংস্থাব্য ক্ষতির তুলনায় মায়ের উপকার বেশি হলেই ওযুথ গ্রহণ করা উচিত। গর্ভবত্তায় প্রথম ধাপে সালবিউটামল ব্যবহারে নিরাপত্তা বিষয়ে অন্য প্রকাশিত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় ব্যবহারে অনেকের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়।

#### পৰ্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া:

অন্যান্য শাসনত্ত্বের মাধ্যমে চিকিৎসায় ন্যায়, মাত্রা গ্রহনের পর বুকে শো শো শব্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে পেরোড়িক্যাল ব্রংকোম্পাজম হতে পারে।

বিকল্প অথবা অন্যকোন দ্রুত কার্যকরী শাসনত্ত্বের মাধ্যমে কার্যকর প্রসারক দ্বারা এর চিকিৎসা করতে হবে।

**সরবরাহ :** প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ১০টি এ্যাম্পুল লিস্টার প্যাকে।

## সেক্নিড®

Secnid®

**উপাদান :** সেক্নিডাজল ১০০০ মি.গ্রা. ডিএস ট্যাবলেট এবং ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন তৈরীর গ্র্যানুলস্।

**নির্দেশনা :** আন্ত্রিক অ্যামিবীয় আমাশয়, যকৃতের অ্যামিবীয় প্রদাহ, ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস জনিত মূত্রালী প্রদাহ ও যোনি প্রদাহ এবং জিয়ারিডিয়াসিস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্শ: ২ গ্রাম এর একক মাত্রা। শিশু: ৩০ মি.গ্রা./কেজি (দেহের ওজন অনুসারে) একক মাত্রা। খাদ্য গ্রহণের ঠিক আগে সেবন বাঞ্ছনীয়।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জ্বাত অতিসংবেদনশীলতা, চিকিৎসার সময় রোগীদের এলকোহল গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া উচিত যে

সব রোগীর ব্লাড ডিস্ক্রেসিয়ার ইতিহাস আছে, সেসব রোগীকে সেকনডারিল সেবনের পরামর্শ প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, অধি-পাকহৃতিক বেদনা, ধাতব স্বাদ, জিহ্বা প্রদাহ, মুখবিবর প্রদাহ, আর্টিকেরিয়া, মাঝারি ধরমের লিউকোপেনিয়া, যা চিকিৎসা বন্ধ করার সাথে সাথে অস্তিত্ব হয়। বিরল ক্ষেত্রে ঘূর্ণনাভূতি, পেশীর অসমক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত অসমষ্ট্য, পেরোহেশিয়া, প্রাণিক স্নায়ু রোগ।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডাইসালফিরাম, ওয়ারফেরিন।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভধারণকালে প্রথম তিন মাস এবং স্তন্যদানকালীন সময়ের মধ্যে সেবন করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

সেকরিন® ডিএস ট্যাবলেট :  $5 \times 2$  টি। সেকরিন® ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন : ৫০০ মি.গ্রা. সাসপেনশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গ্র্যানুলস্।

**সেকরিন®**

**Scrin®**

**উপাদান :** গ্লাইমিপিরিড ১, ২, ৩ এবং ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১ মি.গ্রা. একবার। প্রয়োজনবোধে মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এবং ডায়াবেটিস প্রি কমা অথবা কমা-এর ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। অন্যান্য সালফোনাইল ইউরিয়া, সালফোনামাইড এবং গাইমিপিরিডের প্রতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ক্ষণহৃতীয় দৃষ্টি শক্তির সমস্যা, বমি বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, আর্টিকেরিয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অন্য হাইপোগ্লাইসেমিক ওষুধ, এসিই ইনহিবিটর, এলোপুরিনল, এনাবলিক স্টেরয়েড এবং পুরুষ যৌন হরমোন, ক্লোরামফেনিকল, ফ্লুঅ্রেটিন, মনো এম্যাইন অ্রিঙ্গিডেজ ইনহিবিটর, মাইকোনাজল, প্যারাএম্যাইনো স্যালিসাইলিক এসিড, ফিনাইলবিউটাজন, অ্রিবিউটাজন, কুইনোলোনস্,

স্যালিসাইলেট, সালফোনামাইড, টেট্রাসাইক্লিন, বিটারকারস, এসিটাজোলামাইড, বারবিচুরেট, কর্টিকোস্টেরয়েড, ডায়াজোক্সাইড, ডাইয়ুরেটিক, এপিনেক্রিন ও অন্যান্য সিমপ্যাথোমাইমেটিক ওষুধ, ল্যাঙ্গেটিভ, ইস্টোজেন ও প্রোজেস্টেরন, ফেনোথায়াজিন, ফেনাইটোইন, রিফামপিসিন, থাইরয়েড হরমোন।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

সেকরিন® ১ ট্যাবলেট :  $2 \times 15$  টি। সেকরিন® ২ ট্যাবলেট :  $2 \times 15$  টি। সেকরিন® ৩ ট্যাবলেট :  $2 \times 15$  টি। সেকরিন® ৪ ট্যাবলেট :  $3 \times 10$  টি

**সেডিল®**

**Sedil®**

**উপাদান :** ডায়াজিপাম ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ১০ মি.গ্রা./২ মি.লি. ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** প্রধানত উদ্বিঘ্ন অবস্থার চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন কারণে হতে পারে- যেমন অস্থায়ী কিন্তু তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, দীর্ঘ চিকিৎসা জনিত সমস্যা, জটিল ব্যথা যা সাধারণত বিষয়তার কারণে হয়। অঙ্গোপচারের পূর্বে রোগীদের মানসিক উদ্বিঘ্নতা ও উভেজনা উপশমেণ ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১৫-৩০ মি.গ্রা. দৈনিক বিভক্ত মাত্রায় সেব্য। মৃদু মানসিক উভেজনায় ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে দুইবার সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলদের, পোরফিইরিয়া অথবা পারিবারিক পোরফিইরিয়ার ইতিহাস থাকলে ব্যবহার অনুচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** খুব কম এবং মৃদু। সাধারণত ঘুম ঘুম ভাব, মাথা হালকা বোধ হওয়া, অ্যাটক্সিয়া, মাথা ঘোরা, মুখে শুক্তা, অমনোযোগিতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, চোখ এবং পরিপাকতন্ত্রের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন চিকিৎসায় যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** যদি কেন্দ্রীয় ভাবে কার্যকরী অন্যান্য ওষুধ যেমন- নিউরোলেপ্টিকস্, ট্রাক্সুলাইজার, বিষয়তা রোধকারী, সমোহক, ব্যথা নিবারণকারী, অবশ্কারী ইত্যাদির সাথে দেয়া হয়।

তবে এর (কার্যকারিতা) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তীব্র হতে পারে।

গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গৰ্ভধারণের প্রথম তিন মাস এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ডায়াজিপাম এড়িয়ে চলা উচিত।

সুরবরাহ :

সেডিল<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ২৫ X ২০ টি।

সেডিল<sup>®</sup> ইঞ্জেকশন : ২ X ৫ টি।

**সেডনো<sup>®</sup>**

**Sedno<sup>®</sup>**

উপাদান : ডেসলোরাটিডিন ৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট এবং ২.৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

নির্দেশনা : এলার্জিজনিত রাইনাইটিস, ক্রনিক ইতিওপ্যাথিক আর্টিকুলেশন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : প্রাণ বয়স্ক এবং ১২ বছরের উর্ধ্বের : ট্যাবলেট : একটি সেডনো<sup>®</sup> ৫ মি.গ্রা. দিনে একবার। সিরাপ : ১০ মি.লি. (২ চা-চামচ) দিনে একবার। ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : ট্যাবলেট : ২.৫ মি.গ্রা. (৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেটের অর্ধেক) দিনে একবার। সিরাপ : ৫ মি.লি. (১ চা-চামচ) দিনে একবার। ১-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য : সিরাপ : ২.৫ মি.লি. (অর্ধেক চা-চামচ) দিনে একবার। ৬-১১ মাস বয়সের শিশুদের জন্য সিরাপ ২ মি.লি. (১ মি.গ্রা.) দিনে একবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এই ওষুধ বা এর যে কোন একটি উপাদান অথবা লোরাটাইডিনের প্রতি অতিসংবেদী যারা তাদের জন্য প্রতিনির্দেশিত।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহচীয়। তারপরও মুখ শুকিয়ে যাওয়া, অবসাদ, মাংস পেশীতে ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা বিম বিম করা, বিম বিম ভাব, বদহজম ইত্যাদি হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অন্য ওষুধের সাথে তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : গৰ্ভকালীন সময়ে কেবলমাত্র সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজন হলে ব্যবহার করা উচিত।

সুরবরাহ :

সেডনো<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। সেডনো<sup>®</sup> সিরাপ : ৬০ মি.লি.।

**সারভিন<sup>®</sup>**

**Servin<sup>®</sup>**

উপাদান : ফেরাস সালফেট ১৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা., থায়ামিন মনোনাইট্রেট ২ মি.গ্রা., রিবোফ্লোভিন ২ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ১০ মি.গ্রা., পাইরিডিঙ্কিন হাইড্রোক্লোরাইড ১ মি.গ্রা. এবং এসকরবিক এসিড ৫০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

নির্দেশনা : আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং ভিটামিন-সি এর ঘাটাতি পুরণে অথ বা অভাবজনিত সমস্যার চিকিৎসায়, বিশেষ করে গৰ্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দৈনিক ১টি ক্যাপসুল।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ভাত অতিসংবেদনশীলতায় ওষুধটি প্রতিনির্দেশিত। হিমোক্রোম্যাটোসিস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অথ বা রেড সেল অ্যাপাসিয়ার রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহচীয়। তবে কিছু অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায় নাই।

গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার : অনুমোদিত।

সুরবরাহ :

সারভিন<sup>®</sup> : ১০ X ১০ টি।

**সিমাকর<sup>®</sup>**

**Simacor<sup>®</sup>**

উপাদান : সিমভাসটেটিন ১০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

নির্দেশনা : প্রাথমিক উচ্চ কোলেস্টেরল মাত্রার রোগী যারা খাদ্য এবং অন্যান্য কার্যকর প্রতিক্রিয়া কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : দিনে একবার ১০ মি.গ্রা., যা রাতে সেবন করতে হয়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতিসংবেদনশীলতা, যন্ত্রের জালিতা অথবা ব্যাখ্যাতীত নিয়মিত সিরাম ট্রাঙ্ক্যামাইনেজের বৃদ্ধি, সন্তান ধারণে সংক্ষম মহিলারা যারা গৰ্ভনিরোধকের সাহায্যে পর্যাপ্ত

সতর্কতা এহণ করেন না।

**পৰ্যাপ্তিক্রিয়া :** সিমভাসটেচিন সাধারণত সুসহানীয়। মাথা ব্যথা, অবশ্বার, নিদাহীনতা, পরিপাকত্বের সমস্যা যেমন- বমি ভাব, কোষ্টকাঠিন্য বা ডায়ারিয়া, বায়ু নির্গমন, অঙ্গীয় পেশী সংকোচন ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে। জিস, পেনক্রিয়াটাইটিস, ফুসকুড়ি, অ্যাঞ্জিওইডিমা, রেনাল ফেইলিউর ইত্যাদিও লক্ষ্য করা গেছে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিগ্রিন, কোমারিন উপাদান সমূহ।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সৱবৰাহ :**

সিমাকর<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## সোন্যাপ<sup>®</sup>

## Sonap<sup>®</sup>

**উপাদান :** ন্যাপ্রোক্রেন ২৫০ ও ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫০০ মি.গ্রা. সাপোজিটোরী এবং ১০০ মি.গ্রা./গ্রাম জেল।

**নির্দেশনা :** বাতজনিত রোগ যেমন তীব্র বাত ও দীর্ঘস্থায়ী বাত এর চিকিৎসায় নির্দেশিত। এছাড়াও এটি অস্থি সংশ্লিষ্ট ব্যথা, এনকাইলোজিং স্পন্ডেলাইটিস, জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, বারসাইটিস, পেশীর প্রদাহ, মাইগ্রেনের ব্যথা ও ডিসমেনোরিয়ায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ট্যাবলেট এবং সাপোজিটোরী : রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, অস্থি-আর্থাইটিস ও এনকাইলোজিং স্পন্ডেলাইটিস : ২৫০ থেকে ৫০০ মি.গ্রা. করে দিনে দুইবার যা অঙ্গ কয়েকদিনের জন্য ১.৫ গ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। সাধারণ থেকে মাত্রার ব্যথা, ডিসমেনোরিয়া, তীব্র টেনডাইন্টিস ও বারসাইটিস : ৫০০ মি.গ্রা. প্রাথমিকভাবে এরপর ২৫০ মি.গ্রা. ৬-৮ ঘণ্টা পরপর প্রয়োজন অনুসারে, তবে প্রতিদিন ১.৩৭৫ গ্রাম মাত্রা সেবন করা উচিত নয়। তীব্র বাত: প্রাথমিকভাবে ৭৫০ মি.গ্রা., এরপর ২৫০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘণ্টা পরপর যতক্ষণ উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। জুভেনাইল আর্থাইটিস (পাঁচ বছরের উর্বে শিশুদের ক্ষেত্রে): প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন দুই বিভক্ত মাত্রায় নির্দেশিত। জেল : প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে ২ থেকে ৬ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যকৃত, হৃৎপিণ্ড ও মূত্রাত্ত্বের সমস্যা, যাদের রক্ত জমাট সংক্রান্ত সমস্যা, আন্ত্রিক আলসার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এসপিরিন বা অন্যান্য ননস্টেরয়েডাল প্রদাহজনীয় ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতা, বিশেষভাবে যেসব রোগীর এ সকল ওষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী, আর্টিকেরিয়া, রাইনাইটিস্, এনজিওইডিমা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। ১২ বছরের চেয়ে কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ন্যাপ্রোক্রেন সাপোজিটোরী ব্যবহার করা যাবে না। যেসব রোগীর মলদ্বার ও পায়পথে প্রদাহজনিত ক্ষত বিদ্যমান কিংবা যেসব রোগীর মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয় তাদের ক্ষেত্রে ন্যাপ্রোক্রেন সাপোজিটোরী ব্যবহার করা যাবে না।

**পৰ্যাপ্তিক্রিয়া :** বমি ভাব, ডায়ারিয়া ও আন্ত্রিক আলসার। শাসকষ্ট, এনজিওইডিমা, চাকা চাকা দাগ হওয়া, বিমুনি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, টিনিটাস, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, জিস, মূৰ ত্বকের সমস্যা, এন্থেসাইটোপেনিয়া দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এসই ইনহিবিটর, কুমারিন জাতীয় এন্টিকোয়াগুলেন্ট, সালফোনাইল ইউরিয়া, প্রোপানলল, বিটা ব্রকার, মিথোড্রেক্রেট ও প্রোবেনেসিড।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য এটি নির্দেশিত নয়।

**সৱবৰাহ :**

সোন্যাপ<sup>®</sup> ২৫০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। সোন্যাপ<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি। সোন্যাপ<sup>®</sup> ৫০০ সাপোজিটোরী : ২ X ৫ টি। সোন্যাপ<sup>®</sup> ১০% জেল : ১৫ গ্রাম।

## স্পেকব্যাক™

## Specbac™

**উপাদান :** মেরোপেনেম ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** নিউমোনিয়া, নসোকোমিয়াল নিউমোনিয়া, মূত্রালীর সংক্রমণ, গাইনোকোলজিক্যাল সংক্রমণ, ত্বক ও ত্বকের কাঠামোর সংক্রমণ, মেনিজাইটিস,

সেপ্টিসেমিয়া, ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিয়া এবং অন্যান্য পলিমাইক্রোবিয়াল সংক্রমণ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ত বয়ক্ষ : ৫০০ মি.গ্রা.-২ গ্রাম প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশু : ৩ মাস-১২ বছর: ১০-২০ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। শিশুর ওজন ৫০ কেজির উর্ধ্বে হলে প্রাণ্ত বয়ক্ষদের মাত্রা প্রযোজ্য।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** প্রদাহ, প্রদুষকারী প্রয়োজনীয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘুমাতে যাওয়ার ২ থেকে ৪ ঘন্টা আগে স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহার করতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সলিউশনটি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> মাথায় ম্যাসেজ করা যাবে না এবং ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। চুল দ্রুত শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে ওষুধের কার্যকারিতা হাস পেতে পারে। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> মাথায় ব্যবহার্য অন্য কোন তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ধরণের বিলপ প্রতিক্রিয়া ও শরীরের অন্য অংশে অনাকাঙ্খিত চুলের উপস্থিতি পরিহার করতে দিনে ২ বারের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। বার বার ব্যবহার অথবা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> এর দৈনিক কোন মাত্রা ব্যবহার করতে ভুলে গেলে পরবর্তী মাত্রা থেকে ব্যবহার করতে হবে। ভুলে যাওয়া মাত্রা পুনরায় প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

**স্পেকব্যাক<sup>TM</sup>** ৫০০ মি.গ্রা. আইডি ইঞ্জেকশন : ১ ভায়াল (৫০০ মি.গ্রা. মেরোপেনেম) + ১০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন + ১০ মি.লি. ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ + ১ টি বাটার ফ্লাই সুচি।

**স্পেকব্যাক<sup>TM</sup>** ১ গ্রাম আইডি ইঞ্জেকশন : ১ ভায়াল (১ গ্রাম মেরোপেনেম) + ২০ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন + ২০ মি.লি. ডিসপোসেবল সিরিঞ্জ + ১ টি বাটার ফ্লাই সুচি।

## স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> Splendora<sup>TM</sup>

**উপাদান:**স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ২% : প্রতি মি.লি. সলিউশনে আছে মিনোক্সিডিল বিপি ২০ মি.গ্রা.।

স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ৫% : প্রতি মি.লি. সলিউশনে আছে মিনোক্সিডিল বিপি ৫০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> সাধারণত: ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের অ্যালোপেসিয়া অ্যান্ড্রোজেনেটিকা (চুল পড়া) রোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> শুধুমাত্র বাহ্যিক

ব্যবহারের জন্য। চুল সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও শুকানো অবস্থায় স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহার করতে হবে। ১২ ঘন্টা অন্তর প্রতিদিন ২ বার ১ মি.লি. (৭ টি স্প্রে) করে সরাসরি মাথার ত্বকে ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে চুল হারানো অংশের মাঝখানে, তারপর ধীরে ধীরে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন ২ মি.লি. এর বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।

কাঞ্জিত ফলাফলের জন্য স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহারের ৪ ঘন্টা পর চুল ধূয়ে ফেলতে হবে। রাত্রিকালীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘুমাতে যাওয়ার ২ থেকে ৪ ঘন্টা আগে স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহার করতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সলিউশনটি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> মাথায় ম্যাসেজ করা যাবে না এবং ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। চুল দ্রুত শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে ওষুধের কার্যকারিতা হাস পেতে পারে। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> মাথায় ব্যবহার্য অন্য কোন তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। কোন ধরণের বিলপ প্রতিক্রিয়া ও শরীরের অন্য অংশে অনাকাঙ্খিত চুলের উপস্থিতি পরিহার করতে দিনে ২ বারের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। বার বার ব্যবহার অথবা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যায় না। স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> এর দৈনিক কোন মাত্রা ব্যবহার করতে ভুলে গেলে পরবর্তী মাত্রা থেকে ব্যবহার করতে হবে। ভুলে যাওয়া মাত্রা পুনরায় প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

আঙ্গুল দিয়ে স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহার করলে ব্যবহারের পর ভালভাবে হাত ধূয়ে ফেলতে হবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাঞ্জিত ফলাফল পাওয়ার জন্য ৪ মাস সময় লাগতে পারে, চুল পড়া বৰ্ক করতে ৪৫ দিন স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> ব্যবহার করা উচিত। চুল পড়ার তীব্রতা অথবা টাকের ধরণ ও ব্যাপ্তি অন্যায়ী স্পেন্ডোরা<sup>TM</sup> টপিক্যাল সলিউশনের মাত্রা বেছে নিতে হবে।

### প্রতিনির্দেশনা:

- যেসব রোগীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাভাবিক
- ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের বেঁচে
- মাথার উপরিভাগে অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করলে
- মাথার উপরিভাগে লাল, জ্বালাপোড়া সহ প্রদাহ অথবা ব্যথা অন্যভূত হলে

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মিনোক্সিডিল ব্যবহারের ফলে কদাচিং তুকীয় প্রভাব পড়তে পারে। হঠাৎ অল্প চুলকানি দখে দিতে পারে এবং এর হার শতকরা ০.১-৫ টাঙ্গ।

**সতর্কতা:** মিনোক্সিডিল ব্যবহার করলে মাথায় চুলকানি দেখা দিতে পারে। চুলকানির মাত্রা তীব্রতর হলে মিনোক্সিডিল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

**অন্য ওয়্যথের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ট্রেটিনইন অথবা ডাইথ্রানল এর সাথে ব্যবহার করা যাবে না, এর ফলে মিনোক্সিডিল শোষণের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালীন সময়ে মিনোক্সিডিল ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:** স্পেন্থেনডোরা<sup>TM</sup> ২%: প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ৬০ মি.লি. সলিউশন।

স্পেন্থেনডোরা<sup>TM</sup> ৫%: প্রতিটি কন্টেইনারে আছে ৬০ মি.লি. সলিউশন।

## এসকিউ-মাইসেটিন<sup>®</sup> চোখ/কানের ড্রপস् SQ-Mycetin<sup>®</sup> Eye/Ear Drops

**উপাদান :** ক্লোরামফেনিকল ০.৫% চোখ ও কানের ড্রপস্।

**নির্দেশনা :** কনজার্টিভা ও কর্ণিয়ায় রোগের সংক্রমণে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** চোখের সংক্রমণে : ২ ফেঁটা করে ১ ঘন্টা পর পর উপসর্গ উপশম না হওয়া পর্যন্ত অথবা রোগের তীব্রতা অনুসারে দিনে ৪ বার দেওয়া যেতে পারে। কানের সংক্রমণে : ২-৩ ফেঁটা দিনে ৩-৪ বার দিতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ক্লোরামফেনিকলের প্রতি অতি সংবেদনশীল অথবা এর প্রতি বিষক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী চোখে ব্যবহারের ফলে বাড় ডিসকেন্সিয়া (গ্র্যানিউলো-সাইটোপেনিয়া, প্রোথ্রোসাইটোপেনিয়া এবং রক্তশূণ্যতা) হতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে অস্থিমজ্জার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। শিশুদের অপটিক এট্রফি, চোখে জুলা পোড়া করা, ডারমাটাইটিস, প্রদাহ এবং এনজিওইডিমা দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওয়্যথের সাথে প্রতিক্রিয়া :** একই সাথে কাইমোট্রিপ্টিন প্রয়োগ করা হলে কার্যকারিতা ব্যাহত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় এবং

স্তন্যদানকালে চিকিৎসকের মতে একমাত্র প্রয়োজনীয় হলেই ব্যবহার করা উচিত।

### সরবরাহ :

এসকিউ-মাইসেটিন<sup>®</sup> চোখ/কানের ড্রপস্ : ১০ মি.লি.।

## ক্ষয়ার জিংক<sup>®</sup> Square Zinc<sup>®</sup>

**উপাদান :** ক্ষয়ার জিংক<sup>®</sup> প্রতিটি ডিস্পারিসিবল ট্যাবলেট-এ আছে জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসটি যা ২০ মি.গ্রা. জিংক এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা :** ডায়ারিয়া চিকিৎসায়, বিশেষ করে ২ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে ক্ষয়ার জিংক<sup>®</sup> (জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি) যুদপৎভাবে ওর্যাল রিহাইড্রেশন সল্টস (ORS) এর সাথে ব্যবহৃত হয়। তাছাড় ক্ষয়ার জিংক<sup>®</sup> (জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি) জিংকের ঘাটতিজ্ঞিত অন্যান্য সমস্যা যেমন-ক্ষুম্ভনা, তীব্র বৃদ্ধিহাস, বিকৃত হাড় তৈরী, দুর্বল ইমিউনোলোজিক্যাল সাড়া, পুনঃসংঘর্ষনশীল খ্বসানালী সংক্রমণ, এ্যাকরোডার্মাটাইটিস এ্যান্টেরোপ্যাথিকা, প্যারাকেরাটেটিক ত্বকের ক্ষত, অপূর্ণ এবং বিলম্বিত ক্ষতের আরোগ্য, রক্ত স্খলনা, রাতকানা, মানসিক অশান্তি-এ নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ডায়ারিয়া চিকিৎসায় : ডায়ারিয়া শুরুর পর যত দ্রুত সম্মত জিংক সেবন করা উচিত।

২ থেকে ৬ মারে শিশু : দৈনিক ১০ মি.গ্রা. জিংক করে ১০-১৪ দিন।

৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশু : দৈনিক ২০ মি.গ্রা. জিংক করে ১০-১৪ দিন।

**অন্যান্য নির্দেশনায় :** শিশুদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ২-২.৫ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসাবে।

১০ কেজির নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে: ১০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ২ বার।

১০ কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত শিশুদের জন্য : ২০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ১-৩ বার।

প্রাণ্য বয়স্ক এবং ৩০ কেজি-এর উর্দ্ধে শিশুদের জন্য : ৪০ মি.গ্রা. জিংক দৈনিক ১-৩ বার।

**প্রতি নির্দেশনা :** জিংক এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**

পেনিসিলামিন এর সাথে একত্রে জিংক লবণ ব্যবহার করলে পেনিসিলামিন-এর কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** একত্রে টেট্রাসাইক্লিন এর সাথে প্রদান করলে জিংক, টেট্রাসাইক্লিন এর বিশেষনে বাধা দেয়। উভয়ের প্রদানের সময়ের মধ্যে ন্যূন্যতম তিন ঘন্টা বিরতি দিতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণত সুসহজীয়।**

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** একত্রে টেট্রাসাইক্লিন এর সাথে প্রদান করলে জিংক, টেট্রাসাইক্লিন এর বিশেষনে বাধা দেয়। উভয়ের প্রদানের সময়ের মধ্যে ন্যূন্যতম তিন ঘন্টা বিরতি দিতে হবে।

**সরবরাহ :**

ক্ষয়ার জিংক<sup>®</sup> ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## স্ট্রনেল<sup>®</sup>

## Stronel<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রতিটি স্যাশেতে আছে ২ গ্রাম স্ট্রনেলিয়াম র্যানেলেট আইএনএন।

**সেবনবিধি:** স্ট্রনেল<sup>®</sup> মুখে খাওয়ার জন্য এর ডেজ হচ্ছে- দিনে ২ গ্রামের একটি স্যাসে, শোয়ার আগে সাধারণত এটি সেবন করতে বলা হয়। যদি আপনি ইচ্ছে করেন তবে স্ট্রনেল সেবনের সাথে সাথেই ঘুমাতে যেতে পারেন।

স্যাশে থেকে দানাগুলো একগুচ্ছ পানিতে নিয়ে সাসপেনশন তৈরী করতে হবে। (নিম্নে নির্দেশিত)। স্ট্রনেল<sup>®</sup> দুধ কিংবা দুর্বজাতীয় খাবারের সাথে মিশে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, ঠিকভাবে কাজ করার জন্য স্ট্রনেলকে শুধু মাত্র পানিতে মেশাতে হবে।

স্যাশে থেকে দানাগুলো খালি হ্রাসে ঢালুন।

পানি যোগ করুন।

যতক্ষন পর্যন্ত দানাগুলো সমানভাবে মিশে না যায় ততক্ষন নাড়াতে থাকুন।

তৈরীর পর সরাসরি পান করুন। যদি তৈরীকৃত পুরো ওষুধটি সরাসরি পান করতে না পারেন, তবে পরবর্তীতে পান করার পূর্বে মিশ্রণটি ভালভাবে নাড়িয়ে নিবেন। ২৪ ঘন্টার বেশী পান না করে রেখে দিবেন না।

আপনার চিকিৎসক আপনাকে স্ট্রনেল এর সাথে সাথে সরাসরি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি প্রহন করতে

বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম সাপিমেট কখনোই স্ট্রনেল এর সাথে একসাথে শোবার প্রৰ্বে সেবন করবেন না।

**গর্ভাবতী মায়েদের ক্ষেত্রে:** স্ট্রনেল<sup>®</sup> শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তারপরেও গর্ভাবস্থায় স্ট্রনেল<sup>®</sup> সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষনাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়া উচিত।

**স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে:** স্ট্রনেল<sup>®</sup> শুধুমাত্র পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তারপরেও স্তন্যদায়ী মায়েদের স্ট্রনেল সেবন উচিত নয়। যদি ভুলক্রমে সেবন করা হয় তবে তৎক্ষনাত তা বন্ধ করে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়া উচিত।

**স্তন্যাব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** সকল ওষুধের মত স্ট্রনেল<sup>®</sup> ও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে। যদিও সকলের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। তবে সবচেয়ে সাধারণ যে প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে বর্ম বর্মি ভাব, ডায়ারিয়া, মাথাব্যথা এবং চামড়ায় জ্বলণী, ইইসব প্রতিক্রিয়াগুলো মৃদু এবং এগুলোর কারণে রোগীকে চিকিৎসা বন্ধ করতে হয় না।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** যদি আপনি কোন ওষুধ সেবনরত আছেন অথবা সম্প্রতি সেবন করছেন (প্রেসক্রিপশনবিহীন ওষুধ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) তবে অনুরাহপূর্বক আপনার চিকিৎসককে তা অবহিত করুন।

যদি আপনি ক্যালসিয়াম জাতীয় ওষুধ নিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তা স্ট্রনেল<sup>®</sup> সেবনের কমপক্ষে ২ ঘন্টা পরে সেবন করবেন।

যদি আপনি এন্টাসিড জাতীয় ওষুধ নিয়ে থাকেন তবে অবশ্যই তা স্ট্রনেল<sup>®</sup> সেবনের ২ ঘন্টা পরে সেবন করবেন। যদি এটি সম্ভব না হয়, তবে একই সাথে দুটো ওষুধ নেয়া যাবে।

যদি আপনি টেট্রাসাইক্লিন অথবা কুইনোলন জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করেন তবে অবশ্যই স্ট্রনেল<sup>®</sup> সেবন বন্ধ রাখতে হবে। আপনি এই জাতীয় এন্টিবায়োটিক শেষ করার পরে আবার স্ট্রনেল<sup>®</sup> সেবন করতে পারবেন।

**সরবরাহ :**

**স্ট্রনেল<sup>®</sup> ওরাল সাসপেনশনের গ্রানিউলস:** প্রতি বারে আছে ৭টি স্যাশে।

## সালপ্রেক্স® ইনহেলার Sulprex® inhaler

**উপাদান :** ইপ্রাট্রোপিয়াম + সালবিউটামল। প্রতিপাক্ষ ২০ মাইক্রোগ্রাম ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড এবং ১০০ মাইক্রোগ্রাম সালবিউটামল।

**নির্দেশনা :** সালপ্রেক্স ইনহেলেশন ক্রনিক অবস্থাকচিত্ব পালমোনারী ডিজিস (সিওপিডি) ও অ্যাজমার রোগীদের জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি : সালপ্রেক্স ইনহেলেশন এ্যারোসল দুইবার করে ইনহেলেশন নিতে হবে প্রতিদিন চার বার। যদি প্রয়োজন হয় রোগী অতিরিক্ত ইনহেলেশন নিতে পারেন, কিন্তু ২৪ ঘণ্টায় ১২ ইনহেলেশনের বেশী নেয়া যাবে না।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** সয়া লিসথিন অথবা এর সাথে সম্পর্কিত খাদ্যপণ্য যেমন সয়াবিন এবং চীনাবাদাম এর প্রতি স্পর্শকার্তার ইতিহাস আছে এমন রোগীদের প্রতি এটি প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ইডিমা, মোটা হয়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাগোরা, অনিদ্রা, ভায়ারিয়া, মুখে শুক্ষতা, বমি বমিভাব, ইত্যাদি।

**সরবরাহ :**

সালপ্রেক্স® ইনহেলার : ২০০ পাফ।

১টি অ্যাস্পুল দিনে ৩ অথবা ৪ বার।

**প্রতিনির্দেশনা :** হাইপারট্রিপিক অবস্থাস্থিত কার্ডিও মায়োপ্যাথি অথবা টেক্সিএরিথমিয়া আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এবং ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড, সালবিউটামল সালফেট অথবা এট্রোপিন অথবা এর অন্যান্য ডিরাইভেটিভস এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের প্রতি প্রতিনির্দেশিত।

**সাধারণতা :** এটি গ্রহণের পর আর্টিকেরিয়া, এনজিওইডিমা, ফুসকৃতি, শ্বাসনালীর সংকোচন এবং ওরোফারিঞ্জিয়াল ইডিমা হতে পারে। ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড চোখের সংস্পর্শে আসলে দুর্ভিক্ষেত্রে ওকিওলার কঞ্চিকেশন (মাইক্রোগ্লাসিস, বারিং অব ডিশন, সরং কোণিক প্লকোমা এবং চোখে ব্যথা) দেখা দিতে পারে। সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলী রোগীকে জানাতে হবে এবং সলিউশন অথবা কণা যাতে চোখে না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

**গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে :** যদি ভ্রজের সস্তাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি আশা করা না হয় তবে গর্ভবত্তায় বিশেষ করে প্রথম ট্রাইমেস্টারে সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন ব্যবহার করা যাবে না। তেমনি নবজাতকের সস্তাব্য ঝুঁকির চেয়ে উপকারিতা বেশি না হলে স্তন্যদানকারী মায়েদের ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :**

**সাধারণ :** শুক্র মুখ।

**বিরল :** নার্তসনেস, ঘুমঘুম ভাব, কাঁপুনি, মাথা ব্যথা, বুক ধড়কর করা, হাদকম্পন বেড়ে যাওয়া, ডিস্কেইনিয়া, বমি বমি ভাব।

**খুবই দুর্ভিক্ষেত্র :** এরিথমিয়া, এক্রিয়ালফিক্রিলেশন, মাইক্রোকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া।

**সরবরাহ :** সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতি বাক্সে আছে ১০টি অ্যাস্পুল স্লিপ্টার প্যাকে।

## সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন

### Sulprex™ Nebuliser Solution

**উপাদান:** সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন: প্রতিটি ২.৫ মি.লি. নেবুলাইজার সলিউশন অ্যাস্পুলে আছে ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড মনোহাইড্রেট বিপি এবং সালবিউটামল সালফেট বিপি যা ইপ্রাট্রোপিয়াম ব্রোমাইড ৫০০ মাইক্রোগ্রাম এবং সালবিউটামল ২.৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** যেসব রোগী ক্রনিক অবস্থাকচিত্ব পালমোনারী ডিজিজ-এ ভুগছেন তাদের শ্বাসনালীর সংকোচন এর চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও সেবনবিধি :** সালপ্রেক্স™ নেবুলাইজার সলিউশন নেবুলাইজার অথবা ইন্টারমিটেন্ট পজিটিভ প্রেসার ডেক্টিলেটরের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে।

প্রাণ্ত ব্যক্ষ (বৃন্দসহ ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশু) :

## সালটোলিন®

### Sultolin®

**উপাদান :** সালবিউটামল ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৮ মি.গ্রা. এসআর ট্যাবলেট, ২ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানি রোগ, স্টেটাস এসমাটিকাস এবং শ্বাসনালীর সংকোচন হেতু অন্যান্য অবস্থায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্তব্যক্ষ : দৈনিক ৩-৪ বার।

২-৪ মি.গ্রা. সালটেলিন® ট্যাবলেট, সালটেলিন® এস আর ট্যাবলেট দৈনিক দুইবার ৮ মি.গ্রা. এর ট্যাবলেট। শিশুদের ক্ষেত্রে: দৈনিক তিন খেকে চারবার ১-২ মি.গ্রা.। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কাঁপুনি, মাথা ব্যথা, অধিক হংস্পন্দন এবং বুক ধড়ফড়নি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** মনোআ্যামাইন অস্ত্রিজেড ইনহিবিটর ও ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোধী ওষুধের সাথে অত্যধিক সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ক্ষণের প্রতি ঝুঁকির সাথে সস্তাব্য লাভের বিষয়টি যাচাই করে এই ওষুধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা সুপারিশকৃত নয়।

**সরবরাহ :**

সালটেলিন® ৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

সালটেলিন® এস আর ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

সালটেলিন® সিরাপ : ১০০ মি.লি.

মাত্রা বা এর চেয়ে ঘনঘন গ্রহণ করা উচিত নয়। রিকারেন্ট অথবা ইন্টারিমটেন্ট পর্বগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সালবিউটামল পাউডার চালিয়ে নেয়া যাবে।

**শিশু:** এপিসোডিক হাঁপানি নিয়মিত চিকিৎসায় তীব্র ব্রংকোস্পাজম থেকে রক্ষা পেতে অথবা ব্যায়ামজনিত হাঁপানি থেকে রক্ষার জন্য ৪ বছর বা তার অধিক বয়সী বাচ্চাদের জন্য সপ্তাহিক্রম মাত্রা হল একটি সালটেলিন কোজিক্যাপ। নিয়মিত বা প্রোফাইলেকটিক চিকিৎসার জন্য একটি কোজিক্যাপ দিনে তিন খেকে চার বার শ্বাসত্ত্বের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে মাত্রা বাড়িয়ে দিনে দুইটি কোজিক্যাপ গ্রহণ করতে হবে।

**প্রতি নির্দেশনা:** এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল থাকলে।

**সাবধানতা:** পূর্ববর্তী কার্যকর মাত্রা যদি কমপক্ষে তিন ঘন্টা উপরের দিতে না পারলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। হাইপারথাইরেডিজিম, মায়োকার্ডিয়াল ইনসাফিসিয়েসি, এরিথ মিয়াস, হাইপারটেনশন এবং ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সালবিউটামল এবং অন্যান্য বিটা-২ এগোনিস্ট সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় বিটা-২ এগোনিস্ট শ্বাসত্ত্বের মাধ্যমে ব্যবহারের সুবিধা হল ক্ষণের উপর ফার্মাকোলজিক্যাল প্রভাব রাখতে পারে এমন প্লাজমা ঘনত্ব ছাড়াই খেরাপিউটিক অ্যাকশন দিতে পারে। যদিও সালবিউটামল টেরাটোজেনিক এমন কোন প্রমাণ নেই। তারপরও গর্ভধারনের প্রথম তিন মাসে শুধু মাত্র প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে হবে। সালবিউটামল স্বত্বত মাতৃদুর্ফে নিঃসরিত হয়। মায়েরা সালভিউটামল শ্বাসত্ত্বের মাধ্যমে গ্রহণ করলে সস্তানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন প্রমাণ নেই।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সালবিউটামল ক্ষেলেটল মাসল এর কাঁপুনি (বিশেষ করে হাতে), প্যালপিটেশন এবং মাসল ক্রামপস্। টেকিকার্ডিয়া, মাথাব্যথা, প্রাণীয় রক্তনালী প্রসারণ উচ্চ মাত্রার পর দেখা যায়। নিয়মিত চিকিৎসায় তা আর পরে দেখা যায় না। বিরল ক্ষেত্রে এনজিও ইডিমা, আর্টিকেরিয়া, ব্রংকোস্পাজম, হাইপোটেনশন দেখা যায়। সব ইনহেলেশনের ক্ষেত্রে প্যারাড্রিক্যাল ব্রংকোস্পাজম এর সস্তাবনা মাথায় রাখতে হবে। যদি তা ঘটে তবে এই ওষুধ পরিহার করতে হবে এবং বিকল্প চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

**সরবরাহ**

## সালটেলিন® কোজিক্যাপ Sultolin® Cozycap

**উপাদান:** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ২০০ মাইক্রোগ্রাম সালভিউটামল বিপি।

**নির্দেশনা:** সালটেলিন কোজিক্যাপ ৪ বছর এবং তার অধিক বয়সী রোগীদের ব্রংকোস্পাজম এর চিকিৎসা এবং প্রোফাইলেক্সিস হিসেবে ব্রথকিয়াল এবং ব্যায়ামজনিত হাঁপানিতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনশিদ্ধি: বয়স্ক: ব্রংকোস্পাজম থেকে মুক্তি এবং হাঁপানি ইন্টারিমটেন্ট অ্যাজমা ব্যবহাপনার জন্য একক মাত্রায় একটি বা দুইটি কোজিক্যাপ গ্রহণ করতে হবে। মেইনটেমেপ অথবা প্রোফাইলেকটিক চিকিৎসায় সালটেলিন কোজিক্যাপ এর ব্যক্তদের সুপারিশকৃত মাত্রা হল ২০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ৪-৬ ঘন্টা, রেভোলাইজার ডিভাইসের মাধ্যমে।

কিছু কিছু রোগীদের ২০০ মাইক্রোগ্রাম এর দুইটি ক্যাপসুল লাগতে পারে ৪-৬ ঘন্টা পরপর। বেশি

সালটোলিন® কোজিক্যাপ: প্রতি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ।

## সালটোলিন® ১০০ ইনহেলার Sultolin® 100 Inhaler

**উপাদান :** সালবিউটামল ১০০ মাইক্রোগ্রাম/পার্ফ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানি রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অবস্থায় যেমন এক্সাইটিস, বায়ুরোধী এমফাইসেমা ইত্যাদি রোগজনিত শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় এটা কাজ করে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২টি পার্ফ দিনে ৩-৪ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** অতি সংবেদনশীলতা।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** কদাচিং শুধু মাথা ব্যথা এবং কঁপুনীর অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এগুলো চিকিৎসা চলাকালে সাধারণত চলে যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** সালবিউটামলের সাথে অন্যান্য সিমপ্যাথোমাইটিক শ্বাসনালী প্রসারক এ্যারোসল ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

সালটোলিন® ১০০ ইনহেলার : ২০০ পার্ফস।

## সালটোলিন® রেস্পিরেটর সলিউশন Sultolin® Respirator Solution

**উপাদান :** সালটোলিন প্রতি মিলিলিটারে ৫ মি. গ্রা. সালবিউটামল বিপি রয়েছে।

**নির্দেশনা:** সালটোলিন রেস্পিরেটর সলিউশন মারাত্ক তৈরি অ্যাজমা (স্টেটাস এজমেটিকাস) ও অন্যান্য শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় নির্দেশ করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

১। সবিরাম প্রয়োগ : সালটোলিন রেস্পিরেটর সলিউশন ০.৫-১.০ মি.লি. ইনজেকশন এর নরমাল সালাইনের সাহায্যে পাতলা করে ২.০-৪.০ মি.লি. করতে হয়। এরপর সঠিকভাবে পরিচালিত নেবিউলাইজার দ্বারা শ্বেষ না হওয়া পর্যন্ত নিতে হয়। নেবিউলাইজার এবং তার পরিচালন উৎস ঠিক থাকলে প্রায় ১০ মিনিট সময় লাগে।

সালটোলিন রেস্পিরেটর সলিউশন এর সবিরাম প্রয়োগ সলিউশন পাতলা না করেও করা যায়। এর জন্যে ২.০ মি.লি. সলিউশন নেবিউলাইজারে নিয়ে রোগীকে উপকার না পাওয়া পর্যন্ত শ্বেষ করতে দেয়া হয়। এতে সাধারণতঃ ৩-৫ মিনিট সময় লাগে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় ১০ মি.গ্রা. পর্যন্ত স্যালবিউটামল এর প্রয়োজন হয় যা এরেসল শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।

ছেটদের জন্যে (১২ বছরের নিচে) : ০.৫ মি.লি. সলিউশন ২-৪ মি.লি. নরমাল স্যালাইন এর সাহায্যে পাতলা করে নেবিউলাইজারের সাহায্যে ব্যবহার করতে হবে। কিছু কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রা ১ মি. লি. পর্যন্ত সলিউশন লাগে। সবিরাম চিকিৎসা দিনে ৪ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। অবিরাম প্রয়োগ : সালটোলিন রেস্পিরেটর সলিউশন ইনজেকশনের নরমাল স্যালাইনের সাহায্যে পাতলা করে ১০০ মি.লি. পর্যন্ত তৈরী করে নেবিউলাইজারের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগের হার হচ্ছে ১-২ মি.গ্রা. প্রতি ঘন্টায় নেবিউলাইজারের সাহায্যে। ফেস মাঝে কিংবা এভেট্রাকিয়াল টিউব এর মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। সবিরাম পজিটিভ প্রেশার ব্যবহার করা যেতে পারে তবে তা খুব কমই প্রয়োজন হয়।

**সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এর যে কোন উপাদানে অতি সংবেদনশীলতা।

অন্য কোন সিমপ্যাথোমিমেটিক ওষুধ এর উচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ হয়ে থাকলে এটা সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

থাইরোট্রিকোসিস এর রোগীকে এটা সাবধানতার সাথে দিতে হবে। শুধু মাত্র চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী এটা নেবিউলাইজার কিংবা রেস্পিরেটরের সাহায্যে ব্যবহার করতে হয়। ইনজেকশন কিংবা মুখে খাওয়ার জন্য নয়।

সালটোলিন রেস্পিরেটর সলিউশন হোম নেবিউলাইজারের সাহায্যে বাসায় নিলে সে সব রোগীকে সাবধান করতে হবে যে এ ওষুধ দ্বারা নিয়ন্ত্রন কিংবা উপশম যে কোনটা কমে গেলে নিজ থেকে মাত্রা কিংবা প্রয়োগের হার বৃদ্ধি করা যাবে না এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** উচ্চ মাত্রায় সালটোলিনের প্রয়োগে হৃদ স্পন্দন হারের কিছুটা বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এতে সচরাচর ই, সি, জি, এর পরিবর্তন হয় না। অন্যান্য

বিরুপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রাণিক বাহপ্রসারণ ও কঙ্কালযুক্ত পেশীর ম্যন্দু কম্পন রয়েছে।

**গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহার:** গর্ভাপতের আশংকার জন্য এটা গৰ্ভাবস্থায় ১ম কিংবা ২য় অয়মাসিকীতে ব্যবহার করা যাবে না।

**সুরবরাহ:** সালটোলিন® রেস্পিরেটর সলিউশন : ২০ মি.লি.।

T

## টেজিড®

## Tazid®

**উপাদান :** সেফটাজিডিম ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. এবং ১ গ্রাম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা:** টেজিড® এর বিস্তৃত বর্ণনার ব্যাকটেরিয়ানাশক কার্যকারিতার কারণে সংবেদনশীল জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রথম পদ্ধতের ওযুধ হিসাবে এককভাবে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত ইনফেকশনে অন্যান্য এন্টিবায়োটিক (এ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড এবং অনেক সেফালোস্পেসরিন) কার্যকর নয় সে ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর। একক সংক্রমণ, মিশ্র তৈত্র সংক্রমণ, শ্বাসনালীর সংক্রমণ, কান, নাক এবং গলার সংক্রমণ, চর্ম ও নরমকলার সংক্রমণ, খাদ্যনালীর সংক্রমণ, অস্থি এবং অস্থি সংধির সংক্রমণে টেজিড (সেফটাজিডিম) বিশেষ কার্যকর।

**ব্যবহারাবিধি** এবং মাত্রা : সেফটাজিডিম সাধারণত শিরাপথে অথবা মাংসপথে ব্যবহৃত হয়। সংক্রমণের তীব্রতার মাত্রা, সংক্রমণের ধরণ, রোগীর বয়স এবং কিন্তুর কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে সেফটাজিডিমের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

**পাণ্ঠ ব্যবহৃত:**

বেশীর ভাগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি দিন ১ থেকে ৬ গ্রাম ২ থেকে ৩টি সমবিভক্ত মাত্রায় (আইএম অথবা আইভি)।

**মূত্রনালীর সংক্রমণ:** ৫০০ মি.গ্রা. থেকে ১ গ্রাম দিনে ১২ ঘন্টা পরপর। তৈব সংক্রমণের ক্ষেত্রে ২ গ্রাম করে দিনে ২ থেকে ৩ বার। প্রোস্টেটিক সার্জারীর ক্ষেত্রে প্রতিরোধক হিসাবে ১ গ্রাম, চেতনানাশক প্রয়োগের সময় ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় একটি মাত্রা ক্যাথে

টার পরিহারের সময় ব্যবহার করা হয়।

**সিসটিক ফাইব্রোসিস:** পাণ্ঠ ব্যক্ত ফাইব্রোসিসটিক রোগীদের (যাদের বৃক্কের কার্যকারিতা শ্বাভাবিক) ক্ষেত্রে ফুসফুসের সিউডোমোনাল সংক্রমণে ১০০-১৫০ মি.গ্রা./কেজি/দিন তিনটি সমবিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে।

**নবজাতক এবং শিশু:**

দুই মাসের উপরের শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০-১০০ মি.গ্রা./কেজি/দিন ২-৩টি বিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে। ফাইব্রোসিসটিক এবং মেনিজাইটিস সংক্রমিত শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা ১৫০ মি.গ্রা. /কেজি/দিন (সর্বোচ্চ ৬ গ্রাম)।

**নবজাতক এবং ২ মাসের কম বয়সের শিশু:**

২৫ থেকে ৬০ মি.গ্রা./কেজি/দিনে ২টি বিভক্ত মাত্রায় কার্যকর।

**বৃক্কের অস্থিবিধায় মাত্রা:**

সেফটাজিডিম বৃক্কের গোমেরিউলার ফিল্ট্রেশন এর মাধ্যমেই মূলত নিঃস্ত হয়। সুতৰাং বৃক্কের কার্যকারিতা জনিত অস্থিবিধায় রোগীদের ক্ষেত্রে সেফটাজিডিমের মাত্রা কমিয়ে নিতে হয় ধীর নিঃসরনের কারণে। গোমেরিউলার ফিল্ট্রেশন এর মাত্রা ৫০ মি.লি./মি.হলে এ মাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয় না।

**পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে মাত্রা:**

সেফটাজিডিম পেরিটোনিয়াল চলমান অস্থায়ী পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে ব্যবহার করা যায়। শিরাপথে ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতি ২ লিটার ফ্লাইড এ ১২৫ মি.গ্রা. থেকে ২৫০ মি.গ্রা. পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ক্লিনিক্যাল ট্র্যায়ালে দেখা গেছে সেফটাজিডিম একটি সহনীয় ওযুধ। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় না। শিরাপথে ব্যবহার করলে ফ্রেবাইটিস বা এ্যোফ্রেবাইটিস হতে পারে। এছাড়া মাংসপথে ব্যবহার করলে ব্যথা হতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ডায়ারিয়া, বমিবর্মি ভাব, বমি, তলপেটে ব্যথা এবং কদাচিত মুখ গহ্বরে প্রাশ। এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আর্টিকেরিয়া, জ্বর, ত্বকে ফুসফুড়ি ইত্যাদি। জনন মূত্র সংক্রান্ত অস্থিবিধার ক্ষেত্রে ক্যানডিডিয়েসিস এবং জাইগিটিস উলেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অস্থিবিধার ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, মাথা বিমবিম এবং মুখে খারাপ স্বাদ।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ক্যাটাগরি বি।

যদিও গৰ্ভস্থ শিশুর উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া কোন প্রমাণ

এখনও পাওয়া যায় নাই, তদুপরি গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের নিরাপত্তা এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

**সরবরাহ :** টেজিড® (সেফটাজিডিম) ২৫০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বার্সে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ২৫০ মি.গ্রা. (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড®(সেফটাজিডিম) ৫০০ মি.গ্রা. আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বারে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ৫ মি.লি. ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড® (সেফটাজিডিম) ১ থার্ম আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বারে আছে সেফটাজিডিম ইউএসপি ১ থার্ম (সেফটাজিডিম পেনটাহাইড্রেট হিসাবে) এর একটি ভায়াল এবং এর সাথে রয়েছে ১০ মি.লি.

ওয়াটার ফর ইঞ্জেকশন বিপি এর একটি এ্যাম্পুল।

টেজিড®(সেফটাজিডিম) একটি ব্যাকটেরিয়ানাশক সেফালোস্পোরিন এন্টিবায়োটিক, যা বিস্তৃত বর্ণলীর গ্রাম-পজেটিভ এবং গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর থাকে। প্রায় সব বিটা লেকটামেজ এই এন্টিবায়োটিক-এর বিরুদ্ধে অকার্যকর। টেজিড® একক ইনফেকশন এবং মিশ্র ইনফেকশন যা দুই বা ততোধিক জীবাণুর দ্বারা সংগঠিত তার বিরুদ্ধে কার্যকর।

## চিসোড®

## Tesod®

**উপাদান :** টেগাসেরোড ৬ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোমজনিত কোষ্টকাঠিন্য এবং পেটের ব্যথা বা অস্বস্তিতে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ৬ মি.গ্রা. প্রতি দিন ২ বার, আহার শুরুর ৩০ মিনিট আগে এক গ্লাস পানিসহ খেতে হবে। একটানা সর্বোচ্চ তিকিংসাকাল ১২ সপ্তাহ।

**সতর্কতা ও মেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করায়াবেনা :** সাধারণ সতর্কতা : ব্যবহারের ফলে ডায়ারিয়ার প্রবণতা বাঢ়তে পারে। গর্ভবত্তা : গর্ভবহুয়া ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

স্তন্যদানকারী মা : ব্যবহার অনুমোদিত নয়। শিশু :

শিশুদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পেট ব্যথা, ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, পেট ফাঁপা, মাথা ব্যথা, কাষ্টি ভাব, শরীরের পেছন ভাগে ব্যথা ইত্যাদি।

**সরবরাহ :** চিসোড® ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি।

## ট্যাজোসিল™

## Tazocil™

**উপাদান:** ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন: প্রতিটি ভায়ালে আছে জীবাণুমুক্ত লায়োফিলাইজড পাইপেরাসিলিন এবং ট্যাজোব্যাকটাম ফর ইঞ্জেকশন ইউএসপি যা পাইপেরাসিলিন ৪.০ থার্ম (পাইপেরাসিলিন সোডিয়াম হিসেবে) এবং ট্যাজোব্যাকটাম ০.৫ থার্ম (ট্যাজোব্যাকটাম সোডিয়াম হিসেবে) এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন নিম্নোক্ত সিস্টেমিক এবং/অথবা লোকাল ব্যাস্টেরিয়াজিনিত সংক্রমণের চিকিৎসায় নির্দেশিত:

১. নসোকমিয়াল নিউমোনিয়া (মাঝারি থেকে তীব্র)
২. কমিউনিটি অ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া (মাঝারি)
৩. সেন্সুলাইটিস, ত্বকের ফেঁড়া, ইক্সেমিক/ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের সংক্রমণ সহ সাধারণ এবং জিল চর্ম ও চর্মকালার সংক্রমণ
৪. প্রসব পরবর্তী এভোমেট্রাইটিস বা শ্রীণী প্রদাহী সংক্রমণ
৫. অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং পেরিটোনাইটিস

ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন ব্যাস্টেরিয়াল সংক্রমণমুক্ত জ্বরসহ নিউট্রোপেনিক রোগীর (বয়স্ক, কিশোর ও শিশু) ব্যবহাগনায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন ধীরে গতিতে ইন্ট্রাভেনাস ইনফিউশন হিসেবে (৩০ মিনিটের মেশী সময় ধরে) দেওয়া যেতে পারে।

বয়স্ক ও ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন প্রতি ৮ ঘণ্টা অন্তর। দৈনিক সর্বমোট মাত্রা সংক্রমণের তীব্রতা এবং অবস্থামের উপর নির্ভরশীল এবং ইহা ২.২৫ থেকে ৮.৫০ থ্রি. পর্যন্ত- দৈনিক ৬ থেকে ৮ ঘন্টা অন্তর দেওয়া যেতে পারে।

নিউট্রোপেনিক রোগীদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড সহ ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন দৈনিক ৬ ঘন্টা অন্তর।

**ব্যাক্স ও শিশু (৪০ কেজির বেশী) যাদের বৃক্ষীয় সমস্যা বিদ্যমান:**

হেমোডায়ালাইসিস রোগীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দৈনিক মাত্রা হল ৯ গ্রাম। এয়াড্ডাও যেহেতু হেমোডায়ালাইসিসের কারণে ৩০-৫০% পাইপেরাসিলিন ৪ ঘন্টায় নিঃস্তত হয়ে যায়, সেহেতু প্রতি ডায়ালাইসিসের পর অতিরিক্ত ২.২৫ গ্রাম মাত্রা প্রদান করতে হবে।

৪০ কেজির কম ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে মাত্রা ৯০ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের সাথে, সর্বোচ্চ ৪.৫ গ্রা. মাত্রায় দিতে হবে।

**২-১২ বছরের শিশু (বা ৪০ কেজির কম ওজন) যাদের বৃক্ষীয় সমস্যা বিদ্যমান:**

৫০ কেজির কম ওজনের হেমোডায়ালাইসিস শিশুদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে ৪.৫ মি.গ্রা./কেজি প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধের বিষক্রিয়া মনিটর করতে হবে। তদানুযায়ী মাত্রা ও সময় ব্যবধান নির্ধারণ করতে হবে।

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে

অপ্রাপ্ত তথ্যের কারণে পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাস্টাম ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হেপাটিক ক্রিটির ক্ষেত্রে

মাত্রা সংশ্লেষনের প্রয়োজন নেই।

চিকিৎসার সময়কাল

সংক্রমণের তীব্রতা এবং ক্লিনিক্যাল ও ব্যাস্ট্রোগেনেজিকাল অগ্রগতির উপর চিকিৎসার সময়কাল নির্ভরশীল। তীব্র সংক্রমণে রোগের উপসর্গ বা জ্বর পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাস্টাম এর চিকিৎসা ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত চলা উচিত।

**ব্যবহারবিধি**

কার্টুনের গায়ে দেখুন।

**প্রতিনির্দেশনা:** যারা পাইপেরাসিলিন বা অন্য কোন বিটা-ল্যাকটাম এন্টিবায়োটিক অথবা ট্যাজোব্যাকটাম বা অন্য কোন বিটা-ল্যাকটামেজ ইনহারিটর এর প্রতি সংবেদনশীল।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** পরিকারভাবে নির্দেশিত হলেই কেবল পাইপেরাসিলিন/ট্যাজোব্যাস্টাম গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত।

পাইপেরাসিলিন অঞ্চ মাত্রায় মাত্রাদুপ্রের সাথে নিঃস্তত হয়। মাত্রাদুপ্রের ট্যাজোব্যাস্টাম এর মাত্রা জানা যায়নি। পরিকারভাবে নির্দেশিত হলেই কেবল স্তন্যদানকালে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বমি, বমিভাব, বমি, ডায়ারিয়া (মাঝে মাঝে); স্টোমাটিক্স ডিসপেপসিয়া, কোষ্টকাঠ্যন, জার্ডিস, হাইপোটেনশন, মাথাব্যথা, অনিদ্রা এবং ইঞ্জেকশনসাইট বিক্রিয়া (কদাচিত); পেটে ব্যথা, হেপাটাইটিস, এডিমা, ফ্যাটিগ এবং এসিনোফিলিয়া (খুবই কদাচিত); হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপোক্রালাসিমিয়া, প্যানসাইটোপেনিয়া, স্টিলেনস জনসন সিঙ্গ্রোম এবং টার্বিক এপিডার্মাল নেঙ্গোলাইসিস।

**সরবরাহ:** ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশন: প্রতিটি কবিপ্যাকে আছে ট্যাজোসিল ৪.৫ আইভি ইনফিউশনের একটি ভায়াল; ১ ব্যাগ ১০০ মি.লি. নরমাল স্যালাইন (সোলো); ১টি ডিসপোজাবল সিরিজে (২০ মি.লি.); ১টি ইনফিউশন সেট; ১টি অ্যালকোহল প্রিপ, প্যাড এবং একটি ফাস্ট এইড ব্যান্ড।

**ট্রক্সিল™**

**Truxil™**

**উপাদান:** ট্রক্সিল™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে অ্যালমিট্রিন বিসমিসাইলেট আইএনএন ৩০ মি.গ্রা. এবং রবাসিন আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর ম্যায়ার ক্ষয় কমায় ও রোগীর দ্রুত শারীরিক উন্নতি হয়

ব্যবস্থিতিক মৃদু স্নায়বিক অস্থুত্তা

কম রক্ত সঞ্চালনের কারণে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা

কম রক্ত সঞ্চালনের কারণে অস্তর্কর্ণের অসুস্থতায় (কানে কম শোনা, মাথা ঘোরা, কানের ভিতর গুণগুণ শব্দ) সেবন মোগ্য

মাত্রা ও সেবনবিধি: প্রতিদিন ১টি অথবা ২টি ট্যাবলেট (কয়েক ঘটার ব্যবধানে) খেতে হবে।

**প্রতিনির্দেশনা:** এ্যালার্জি থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। যকৃতের অসুস্থতায়, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকলে অথবা নিউরোপ্যাথির অতীত ইতিহাস থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। কোন সন্দেহের উদ্দেক হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**অন্য প্রতিক্রিয়া:**

অন্য কোন অ্যালমিট্রিন ওষুধের সাথে সংমিশ্রণ করে

এটি ব্যবহার করা যাবে না। ওষুধটিতে ল্যাকটোজ উপস্থিতি থাকায় গ্যালাকটোসেমিয়া রোগে, ফ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ম্যালএবজরপশন সিনড্রোম ও ল্যাকটোজ ঘাটিতে ওষুধটি ব্যবহার করা যাবে না।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু লোকের মাঝে অনাকাঙ্খিত অথবা অস্বস্থিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

**যেমন-**

ওজন হ্রাস, দ্যায়বিক বেদনা, পা বা পায়ের নিম্নাংশের কার্যকারিতা হ্রাস, বমি, পাকস্থলীর জালাপোড়া এবং ভার অনুভূতি, পরিপাক তত্ত্বের অস্বাভাবিকতা, ডায়ারিয়া কোষ্ঠ্যকাণ্ঠিন্য অনিদ্রা, ঘৃণাপূর্ণ ভাব, অস্থিরতা, উদ্বেগ, মাথাধোরা বুক ধড়ফড় করা, ইত্যাদি।

**সরবরাহ:** ট্রিবাস্ট<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতি বার্ষে আছে 30 টি ট্যাবলেট স্লিপ্টার প্যাকে।

**টিবাস্ট<sup>TM</sup>**

**Tebast<sup>TM</sup>**

**উপাদান:** টিবাস্ট<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেজ ট্যাবলেট রয়েছে ইবাস্টিন বিপি ১০ মি.গ্রা.।

**টিবাস্ট<sup>TM</sup> সিরাপ:** প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে রয়েছে ইবাস্টিন বিপি ৫ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা**

নিম্নোলিখিত উপসর্গসমূহের নিরাময়ে ইহা নির্দেশিত:

- সিজনাল এবং পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস
- অ্রন্দিক ইডিওপেথিক আর্টিকেরিয়া
- এলার্জিজনিত ত্বকের সমস্যা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: ট্যাবলেট প্রাপ্তবয়ক্ষ (১২ বছরের উর্দ্ধে): দৈনিক ১০ মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেটে)

শিশু (৬-১২ বছর): দৈনিক ৫ মি.গ্রা. (১/২টি ট্যাবলেটে)

**সিরাপ:** শিশু (২-৫ বছর): ২.৫ মি.লি. দিনে একবার (পেরিনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিজ এর মত জটিল পরিস্থিতিতে ৫ মি.লি. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে)।

শিশু (৬-১২ বছর): ৫ মি.লি. দিনে একবার (পেরিনিয়াল এ্যালার্জিক রাইনাইটিজ এর মত জটিল পরিস্থিতিতে ১০ মি.লি. পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে)।

**ট্যাবলেট: প্রাপ্তবয়ক্ষ (১২ বছরের উর্দ্ধে):** দৈনিক ১০

মি.গ্রা. (১টি ট্যাবলেট)।

**শিশু (৬-১২ বছর):** দৈনিক ৫ মি.গ্রা. (১/২টি ট্যাবলেট)।

ইবাস্টিন খাওয়ার আগে বা পরে যে কোন সময় গ্রহণ করা যেতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মাথাব্যথা, মুখের শুক্ষতা, বিমুনিভাব। বিরল ক্ষেত্রে: পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা হতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** ওষুধটির কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীল হলে ইহা প্রতিনির্দেশিত।

**বিশেষ সর্তর্কা:** কিডনি ক্রিংবা লিভারের কার্যকারিতা কমে গেলে, QT বিরতির মাত্রা বেড়ে গেলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**বিশেষ জনগোষ্ঠী:** গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে: এক্ষেত্রে ওষুধটি নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শিশুদের ক্ষেত্রে: ১২ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধটি নিরাপদ কিনা তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ইবাস্টিন এর সাথে কিটোকোনজোল, ইট্রাকোনজোল, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন বা ইরাইথ্রোমাইসিন একই সময়ে ব্যবহার করলে ওষুধটির প্রাজ্ঞা ঘন্টা বেড়ে যেতে পারে।

**সরবরাহ:**

**টিবাস্ট<sup>TM</sup> ট্যাবলেট:** প্রতি বার্ষে আছে ৩০টি ট্যাবলেট।

**টিবাস্ট<sup>TM</sup> সিরাপ:** প্রতি বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সিরাপ।

**টেট্রাক্স<sup>®</sup>**

**TetraRx<sup>®</sup>**

**উপাদান :** টেট্রাসাইক্লিন ৫০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** ব্রণ (একনি ভালগারিস), রিকেটসিয়াজিনিত সংক্রমণ, লিফেগ্নান্যুলোমা তিনিরিয়াম, নন-গনোকক্সাল ইউরেপ্রেইটিস, ক্ল্যামাইডিয়াল সংক্রমণ, নিউমেনিয়াল, পেলভিক প্রদাহ, কলেরা, পুনঃ সংক্রমিত জ্বর, লাইম রোগ, প্রোস্টাটাইটিস, ব্রেকাইটিস, মেসব রোগীর পেনিসিলিনে অভিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সিফিলিসের বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে এবং এ্যানেরোবিক সংক্রমণে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ১-২ গ্রা. প্রতিদিন ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়। ৮ বছরের উর্দ্ধে:

২৫-৫০ মি.গ্রা./কেজি, প্রতিদিন ২-৪ টি বিভক্ত মাত্রায়।

সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : অতি সংবেদনশীলতা, সিস্টেমিক লক্ষণগুলি ইরাইথেমেটোসাস আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিত। মুদ্রের মারাত্মক অপর্যাপ্ততা এবং যকৃতের কার্যকারিতায় সমস্যা থাকলে উচ্চমাত্রা পরিহার করতে হবে। ইরাইথ্রোমাইসিন, কোরামফেনিকল ইত্যাদির সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া :** হাড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে। দাঁতের বৃদ্ধির সময় (গর্ভকালের শেষার্ধে, নবজাতক অথবা শৈশবে) ব্যবহারে দাঁতের চিরস্থায়ী বর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে। মুখে গ্রাহণ করার পর এপিগ্যাস্ট্রিক সমস্যা এবং বমি ভাব দেখা দিতে পারে। রেচন অকার্যকারিতায় টেট্রাসাইলিন এ্যাজোটেমিয়া বৃদ্ধি করে। ক্যান্ডিডা সংক্রমণ এবং ইসোফেগাল ক্ষত হতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভধারণ কাল, স্তন্যদানকালীন সময়ে সেবন করা যাবে না। ৮ বছরের কম বয়সী (কারও কারও মতে ১২ বছর) শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**সরবরাহ :**

টেট্রাস® ৫০০ ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

**থাইরিন™**

**Thyriin™**

**উপাদান:** থাইরিন™ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভোথাইরঞ্জিন সোডিয়াম বিপি ৫০ মাইক্রোগ্রাম।

**থাইরিন™ ২৫ ট্যাবলেট:** প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে লিভোথাইরঞ্জিন সোডিয়াম বিপি ২৫ মাইক্রোগ্রাম।

**নির্দেশনা:** হাইপোথাইরয়েডিজিম: সাবএ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিসে অস্থায়ী হাইপোথাইরয়েডিজিম বাতীত অন্যান্য কন্জেন্টিল অথবা এ্যাকোয়ার্ট হাইপোথাইরয়েডিজিমে রিপ্লিসমেন্ট বা সাপ্লাইমেন্ট থেরাপী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**নির্দিষ্ট নির্দেশনাসমূহ:** প্রাইমারী (থাইরয়েডজনিত), সেকেন্ডারী (পিটুইটারী জনিত) এবং টারাসিয়ারী (হাইপোথায়লামিক) জনিত হাইপোথাইরয়েডিজিম এবং সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজিম।

**পিটুইটারী টিএসএইচ সাপ্রেশন:** বিভিন্ন ধরণের ইউথাইরয়েড গলগন্ডের চিকিৎসা এবং প্রতিষেধক হিসেবে, সাবএ্যাকিউট বা ত্রিপিক লিফ্ফোসাইটিক থাইরয়েডাইটিস (হাসিমোটোস থাইরয়েডাইটিস), মাল্টিমোডিউলার গলগন্ড এবং থাইরয়েড ক্যাস্পারে সার্জারী ও রেডিও আয়োডিন থেরাপির সাথে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: থাইরিন™ ট্যাবলেট প্রতিদিন একই সময়ে খালি পেটে খাওয়া হোয়। খাবারের পর পরই খেলে লিভোথাইরঞ্জিনের শোষণ কর্ম হতে পারে। রোগীর অবস্থা এবং নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষার পরিমাপ অনুযায়ী থাইরিন™ এর মাত্রা নির্দেশিত হয়।**

**প্রাণী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে:** প্রারম্ভিক মাত্রা: ২৫-৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন। ৬-৮ সপ্তাহের ব্যবধানে ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা বাড়াতে হবে। প্রাইমারী হাইপোথাইরয়েডিজিমের রোগী ইউথাইরয়েড অবস্থায় আসা পর্যন্ত এবং রক্তে টিএসএইচ এর পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পর পর দৈনিক ২৫ মাইক্রোগ্রাম হারে মাত্রা বাড়াতে হবে।

**মারাত্মক হাইপোথাইরয়েডিজিমের রোগীর ক্ষেত্রে:** প্রারম্ভিক মাত্রা ১২.৫-২৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতিদিন। রক্তে টিএসএইচ এর পরিমাণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পর পর দৈনিক ২৫ মাইক্রোগ্রাম হারে মাত্রা বাড়াতে হবে।

**সেকেন্ডারী (পিটুইটারী) অথবা টারাসিয়ারী (হাইপোথায়লামিক) হাইপোথাইরয়েডিজিমের রোগীর ক্ষেত্রে:** রোগী ইউথাইরয়েড অবস্থায় আসা পর্যন্ত এবং রক্তে ফি T4 এর পরিমাণ পূর্বের স্বাভাবিক সীমায় আসা পর্যন্ত লিভোথাইরঞ্জিন সোডিয়ামের মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

৫০ বছরের অধিক বয়স্ক রোগী অথবা হাদরোগীর ক্ষেত্রে: প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ২৫ থেকে ৫০ মাইক্রোগ্রাম, যা ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর প্রয়োজন অনুসারে বাড়াতে হয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে**

**নবজাতক:** অনুমোদিত প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ১০-১৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি হিসেবে। কার্ডিয়াক ফেইলরের ঝুঁকি আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে কম মাত্রায় ওষুধ শুরু করতে হবে। চিকিৎসা এবং ল্যাবরেটরী পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী পরিবর্তীতে ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে মাত্রা বাড়াতে হবে। রক্তে T4 এর ঘনত্ব খুব কম

(১৫ মাইক্রোগ্রাম/ডেসিলিটার) বা নিরূপনের অযোগ্য হলে লিভেথাইরেক্সিনের প্রারম্ভিক মাত্রা হবে দৈনিক ৫০ মাইক্রোগ্রাম।

সাধারণভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে: দীর্ঘস্থায়ী বা মারাত্মক হাইপোথাইরয়েডিজমের শিশুদের জন্য প্রারম্ভিক মাত্রা দৈনিক ২৫ মাইক্রোগ্রাম। প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত প্রতি ২-৪ সপ্তাহ পরপর ২৫ মাইক্রোগ্রাম হারে বাড়াতে হবে।

বড় শিশুদের হাইপারএক্যাটিভিটির উপসর্গ কমানোর জন্য স্বাভাবিক মাত্রার এক চতুর্থাংশ হিসেবে শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে স্বাভাবিক পূর্ণ মাত্রায় আসা পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে স্বাভাবিক মাত্রার এক চতুর্থাংশ হিসেবে মাত্রা বাড়াতে হবে।

**প্রতি কেজি ওজন হিসেবে দৈনিক মাত্রা**

০-৩ মাস : দৈনিক ১০-১৫ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৩-৬ মাস : দৈনিক ৮-১০ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৬-১২ মাস : দৈনিক ৬-৮ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

১-৫ বছর : দৈনিক ৫-৬ মাইক্রোগ্রাম/কেজি

৬-১২ বছর : দৈনিক ৪-৫ মাইক্রোগ্রাম/কেজি >১২ বছর কিন্তু অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি ও বয়সসংক্ষিরণ দৈনিক ২-৩

মাইক্রোগ্রাম/কেজি পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বয়সসংক্ষিরণ দৈনিক

১.৭ মাইক্রোগ্রাম/কেজি রোগীর শারীরিক অবস্থা ও ল্যাবরেটোরী পরীক্ষার পরিমাপ অনুযায়ী মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

**প্রতি নির্দেশনা:** সাবক্লিনিক্যাল বা ওভার্ট থাইরোটিঞ্জিকোসিসের চিকিৎসা করা না হলে এবং মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার**

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: ক্যাটগরি এ। গর্ভাবস্থায় শরীরের লিভেথাইরেক্সিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: মাতৃদুষ্ফোট খুব সামান্য পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন নিঃশেষিত হয় যা শিশুর ওপর তেমন কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তথাপি স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

**অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া**

ট্রাই/ট্রিসাইক্লিক এ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং লিভেথাইরিঞ্জিনের একত্রে ব্যবহারে উভয় ওষুধের কার্যকারিতা এবং বিষক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে।

ক্যাটেকোলামাইনের প্রতি রিসেপ্টর সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এর সংশ্লাভ কারণ। এর ফলে কার্ডিয়াক

এ্যারিদিমিয়া এবং সিএনএস স্টিম্লেশনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। লিভেথাইরেক্সিন পাচে এমন রোগীর অ্যান্টিডায়াবেটিক বা ইনসুলিনের চাহিদাও বেশী থাকে। এজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

হাইপারথাইরয়েডিজম অথবা হাইপোথাইরয়েড রোগী ইউথাইরয়েডের অবস্থায় আসার ফলে রক্তে ডিজিটালিস গ্লাইকোসাইডের প্রভাব ক্ষুম হয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া**

**অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারজনিত হাইপারথাইরয়েডিজমই** মূলতঃ লিভেথাইরেক্সিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গসমূহ দেখা দেয়।

**সাধারণ উপসর্গ:** ক্লাস্টি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, ওজনত্রাস, তাপ অসহায়ীতা, জ্বর, অতিরিক্ত ঘাম।

**স্নায়ু সম্বন্ধীয়:** মাথা ব্যথা, হাইপার এ্যকটিভিটি, স্নায়ু দোর্বল্য, দুশ্চিন্তা, অসহায়ীতা, অতিরিক্ত আবেগ, নিদাহীনতা।

**পেশী ও কঙ্কালতত্ত্ব:** কাঁপুনী, পেশীর দুর্বলতা।

**রক্ত সংবহনতত্ত্ব:** বুক ধরকর করা, ট্যাকিকার্ডিয়া, এ্যারিদিমিয়া, নাড়ির স্পন্দন এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি।

**শ্বাসনতত্ত্ব:** শ্বাসকষ্ট।

**পরিপাকতত্ত্ব:** পাতলা পায়খানা, বমি, পেটব্যথা।

**ত্বক:** চুলপত্তা, ত্বক লালচে হওয়া।

**মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার**

মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে হাইপারথাইরয়েডিজমের লক্ষণসমূহ দেখা দেয়। যেমন- দ্বিধাগ্রস্থতা, ডিসওরিয়েটেশন। এছাড়া সেরেব্রাল এমবোলিজম, শুক, কোমা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র এজাতীয় উপসর্গ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

**চিকিৎসা:** মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের লক্ষণসমূহ দ্রু হওয়া পর্যন্ত তাংক্রনিকভাবে লিভেথাইরেক্সিনের ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে অথবা মাত্রা কমিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ:**

**থাইরিন<sup>TM</sup> ট্যাবলেট :** প্রতি বার্জে আছে ৯০ টি ট্যাবলেট।

**থাইরিন<sup>TM</sup> ২৫ ট্যাবলেট :** প্রতি বার্জে আছে ৬০ টি ট্যাবলেট।

## টিকামেট™ কোজিক্যাপ Ticamet™ Cozycap

**উপাদান :** প্রতিটি ক্যাপসুলে সালমেটেরল জিনাফয়েট বিপি হিসেবে ৫০ মাইক্রোগ্রাম সালমেটেরল এবং ১০০ মাইক্রোগ্রাম ফুটিকাসন প্রোপিওনেট বিপি আছে। প্রতিটি ক্যাপসুলে সালমেটেরল জিনাফয়েট বিপি হিসেবে ৫০ মাইক্রোগ্রাম সালমেটেরল এবং ২৫০ মাইক্রোগ্রাম ফুটিকাসন প্রোপিওনেট বিপি আছে।

**নির্দেশনা :** ১০০ এবং ২৫০ কোজিক্যাপ ইনহেলেশন ১২ বৎসর বা তার বেশী বয়স্কদের দীর্ঘমেয়াদী হাঁপানী চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে। এটা মারাত্মক ব্রাঞ্ছেস্পাজের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাবে না।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১ টি ড্রাই পাউডার ক্যাপসুল দিনে ২ বার ১২ ঘণ্টা অন্তর ইনহেলেশনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

**পর্যাপ্তিরিয়া :** শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ফেরিনজাইটিস, সাইনুসাইটিস, স্বর পরিবর্তন, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, এবংকাইটিস, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গৰ্ভাবস্থায় ঝুঁকি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :** টিকামেট® ১০০: প্রতিটি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ। টিকামেট® ২৫০: প্রতিটি প্যাকে আছে ৩০টি কোজিক্যাপ।

## টিকামেট® ইনহেলার Ticamet® Inhaler

**উপাদান :** সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফুটিকাসন প্রোপিওনেট ৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ। সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফুটিকাসন প্রোপিওনেট ১২৫ মাইক্রোগ্রাম/পাফ। সালমেটেরল ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ফুটিকাসন প্রোপিওনেট ২৫০ মাইক্রোগ্রাম/পাফ।

**নির্দেশনা :** হাঁপানীর ক্ষেত্রে মিয়ামিত চিকিৎসায় মিশ্রণ উপাদান হিসাবে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৪ বছর ও তদুর্দু প্রাণ্বয়কদের ক্ষেত্রে টিকামেট® ৫০, ২ পাফ দিনে ২ বার। ১২ বছর ও তদুর্দু প্রাণ্বয়কদের ক্ষেত্রে টিকামেট® ইনহেলার

১২৫ অথবা টিকামেট® ইনহেলার ২৫০, ২ পাফ দিনে ২ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে কোন উপাদানে অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশ রয়েছে। তীব্র হাঁপানীর লকের ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে দ্রুত ও স্বল্পমেয়াদী ব্রক্ষেডাইলেট প্রয়োজন পড়ে।

**পর্যাপ্তিরিয়া :** ফুটিকাসন কিছুক্ষেত্রে স্বর ভাঙ্গা, গলায় ছত্রাক সংক্রমণ তৈরী করতে পারে। মাত্তুল্পে নিস্পরণের বিষয়ে এখনও কোন উপাস্ত নেই।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** ওষুধ ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুবিধা সম্ভাব্য আশংকা হতে অধিকতর বিবেচিত হলে গৰ্ভকালে ব্যবহার করা যেতে পারে।

### সরবরাহ :

টিকামেট® ইনহেলার ৫০ : ১২০ পাফস। টিকামেট® ইনহেলার ১২৫ : ১২০ পাফস। টিকামেট® ইনহেলার ২৫০ : ১২০ পাফস।

## টিকাস®

## Ticas®

**উপাদান :** ফুটিকাসন প্রোপিওনেট ০.০৫% ক্রীম ও ০.০০৫% অরেন্টমেট।

**নির্দেশনা :** কর্টিকোস্টেরয়েড সংবেদনশীল একজিমা/ডার্মাটাইটিস-এর প্রদাহ নিরাময়ে এবং এর দ্বারা স্ট্রেচুলকানি উপশ্রেণ্যে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** আক্রান্ত স্থানে দিনে একবার ক্রান্তীমের অথবা দুইবার অয়েন্টমেন্টের পাতলা প্রলেপ দিতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** রোজসিয়া, এক্সি ভালপারিস, পেরি-ওরাল ডার্মাটাইটিস, প্রাথমিক কিউটেনিয়াস ভাইরাল ইনফেকশনস (যেমন - হার্পিস সিমপ্লেক্স, চিকেন পেস্কেল), এর কোন একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, পেরিএ্যানাল এবং জেনিটাল প্রারিটাস ইত্যাদিতে অনুপযোগী। ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক স্ট্রেচুলকেকশনজনিত প্রাথমিক ক্ষত এবং এক বছরের কম বয়সের শিশুদের ডার্মাটাইটিসের ক্ষেত্রে (ডার্মাটাইটিস, ন্যাপকিন ইরাপসন সহ) ব্যবহার নির্দেশিত নয়।

**পর্যাপ্তিরিয়া :** স্থানীয় প্রদাহ এবং চুলকানি পরিলক্ষিত হয়। অতিসংবেদনশীলতা তুকের কোরীয় পরিবর্তন, যেমন, তুক পাতলা হয়ে যাওয়া, স্ট্রিয়া, তুকীয়

রক্তনালীগুলির বড় হয়ে যাওয়া, হাইপারট্রিকোসিস এবং হাইপারপিগমেন্টেশন ঘটাতে পারে।

তুকীয় খাঁজে পুনঃইনফেকশন ঘটাতে পারে। হাইপারকর্টিসিজম দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অঙ্গের ক্ষতি থেকে মায়ের উপকৃত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকলেই কেবলমাত্র গর্ভাবস্থায় ব্যবহার চিন্তা করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় মা এবং বাচ্চার ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে উপকারী দিকগুলির তুলনা করতে হবে।

**সরবরাহ :**

টিকাস® ক্রীম : ১০ গ্রাম। টিকাস® অয়েন্টমেন্ট : ১০ গ্রাম।

**টিমোটর®**

**Timotor®**

**উপাদান :** ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট ১০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (আই বি এস)। অপারেশন পরবর্তী প্যারালাইটিক আইলিয়াচ।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** প্রাণ্ত বয়কদের জন্য ১-২টা ট্যাবলেট (১০০-২০০ মি.গ্রা.) দিনে ৩ বার (খাবারের পূর্বে) খেতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ট্রাইমেবিউটিন সাধারণত সুস্থলীয়। খুব কম ক্ষেত্রে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হল- শুক্র মুখ, বিশুদ্ধ, ডায়ারিয়া, বদহজম, পেট ব্যাথা, বমিবর্মি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বিমুচী, মাথাব্যথা ইত্যাদি।

**প্রতিনির্দেশনা :** ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট এর প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যাবে না।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায় ট্রাইমেবিউটিন এর ব্যবহার নিরাপদ কিনা তা এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। যদিও প্রাণীদের উপর পরীক্ষায় গর্ভাবস্থায় ভ্রজের ঝুঁকির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যদিও মায়ের দুধে ট্রাইমেবিউটিন এর নিঃশরণের কোন তথ্য নেই, স্তন্যদানকারী মায়েদের এটি অন্যান্য ওষুধের মত কেবল সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন হলেই ব্যবহার

করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ফ্লিনিক্যাল পরীক্ষায় অন্য ওষুধের সাথে ট্রাইমেবিউটিন ম্যালিয়েট এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

**সরবরাহ :**

টিমোটর® ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

## টোজেন্ট® ক্রীম Togent® Cream

**উপাদান :** প্রতি গ্রাম টোজেন্ট ক্রীমে আছে ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং জিক এসিটেট ইটেএসপি ১ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা :** টোজেন্ট ক্রীম সাময়িকভাবে ব্যথা এবং চুলকানি দূর করা সহ পোকার কামড়, অল্প পোড়া, সূর্যের আলোতে পোড়া, অল্প কাটা, আঁচড়, র্যাশ (যা আইভি, ওক, সুমাক এর বিষ ক্রিয়ায় হয়ে থাকে) ইত্যাদিতেও নির্দেশিত।

**মাত্রা ও প্রয়োগসন্ধি :** পূর্ণ বয়স্ক এবং দুই বছরের অধিক : আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ থেকে ৪ বার ব্যবহার করুন। ক্রীম ব্যবহারের আগে তুক পরিকার, ঠান্ডা ও শুক্র করে নিতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে গরম পানি দিয়ে গোলস করা যাবে না। মন্দুভাবে ব্যবহার করুণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রীম অদৃশ্য হয়। সমগ্র ত্বকের উপরিভাগে যেমন হাত ও পায়ের আঙুলের ভাজে নথের নিচে এবং হাত ও পায়ের তালুতে তালভাবে ব্যবহার করুন।

**দুই বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে :** চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মুখমৰ্ডল, ঘাড়, কান, মাথায় ব্যবহার করুন। চোখ, মুখ এবং নিকটবর্তী এলাকায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ব্যবহারের আট (৮) ঘণ্টা পর ধূয়ে ফেলুন। কোথাও ৮ ঘণ্টার আগে ধূয়ে বা মুছে গেলে পুনরায় ব্যবহার করুন।

**প্রতিনির্দেশনা :** এর কোন উপদান এর প্রতি এলাজি থাকলে প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কিছু ক্ষেত্রে কন্টাষ্ট ডার্মাটাইটিসে সাথে মন্দু ইরাইডেমাটাস তেসিকুলার লেশন এবং প্যাপিউল দেখা যেতে পারে।

**গর্ভাবস্থান ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরী।

**ক্ষতিকর টেরাটোজেনিক প্রতিক্রিয়া নাও দেখা যেতে পারে।** যদিও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা

অবলম্বন করা উচিত কিন্তু ত্বকীয় ব্যবহারের ফলে  
দুঃখে নিঃসরণের পরিমান সামান্য।

**সরবরাহ:** টেজেট° ক্রীম : ১০ গ্রাম।

## টপিকট°

## Topicort®

**উপাদান :** হাইড্রাকর্টিসন এসিটেট ১% ক্রীম।

**নির্দেশনা :** ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস, এলার্জিক  
ডার্মাটাইটিস, এক্জিমা, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস,  
লাইকেন সিম্প্লেক্স এবং প্রুরিটাস অ্যানি, ফেঁসুরাল  
সোরিয়াসিস, ত্বকের জ্বালাপোড়া, চুলকানি এবং লাল  
হয়ে যাওয়া। পোকামাকড়ের কামড়ে, মৃদু পোড়া বা  
সান্দর্ভ-এ ব্যবহার হয়ে থাকে।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :** আক্রান্তহানে দিনে দুই বা  
তিনবার ব্যবহার করা উচিত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছ্বাকজনিত সংক্রমণসমূহ,  
ত্বকের আলসারাসমূহ এবং ওষুধটির প্রতি  
অতিসংবেদনশীলতা। শিশুদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের  
ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** অতিসংবেদনশীলতা।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায়  
অতিমাত্রায় ব্যবহার পরিহার করা উচিত। ত্বকীয়  
ব্যবহারের কারণে মাত্রাদুর্প্রে নিঃসরণের সম্ভাবনা খুবই  
কম।

**সরবরাহ :**

টপিকট° ক্রীম : ১০ গ্রাম।

## টোরাক্স°

## Torax®

**উপাদান :** কিটোরোলাক ট্রোমেথামিন ১০ মি.গ্রা.

ট্যাবলেট, ১০ মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন, ৩০  
মি.গ্রা./মি.লি. ইঞ্জেকশন এবং ৬০ মি.গ্রা./২ মি.লি.  
ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা :** অপারেশন উভয় মাঝারি ও তীব্র ব্যথায়  
স্কল্পেয়াদী ব্যবহার পনায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ইঞ্জেকশন পেশী অথবা  
এককালীন শিরায় ব্যবহার করা হয়। প্রাণপেষ্যক  
রোগীর ক্ষেত্রে: প্রাথমিক মাত্রা ৬০ মি.গ্রা., একবার  
অতঃপর ৩০ মি.গ্রা. প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর প্রয়োজন।

অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়। সর্বোচ্চ মাত্রা : ১২০  
মি.গ্রা.। ট্যাবলেট : ১ টি ট্যাবলেট ৬ ঘন্টা অন্তর।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
কিটোরোলাক কিংবা অন্যান্য এনএসএআইডি ওষুধে  
অতি সংবেদনশীল বা এলার্জি রয়েছে তাদের ব্যবহারে  
প্রতিনির্দেশ রয়েছে। পেপটিক আলসার, আন্তিক  
রক্তক্রিয়ণ, মাঝারি কিংবা তীব্র বৃক্কের

অকার্যকারিতা এ্যাজিমার আক্রমণের ইতিহাসের  
ক্ষেত্রেও প্রতিনির্দেশ রয়েছে।

**পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়া :** সাধারণ পর্যাপ্তি প্রতিক্রিয়াসমূহ হচ্ছে  
বমি বমি ভাব, বমি, আন্তিক রক্তক্রিয়ণ, পেপটিক  
আলসার, অগ্নাশয়ের প্রদাহ, দুশিষ্ঠা, তন্দ্রাচ্ছন্নতাব,  
মাথা বিম বিম ভাব, মাথা ব্যথা, হেলুসিনেশন,  
অতিরিক্ত পিপাসা, মনোযোগে অসমর্থতা, নিদাহীনতা,  
অসুস্থতাবোধ, ক্লিনিক্সে চুলকানি, আরাটিকেরিয়া,  
লিলস সিনড্রোম, স্টিভেন-জনসন সিনড্রোম,  
আলোর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, ব্রাডিকার্ডিয়া,  
উচ্চ রক্তচাপ, বুক ধরফরানি, বুকে ব্যথা, মহিলাদের  
বক্ষ্যাতৃ, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ফুসারুসে ইডিমা, জ্বর এবং  
ইঞ্জেকশনের জায়গায় ব্যথা।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্যান্য এনএসএআইডি  
কিংবা এসপিরিনের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।  
এন্টি-কোয়াগ্যুলেটের সাথে ব্যবহারে সতর্ক হতে  
হবে। কেমনো ইহা এন্টি-কোয়াগ্যুলেটের কাজ  
ত্বরিত করতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা,  
প্রস্বকাল এবং দুঃখদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে  
প্রতিনির্দেশ রয়েছে।

**সরবরাহ :**

টোরাক্স° ১০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি। টোরাক্স° ১০

ইঞ্জেকশন : ১ X ৫ টি। টোরাক্স° ৩০ ইঞ্জেকশন : ৫

X ১ টি। টোরাক্স° ৬০ ইঞ্জেকশন : ১ X ১ টি।

## টোরী°

## Tory®

**উপাদান:** ইটোরিকঞ্জিব ৬০, ৯০ এবং ১২০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অস্টিওআথ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস,  
অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী মাংসপেশীর ব্যাধি, তীব্র বাত,  
ডিসমেনোরিয়া এবং ডেন্টাল সার্জারী পরবর্তী ব্যথা ও  
প্রদাহ উপশমে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাণ্ত বয়স্ক এবং কৈশোর প্রাণ্ত: ১৬ বছরের উর্ধ্বে: ৬০-১২০ মি.গ্রা. দিনে ১ বার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : ইটোরিকল্যিব-এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা, সক্রিয় পেপটিক আলসার, পরিপাকতন্ত্রের রক্তক্ষরণ, ইনফ্লামেটর বাওয়েল ডিজিজ, তৌরে কনজেসিটিভ হার্ট ফেইলিওর এবং ১৬ বছর বয়সের নীচে শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। যে সব রোগীর ক্ষেত্রে এসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড বা অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহরণোদী ওষুধ ব্যবহারের ফলে হাঁপানী, তৌরে রাইনাইটিস, নাকের পলিপ, এনজিওনিউরোটিক ইডিমা, আর্টিকুলেশন পরিলক্ষিত হয়, সে সব রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মুখ শুকরে যাওয়া, স্বাদে গভঁগোল, মুখে ক্ষত, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, রুচি ও জনের পরিবর্তন, বুকে ব্যথা, অবসাদ, প্যারেছেসিয়া, ইনফ্লুেঞ্জার মত উপসর্গ এবং মাংসপেশীর ব্যথা।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** সুফলের মাত্রা জ্ঞানের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশী হলে গর্ভবস্থার প্রথম ও মাঝের তিন মাসে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ওষুধটি মাতৃদুধে নিঃস্তৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** মুখে খাওয়ার এন্টিক্যাগুলেন্টস, মুত্রবর্ধক, এ সি ই ইনহিবিটর, এসিটাইল স্যালিসাইলিক এসিড, সাইক্লোস্পেরিন, ট্যাক্রেলিমাস, লিথিয়াম, মেথোট্রিক্সেট, জন্যানিরোধক বড়ি, প্রেডনিসোলেন, ডিগ্রিন, ইথিনাইল ইস্ট্রাইওল, কিটোকোনাজোল, রিফামপিসিন এবং এন্টাসিড।

**সরবরাহ :**

টরী<sup>®</sup> ৬০ ট্যাবলেট : ৬ X ৫ টি। টরী<sup>®</sup> ৯০ ট্যাবলেট : ৬ X ৫ টি। টরী<sup>®</sup> ১২০ ট্যাবলেট : ৪ X ৫ টি।

**টস<sup>®</sup>**

**Tos<sup>®</sup>**

**উপাদান:** পায়োগিটাজোন ১৫ মি.গ্রা. ও পায়োগিটাজোন ৩০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা:** টাইপ ২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** পায়োগিটাজোন শুধুমাত্র ইনসুলিনের উপগ্রহিতিতেই এর গুকোজের অধিক্যরণোদী কার্যকারীতা প্রয়োগ করে। এজন্য টাইপ ১ ডায়াবেটিস কিংবা ডায়াবেটিক

কিটোএসিডোসিসের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** শ্বাসতন্ত্রের উর্ধ্বভাগের সংক্রমণ ও মাথাব্যথা। এ ছাড়াও সাইন্যুসাইটিস, মাংসপেশীর ব্যথা, ইডিমা, দাঁতের অস্বাভাবিকতা এবং ফ্যারিনজাইটিস দেখা যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ইথিনাইল এস্ট্রাইওল ও নরএথিনড্রোন যুক্ত জন্যানিরোধক।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন মাঝেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

টস<sup>®</sup> ১৫ ট্যাবলেট : ৫ X ৬ টি।

টস<sup>®</sup> ৩০ ট্যাবলেট : ৩০ টি।

**চসিরিন<sup>®</sup>**

**Tosirin<sup>®</sup>**

**উপাদান :** (পায়োগিটাজোন ৩০ মি.গ্রা. + গাইমিপিরিড ২ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট। (পায়োগিটাজোন ৩০ মি.গ্রা. + গাইমিপিরিড ৪ মি.গ্রা.)/ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ৩০ মি.গ্রা./২ মি.গ্রা. অথবা ৩০ মি.গ্রা./৪ মি.গ্রা. ট্যাবলেট দিনে একবার।

**প্রতি নির্দেশনা :** পায়োগিটাজোন, গাইমিপিরিড অথ বা এদের সংযুক্ত যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদশীলতা, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস-কোমা অথবা কোমা ব্যতীত।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যান্স ক্যাটাগেরি সি। স্তন্যদানকারী মাঝেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** পায়োগিটাজোন - শ্বাসতন্ত্রের উর্ধ্বভাগের সংক্রমণ, আঘাত, মাথা ব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা, দাঁতের অস্বাভাবিকতা, ফ্যারিনজাইটিস, ইডিমা ইত্যাদি। গাইমিপিরিড- হাইপোগ্লাইসেমিয়া, মাথা বিষ বিম ভাব, দৌর্বল্য, মাথা ব্যথা, বমি ভাব, তুকের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** গাইমিপিরিড- থায়াজাইডস ও অন্যান্য মূত্র বর্ধক, কর্টিকোস্টেরয়েড, ফেনেথাইজিনস, থাইরয়েড প্রোডাক্টস, ইস্ট্রোজেন, মুখে খাওয়ার জন্যানিরোধক বড়ি, ফেনাইটয়েন, নিকোটিনিক এসিড, সিমপ্যাথোমাইমেটিকস,

আইসোনিয়াজিড, মাইকোনাজল, ডাইক্লোফেনাক, আইব্রোফেন, ন্যাপ্রেনেন এবং সেফেনামিক এসিড।  
পায়েগিটাজোন- মুখে খাওয়ার জন্য নিরোধক বড়ি।

**সরবরাহ :**

টসিরিন® ৩০/২ ট্যাবলেট : ১৫ টি।

টসিরিন® ৩০/৪ ট্যাবলেট : ১৫ টি।

**ট্রিভুক্স®**

**Trevox®**

**উপাদান :** লিভোফ্লুক্সিন ৫০০ ও ৭৫০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট , ১২৫ মি.গ্রা./৫ মি.লি. ওরাল সলিউশন  
এবং ৫০০ আইডি ইনফিউশন।

**নির্দেশনা :** তীব্র ম্যাক্সিলারী সাইনাসের প্রদাহ,  
দীর্ঘদিনের ব্রাকাইটিসের হাঠাং বৃদ্ধি, কমিউনিটি  
এ্যাকুয়ার্ড নিউমোনিয়া, নজোকেমিয়াল নিউমোনিয়া,  
মূত্রনালীর জটিল সংক্রমণ, একিউট পায়লোনেফ্রাইটিস,  
ত্বক এবং নরম কলার জটিল এবং জটিল নয় এমন  
সংক্রমণ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২৫০-৭৫০ মি.গ্রা. দিনে এক  
বার ৭-১৪ দিন।

**সর্তকর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
লিভোফ্লুক্সিন, কুইনোলোন এস্টিমাইক্রোবিয়াল  
এজেন্টস্ অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি  
সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে  
না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণত বেশ সহনীয়। বমি বমি  
ভাব, ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা, আলোক  
সংবেদনশীলতা, কাঁপুনি, বিষমতা, দুশ্চিন্তা, মানসিক  
বিজ্ঞ ইত্যাদি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** নির্দেশিত নয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টাসিড, আয়ারণ,  
এডজরবেন্টস, এনএসএআইডি, ওয়ারফারিন।

**সরবরাহ :**

ট্রিভুক্স® ৫০০ ট্যাবলেট : ৩ X ১০ টি। ট্রিভুক্স®  
৭৫০ ট্যাবলেট : ২ X ১০ টি। ট্রিভুক্স® ওরাল  
সলিউশন : ১০০ মি.লি. এবং ট্রিভুক্স® ৫০০ আইডি  
ইনফিউশন: ১০০ মি.লি পিভিসি ব্যাগ।

**ট্রাইস্প্রেথ®**

**Trispray®**

**উপাদান :** ট্রাইএমসিনোলোন এসিটোনাইড ৫৫  
মাইক্রোগ্রাম/স্প্রে।

**নির্দেশনা:** প্রাণ বয়স্ক এবং ৬ বছর পর্যন্ত শিশুদের  
বছরব্যাপী এবং মৌসুমী এলার্জি জনিত নাসাপ্রদাহের  
প্রতিষেধক ও চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণ বয়স্ক: প্রতি নাসারক্তে দুটি  
করে স্প্রে দিনে ১ বার গ্রহণযোগ্য। রোগের লক্ষণ  
নিয়ন্ত্রিত হলে দিনে ১ বার প্রতি নাসারক্তে ১টি করে  
স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**শিশু (৬-১২ বছর):** প্রতি নাসারক্তে ১টি করে স্প্রে  
দিনে ১ বার। প্রয়োজন অন্যায়ী প্রতি নাসারক্তে দুটি  
করে স্প্রে দিনে ১ বার গ্রহণযোগ্য।

**শিশু (২-৫ বছর):** প্রতি নাসারক্তে ১টি করে স্প্রে দিনে  
১ বার।

**ট্রাইস্প্রেথ® ২** বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য  
নয়।

**সর্তকর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
যদি এড্রেনাল ফাংশন বাধাইস্থ হবার মত কোন  
কারণ থাকে, সে ক্ষেত্রে সিস্টেমিক স্টেরয়োড থেকে  
ট্রাইএমসিনোলোনে পরিবর্তন করার সময় সর্তকর্তা  
অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** নাকে ও গলার বিষ্ণীতে প্রদাহ,  
রাইনাইটিস, মাথা ব্যথা, ফেরিংজাইটিস, নাক দিয়ে  
রক্ত বারা, নাকে ইরিটেশন, শুক্র মুখ ও গলা, নেসো  
সাইনাস কনজেশন এবং হাঁচি এবং নাকের সেপ্টাম  
ফুটো হয়ে যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এরকম কোন  
প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থায়  
ব্যবহারে মায়ের উপর এবং শিশুর উপর সম্ভাব্য  
ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করতে হবে।

**সরবরাহ :**

**ট্রাইস্প্রেথ® :** ১২০ টি স্প্রে।

**ট্রিপ্যান®**

**Trupan®**

**উপাদান:** প্যানটোপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. এবং ৪০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট ৪০ মি.গ্রা/ভায়াল ইঞ্জেকশন।

**নির্দেশনা:** বিনাইন (মারাত্ক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক  
আলসার, ডিওডেনাল আলসার, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিজিয়াল

রিফ্লাক্স ডিসিজ, নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার ফলে সৃষ্টি আলসার, অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত জটিলতা যেমন - জেলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম, হেলিকোব্যাকটার পাইলোর দমনে এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে এবং  $H_2$  রিসেপ্টর এন্টাগোনিস্ট প্রতিরোধী আলসার ।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ট্যাবলেট

নির্দেশনা সেবনবিধি ও মাত্রা: বিনাইন (মারাত্ক নয় এমন) গ্যাস্ট্রিক আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ৮ সঙ্গাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরও ৮ সঙ্গাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয় ।

ডিওডেনাল আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ২ সঙ্গাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরও ২ সঙ্গাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয় ।

**গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ:**

দৈনিক ২০-৪০ মি.গ্রা. করে সকালে ৪ সঙ্গাহ পর্যন্ত সেব্য, যা আরো ৪ সঙ্গাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আলসার পুরোপুরি ভাল না হয় ।

নন-স্টেরয়ডাল প্রদাহরোধী ওষুধজনিত পেপটিক আলসার দৈনিক ২০ মি.গ্রা.

অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত জটিলতা যেমন - জেলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম প্রাথমিকভাবে দৈনিক ৮০ মি.গ্রা. (বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০ মি.গ্রা.), ৮০ মি.গ্রা. এর অধিক মাত্রার ক্ষেত্রে দিনে দুটি বিভিন্ন মাত্রায় দেয়া উচিত ।

হেলিকোব্যাকটার পাইলোর দমন হেলিকোব্যাকটার পাইলোর দমনে এন্টিবায়োটিকের সঙ্গে ৪০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ।

$H_2$  রিসেপ্টর এন্টাগোনিস্ট প্রতিরোধী আলসার দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৮ সঙ্গাহ পর্যন্ত সেব্য । পরবর্তীতে দৈনিক ২০ মি.গ্রা. করে সেবনমাত্রা অব্যহত রাখা যেতে পারে, যা দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে যদি আবার আলসারের লক্ষণ দেখা দেয় ।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে : বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্যানটোপ্রাজল ব্যবহারের উপযোগিতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি ।

**ইঞ্জেক্শন**

ডিওডেনাল আলসার এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার, দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৭-১০ দিন ।

**গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসিজ:**

দৈনিক ৪০ মি.গ্রা. করে ৭-১০ দিন ।

পেপটিক আলসারজনিত পুনরায় রক্তপাত প্রতিরোধে প্রাথমিকভাবে ৮০ মি.গ্রা., পরবর্তীতে ৮ মি.গ্রা./ঘন্টা হারে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত ।

এসিড এসপিরেশন প্রতিরোধে ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর প্রথম ২৪ ঘন্টা । পরবর্তীতে ৪০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর ।

জেলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম এবং অত্যধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড নিঃসরণজনিত রোগের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ১২ ঘন্টা অন্তর, প্রয়োজনে ৮০ মি.গ্রা. প্রতি ৮ ঘন্টা অন্তর বৃদ্ধি করা যেতে পারে । এসিড নিঃসরণে পরিমাণের উপর নির্ভর করে উচ্চমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে ।

আন্তঃশিরা পথে প্যানটোপ্রাজল যত দ্রুত সস্তর ওরাল চিকিৎসা দ্বারা পরিবর্তন করা উচিত ।

সতর্কতা ও যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: প্যানটোপ্রাজল অথবা এই প্রত্তির যেকোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ব্যবহার করা উচিত নয় ।

প্যানটোপ্রাজল ট্যাবলেট ভেঙে, গুঁড়ো করে বা চুরে খাওয়া যাবে না । ট্যাবলেটটি খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াই পুরোপুরি গিলে থেতে হবে । প্যানটোপ্রাজল এর বিশেষনের উপর এন্টাসিডের কোন প্রভাব নেই ।

**পর্শ-প্রতিক্রিয়া:** অল্লমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্যানটোপ্রাজল ভালভাবে সহনীয় । সাধারণভাবে মাথাব্যথা এবং ডায়ারিয়া হতে পারে এছাড়া দুর্লভ পর্শ-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তলপেটে ব্যথা, বায়ু উদগিরণ, র্যাশ, নিদ্রাহীনতা এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া ।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** থিওফাইলিন, সিজাপ্রাইড, এন্টিপাইরিন, ক্যাফেইন, কার্বামাজিপাইন, ডায়াজিপাম, ডাইক্লোফেনাক, ন্যাওপ্রেন, পাইরোক্সিক্যাম, ডিগোক্সিন, ইথানল, গাইবিউরাইড, গৰ্ভনিরোধক (লিভোনরজেসট্রোল/ইথি নাইল এস্ট্রাডিওল), মেটোপ্রোলোল, নিফেডিপিন, ফেনিট্যোলেন, ওয়ারফেরিন, মিডাজোলাম, ক্লারিথে প্রামাইসিন, মেট্রোনিডাজল অথবা এমোক্সিসিলিন ব্যবহারের সময় প্যানটোপ্রাজল এর সেবন মাত্রা পুনর্নির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই । যে সকল ওষুধের বায়ো-এক্যালিবিলিটির জন্য পাকক্ষলীর pH গুরুত্বপূর্ণ (যেমন- কিটোকোনাজল, এমপিসিলিন এস্টারস, এ

আয়রণ), সে সকল ওষুধের বিশেষনে প্যানটোপ্রাজল সমস্যা করতে পারে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবলীন সময়ে প্যানটোপ্রাজল এর ব্যবহার নিয়ে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য পরীক্ষা করা হয়নি। তবে খুব বেশি দরকার হলে গর্ভবত্তায় প্যানটোপ্রাজল নেয়া যেতে পারে। প্যানটোপ্রাজল মাঝের দুধে নিঃস্ত হয়। তবে প্যানটোপ্রাজল ব্যবহারের সময় স্তন্যদানে বিরত থাকতে হবে কিনা তা মাঝের প্যানটোপ্রাজল এর প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

**সরবরাহ:** ট্রিপ্যান® ২০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৬০টি ট্যাবলেট। ট্রিপ্যান® ৪০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্তে আছে ৬০টি ট্যাবলেট। ট্রিপ্যান® ৪০ আইডি ইঙ্গেক্ষন: প্রতিটি বাস্তে আছে প্যানটোপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা. এর একটি ভায়াল, ১০ মি.লি. ০.৯% সোডিয়াম ক্লোরাইড ইঙ্গেক্ষনের একটি এস্প্ল এবং একটি ১০ মি.লি. স্টেরাইল ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ।

## ট্রিপ্টিন®

## Tryptin®

**উপাদান :** এ্যামিট্রিপ্টাইলিন ১০ ও ২৫ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** বিষণ্ণতাজনিত অসুস্থতা, বিশেষত মানসিক দুর্বিশ্বাস এবং মূত্রের বেগ ধারণে অক্ষমতা বিশেষত শিশুদের রান্তিকালীন শয়্যায় মুত্ত্যাগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** বিষণ্ণতায় : ২৫-৫০ মি.গ্রা. প্রতিদিন বিভক্তমাত্রায় ও একক মাত্রায় ঘুমানোর পূর্বে। রান্তিকালীন শয়্যায় মুত্ত্যাগে: ৬-১০ বছর: ১০-২০ মি.গ্রা. ঘুমানোর পূর্বে। ১১-১৬ বছর: ২৫-৫০ মি.গ্রা. ঘুমানোর পূর্বে ৩ মাস পর্যন্ত।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** মৃত্যুরোগীদের ক্ষেত্রে, ঘুরোমা, মৃত্যু প্রতিবন্ধকতা, প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি, বহুমূত্র, গর্ভবত্তায় সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** রক্ত চাপ কমে যাওয়া, সিনেকোপ, বুক ধড়কড় করা, হেলুসিনেশন, আলোক সংবেদনশীলতা, মাথা বিম বিম করা, দুর্বলতা, অবসাদ এবং ওজন কমে যাওয়া।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** মনোএমাইন অ্যাস্বিডেজ ইনহিরিটর, এডিনালিন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র নিষ্ঠেজকারক, এলকোহল এবং সিমেটেডিন।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় অনুমোদিত নয়। নবজাতকের মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকবে অথবা ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ট্রিপ্টিন® ১০ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি। ট্রিপ্টিন® ২৫ ট্যাবলেট : ২০ X ১০ টি।

## তুস্কা®

## Tusca®

**উপাদান :** (গুয়াইফেনেসিন ১০০ মি.গ্রা., স্যুডোএফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ৩০ মি.গ্রা. এবং ট্রাইপ্লেমিডিন হাইড্রোক্লোরাইড ১.২৫ মি.গ্রা.)/৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** পুরুষ্বৃত্ত কফ সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের ব্যাধির, লক্ষণসমূহের উপশমে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্বয়ক্ষ : দুই চা চামচ দিনে ৩ বার।

১২ বছরের উর্বরে শিশুদের জন্য : দুই চা চামচ দিনে ৩ বার। ৬-১২ বছর: ১ চা চামচ দিনে ৩ বার। ২-৬ বছর: ১/২ চা চামচ দিনে ৩ বার।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** গুয়াইফেনেসিন, স্যুডোএফিড্রিন অথবা ট্রাইপ্লেমিডিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। তৈব্র করোনারী ধমনীর রোগ অথবা মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না। নিজেদের অবস্থা বিচেচনা সাপেক্ষে রোগীদের গাড়ী ও যন্ত্রপাতি চালানো উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবনমন অথবা উন্ডেজনা, ঘনঘন তন্দুচ্ছন্তা হতে পারে। ঘুমের ব্যাধাত এবং কদাচিং দৃষ্টিভ্রম দেখা দিতে পারে। চামড়ার ফুসকুড়ি, ট্যাকিকার্ডিয়া, কখনো কখনো মুখ, নাক ও গলার শুক্রতা দেখা দিতে পারে। পুরুষ রোগীরা স্যুডোএফিড্রিন সেবনে মুত্ত্যাগে অক্ষমতা হতে পারে, এক্ষেত্রে প্রোস্টেট এর বৃদ্ধি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ডিক্রিঙ্জেস্টেন্ট,

ট্রাইসাইক্লিক বিষণ্ণতারোধী ওষুধ, রঞ্চিদমনকারক এবং এ্যামফেটামিন জাতীয় দেহ উত্তেজক অথবা মনোআচারাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর-এর সাথে একত্রে ব্যবহার করার ফলে কখনো কখনো রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা মহিলাদের হ্রন্তের বৃদ্ধির ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমান যাচাই করে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ :**

তুস্কা<sup>®</sup> সিরাপ : ১০০ মি.লি.

স্তন্যদানকালে এড়িয়ে চলা উচিত।

**সরবরাহ :**

ইউকল<sup>®</sup> ২ ট্যাবলেট : ৬ X ১০ টি।

## U

### ইউকল<sup>®</sup> ২

### Ucol<sup>®</sup> ২

**উপাদান:** টলটেরোডিন টারট্রেট ২ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।  
**নির্দেশনা :** নিম্নলিখিত উপসর্গ সহ মূত্র থলির অতি কার্যকারিতায় নির্দেশিত, যেমন - মূত্রত্যাগের জরুরীভাব, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ এবং মূত্র ধারণের ক্ষমতা হ্রাস।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : ২ মি.গ্রা. দিনে দুবার।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : মূত্র ধারণের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রণহীন ন্যারো এঙ্গেল ঘুঁকেমায় আক্রান্ত এবং টলটেরোডিন বা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। নিম্ন উল্লেখিত রোগীদের ক্ষেত্রে টলটেরোডিন সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে: যাদের মূত্র জমে থাকার ঝুঁকি রয়েছে, যাদের পরিপাকত্বের সংকোচন-প্রসারণ করে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বৃক্ষের অকার্যকারিতা এবং যকৃতের অকার্যকারিতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মুখ গহরের শুক্রতা, অজীর্ণতা এবং ল্যাক্রিমাল প্রতিক্রিয়া নিঃসরণ হ্রাস করে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কিটেকোনাইজল, ওয়ারফেরিন এবং মুখে সেব্য সমষ্টিত জন্মনির্যন্ত্রণকারী।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভস্থ শিশুর ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে গর্ভবত্তী মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক জরুরী বিবেচিত হলে, ব্যবহার করা উচিত।

### ইউরিটেন<sup>®</sup>

### Uriten<sup>®</sup>

**উপাদান :** আলফুজোসিন ইইড্রোক্লোরাইড ১০ মি.গ্রা. এক্সটেন্ডেড রিলিজ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** ইউরিটেন<sup>®</sup> বিলাইন প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (বি.পি.এইচ)’র কার্যকর লক্ষণসমূহের জন্য নির্দেশিত। এটা বি, পি, এইচ জনিত রোগীর মূত্র ধারণজনিত তীব্র সমস্যার স্বল্প মেয়াদী চিকিৎসায়ও ক্যাথেটারাইজেশন সহকারে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি : বি পি এইচ : ইউরিটেন ১০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন একই বেলায় খাবারের পরপর। মূত্র ধারণজনিত তীব্র সমস্যা : ইউরিটেন ১০ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট প্রতিদিন একই বেলায় খাবারের পরপর। ক্যাথেটারাইজেশনের প্রথম দিন থেকে ব্যবহার শুরু করতে হবে। চিকিৎসা ৩-৪ দিন চলবে (২-৩ দিন ক্যাথেটারাইজেশনের সময় এবং ১ দিন ক্যাথেটারাইজেশনের পর)।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : আলফুজোসিন গ্রহণকারী রোগীকে সাধারণত চেতনানাশক দেয়া হলে তা অতি মাত্রায় নিম্ন রক্তচাপ প্রতীরোধ করতে পারে। সুতরাং শল্য চিকিৎসায় ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই আলফুজোসিন ট্যাবলেট বন্ধ করা উচিত। এনজিনা পেকটোরিসের লক্ষণ শুরু হলে অথবা অবস্থার অবনতি হলে আলফুজোসিন গ্রহণ বন্ধ করা উচিত। অতিসংবেদনশীলতা, অবস্থান পরিবর্তনজনিত নিম্নরক্তচাপ, মধ্যম থেকে তীব্র যকৃতের সমস্যা থাকলে এবং অন্যান্য আলফা প্রতিবন্ধকের সাথে আলফুজোসিন প্রতিনির্দেশিত। এই ওষুধ নারী এবং শিশুদের (১৮ বছরের নিচে) ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** আলফুজোসিন সাধারণত সুস্থলীয়, খুব কম ক্ষেত্রে যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো হল : মাথাঘোরা, মাথাব্যাথা, বিষণ্ণতা, দুর্বলতা, অস্থিরতা, অনুভূতি, হাদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, বুক ধরকড় করা, ব্যবিধি ভাব, প্রেট ব্যথা, ডায়ারিয়া, শুক্র মুখ ইত্যাদি।

**মাত্রাধিক্রিয় :** আলফুজোসিনের মাত্রাধিক্রিয়ের ফলে নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে; সোজা করে শুইয়ে দিতে হবে এবং নিম্ন রক্তচাপের প্রচলিত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** আলফুজোসিন অন্যান্য আলফা-প্রতিবন্ধক, এটেনোলোল, সিমেটিডিন, ডিলিটিয়াজেম, কিটোকোনাজোল এবং রিটেনাভিউরের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থায় ও শ্বেতদানকালে ব্যবহার :** আলফুজোসিন মহিলাদের ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়।

**সরবরাহ :**

ইউরিটেন® এক্সটেনডেড রিলিজ ট্যাবলেট: ৩ × ১০টি।

## V

**ভ্যালোয়েট™**

**Valoate™**

**উপাদান:** প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি ২০০ মি.গ্রা. হিসেবে। প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ২০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য।

প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ৩০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য।

প্রতিটি কন্ট্রোল রিলিজ ট্যাবলেটে আছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট বিপি+ভ্যালপ্রোয়িক এসিড বিপি যা ৫০০ মি.গ্রা. সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা:** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভ্যালোয়েট নির্দেশিত মৃগী: সকল প্রকার মৃগী রোগ যেমন- Absence seizures, myoclonic seizures, Tonic-Clonic seizures, Atonic, Mixed, Simple or generalized,secondary generalized seizures etc.

**ম্যানিয়া (Mania):** বাইপোলার ডিসঅর্ডার এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**অন্যান্য:** জ্বরজনিত শিঁচুনি এবং মাইগ্রেন প্রতিরোধে বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি:**

**প্রাণ্ত বয়স্ক:**

প্রারম্ভিক মাত্রা: ৬০০ মি.গ্রা. করে প্রতিদিন খাবার পর,

দুইটি বিভক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। চিকিৎসা শুরু করার তিন দিন পর থেকে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ সহনিয় মাত্রা দৈনিক ২.৫ গ্রাম।

**অব্যাহত মাত্রা:** সাধারণত দৈনিক ১-২ মি.গ্রা. (২০-৩০ মি.গ্রা./কেজি)

**শিশু (২০ কেজির নিচে):** প্রারম্ভিক প্রতি কেজিতে ২০ মি.গ্রা. করে বিভক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রচল্প অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্লাজমা মাত্রা লক্ষ্য রেখে প্রয়োগ মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**শিশু (২০ কেজির উপরে):** প্রারম্ভিক মাত্রা: প্রত্যহ ৪০০ মি.গ্রা.। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মাত্রা প্রতিদিন ২০-৩০ মি.গ্রা./কেজি করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**প্রতিনির্দেশনা:** সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর প্রতি অতি প্রতিক্রিয়াশীল রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত। যকৃতের অকার্যকারিতা, পরফাইরিয়া এবং ইউরিয়া সাইকেল এর গন্ধগোলে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট প্রতি নির্দেশিত।

**সতর্কতা:** প্রয়োগের পর প্রথম ছয় মাস যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা উচিত। অক্রোপচারের পূর্বে রজ পরীক্ষা করে নেয়া আবশ্যিক। অকার্যকারী বৃক্ষ, গর্ভবতী এবং শ্বেতদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আবশ্যিক।

ভ্যালপ্রোয়েট ধ্রুবান্ত বৃক্ষ দিয়ে নির্গত হয়। কিয়দাংশ নির্গত হয় কিটোন বডি হিসেবে যা কিটোন বডি পরীক্ষায় ভুল বিবরণ দিতে পারে।

সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এর সেবন হঠাত বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** পাকস্থলীর প্রদাহ, বমিবমিভাব, এটারিয়া ও থিচুনী, হাইপারএ্যামোনেমিয়া, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি, চুল পড়ে যাওয়া, ফোলা, থ্রেসাইটোপেনিয়া এবং অনুক্রিকার জমাট বাধতে বাধা, যকৃতের সমস্যা, র্যাশ, ঘূম বৃদ্ধি ও আলস্যতা, বিজ্ঞান্তি ও বেশি সতর্ক, মাঝে মাঝে অগ্নাশয়ে সমস্যা, লিউকোপেনিয়া, প্যানসাইটোপেনিয়া, লাল রজ কণিকার সমস্যা, ফিব্রিনোজেন কমে যাওয়া, অনিয়মিত ঝুতুস্বার, এ্যামেনোরিয়া, গাইনিকোমাস্টিয়া, নেঙ্গোলাইসিস, শ্রবণ শক্তি হ্রাস, ফ্যালকোলিস সিন্ড্রোম, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, স্টিভেনস-জনসন সিন্ড্রোম ও ভাসকুলাইটিস।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ফেনাবারিবিটাল, ফিনাইটডেন, ওয়ারফারিন, এসপিরিন ইত্যাদি এর

বিপাক সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট দ্বারা বাধাপ্রাণ্ত হতে পারে।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে:** সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট অমরা অতিক্রম করে, এ কারণে গর্ভবস্থার প্রথম তিনি মাস সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট প্রদান করলে তা এমেনসেফালি এবং স্পাইনা বাইফিডিয়া এর মত নিউরাল টিউব সমস্যা তৈরী করতে পারে।

সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট মাত্তদুঁফে নিঃস্ত হতে পারে। তাই স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট শিশুর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

#### সরবরাহ:

ভ্যালোয়েট<sup>®</sup> সিরাপ : প্রতি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ। ভ্যালোয়েট<sup>®</sup> সিআর ২০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাস্কে আছে ৫০ ট্যাবলেট। ভ্যালোয়েট<sup>®</sup> সিআর ৩০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাস্কে আছে ৫০ ট্যাবলেট।

ভ্যালোয়েট<sup>®</sup> সিআর ৫০০ ট্যাবলেট : প্রতি বাস্কে আছে ৩০ ট্যাবলেট।

**ভিগোরেক্স™**

**Vigorex™**

#### উপাদান:

ভিগোরেক্স ২৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ২৫ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

ভিগোরেক্স ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ৫০ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

ভিগোরেক্স ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে সিলডেনাফিল ১০০ মি.গ্রা. সিলডেনাফিল সাইট্রেট আইএনএন হিসেবে।

**নির্দেশনা:** ভিগোরেক্স লিঙ্গথানজনিত অক্ষমতার চিকিৎসায় সেব্য।

**সেবনবিধি ও মাত্রা:** ভিগোরেক্স ৫০ মি.গ্রা. দিনে একবারের মৌল মিলনের ৩০-৪০ মিনিট আগে সেবন করতে হবে। কার্য্যকারিতা ও সহনীয়তার উপর ভিত্তি করে মাত্রা সর্বোচ্চ ১০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাঢ়ানো অথবা ২৫ মি.গ্রা. পর্যন্ত কমানো যেতে পারে। সব সময় ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেবন করুন। দিনে সর্বোচ্চ একবারই সেবন করা উচিত।

**প্রতিমন্দেশনা:** সিলডেনাফিল রক্তচাপ কমিয়ে দিতে

পারে কাজেই যারা নিয়মিত নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ সেবন করছেন অথবা মুগপৎ সেবন করছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রতিমন্দেশিত।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** অন্য ওষুধের মতোই সিলডেনাফিলেরও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যদিও সবার ক্ষেত্রে এটা ঘটেন। সিলডেনাফিলসহ অন্য সকল ওষুধই এলার্জির কারণ হতে পারে। সিলডেনাফিল সেবনের পর কোন ধরনের এলার্জির লক্ষণ যেমন- তাৎক্ষণিক ছাইজঁ, শ্বাসকষ্ট অথবা মাথাঘোরা চোখের পাতা, মুখ মঙ্গল, ঠোঁট ও গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে (প্রতি ১০০ জনে ১-১০জন)। মুখমঙ্গল জ্বালাপোড়া করা, বদহজম, বাপসা দৃষ্টি, আলোক সংবেদনশীলতা, স্টাফিনোজ এবং মাথা ঘোরা।

খুব কম ঘটে এমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে- বমি, ত্বকের ফুঁসকুড়ি, চোখের পিছনে রক্তক্ষরণ, রক্তলাল চোখ, চোখে ব্যথা, চোখে দুটো দেখা, চোখে অস্থাভাবিক অনুভূতি অসম অথবা দ্রুত হাদস্পন্দন, মাংশপেন্সীতে ব্যথা, ঘুমায়ুমভাব, স্পর্শানুভূতি করে যাওয়া, মাথা ঘোরা, কানে শব্দ হওয়া, বরিবমি ভাব, মুখে শুকনুভূতি, বুকে ব্যথা, ক্লাস্টি অনুভূতি।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** ভিগোরেক্স মহিলাদের জন্য নির্দেশিত নয়।

**সতর্কতা:** অ্যালকোহল পানে লিঙ্গথানে অপরাগতা দিখা দিতে পারে। ওষুধ থেকে উপকারিতা পেতে হলে ভিগোরেক্স সেবনের পূর্বে অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করা যাবে না।

#### সরবরাহ:

ভিগোরেক্স ২৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

ভিগোরেক্স ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

ভিগোরেক্স ১০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাস্কে আছে ৪ টি ট্যাবলেট।

**ড্যানপ্রেক্স®**

**Vanprox®**

**উপাদান :** সেফপোডক্সিম ১০০ ও ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল, ২০ মি.গ্রা./মি.লি. পেডিয়াট্রিক ড্রপস্., ৪০

মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার ও ৮০  
মি.গ্রা./৫ মি.লি. ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার।

**নির্দেশনা :** নিম্ন ও উর্ধ্ব খাসনালীর সংক্রমণ, মুভ্রানালীর  
সংক্রমণ যেমন গনোরিয়া, মূখ্যলীর প্রদাহ, ত্বক ও  
নরম কলার সংক্রমণ, গাইনোকলজিক্যাল সংক্রমণ,  
তীব্র মধ্যকর্ত্ত্বের প্রদাহ, শিশুদের সংক্রমণ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাণ্ত বয়স্ক (১৩ বছর এবং  
তদুর্বৰ্ষে)-

ইহফেকশনের ধরণ	মাত্রা	চিকিৎসাকাল
তীব্র কমুনিটি একোয়ার্ড নিমুনিনিয়া	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১৪ দিন
একিউট ব্যাকটেরিয়াল এক্সাজারেশন অব ক্রনিক এক্সাইটিস	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১০ দিন
সাধারণ গনোরিয়া (পুরুষ বা নারীদের ক্ষেত্রে)	২০০ মি.গ্রা.	একক মাত্রা
রেকটাল গনোক্রান্ত ইহফেকশন (নারীদের ক্ষেত্রে)	২০০ মি.গ্রা.	একক মাত্রা
ত্বক ও কোমল টি স্যুর সংক্রমণ	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর ৭ থেকে ১৪ দিন	৭ থেকে ১৪ দিন
ফ্যারিনজাইটিস / টনসিলাইটিস	১০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর ৫ থেকে ১০ দিন	৫ থেকে ১০ দিন
মৃত্যু নালীর সাধারণ সংক্রমণ	১০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	৭ দিন
একিউট ম্যাঞ্জিলারি সাইন্সাইটিস	২০০ মি.গ্রা., ১২ ঘন্টা পর পর	১০ দিন

#### প্রতিনির্দেশনা

যারা সেফপোড়ারিম অথবা সেফালোস্পোরিন ছচ্চের  
এন্টিবায়োটিক এর প্রতি সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে  
সেফপোড়ারিম প্রতিনির্দেশিত।

বৃক্কের অকার্যকারীতায় মাত্রা:

যেসব ব্রোনীদের তীব্র বৃক্কীয় অকার্যকারীতা রয়েছে  
(ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেস <৩০ মি.লি/মিনিট) তাদের  
ক্ষেত্রে মাত্রা প্রতি ২৪ ঘন্টা অস্ত্র।

যকৃতের অকার্যকারীতায় মাত্রা:

যকৃতের অকার্যকারীতার ক্ষেত্রে মাত্রা পরিবর্তনের  
প্রয়োজন নেই।

#### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সেফপোড়ারিম একটি সুসহচীয় ওষুধ। সাধারণ  
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিপাকতন্ত্রীয়  
গোলমোগ (ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, বমি এবং পেট  
ব্যথা), র্যাশ, আর্টিকারীয়া এবং চুলকানী।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** অত্যন্ত প্রয়োজনীয়  
হলেই গর্ভবত্তায় ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু  
মাতৃতন্ত্রে সেফপোড়ারিম এর নিঃসরণ হয়, সুতরাং  
স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে দুঃখদান বন্ধ করতে  
হবে বা ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** এন্টসিড,  
প্রোবেনেসিড, নেফ্রোট্রিক ওষুধসমূহ।

#### সরবরাহ

**ভ্যানপ্রস্কুল® ১০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল:** প্রতিটি বাস্ত্রে আছে  
১২ টি ক্যাপসুল বিস্টোর প্যাকে।

**ভ্যানপ্রস্কুল® ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল:** প্রতিটি বাস্ত্রে আছে  
৬ টি ক্যাপসুল বিস্টোর প্যাকে।

**ভ্যানপ্রস্কুল® সাসপেনশন তৈরীর পাউডার:** প্রতিটি  
বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর  
পাউডার, সাথে আছে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**ভ্যানপ্রস্কুল® ফোর্ট সাসপেনশন তৈরীর পাউডার:** প্রতিটি  
বোতলে আছে ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার,  
সাথে আছে একটি মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**ভ্যানপ্রস্কুল® পেডিয়াট্রিক ড্রপস:** প্রতিটি বোতলে আছে  
১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর পাউডার, সাথে আছে  
একটি ৫ মি.লি. চামচ এবং একটি ড্রপার।

#### ভ্যাসোপ্রিল®

#### Vasopril®

**উপাদান :** এনালাপ্রিল ম্যালিয়েট ৫ এবং ১০ মি.গ্রা.  
ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** উচ্চ রক্তচাপ এবং রেনোভাসকুলার উচ্চ  
রক্তচাপে বিশেষ করে থায়াজাইড মৃত্যু বর্ধক এর  
সাথে ব্যবহার করা যায়। কনজেসটিভ হার্টফেইলিওর  
এর চিকিৎসায়, করোনারি ইসকেমিক ইভেন্টস এর  
বাধাদানে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ২.৫-৫ মি.গ্রা. দিনে একবার  
এবং যদি মৃত্যু বর্ধক এর সাথে ব্যবহার করা হয় তবে  
সর্বোচ্চ ২০ মি.গ্রা. প্রতিদিন। হার্টফেইলিওর এবং

বাম নিলয়ের অকার্যকারিতায়: শুরুতে ২.৫ মি.গ্রা. দিনে ২০ মি.গ্রা. ১-২ বিভক্ত মাত্রায়।

**সর্কর্তা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** বৃক্কের অকার্যকারিতায় ওষুধের মাত্রা এবং দুটি মাত্রা প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময় পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। যেসব রোগীর হার্টফেইলিওর বা যেসব রোগীর মূত্র বর্ধক ব্যবহারের ফলে শরীরের পালিন ঘাটটি আছে, খাদ্যে লবণ গ্রহণে বাধা রয়েছে, ডায়ালাইসিস, ডায়ারিয়া বা যেসব রোগীর বমি হয়েছে সেসব রোগীর ব্যবহার শুরু করার পরে নিরুৎক্ষাপ দেখা দিতে পারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** মাথা বিম বিম, মাথা ব্যথা, অবসাদ এবং এসথেনিয়া, নিম্ন রক্তচাপ, অরথোস্ট্যাটিক নিম্ন রক্তচাপ, সিনকোপ, বমি বমি ভাব, ডায়ারিয়া, মাস্সেশুরি খিচুনি, ফুসকুড়ি এবং কাশি। বৃক্কের অকার্যকারিতা, বৃক্কের কার্যবন্ধ এবং কার্যসম্ভাব্য খুব অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

**গর্ভবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ :**

ভ্যাসোপ্রিল® ৫ ট্যাবলেট : ১০ X ১০ টি। ভ্যাসোপ্রিল® ১০ ট্যাবলেট : ৫ X ১০ টি।

**ভার্টিনা® প্লাস**

**Vertina® Plus**

**উপাদান:** মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি ২৫ মি.গ্রা. এবং পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০ মি.গ্রা. ট্যাবলেটে

**নির্দেশনা:** বমিবর্মি ভাব কিংবা বমি, মাথাদোরা, বিকরণজনিত বা ভ্রমজনিত অসুস্থিতা, মাথা বিমবিম এবং ভেস্টিবুলার তত্ত্ব আক্রান্তের অসুখে (যেমন-মেনিয়ারস্ সিন্ড্রুম, ল্যাবিরিনথাইটিস এবং অন্যান্য ভেস্টিবুলার অসুবিধায়) যে মাথা ঘোরা ভাব হয় তার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** সম্বয়কৃত নির্ধারিত মাত্রা মুখে সেবনযোগ্য।

**বমি ও বমিবর্মি ভাব (মর্নিং সিক্লনেস):** ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**ভ্রমজনিত অসুস্থিতা:** প্রাথমিকভাবে দৈনিক ১-২টি

ট্যাবলেট। ভ্রমগের এক ঘন্টা পূর্বে এবং ভ্রমণ সময়কালের জন্য প্রতি ২৪ ঘন্টায় পুনরায় ১টি করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

**মাথা ঘোরা:** ১টি করে ট্যাবলেট দিনে ২ বার; অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**ল্যাবিরিনথিন ও ভেস্টিবুলার রোগ:** ফ্লিনিক্যাল রেসপন্স অনুযায়ী দৈনিক মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ২৫-১০০ মি.গ্রা. বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে।

**রেডিয়েশনজনিত অসুস্থিতা:** রেডিয়েশন চিকিৎসার ২-১২ ঘন্টা পূর্বে ৫০ মি.গ্রা. মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং দিনে ৫০-২০০ মি.গ্রা. পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড (ভিটামিন বিখ) সেবন নিরাপদ ও কার্যকরী।

**সর্কর্তা:** লক্ষণীয় এন্টিকোলিনার্জিক ক্রিয়া থাকার কারণে যে সকল রোগীর এ্যাজিমা, ব্রেকাইটিস, এমফাইসিমা, প্রোটেস্ট বড় হয়ে যাওয়া, গুরুতরো অথ বা মূত্র নালীতে ব্রেকেজ আছে তাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য বমি রোধকের মত মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড সর্কর্তার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** খিমুনিভাব, শুষ্ক মুখ, কদাচিত্ত প্রস্তাব আটকে থাকা, বাপগায়া দৃষ্টি দেখা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় পাইরিডক্সিন সেবনে সেনসেরি নিউরোপ্যাথি হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** বেনজোডায়াজেপিন, বারবিচুরেট, ট্রাইসাইকিক এন্টিড্রেসেন্ট, ওপিওয়েড এগোনিস্ট, ক্লিটাল পেশী শিথিল করার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ, এন্টিহিস্টামিন, অ্যালকোহল, ট্রাঙ্কুলেইজার ইত্যাদির সাথে যদি মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড ও পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড এক সাথে সেবন করা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবদমনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইডের এন্টিকোলিনার্জিক কার্যকারিতা মনে এ্যামাইনো অ্যাস্ট্রিডেজ বাধাদানকারী দ্বারা দীর্ঘায়িত কিংবা বৃদ্ধি পেতে পারে।

**গর্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড: গর্ভকালীন ক্যাটাগ্রী-'বি'।

মানুষের ক্ষেত্রে বৃহৎ আকারের গবেষণায় অঙ্গের উপর এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। প্রাণ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী এটা বলা হয় যে মেক্সিজিনের ট্রোটোজেনিক ঝুঁকি সবচেয়ে কম এবং গর্ভবস্থায় বমি বমি ভাব ও বমির চিকিৎসার জন্য এটা প্রথম পছন্দের ওষুধ।

পাইরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড: গর্ভকালীন ক্যাটাগরী-'এ'। গর্ভবত্তায় পাইরিডিন হাইড্রোক্লোরাইড নিজেই নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত এবং গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ভাগের ক্ষতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তাই নিরাপদে ব্যবহৃত হচ্ছে।

**স্তন্যদানকালে:** যদিও মেক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড মাতৃদুষ্কের সাথে নিঃস্তৃত হয় তবুও ছোট বাচ্চাদের জন্য এটা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়নি।

**সরবরাহ:**

৫০ টি ট্যাবলেট।

**ভার্সিয়া™**

**Versia™**

**উপাদান:** ভার্সিয়া™ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি মি.লি. তে আছে নিওস্টিগমিন মিথাইল সালফেট ইউএসপি ৫০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা:** অঙ্গোপচারের অবচেতন প্রক্রিয়ার জন্য ননডিপোলারাইজিং নিউরোমাসকুলার রুকেডকে বিপরীতার্থক করতে।

**পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন** এবং মেকানিক্যাল অবস্থাক্ষণ দূর করার পর সৃষ্টি ইউরিনারি রিটেনশন প্রতিরোধে চিকিৎসায়।

**মাত্রা ও সেবনাবিধি**

**প্রাণ্ত বয়ক্স:** ননডিপোলারাইজিং রুকিং এজেন্টের প্রতিক্রিয়াকে বিপরীতার্থক করতে: সাধারণ মাত্রায় ০.৫-২ মি.গ্রা। ৬০ সেকেন্ডের অধিক সময় ধরে আস্তে আস্তে ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশনের দ্বারা দেখা যায়; প্রয়োজন অনুযায়ী বারবার দিতে হয়। সর্বমোট মাত্রা ৫ মি.গ্রা। এর অধিক হওয়া উচিত নয় (ব্যতিক্রম ঘটনা ছাড়া)। যখন নিওস্টিগমিন শিরার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়, এটি অনুমোদিত যে অ্যাট্রিপিন সালফেটও (০.৬-১.২ মি.গ্রা.) ভিন্ন সিরিঝ ব্যবহার করে শিরার মধ্যে দেয়া হয়।

**পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন** এবং ইউনারি রিটেনশন এবং ইউরিনারি রিটেনশন প্রতিরোধে: অঙ্গোপচারের পর যত দ্রুত সম্ভব ০.২৫ মি.গ্রা। ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসল দিতে হবে; ৮-৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর ২-৩ দিনের জন্য।

**পোস্ট-অপারেটিভ অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন**

**চিকিৎসায়:** ০.৫ মি.গ্রা। ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা

সাবকিউটেনিয়াসলি অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী।

ইউরিনারি রিটেনশন চিকিৎসায়: ০.৫ মি.গ্রা। ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসলি। যদি ১ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু নির্গত না হয় তবে রোগীকে ক্যাথেটেরাইজড করতে হবে। রোগীর মৃত্যু ত্যাগের পর অথবা মৃত্যুলি খালি হওয়ার পর, প্রতি ৩ ঘন্টায় ০.৫ মি.গ্রা। ইঞ্জেকশন চালিয়ে যেতে হবে। কমপক্ষে ৫টি ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

**গ্রাভিসের উপসর্গজনিত নিয়ন্ত্রণে:** ০.৫ মি.গ্রা। ইন্ট্রামাসকুলারলি অথবা সাবকিউটেনিয়াসলি। পরবর্তী মাত্রা প্রত্যেক রোগীর প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

**নবজাতক:** ৫০-২৫০ মাইক্রোগ্রাম (০.১-০.৫ মি.লি.) প্রতি ৪ ঘন্টায়।

**শিশু:** ২০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম (০.৪-১ মি.লি.) অনুমোদন অনুসারে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বমি বমি ভাব, বমি, লালা নিঃসরণ বৃদ্ধি, ডায়ারিয়া এবং অ্যাবডোমিনাল ক্রাম্প (উচ্চ মাত্রায় বেশি পরিলক্ষিত হয়)। উচ্চ মাত্রার নির্দশনগুলোর মধ্যে পরিপাকত্বের অবস্থান্ত বৃদ্ধি, ব্রহ্মক্যাল নিঃসরণ ও ঘাম হওয়া, ইনভলাস্টারি ডেফিকেশন ও মিক্রয়োগেন, মাইওসিস, নিস্টাগামাস, ব্রাডিকার্ডিয়া, নিম্ফরভচাপ, উদ্ধিতা, অতিরিক্ত স্বপ্নদেখা ও দুর্বলতা যা পরবর্তীতে ফ্যাসিকুলেশন এবং প্যারালাইসিস ঘটায়।

**অন্য ওয়ুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অ্যাটি-অ্যারিদিমিক প্রোকেইন্যামাইড, কুইনিবিন এবং সম্মত প্রোপাপেনল নিওস্টিগমিনের প্রতিক্রিয়াকে বাধা দেয়। অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, ক্লিনডামাইসিন, লিনকোমাইসিন এবং পলিমিরিন নিওস্টিগমিনের প্রতিক্রিয়ায় বাধা দান করে।

**গর্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি। কিন্তু স্তন্যদানকালে ব্যবহার নির্ধারিত হয়নি।

**সরবরাহ:** ভার্সিয়া™ আইএম/আইভি ইঞ্জেকশন: প্রতি বার্ষে আছে ১০টি অ্যাম্পুল লিস্টার প্যাকে।

**ভার্যোডিন®**

**Viordin®**

**উপাদান :** পভিডেন-আয়োডিন ১% (৫০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) মাউথ ওয়াশ/গার্গল, ১০% (৫০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি.) সলিউশন এবং ৫% (৫০ মি.গ্রা./গ্রাম) অয়েন্টেমেন্ট।

**নির্দেশনা :** প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি সংক্রমণ, অঙ্গোপচার জনিত ক্ষতের সংক্রমণ, সংক্রমিত স্ট্যাসিস আলসার বা সংক্রমিত ডিকিউটিভাস, পায়োডার্মাস, ত্বকে ছ্রাকের সংক্রমণ এবং আধাতজনিত ক্ষত সংক্রমণ। প্রতিরোধিক হিসেবে পোড়া, ঘা বা যে কোন ধরনের ক্ষতের সংক্রমণে ব্যবহার করা হয়। মুখ, মাড়ি ও মুখ-গহৰের মিউকাস ত্বকের সংক্রমণের চিকিৎসা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে একবার বা দুইবার অথবা ড্রেসিং/ব্যাডেজ পরিবর্তনের সময় ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করতে হবে।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যাদের আয়োডিনে অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের থাইরয়েড প্রতিরোধ জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি নিয়মিত ব্যবহার করা যাবে না। ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে না। যাদের মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা পূর্বেই বিদ্যমান তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে নিয়মিত ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যে সমস্ত রোগী লিথিয়াম চিকিৎসা নিচেন তাদের ক্ষেত্রে এটির নিয়মিত ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** স্থানীয়ভাবে ত্বকে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে, বিপাকজনিত এসিডেসিস, রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে।

**সরবরাহ :**

ভায়োডিন® ৫% অয়েন্টেমেন্ট : ২০ গ্রাম। ভায়োডিন® ১% মাউথ ওয়াশ/গার্গল : ১০০ মি.লি।। ভায়োডিন® ১০% সলিউশন : ১০০ মি.লি।। ভায়োডিন® ১০% সলিউশন : ১৫ মি.লি।।

## ভাইরাস®

## Virux®

**উপাদান :** এ্যাসাইক্লোভিল বিপি ২০০ মি.গ্রা. ও ৮০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ৫% ক্রীম ও ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাস্পেশন।

**নির্দেশনা :** ভাইরাস® হারপিস সিমপেক্স ভাইরাস (টাইপ ১ এবং টাইপ ২) এবং ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস (হারপিস জোস্টার এবং চিকেনপোক) চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

**ভাইরাস®** ত্বক ও মিউকাস মেম্ব্রেনের হারপিস সিমপেক্স ভাইরাসের সংক্রমণ যেমন প্রারম্ভিক ও রিকারেন্ট জেনিটাল হারপিস এবং হারপিস ল্যাবিয়ালিস চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

**ভাইরাস®** ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের হারপিস সিমপেক্স ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

**ব্যবহার বিধি ও মাত্রা :** হারপিস সিমপেক্স চিকিৎসা : ২০০ মি.গ্রা. করে দিনে ৫ বার সাধারণত ৫ দিন।

ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের ক্ষেত্রে ৪০০ মি.গ্রা. ৫ বার করে সাধারণত ৫ দিন, (চিকিৎসা দীর্ঘায়িত করতে হবে যদি চিকিৎসাকালীন সময়ে নতুন গোটা দেখা যায় বা রোগ সম্পূর্ণ ভালো না হয় : ইমিউনোকমপ্রোমাইজড রোগীদের জেনিটাল হারপিসের ক্ষেত্রে মাত্রা ৮০০ মি. গ্রা. দিনে ৫ বার) অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। ২ বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য পূর্ণবয়স্কদের অর্ধেক মাত্রা এবং ২ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য পূর্ণবয়স্কদের মাত্রা প্রযোজ্য হবে।

**গর্ভবত্তা এবং স্তন্যদানের সময়ে ব্যবহার :** গর্ভবত্তার জন্য ক্যাটগরি 'B' গ্রুপ। যখন ভ্রজের ক্ষতির তুলনায় সুস্থান অধিক নিশ্চয়তা যুক্তিসংগত প্রমাণিত হবে তখনই এ্যাসাইক্লোভিল দেয়া যেতে পারে। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

**প্রতি নির্দেশনা :** যে সব রোগীদের এ্যাসাইক্লোভিল এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকে তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা যাবে না।

**সতর্কতা :** বৃক্রের কার্যমতার সমস্যা জনিত রাগীদের এ্যাসাইক্লোভিল সেবনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ক্রিয়েটিনিন ফ্লিয়ারেসের উপর ভিত্তি করে তাদের মাত্রা সম্বয় করা উচিত। শিশুদের ক্ষেত্রে সওঠাহে কমপক্ষে দুই দিন রক্তে নিউট্রোফিল এর সংখ্যা দেখতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** চুলকানি, অস্ত্রনালীর অসুবিধা, বিলিরবিন ও লিভার সংক্রান্ত এনজাইম বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, রক্তে বিভিন্ন উপকরণ করে যাওয়া, মাথাব্যথা, ম্যাগ্নেটিক বিক্রিয়া, ফ্লান্টি।

### সরবরাহ :

ভাইরাক্স® ২০০ ট্যাবলেট: ৩ X ১০ টি। ভাইরাক্স® ৮০০ ট্যাবলেট: ২ X ১০ টি। ভাইরাক্স® সাস্পেনশন : ৭০ মি.লি। ভাইরাক্স® ৫% অ্রীম : ৫ গ্রাম।

### ভিগ্লিটা™

### Viglita™

**উপাদান:**ভিগ্লিটা™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ভিল্ডাপ্লিপটিন আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:**ভিগ্লিটা™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীর গুকোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য ও ব্যায়ামের সাথে এককভাবে নির্দেশিত। অথবা সমন্বিতভাবে মেটফরমিন, সালফেনাইলহাইটেরিয়া, থায়াজলিডিনডায়োনস এবং ইনসুলিনের সাথে নির্দেশিত যথন একক ভাবে এসকল ঔষুধ পর্যাপ্ত গুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি :ভিগ্লিটা™ এর নির্দেশিত মাত্রা হচ্ছে-একক চিকিৎসার ক্ষেত্রে: দৈনিক ৫০ মি.গ্রা. অথ বা ১০০ মি.গ্রা. ভিগ্লিটা™ খাবারের সাথে অথবা খাবার ছাড়াও নেয়া যায়। বয়স্ক রোগী অথবা যেসব রোগীর মৃদু রেনাল সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ভিগ্লিটা™ এর মাত্রা পরিবর্তন করতে হয় না।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** প্রায় সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই মৃদু এবং ক্ষন্তাহ্যী এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভিল্ডাপ্লিপটিন দ্বারা ২ বছর বা তার অধিক সময় চিকিৎসায় অতিরিক্ত সর্তর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য ঔষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

ফার্মাকোকাইনોটিক পরীক্ষায় পাগোগ্লিটাজেন, মেটফরমিন, গ্লিবেনক্লামাইড, ডিগোলিন, ওয়ারফারিন, এ্যমলোডিপিন, র্যামিপ্রিল, ভ্যালসারটানবাসিমভাস্ট্যাটিন দ্বারা চিকিৎসায় কোন প্রকার মিথক্সিয়া দেখা যায় নি।

**গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে:** গর্ভাবস্থায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

**স্তন্যদানকালে:** স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:** ভিগ্লিটা™ ৫০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ২০ টি ট্যাবলেট রিস্টার প্যাকে।

### ভিগ্লিমেট™

### Viglimet™

### উপাদান

ভিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০ : প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে ভিল্ডাপ্লিপটিন আইএনএন ৫০ মি.গ্রা., এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৫০০ মি.গ্রা.।

ভিগ্লিমেট™ ৮০/৮৫০: প্রতিটি ফিল্যু কোটেড ট্যাবলেটে আছে ভিল্ডাপ্লিপটিন আইএনএন ৮০ মি.গ্রা., এবং মেটফরমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি ৮৫০ মি.গ্রা.।

### নির্দেশনা

ভিগ্লিমেট™ টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগী যাদের সর্বোচ্চ মাত্রায় মেটফরমিন ব্যবহার করেও গুকোজের মাত্রা সহনশীল পর্যাপ্ত রাখা যায়নি অথবা যেসকল রোগী ভিল্ডাপ্লিপটিন এবং মেটফরমিন দ্বারা পৃথকভাবে চিকিৎসার তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

পুরুষবয়স্কদের ক্ষেত্রে: রোগীর বর্তমান ব্যবহৃত মেটফরমিনের মাত্রা বিবেচনা করে ভিগ্লিমেট™ ৫০/৫০০ অথবা ৮০/৮৫০ দিনে দুইবার সকাল এবং রাতে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে মাত্রা হচ্ছে দৈনিক ভিল্ডাপ্লিপটিন ১০০ মি. গ্রা. এবং মেটফরমিন ২,০০০ মি.গ্রা.।

যে সব রোগী ইতিমধ্যে মেটফরমিন এবং ভিল্ডাপ্লিপটিন দ্বারা পৃথকভাবে চিকিৎসার তাদেরকে ভিগ্লিমেট™ দ্বারা চিকিৎসা দেয়া যাবে এবং এক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা ব্যবহৃত ভিল্ডাপ্লিপটিন ও মেটফরমিনের মাত্রা। দৈনিক ১০০ মি. গ্রা. বেশী ভিল্ডাপ্লিপটিন নির্দেশিত নয়।

ভিল্ডাপ্লিপটিন এবং মেটফরমিনের সাথে ত্তীয় কোন এন্টিয়াবেটিক দ্বারা চিকিৎসা পরিষ্কত নয়।

ভিল্ডাপ্লিপটিন এবং মেটফরমিন খাবারের সাথে অথবা খাওয়ার ঠিক পরে নিতে হবে যাতে করে মেটফরমিনজনি অন্তে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কর হয়।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** প্রায় সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াই মৃদু এবং ক্ষন্তাহ্যী এবং চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

ভিল্ডাপ্লিপটিন এবং মেটফরমিন ব্যবহারে সেসব সমস্যা দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল ল্যাকটিক এসিডোসিস। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এয়াড়া ডায়ারিয়া, বমিরিমতাব, বমি, বদ্দ হজম, মাথাব্যথা, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অবসম্ভতা প্রভৃতি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিল্ডাপ্লিপটিন এবং মেটফরমিন দ্বারা ২ বছর বা তার অধিক সময়

চিকিৎসায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: ফার্মাকোকাইনেটিক পরিষ্কায় পায়োগ্নিটাজোন, মেটফরমিন, প্লিবেনক্রামাইড, ডিগোক্সিন, ওয়ারফারিন, এ্যামলোডিপিন, রায়মিপ্রিল, ভ্যালসারটান বা সিমভাস্ট্যাটিন দ্বারা চিকিৎসায় কোন প্রকার মিথক্রিয়া দেখা যায় নি। একই সাথে ভিল্ডাগ্নি পটিন এবং থায়াজাইডস, করাটিকোটেরয়েডস, থাইরয়েড, সিমপ্যাথোমাইমেটিকস ব্যবহারে ভিল্ডাগ্নি পটিন এর গ্লুকোজবিরোধী করে যেতে পারে। ভিল্ডাগ্নি পটিন এবং মেটফরমিনের সাথে ক্যাটায়ানিক ও ষষ্ঠ ব্যবহার করলে গুকেজের মাত্রা পরবেক্ষনে রাখা জরুরী। গ্লুকোকর্টিকয়েডস, বিটা ২ এগোনিস্টস, মুত্রবর্ধক এবং এসিই ইলাহিবিটর গ্লুকোজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে তথ্য দিতে হবে এবং গ্লুকোজের মাত্রা পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে, ভিল্ডাগ্নিপটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত চিকিৎসার মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসা যেতে পারে যেতে পারে।

**গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে: গর্ভবত্তা মহিলাদের ক্ষেত্রে ভিল্ডাগ্নিপটিন এবং মেটফরমিনের সমন্বিত বা একক ব্যবহার প্রতিশ্রুত হয়নি। যেহেতু পর্যাপ্ত তথ্য নেই, হয় তাই গর্ভবত্তায় এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।**

**স্তন্যদানকালে:** ভিল্ডাগ্নিপটিন মাত্তুদুধে নিঃসৃত হয় কিন্তু তা জানা যায়নি। যেহেতু পর্যাপ্ত তথ্য নেই, হয় তাই এটি স্তন্যদানকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

#### সরবরাহ

**ভিল্ডামেট™ ৫০/৫০০:** প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

**ভিল্ডামেট™ ৫০/৮৫০:** প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ২০ টি ট্যাবলেট ব্লিস্টার প্যাকে।

## X

### এক্সিড®

**উপাদান :** প্রতিটি চুম্বে খাওয়ার এ্যান্টিসিড ট্যাবলেটে

### Xcid®

আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিপি ১০০০ মি.গ্রা।

**নির্দেশনা :** এটি হাইপারএসিডিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষণ উপশম করে। তাছাড়া বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া, টক ঢেকুর এবং পাকস্থলীর অবস্থিতেও এটি ব্যবহার করা যায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** লক্ষণ দেখা দেবার পর তীব্রতা অনুসারে ২-৩টি ট্যাবলেট যেতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রতি ঘন্টায় অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া যেতে পারে।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া :** এক্সিড® সুসহ্নীয়। তবে মাঝে মাঝে বমি বা কোষ্টকাঠিন্য দেখা দিলে ওষুধের পরিমাণ বা মাত্রা কমিয়ে দিলে অবস্থার উন্নতি ঘটে।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে সবচেয়ে নিরাপদ এ্যান্টিসিড হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় এটি হাইপারএসিডিটি চিকিৎসার সাথে শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ নিশ্চিত করে।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** লোহ জাতীয় ওষুধ এবং ট্রেসাইলিন জাতীয় এস্টিবায়োটিক দিনের একই সময় খাওয়া উচিত নয়।

#### সরবরাহ :

**এক্সিড® ট্যাবলেট :** প্রতিটি বাস্ত্রে আছে ৫০ টি। চুম্বে খাওয়ার ট্যাবলেট।

### জেনল™

### Xenole™

**উপাদান : জেনল™ ৩৭৫ ট্যাবলেট :** প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ডিলেইড রিলিজ ন্যাপ্রোৱেন ইউএসপি ৩৭৫ মি.গ্রা। এবং ইমেডিয়েট রিলিজ ইসোমিপ্রাজল ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইহাইড্রেট ইউএসপি বা ইসোমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**জেনল™ ৫০০ ট্যাবলেট :** প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ডিলেইড রিলিজ ন্যাপ্রোৱেন ইউএসপি ৫০০ মি.গ্রা. এবং ইমেডিয়েট রিলিজ ইসোমিপ্রাজল ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইহাইড্রেট ইউএসপি বা ইসোমিপ্রাজল ২০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

**নির্দেশনা : অস্টিওআর্থাইটিস, রিউম্যাটয়োড আর্থাইটিস এবং অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এর লক্ষণ ও উপসর্গ নিরসনে, ডিজমেনোরিয়া এবং যে সকল**

রোগীর এন.এস.এ.আই.ডি, সেবন সংশ্লিষ্ট গ্যাস্ট্রিক আলসার হ্বার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার কমানোর ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** অস্টিওআর্থাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস, অ্যানকাইলোজিং স্পিন্ডলাইটিস এবং ডিজেনেরিয়া: জেনল™ ৩৭৫ বা জেনল™ ৫০০, ১টি ট্যাবলেট দিনে ২ বার। ট্যাবলেটটি ভাঙা, চোষা, চিবানো অথবা দ্রুত করা যাবে না। ট্যাবলেটটি খাবারের অন্তত ৩০ মিনিট পূর্বে সেবন করতে হবে। বয়স্ক রোগীদের জন্য: পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে, যদিও সম্পূর্ণ প্লাজমা মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু মুক্ত অংশের ন্যাপ্রোক্সেন বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। যখন উচ্চমাত্রার সেবন প্রয়োজন তখন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে সেবনমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। যেহেতু বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য শুধু ব্যবহার করা হয় সেহেতু সম্ভায় নিম্নতম মাত্রা ব্যবহার করা উচিত।

কিডনি সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে: ন্যাপ্রোক্সেন সম্বলিত ওষুধগুলো মধ্যবর্তী থেকে উচ্চ পর্যায়ের কিডনি সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে (ক্রিয়োটিনিন ক্লিয়ারেন্স <৩০ মি.লি./মিনিট) নির্দেশিত নয়।

**হেপাটিক সমস্যার রোগীর ক্ষেত্রে:** অল্প হতে মধ্যবর্তী হেপাটিক সমস্যার রোগীদের ক্ষেত্রে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং জেনল™ এর ভেতর ন্যাপ্রোক্সেন এর পরিমাণ হিসেব করে মাত্রা প্লানচির্দারণ করতে হবে। **তৈরি হেপাটিক সমস্যায় রোগীদের ক্ষেত্রে** জেনল™ নির্দেশিত নয় কারণ এ সকল রোগীর ক্ষেত্রে ইসোমিথ্রাজলের মাত্রা দৈনিক ২০ মি.গ্রা. এর বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** ১৮ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায়: প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি সি। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে এর ব্যবহার বর্জন করা উচিত কারণ এটি ডাষ্টাস আর্টেরিওসেসের অপরিগত বক্সের কারণ হতে পারে।

**স্তন্যদানকালে:** ন্যাপ্রোক্সেন থাকার কারণে স্তন্যদানকালে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** সাধারণত জেনল™ সুসহনীয়। প্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যে সকল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হল, ইরোসিভ গ্যাস্ট্রাইটিস, ডিসপেপ্সিয়া,

গ্যাস্ট্রাইটিস, পাতলা পায়খানা, গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেটের উপরের অংশে ব্যথা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। **প্রতিনির্দেশনা:** জেনল™ এর যে কোন উপাদান অথবা প্রতিস্থাপিত বেনজিমিডাজল এর সাথে প্রতিনির্দেশিত হলে।

অ্যাজমা, চুলকানি থাকলে অথবা অ্যাসপিরিন বা অন্যান্য এন.এস.এ.আই.ডি এর সাথে, পূর্বে চুলকানি জাতীয় ক্রিয়া হয়ে থাকলে। করোনারী আর্টোরী বাইপাস গ্রাফট সার্জারী চলাকালীন অবস্থায়। গর্ভাবস্থার শেষের দিকে।

**অন্য শুধুরে সাথে প্রতিক্রিয়া:** এন.এস.এ.আই.ডি, এর সাথে ব্যবহারের ফলে এ.সি.ই ইনহিবিটেরের এন্টিহাইপারটেনেসিভ ইফেক্ট, ডাই ইউরেটিক এবং বিটা-ব্লকারের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। ওয়ারফেরিনের সাথে ব্যবহার করলে জেনল™ রান্তক্ষরণ জনিত সমস্যা বৃদ্ধি করতে পারে। ইসোমিথ্রাজল গ্যাস্ট্রিক এসিডের উৎপাদন কমিয়ে দেয় যার ফলে যে সকল শুধুরে বায়োঅ্যাভেইলিবিলিটি নির্ধারণের জন্য গ্যাস্ট্রিক pH একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের শোষণ ব্যাহত হতে পারে (যেমন- কিটোকোনোজল, আয়রণ সল্ট, ডিগ্রিন)।

#### সরবরাহ:

জেনল™ ৩৭৫ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

জেনল™ ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতিটি বাল্কে আছে ৩০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

#### এক্সফিন®

Xfin®

**উপাদান :** টারবিনাফিন হাইড্রোক্লোরাইড ১% ক্রীম।

**নির্দেশনা :** ত্বকের ও নথের ছত্রাক সংক্রমণ (যেগুলো ডার্মাটোকাইটিস এর দ্বারা হয়ে থাকে), ক্যানডিডা সংক্রমণ, পিটাইরিয়াসিস ভারাসিকালার।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে একবার বা দুইবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

**সতর্কতা ও ঘেসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** টারবিনাফিন এর প্রতি অতিসংবেদনশীলতা। চোখের সংস্পর্শ থেকে এড়িয়ে চলতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, চুলকানি বা মৃদু জ্বালা হতে পারে। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এলার্জির

কারণে হয়ে থাকে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** টারবিলাফিন ক্রীমের অন্য কোন ওষুধের সাথে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা মহিলাদের ক্ষতির চেয়ে ভালোর সম্ভাবনা বেশী না হলে ব্যবহার করা উচিত নয়। স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ :**

এক্সফিন® ক্রীম : ৫ গ্রাম।

**এক্সফাম®**

**Xflam®**

**উপাদান :** ডেক্সআইবুপ্রোফেন ৩০০, ৪ ৮০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** অস্টিওআর্থাইটিস এবং অন্যান্য পেশীও অস্থি সংশ্লিষ্ট ব্যথা এবং প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার্য।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** এক্সফাম® এর নির্দেশিত মাত্রা হলো দিনে ৬০০-৯০০ মি.গ্রা., যা ২-৩ টি বিস্তৃত মাত্রায় দেওয়া যায়। সর্বোচ্চ একক মাত্রা ৪০০ মি.গ্রা.। যে সকল রোগীদের তীব্র ব্যথা থাকে তাদের ক্ষেত্রে মাত্রা অস্থায়ীভাবে ১২০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাঢ়ানো যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে: যেহেতু এই উপাদানটির কার্যকারিতা ১৮ বছরের নীচের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নয় সেহেতু এই বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** ডেক্সআইবুপ্রোফেন এর প্রতি সংবেদনশীলতা থাকলে ব্যবহার্য নয়। যাদের হাঁপানী বা শ্বাসত্ত্বে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা রয়েছে অথবা যাদের এলার্জিক ক্রিয়া দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। যেসব রোগীর আলসারের সমস্যা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** ডেক্সআইবুপ্রোফেন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আইবুপ্রোফেন এর মতোই। সাধারণতঃ যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো দেখা যায় সেগুলো হল বদহজম, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া এবং পেটে ব্যথা।

**অন্যান্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** অ্যাস্টিকোয়াণ্ডেন্ট, সালফেনোমাইড, লিথিয়াম, অন্যান্য ননস্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ওষুধ, এসিই ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার,

সাইক্লোস্পোরিন, ডিগ্রিন, মিথোট্রিক্সেট।

**গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভবত্তা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ :** এক্সফাম® ৩০০ ট্যাবলেট : ১২ X ৪ টি।

এক্সফাম® ৪০০ ট্যাবলেট : ১২ X ৪ টি।

**Xten™**

**এক্সটেন™**

**উপাদান**

**এক্সটেন™ ট্যাবলেট :** প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে টেনোক্সিম বিপি ২০ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা**

**এক্সটেন™ নিম্নোক্ত ব্যথা, প্রদাহ ও হাড়ের ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় কার্যকরী:**

রিউমাটিয়োড আরথাইটিস, অস্টিওআরথাইটিস, অ্যানকা ইলোজিং, স্পন্ডিলাইটিস, এক্সট্রা, আর্টিকুলার, ডিজঅর্ডার, অঙ্গোপচার পরবর্তী ব্যথা, তীব্র গেটে বাত, প্রাইমারী ডিজ্মেনোরিয়া।

**মাত্রা ও সেবনবিধি:** প্রাইমারী ডিজ্মেনোরিয়া, অঙ্গোপচার পরবর্তী ব্যথা ও তীব্র গেটে বাত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা. করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেবন করা শ্রেয়।

**প্রাইমারী ডিজ্মেনোরিয়া:** প্রতিদিন ২০-৪০ মি.গ্রা.

**অঙ্গোপচার পরবর্তী ব্যথা:** প্রতিদিন ৪০ মি.গ্রা. করে পাঁচ দিন।

**তীব্র গেটে বাত :** ৪০ মি.গ্রা. দিনে একবার করে ২ দিন।

**দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. করে দেয়া যেতে পারে।**

**ট্যাবলেটটি** এক গ্লাস পানি সহযোগে সেবন করা উত্তম। খাবারের সাথে বা খাবার গ্রহণের পরপর ট্যাবলেটটি সেবন করা শ্রেয়।

**শিশুদের ক্ষেত্রে:** শিশুদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও মাত্রা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**প্রতিনির্দেশনা**

**টেনোক্সিম অথবা অন্য কোন ব্যথা ও প্রদাহরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।** যে সমস্ত রোগীর এসপিরিন অথবা অন্য ব্যথা ও প্রদাহরোধী ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে হাঁপানি, আর্টিকারিয়া অথবা রাইনাইটিস এর তীব্রতা

বাড়ে, যাদের পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন গ্যাস্ট্রোইটিস, গ্যাস্ট্রিক ডি ওডেনাল আলসার রয়েছে

তাদের ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া: টেনোক্সিকাম** প্রয়োজনীয় মাত্রায় সুসহানীয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাধারণত মৃদু ও কম দেখা যায়। বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ( $>1\%$  রোগীর ক্ষেত্রে) পাকস্থলী ও পরিপক নালীর অস্থস্তি, বর্ষি বর্ষি ভাব, ক্ষুধামন্দা, হৎপিণ্ডে জালাপোড়া, ঘূম ঘূম ভাব, মাথাব্যথা। তাছাড়াও কিছু কিছু রোগীর ( $<1\%$ ) কোষ্ঠকাঠিন্য, ডাইরিয়া, পাকস্থলীর প্রদাহ, বর্ষি, আলসার, পরিপাক তন্ত্রের রক্তক্ষরণ, অবসাদ, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, চুলকানি, আর্টিকেলিয়া, ক্রিয়াটিনিন বেড়ে যাওয়া, যকৃতে এনজাইমের কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে পারে।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: টেনোক্সিকামের অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া নিম্নরূপ:

অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলেট ও স্যালিসাইলেটস্: স্যালিসাইলেটের সাথে গ্রহণে টেনোক্সিকামের ক্লিয়ারেন্স ও ভলিউম অব ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে যায়।

রক্ত জয়ট বাধানকারী ওষুধ ও এসএসআরআই: এ জাতীয় ওষুধের সাথে ব্যবহারে পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণের প্রবণতা বেড়ে যায়।

মিথোট্রিকজেট: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিথোট্রিকজেট ও প্রদাহবিরোধী ওষুধের মৌখিক ব্যবহারের কিছু মারাত্মক বিষক্রিয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

**মূত্রবর্ধক ও রক্তচাপবিরোধী ওষুধ:** টেনোক্সিকামের সাথে ক্রুসেমাইডের মৌখিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু টেনোক্সিকাম হাইড্রোক্লোরথায়াজাইডের রক্তচাপ কমানোর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। টেনোক্সিকাম ধ-অ্যান্ড্রেনার্জিক রুকার ও এসই ইনহিবিটর-এর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

**গভর্ভেন্টায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** প্রোস্টাট্যাস্টিন উৎপাদনে বাধা প্রদাকারী ওষুধ সমূহ ব্যবহারের ফলে প্রসবে জটিলতা তৈরী হতে পারে। থার্ড ট্রাইমেন্টারে ইহার ব্যবহার পরিহার করা প্রয়োজন। টেনোক্সিকাম খুব সামান্য পরিমাণে ( $0.2\%$ ) মাত্রদুষ্প্র প্রবেশ করে। স্তন্যদানকারী কোন মায়ের টেনোক্সিকাম সেবনের ফলে শিশুর ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তথাপি নবজাতকের ক্ষেত্রে মায়ের টেনোক্সিকাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত অথবা

ওষুধ সেবনকালে শিশুকে দুঃখদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

**সরবরাহ: এক্সটেন্টেন্ট:** প্রতি বারে আছে ৩০টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু স্লিপ্টার প্যাকে।

## Z

### জিসাপ®

**Zesup®**

**উপাদান :** জিংক ১০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. এবং জিংক ২০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সিরাপ।

**নির্দেশনা :** পুনঃঘটনশীল শ্বাসনালীর সংক্রমণ, ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা, তীব্র বৃদ্ধি হ্রাস, বিকৃত হাড় তৈরী, দুর্বল ইমিউনোলো-জিক্যাল সাড়া, এ্যাকরোডার্মাটাইটিস এ্যাটেরোপ্যাথিক প্রতিক্রিয়া, অপূর্ণ এবং বিলম্বিত আরোগ্য, রক্ত স্ফল্লতা, রাত কানা এবং মানসিক অশান্তি।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :**

বয়স	জিসাপ®	জিসাপ® ফোর্ট
১০ কেজি নিয়েরে শিশুদের ক্ষেত্রে	৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দৈনিক ২ বার	৫ মি.লি (১ চা চামচ) দৈনিক ১ বার
১০ - ৩০ কেজি পর্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে	১০ মি.লি. (২ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার	৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার
প্রাপ্ত বয়স এবং ৩০ কেজি এর উর্ধ্বে	২০ মি.লি. (৪ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার	১০ মি.লি (২ চা চামচ) দৈনিক ১-৩ বার

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জিংক-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** টেট্রাসাইক্লিন ও পেনিসিলিন।

**সরবরাহ :**

জিসাপ<sup>®</sup> সিরাপ : ১০০ মি.লি.।  
জিসাপ<sup>®</sup>ফোর্ট সিরাপ : ১০০ মি.লি.।

## জিফ<sup>®</sup>

**উপাদান :** ফেরাস সালফেট ১৫০ মি.গ্রা., জিংক সালফেট ৬১.৮ মি.গ্রা. এবং ফলিক এসিড ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের ঘাটতি পূরণে অথবা আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দৈনিক ১টি ক্যাপসুল।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যদের এই জাতীয় ওষুধে অতিস্বেচ্ছেনশীলতা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। যে সমস্ত রোগীদের হিমোক্রোম্যাটোসিস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অথবা রেড সেল অ্যাপাসিয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** গাঢ় রঘ্যমুক্ত মল, বমি ভাব এবং কখনও কখনও পরিপাকতন্ত্রীয় জ্বালাপোড়া যেমন-ক্ষুধামন্দা, বমি, অস্বাচ্ছন্দ্য, কোষ্ঠকার্ট্ত্য এবং ডায়ারিয়া দেখা দিতে পারে।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। পরবর্তী পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ ব্যবহার করতে হবে।

**সরবরাহ :**

জিফ<sup>®</sup> ক্যাপসুল : ১০ X ১০ টি।

## Zif<sup>®</sup>

প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ১ টি ক্যাপসুল।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি অস্তি সংবেদনশীল অথবা যারা আয়রণের মাত্রাতিরিক্ততায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** বমি ভাব, অরুচি, বমি, অস্পষ্টি, কোষ্ঠকার্ট্ত্য, ডায়ারিয়া, পায়খানা কালচে বর্ণ ধারণ, এলার্জিক প্রতিক্রিয়া।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** যদি সম্পূর্ণ হয় গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

**সঠিক ভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।**

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** টেট্রাসাইক্লিন, কুইনোলোনস্ঃ, লেভোডোপা, লেভোথাইরক্সিন, মিথাইলডোপা, পেনিসিলামিন, ফেনোবারাবিটাল, ফেনাইটোইন এবং প্রাইমিডোন।

**সরবরাহ :**

জিফ-সি আই<sup>®</sup> ক্যাপসুল : ৬ X ১০টি।

## জিফ<sup>®</sup> ফোর্ট

## Zif<sup>®</sup> Forte

**উপাদান :** মৌলিক আয়রণ (কর্বোনিল আয়রণ আইএনএন হিসাবে) ৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড বিপি ০.৫০ মি.গ্রা., থায়ামিন মনোনাইট্রেট ইউএসপি ২ মি.গ্রা. রিবোফার্ভিন ইউএসপি ২ মি.গ্রা., পাইরিডক্সিন হাইড্রোক্রোইড বিপি ১ মি.গ্রা., নিকোটিনামাইড ইউএসপি ১০ মি.গ্রা., ভিটামিন সি (এসকরবিক এসিড হিসাবে) ইউএসপি ৫০ মি.গ্রা. এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি ৬১.৮০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপেক্স, তিটামিন সি এবং জিংকের ঘাটতি

পূরণে জিফ<sup>®</sup> ফোর্ট ক্যাপসুল নির্দেশিত। জিফ<sup>®</sup> ফোর্ট ক্যাপসুল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিটামিন ও মিনারেল এর ঘাটতি জনিত সমস্যায়ও নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ১ (এক) টি ক্যাপসুল খাবারের আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**

## জিফ-সি আই<sup>®</sup>

## Zif-CI<sup>®</sup>

**উপাদান :** মৌলিক আয়রণ (কর্বোনিল আয়রণ হিসাবে) ৫০ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা. এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট ৬১.৮০ মি.গ্রা./ক্যাপসুল।

**নির্দেশনা :** গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন অবস্থায় আয়রণ, ফলিক এসিড এবং জিংকের ঘাটতি পূরণে ও

যাদের এই জাতীয় ওষুধে সংবেদনশীলতা আছে অথবা যারা আয়রণের মাত্রাতিরিক্তায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** আয়রণের চিকিৎসায় গাঢ় রং যুক্ত মল স্বাভাবিক, এছাড়া বমি বমি ভাব এবং কখনও কখনও পরিপাকতন্ত্রীয় জালাপোড়া যেমন-ক্রুমদ্বা, বমি, অব্যাচ্ছন্দ্য, কোষ্ঠকঠিন্য এবং ডায়ারিয়া দেখা দিতে পারে। এধরণের টাইমড রিলিজ ক্যাপসুল বিশেষভাবে তৈরী করা, যাতে করে পরিপাকতন্ত্রে অস্থাচ্ছন্দ্য বোধ হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** টেট্রাসাইক্লিন, কুইনোলোন, লেভোডোপা, লেভোথাইরজিন, মিথাইলডোপা, পেনিসিলামিন, ফেনোবারিটাল, ফিনাইটেইন এবং প্রাইমিন।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** যদি সম্ভব হয় গৰ্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সঠিকভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবল মাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে। গৰ্ভাবস্থার শেষ দিনগুলিতে আয়রণের ঘাটতি প্রতিরোধে এবং খাদ্যের অপর্যাপ্ততায় জিংক এবং ফলিক এসিডের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

**সরবরাহ :**

জিফ° ফোর্ট ক্যাপসুল :  $6 \times 10$  টি।

## জিফোলেট°

## Zifolet®

**উপাদান :** ফলিক এসিড ৫ মি.গ্রা. এবং জিংক ২০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট।

**নির্দেশনা :** জিংক এবং ফলিক এসিডের অভাবজনিত রোগে এবং প্রতিরোধে নির্দেশিত।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ১ টি ট্যাবলেট অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** জিংক-এর প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। কোবালামিন-এর অভাবজনিত রোগে ফলিক এসিড প্রতিনির্দেশিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সু-সহনীয়। মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা, অর্জিণ, বমি বমি ভাব, বমি, জ্বর এবং শাসকষ্ট হতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** নির্দেশিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** ক্যালসিয়াম।

**সরবরাহ :**

জিফোলেট° ট্যাবলেট :  $10 \times 10$  টি।

## জিলিরন°

## Ziliron®

**উপাদান :** আয়রণ (III) হাইড্রোক্রাইড পলিমলটোজ কমপেক্স ১৮৮ মি.গ্রা., ফলিক এসিড ০.৫ মি.গ্রা./ এবং জিংক সালফেট মনোহাইড্রেড ৬১.৮০ মি.গ্রা./ ট্যাবলেট

**নির্দেশনা :** আয়রণ, ফলিক এসিড ও জিংকের অভাবজনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** দিনে ১টি ট্যাবলেট।

**সর্তর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :** যে কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সু-সহনীয়। মাঝে মাঝে পরিপাকতন্ত্রের অস্বস্তি যেমন বিরক্তিকর অনুভূতি, পেটের উপরিভাগে চাপবোধ, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকঠিন্য ও ডায়ারিয়া হতে পারে।

**গৰ্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** যদি সম্ভব হয় গৰ্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত। সঠিক ভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া :** কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

**সরবরাহ :**

জিলিরন° ট্যাবলেট :  $6 \times 10$  টি।

## জিলিরন-বি°

## Ziliron B®

**উপাদান :** প্রতিটি জিলিরন-বি ক্যাপসুলে রয়েছে আয়রণ (III) হাইড্রোক্রাইড পলিমলটোজ কমপেক্স আইএনএন ১৮৮ মি.গ্রা. যা ৪৭ মি.গ্রা. মৌলিক আয়রণের সমতুল্য, ফলিক এসিড বিপি ০.৫ মি.গ্রা. থায়মিন হাইড্রোক্রোরাইড বিপি ৫ মি.গ্রা. রিবোফাইন বিপি ২ মি.গ্রা. পাইরিডজিন হাইড্রোক্রোরাইড বিপি ২ মি. গ্রা. নিকোটিনামাইড বিপি ২০ মি.গ্রা. এবং জিংক

সালফেট মনোহাইড্রেট ইউএসপি ৬১.৮০ মি.গ্রা.।  
নির্দেশনা : জিলিন-বি ক্যাপসুল আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-কমপেক্স এবং জিংক এর অভাব জনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে নির্দেশিত।

সেবনমাত্রা : প্রতিদিন ১টি ক্যাপসুল। জটিল অবস্থায় দুইটি ক্যাপসুল প্রয়োজন হতে পারে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পর্যাপ্তিক্রিয়া : সাধারণত সুস্থলীয়। খুব কম এ্যালার্জি ক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

সতর্কতা বা সাবধানতা : সকল আয়রণ প্রস্তুতির মত মনের রং কালো হতে পারে যার কোন ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব নেই।

যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না : যাদের এই ওষুধের কোন উপাদানে প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

অন্য অ্যুধের সাথে প্রতিক্রিয়া : যেহেতু জিলিন-বি ক্যাপসুলে আয়রণ কমপেক্স রূপে যুক্ত থাকে, তাই খাদ্য উপাদান (ফাইটেস, অক্সালেটস, টেনিন ইত্যাদি) বা অন্য কোন ওষুধ (টেট্রাসাইক্লিন, এন্টাসিড) এর সাথে কোন বিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই।

**গৰ্ভাবস্থায় ব্যবহার :** যদি সস্তর হয় গৰ্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস যে কোন প্রকার ওষুধ ব্যবহার হেতে বিরত থাকা উচিত সঠিকভাবে আয়রণের ঘাটতি নিশ্চিত হলেই কেবল মাত্রা প্রথম তিন মাসে আয়রণ গ্রহণ করা যেতে পারে। গৰ্ভাবস্থায় শেষ দিনগুলিতে আয়রণে ঘাটতি প্রতিরোধে এবং খাদ্যের অপর্যাঙ্গতায় জিংক এবং ফলিক এসিডের ব্যবহার যুক্তিমুক্ত।

**সরবরাহ :**

জিলিন-বি<sup>®</sup> ক্যাপসুল : ৩ X ১০টি।

## জিম্যাক্স<sup>®</sup>

Zimax<sup>®</sup>

**উপাদান:** এজিথ্রোমাইসিন ডাইহাইড্রেট ইউএসপি । ২৫০ মি.গ্রা., ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট, ২০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন (১৫ মি.লি., ৩০ মি.লি. এবং ৫০ মি.লি.)।

**নির্দেশনা:** জিম্যাক্স<sup>®</sup> সংবেদনশীল জীবাণুঘাস্তিত সংক্রমণে নির্দেশিত হয়ে থাকে। জিম্যাক্স<sup>®</sup> শাস্তসন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ, যেমন- ব্রংকাইটিস এবং নিউমোনিয়া, শাস্তসন্ত্রের উর্ধ্বাংশের সংক্রমণ, যেমন- সাইনুসাইটিস, ফেরিনজাইটিস / টনসিলাইটিস,

আটাইটিস মিডিয়া, ত্বক ও অন্যান্য নরম কলাসমূহের সংক্রমণ, পুরুষ ও মহিলার যৌনরোগ যেমন নন-গনোকক্সাল ইউরেথাইটিস, ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস ঘটিত সারভিসাইটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: জিম্যাক্স<sup>®</sup> ক্যাপসুল এবং সাসপেনশন খাবার গ্রহণের অন্ততঃ এক ঘন্টা পূর্বে অথবা বা দুই ঘন্টা পরে গ্রহণ করতে হবে। তবে জিম্যাক্স<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট খাবার গ্রহণের পূর্বে অথবা পরে কিংবা খাবারের সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে।

জিম্যাক্স<sup>®</sup> ১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ১০ মি.লি. বা ২ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সব্বটুকু শুক্র পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

জিম্যাক্স<sup>®</sup> ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ২০ মি.লি. বা ৪ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সব্বটুকু শুক্র পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

জিম্যাক্স<sup>®</sup> ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর জন্য ৩৫ মি.লি. বা ৭ চা চামচ পরিমাণ সদ্য ফুটানো ঠাণ্ডা পানি সব্বটুকু শুক্র পাউডারের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

ব্যাক্সদের জন্য মাত্রা: শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের জন্য সর্বমোট ১.৫ গ্রাম জিম্যাক্স<sup>®</sup> তিনদিনে সেবন করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন ৫০০ মি.গ্রা. জিম্যাক্স<sup>®</sup> পর পর তিন দিন খেতে হয়। বিকল্প মাত্রা হিসাবে প্রথম দিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পরবর্তী ৪ দিন প্রতিদিন ২৫০ মি.গ্রা. করেও জিম্যাক্স<sup>®</sup> সেবন করা যেতে পারে।

ক্ল্যামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিস ঘটিত যৌনরোগের ক্ষেত্রে জিম্যাক্স<sup>®</sup> এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। বিকল্প মাত্রা হিসাবে প্রথম দিন ৫০০ মি.গ্রা. এবং পরবর্তী দুইদিন ২৫০ মি. গ্রা. করে জিম্যাক্স<sup>®</sup> গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভিত্তিগত কলেরি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত কলেরার চিকিৎসায় জিম্যাক্স<sup>®</sup> ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। নাইজেরিয়া গনোরিয়া জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত জটিল নয় এমন গনোরিয়ার (ইউরেথাইটিস অথবা সারভিসাইটিস) চিকিৎসায় জিম্যাক্স<sup>®</sup> এর ২ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। খাবার গ্রহণের পর সেবন করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কর দেখা যায়।

নন-গনোকক্সাল ইউরেথাইটিস, সিজেলা সংক্রমণ, অর্মকালীন ডায়ারিয়ার ক্ষেত্রে জিম্যাক্স<sup>®</sup> এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়। সালমোনেলা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত জটিল নয় এমন টাইফনেতের চিকিৎসায়

জিম্যাক্স<sup>®</sup> এর ১ গ্রাম একক মাত্রায় ৫ দিন গ্রহণ করতে হয়। বয়োবৃন্দ রোগীদের জন্য জিম্যাক্স<sup>®</sup> ব্যক্ত মাত্রার সম্পরিমাণ নির্দেশিত। শিশুদের জন্য মাত্রা: ৬ মাস বা তার বেশি বয়সের শিশুদের জন্য জিম্যাক্স<sup>®</sup> প্রতিদিন ১০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসাবে দিতে হবে পর পর তিন দিন। বিকল্প মাত্রা হিসেবে প্রথম দিনে ১০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসেবে এবং পরবর্তী চারদিন ৫ মি.গ্রা. প্রতি কেজি ওজন হিসেবেও জিম্যাক্স<sup>®</sup> দেয়া যেতে পারে। ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহারে নিরাপত্তা ও কার্যকরিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওজন ও বয়স অনুপাতে জিম্যাক্স<sup>®</sup> সাসপেনশন নিম্নলিখিত মাত্রায় দেয়া যেতে পারে:

ওজন (বয়স)	মাত্রা	সেবনবিধি	মোট পরিমাণ
১৫-২৫ কেজি (৩-৭ বছর)	২০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৫ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	১৫ মি.লি.
২৬-৩৫ কেজি (৮-১১ বছর)	৩০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ৭.৫ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	২২.৫ মি.লি.
৩৬-৪৫ কেজি (১২ - ১৪ বছর)	৪০০ মি.গ্রা.	প্রতিদিন ১০ মি.লি. করে পর পর তিন দিন	৩০ মি.লি.
৪৫ কেজি-এর বেশী ওজনের শিশুদের ক্ষেত্রে বয়সকদের মাত্রা প্রযো জ।	চিকিৎসাকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশিত		৫০ মি.লি.

সর্তর্কতা এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সমস্ত রোগীর এজিথ্রোমাইসিন বা অন্য কোন ম্যাক্রোলাইড এন্টিবায়োটিকের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করা যাবে না। তাত্ত্বিকগতভাবে আরগাটিজম দেখা দেয়ার সম্ভাবনার কারণে এজিথ্রোমাইসিন এবং আরগট জাতীয় ওষুধ একত্রে ব্যবহার করা উচিত। যেহেতু লিভারের মাধ্যমে মূলতঃ

এজিথ্রোমাইসিন নিঃসরিত হয়, যকৃতে জটিলতা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করা উচিত নয়। টারফেনাডিন অথবা এস্টেমাইজল এর সাথে একত্রে এজিথ্রোমাইসিন এর ব্যবহার পরিহার করা উচিত। বুকীয় কার্যকারিতা অতিমাত্রায় ব্যহত হলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

**পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া:** এজিথ্রোমাইসিন এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ও পরিধি কম এবং এটি রোগীদের দ্বারা সুসন্হানীয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমি বমি ভাব, বমি, আন্তিক ব্যথা, অস্বস্তি, বায় উদ্গিরণ, ডায়ারিয়া, মাথা ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব এবং তুকে লাল দাগ উঠা। এসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওষুধ গ্রহণ বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** এন্টসিড: এ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এন্টসিড এজিথ্রোমাইসিনের সিরাম-মাত্রা কমিয়ে দেয় তবে শোষণের পরিমাণ কমায় না। সেজন্য এজিথ্রোমাইসিন এন্টসিড গ্রহণের কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে অথবা ২ ঘণ্টা পরে সেবন করা উচিত। আরগট জাতীয় ওষুধ: একই সঙ্গে এজিথ্রোমাইসিন ও আরগট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে আরগাটিজম দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ডিগ্রিন্সিন ও সাইক্লোস্পেসারিন: ম্যাক্রোলাইড জাতীয় ওষুধ (যেমন: এজিথ্রোমাইসিন) ডিগ্রিন্সিন ও সাইক্লোস্পেসারিনের প্লাজমা মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। সেজন্য এ সকল ওষুধ একত্রে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**গর্ভধারণকাল ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী এজিথ্রোমাইসিন ক্ল্যামাইডিয়া জনিত সংক্রমণের জন্য গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য সংক্রমণে এজিথ্রোমাইসিন এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবলমাত্রে গর্ভকালীন সময়ে ব্যবহার করা উচিত। এজিথ্রোমাইসিন মাতৃদুর্দোষ নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। সেজন্য স্তন্যদানকারী মায়ের ক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### সরবরাহ:

জিম্যাক্স<sup>®</sup> ২৫০ ক্যাপসুল: প্রতি বাত্রে রয়েছে ১২ টি জিম্যাক্স<sup>®</sup> ২৫০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল। জিম্যাক্স<sup>®</sup> ৫০০ ট্যাবলেট: প্রতি বাত্রে রয়েছে ১২ টি জিম্যাক্স<sup>®</sup> ৫০০ মি.গ্রা. ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেট। জিম্যাক্স<sup>®</sup> ১৫ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুক পাউডার: প্রতি

বোতলে রয়েছে ১৫ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার। জিম্যাক্স® ৩০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার: প্রতি বোতলে রয়েছে ৩০ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার। জিম্যাক্স® ৫০ মি.লি. সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার: প্রতি বোতলে রয়েছে ৫০ মি.লি. জিম্যাক্স® সাসপেনশন তৈরীর উপযোগী শুষ্ক পাউডার এবং পরিমাপের জন্য একটি কাপ ও ড্রপার।

**জক্স®**

**Zox®**

**উপাদান :** নাইটাজক্সানাইড ৫০০ মি.গ্রা. ট্যাবলেট  
এবং ১০০ মি.গ্রা./৫ মি.লি. সাসপেনশন।

**নির্দেশনা :** ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম পারভাম এবং  
জিয়ারডিয়া লাখ্যরিয়া দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া, অ্যামিবিয়াসিস  
এবং ক্রিম সংক্রমণ।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি :** ১-৩ বছর : ৫ মি.লি. দিনে ২  
বার ও দিন। ৪-১১ বছর : ১০ মি.লি. দিনে ২ বার ৩  
দিন। >১২ বছর : ২৫ মি.লি. অথবা ১ টি ট্যাবলেট  
দিনে ২ বার করে ৩ দিন।

**সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না :**  
নাইটাজক্সানাইড অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি  
অতি সংবেদনশীলতা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া :** সাধারণতঃ সু-সহনীয়।

**গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার :** প্রেগন্যাসি  
ক্যাটাগরি ‘বি’। স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় বিবেচিত  
হলেই গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত। স্তন্যদানকারী  
মায়েদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ :**

**জক্স® ট্যাবলেট :** ৫ X ৬ টি। **জক্স® সাসপেনশন :** ৩০  
মি.লি.। **জক্স® সাসপেনশন :** ৬০ মি.লি.।



এডেভাস®

Adovas®

এমসিভিট®

AmCivit®

**উপাদান:** অ্যাচটোডা ভ্যাসিকা ০.৬৮ গ্রাম, পাইপার লংগাম ০.১৪ গ্রাম, গ্রাইসারহিজা গাবরা ৬.৭৮ মি.গ্রা., টারমিনালিয়া চেবুলা ৭৩.২৪ মি.গ্রা., সস্যুরিয়া লাঙ্গা ৬.৭৮ মি.গ্রা., জিঞ্জিবার অফিসিনালি ৬.৭৮ মি.গ্রা., পাইপার নাইগ্রাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিজাইজিয়াম এরোম্যাটিকাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিনামোয়াম জিলানিকাম ৬.৭৮ মি.গ্রা., সিনামোয়াম ট্যামালা ৬.৭৮ মি.গ্রা., মাইরিকা ন্যাপি ৬.৭৮ মি.গ্রা., পিস্টাসিয়া ইন্টেজেরিমা ৬.৭৮ মি.গ্রা., ইলেটারিয়া কার্ডিমোয়াম ৬.৭৮ মি.গ্রা.।

**নির্দেশনা:** বুকের জমাট বাঁধা ঘন কফ তরল করে বের করে। শুষ্ক কাশি উপশম করে। এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতা, ধূমপানজনিত কাশি এবং স্বরভঙ্গ রোগে অত্যন্ত কার্যকর।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ১২ বছরের কম বয়সী শিশু: ১ - ২ চামচ (৫ - ১০ মি.লি.) দিনে ৩ বার।

**প্রাপ্ত বয়স্ক:** ৩ চামচ (১৫ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার কুসুম গরম (কাশির তীব্রতায়) পানিসহ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটি নিরাপদ এবং সুসহমীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্য ওষুধের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

**গর্ভাবস্থায় এডেভাস®** সেবন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাধ্যনীয়। মায়ের জ্বরের ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে ব্যবহার করা উচিত।

**সরবরাহ:**

প্রতি পি ই টি (PET) বোতলে রয়েছে ১০০ মি.লি. এডেভাস® সিরাপ ও ২০০ মি.লি. এডেভাস® সিরাপ।

**উপাদান:** প্রতি ৫ মি.লি. এমসিভিট® সিরাপে আছে এমারিকা অফিসিনালিস ৩.০৩ মি.লি. এবং পাইপার লংগাম ০.১২ গ্রাম এর নির্যাস।

**নির্দেশনা** এবং **ব্যবহার:** এমসিভিট® ভিটামিন সি স্বত্ত্বাতা, ক্ষার্ডি ও রজাঙ্গুতা রোগে নির্দেশিত। এছাড়া এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বার্ধক্য রোধ করে, চুল পাকা বন্ধ করে এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তবালীর স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

এছাড়া ইন্ফেকশন, পৌঁড়া ও ক্ষতপূরণ, ট্রোমা ও ফ্র্যাকচার চিকিৎসায় উপকারী। এটি ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখে বিধায় ঠান্ডাকাশি, শ্বাসকষ্ট ও ব্র্কাইটিসে বিশেষভাবে নির্দেশিত। এছাড়া এমসিভিট® গাউটের আক্রমণ কমায়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১ চা চামচ (৫ মি.লি.) দিনে ২ বার।

**প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে:** ১ - ২ চা চামচ (৫ - ১০ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ যা নিরাপদ ও সুস্থলীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

**যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না:** এখন পর্যন্ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না।

**গঠকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** গর্ভাবস্থায় এমসিভিট® সেবনে কোন ক্ষতিকর তথ্য জানা নেই।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্য কোন ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া হওয়ার তথ্য জানা নাই।

**সতর্কতা:** কিন্তু রোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**সরবরাহ:**

প্রতিটি পি ই টি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সুষাদু ও সুগন্ধযুক্ত এমসিভিট® সিরাপ।

এমোসিড®

উপাদান: ইলারেগা এন্টিডিসেনটেরিকা, ভাইটিস

Amocid®

ভিলিফেরা, মধুকা ইভিকা এবং উডফরটিয়া ফ্রাণ্টকোসা  
সহ অন্যান্য ডেজ উপাদানের নির্যাস।

#### নির্দেশনা:

এমোসিড সিরাপ-

- ডিসেন্টেরি (এমোবিক ও ব্যাসিলারী)

• জিয়ারডিয়াসিস

• হেল্মিষ্ট্যাসিস

- ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ (কোলাইটিস, ক্রোনস্  
ডিজিজ) এ নির্দেশিত।

এছাড়া এমোসিড সিরাপ হেপাটিক এমোয়েবিয়াসিস,  
হেপাটোস্ট্রিনোমেগালি ও ইনস্টেস্টাইনাল পরজীবীর  
বিলুক্ষে কার্যকারী।

#### মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১/২ - ১ চা  
চামচ (২.৫ - ৫ মি.লি.) দিনে ২ - ৩ বার খাওয়ার পর  
৭-১৪ দিন ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী  
সেব্য।

৬ - ১২ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১ চা চামচ (৫  
মি.লি.) দিনে ৩ বার খাওয়ার পর ৭-১৪ দিন ধরে  
কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

১২ বছরের উপরে এবং প্রাণ্ত বয়কদের ক্ষেত্রে: ২ চা  
চামচ (১০ মি.লি.) দিনে ৩ বার খাওয়ার পর ৭-১৪  
দিন ধরে কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী  
সেব্য।

কোলাইটিসের ক্ষেত্রে এমোসিড সিরাপ ৩ মাস ধরে  
সেবন করা উচিত।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটি নিরাপদ ও সুসহচীয়। প্রাকৃতিক  
উপায়ে কাজ করে বিধায় অন্যান্য পরজীবী বিরোধী  
ওষুধের ন্যায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন বমি বমি ভাব,  
উদারায়, মাথা ব্যথা হয় না।

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার: চিকিৎসা  
গবেষণা তথ্যানুযায়ী গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন  
সময়ে এর ব্যবহার কেন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা  
যায়নি তথাপি গর্ভবত্ত্বাত ব্যবহার না করা উচিত বা  
ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

**সরবরাহ:** ১০০ মি.লি. সুস্থান্ত ও সুগন্ধযুক্ত সিরাপ।

#### অরুবিন®

**Arubin®**

**উপাদান:** প্রতিটি অরুবিন® ক্যাপসুলে আছে  
জিনজিবার অফিসিনালি ২৭.৭৮ মি. গ্রা., পাইপার

নাইট্রাম ২৭.৭৮ মি. গ্রা., টারমিনালিয়া চেবুলা  
২৭.৭৮ মি. গ্রা., এম্বরিকা অফিসিনালিস ২৭.৭৮  
মি. গ্রা., টারমিনালিয়া বেলেরিকা ২৭.৭৮ মি. গ্রা.,  
সাইপেরাস রোটেনডাস ২৭.৭৮ মি. গ্রা., এম্বরিকা  
রিবস ২৭.৭৮ মি. গ্রা., পান্থাগো জিলেনিকা ২৭.৭৮  
মি. গ্রা. ও আয়রন সল্ট ২৫০ মি.গ্রা।

#### নির্দেশনা:

লোহের অভাব জনিত রক্ত স্বল্পতা

অপুষ্টিজনিত রক্ত স্বল্পতা

ক্ষুধামন্দা ও সাধারণ দুর্বলতা

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি: প্রাণ্ত বয়কদের মাত্রা: ১টি - ২টি  
অরুবিন® ক্যাপসুল দিনে ২ বার সেবন করা উচিত।

১২ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে  
সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সতর্কতা ও অনুপযোগীতা: এর কোন উপাদানের প্রতি  
অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে  
না।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** অরুবিন® ক্যাপসুল নির্দেশিত মাত্রায়  
ব্যবহারে কোন ধরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত  
হয়নি।

গর্ভবত্ত্বাত ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার: গর্ভকালীন  
সময়ে অরুবিন® ক্যাপসুল ব্যবহারে ক্ষতিকর তথ্য  
পাওয়া যায় না। মায়ের দুর্ধের সাথে অরুবিন®  
ক্যাপসুলের উপাদান নিঃসরণের কোন তথ্য পাওয়া  
যায়নি।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া: কোন গুরুত্বপূর্ণ  
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

#### সরবরাহ:

অরুবিন® ক্যাপসুল : প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০টি করে  
ক্যাপসুল লিস্টার প্যাকে।

#### কোলমিন্ট®

**Colmint®**

**উপাদান:** কোলমিন্ট® লিক্যাপ: প্রতিটি এটেরিক  
কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে  
আছে ১৮.৭ মিলিগ্রাম (০.২ মি.লি.) পিপারমিন্ট  
অয়েল।

#### ব্যবহার:

ইরিটেবল্ বাওয়েল্ সিন্ড্রোম

ফাংশনাল ডিস্পেপ্সিয়া

অ্যাব্ডোমিনাল পেইন

### অ্যাবডেমিনাল ডিস্ট্রিনশন/রোটিং

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণ্ত ব্যক্তি: এক গ্লাস পানিসহ ১টি করে ক্যাপসুল দিনে ৩ বার। খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে সেব্য। এই মাত্রা সর্বোচ্চ দিনে ২টি ক্যাপসুল ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়ানো যেতে পারে।

**শিশু:** ১৫ বছরের কম বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে কোলমিন্ট<sup>®</sup> লিক্যাপ শুধুমাত্র আবশ্যিকতার ভিত্তিতে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

**পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া:** ‘জার্মান কমিশন ই’ মতে এর তেমন কোন পৌর্ণ প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**নির্বেধোভজ্ঞ:** অ্যাক্রোরহাইড্রিয়া আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা নির্বেধ। এমনকি শিশু এবং ছেতাবাচ্চাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার জিহ্বা এবং শ্বসনত্ত্বের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকাটাই সমিচীন।

**সাবধানতা:** খাবারের সাথে কিংবা খাওয়ার ঠিক পর পরই এটি খাওয়া যাবে না। খাওয়ার আধখন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে থেতে হবে। অল্প পানির সাথে পুরোটা থেতে হবে। কোন মতেই ক্যাপসুল চিবানো কিংবা ভঙ্গা যাবে না।

**গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** কোলমিন্ট<sup>®</sup> লিক্যাপ গৰ্ভবত্ত্বায় কিংবা স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন বাঁধা আছে বলে জানা যায় না।

#### সরববাহ:

কোলমিন্ট<sup>®</sup> লিক্যাপ: প্রতিটি বারে আছে ৩০টি একটেরিক কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুল রিস্টার প্যাকে।

### ডুবারেল<sup>®</sup>

### Dubarel<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে সারাকা ইভিকা ১.৫২ গ্রাম, নাইজেলা সেটিভা ১৫.১৫ মি.গ্রা., সাইপেরাস রটেনডাস ১৫.১৫ মি.গ্রা., জিনজিবার অফিসিনালি ১৫.১৫ মি.গ্রা., বার্বেরিস এরিস্টাটা ১৫.১৫ মি.গ্রা., নেলামবিয়াম নুসিফেরা ১৫.১৫ মি.গ্রা., ম্যাথগিফেরা ইভিকা ১৫.১৫ মি.গ্রা., এবং অ্যাডোহটোডা ভ্যাসিকা ১৫.১৫ মি.গ্রা. সহ অন্যান্য তেজজ উপাদানের নির্যাস।

বর্ণনা

অস্ত্রাভাবিক ইউটেরাইন ব্রিডিং এক বিশেষ ধরনের

উপসর্গ যা সাধারণত মহিলাদের প্রজননকালীন সময়ে দেখা দেয় এবং প্রায় শতকরা ২০ ভাগ মহিলা এ ধরনের সমস্যা নিয়ে স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে হাজার হয়। আয়ুর্বেদ, ইন্ডিয়ান চিকিৎসা ব্যবহার এক প্রাচীনতম শাখা, যেখানে অস্ত্রাভাবিক ইউটেরাইন ব্রিডিং এ উপকারী বহু তেজজের কথা উল্লেখ রয়েছে। অশোকারিষ্ট (সারাকা ইভিকা, ম্যাথগিফেরা ইভিকা এবং অ্যাডোহটোডা ভ্যাসিকা) জরায়ুর নানাবিধি সমস্যা জনিত চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও কার্যকরী।

**ফার্মাকোলজি:** মহিলাদের মাসিক সংক্রান্ত ভিত্তিন ধরনের অসুবিধা এবং স্ত্রী-হরমোনের অসমতায় সারাকা ইভিকা সবচেয়ে জনপ্রিয় নিরাময়ক। এ বৃক্ষের প্রধান উপাদান হলো স্টেরোডাল অংশ ও ক্যালমিয়াম লবণ। সারাকা ইভিকার বাকলে ইস্ট্রোজেন জাতিয় উপাদান আরগোস্টেরল থাকে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান হলো অ্যালকেন এস্টার, ট্যানিন, ক্যাটাচিন, ক্যাটিকোল ও এপিক্যাটিচিন। ভেজজিটি ওভারিয়ান টিস্যুকে উভেজিত করার মাধ্যমে এস্ট্রোজেনের কার্যকরীতা বৃদ্ধি করে ওভুলেশন ঘটায় ও এন্ডোমেট্রিয়ামকে মেরামত করে। এটি জরায়ু মাংসপেশীয়ে সক্রিয় করে যা শক্তিশালী জরায়ু রক্তক্রিয়াধোধ হিসেবে কাজ করে। এটি মহিলাদের প্রজনন অঙ্গ ও রক্তের পুষ্টি বৃদ্ধি করে এবং হাইপোথে লারিক পিটুইটারী ওভারিয়ান এঞ্জিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে স্ত্রী-হরমোনের সঠিক উৎপাদন ও মাসিক চক্রের নিয়মিতকরণে সহায়তা করে। সারাকা ইভিকা প্রেস্টাগাডিন এইচ ২ সিনথেকেসকে বাঁধা প্রদানের মাধ্যমে জরায়ু থেকে রক্তক্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যথা নাশকের ন্যায় সারাকা ইভিকা জরায়ু ব্যথায় নির্দেশিত। এছাড়াও এ তেজজের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়া বিরোধী কার্যকরীতা রয়েছে।

ম্যাথগিফেরা ইভিকা সংকোচক ও বরি প্রতিরোধক এবং জরায়ু প্রদাহ ও রক্ত জমাট সংক্রান্ত জটিলতায় উপকারী। এটি মহিলাদের ঘোন ও মুেরাগালীকে দৃঢ় করে এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। এটি মাসিকের ব্যথা সারায় ও জরায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস বিরোধী কার্যকরীতা রয়েছে। সাইপেরাস রটেনডাস রক্ত স্বষ্টিতা ও সাধারণ দুর্বলতায় কার্যকর।

অ্যাডোহটোডা ভ্যাসিকা অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করে এবং ডিস্কাংশনাল ইউটেরাইন ব্রিডিং এ উপকারী।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার:** ডিস্ফাংশনাল ইউটেরাইন প্লিডিং  
(ডি ইউ বি)

সেকেন্ডোরী অ্যামেনোরিয়া

মেনোরেজিয়া

পলি সিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম (পি.সি.ও.এস)

বন্ধ্যাত্

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ১২ বছরের উপরে এবং প্রাণী  
ব্যক্তদের ক্ষেত্রে: ২ - ৩ চা চামচ (১০ - ১৫ মি.লি.) দিনে  
৩ বার অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:**

নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া  
পরিলক্ষিত হয় না।

নিষেধাজ্ঞা

জানা যায়নি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:**

জানা যায়নি।

গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:  
গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার উচিত  
নয়।

**সরবরাহ:** প্রতিটি পি.ই.টি.বোতলে আছে ১০০ মি.লি.  
সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত সিরাপ।

**এনারটন®**

**Enerton®**

**উপাদান:** প্রতি ৫ মি.লি. এনারটন® সিরাপে আছে  
সিডা কর্ডিফলিয়া ১.৩০ গ্রাম, উইথানিয়া সামনিফেরা  
১.৩০ গ্রাম, রিসিনাস কামিনিস ২৮.১৫ মি.গ্রা., ভেড়া  
রঞ্জবার্জ ১৪.০৮ মি.গ্রা., ইলেটেরিয়া কর্জমোয়াম  
১৪.০৮ মি.গ্রা., সাইজেজিয়াম অ্যারোমেটিকাম  
১৪.০৮ মি.গ্রা., ভেটিভেরিয়া জিজানমেড ১৪.০৮  
মি.গ্রা., ট্রাইভিউলাস টেরেসেন্টিস ১৪.০৮ মি.গ্রা., সহ  
অন্যান্য তেজজ উপাদানের নির্যাস।

**ব্যবহার:**

পুষ্টি ও শক্তি বৰ্ধক বিশেষ করে খেলোয়াড়দের জন্য  
উৎকৃষ্ট টনিক

শারিয়ীক দুর্বলতা ও অবসন্নতায় কাৰ্যকৰী

মাংসপেশীকে সৰল করে

জ্বর ও প্রসব পৰবৰ্তী দুর্বলতায় এবং শ্বাস কষ্টের  
ৱোগী জন্য উপকাৰী

ব্যক্ত ও খেলোয়াড়দের সাধাৰণ ব্যথায় উপকাৰী।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** প্রাণী ব্যক্তদের ক্ষেত্রে (১২  
বছরের উপরে): ২-৩ চা চামচ (১০-১৫ মি.লি.) দিনে  
৩ বার অথবা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এটি একটি আয়ুৰ্বেদিক ওষুধ যা

নিরাপদ ও সুস্থলীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন কৰলে

কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার কৰা যাবে না: এখনো পর্যন্ত কোন

বিৱৰণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তবে উচ্চরঞ্চাপ,

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

কৰতে হবে।

**গৰ্ভবস্থায় ব্যবহার:** গৰ্ভবস্থায় এনারটন® সিরাপ  
ব্যবহারের কোন টেরাটোজেনিক কাৰ্যকারিতা যাচাই  
কৰা হয়নি। তাই গৰ্ভবস্থায় সতৰ্কতাৰ সাথে ব্যবহার  
কৰা বাঞ্ছনীয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** স্নায় উদ্বীপক ওষুধের  
সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতৰ্কতা অবলম্বন কৰতে  
হবে।

**সরবরাহ:** প্রতিটি পি.ই.টি.বোতলে আছে ২০০ মি.লি.  
সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত এনারটন® সিরাপ।

**ইপ্রিম®**

**Eprim®**

**উপাদান:** ইপ্রিম® লিক্যাপ: প্রতিটি লিক্রুইড ফিল্ড  
হার্ডজিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ৫০০ মি.গ্রা. ইভিনিং  
প্রিমৱোজ অয়েল।

**ব্যবহার:**

মাসিক সংক্রান্ত জটিলতায়

স্তন বেদন (মাসিক সংক্রান্ত) এবং মাত্দুঘের পরিমাণ  
ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ইপ্রিম® ৫০০ মি.গ্রা. ১টি বা ২টি  
ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের  
পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** নির্দেশিত মাত্রায় এটি সাধাৰণত কোন  
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেয় না। তবে অতিমাত্রায় ব্যবহার  
পেটের সমস্যার কাৰণ হয়ে দাঁড়াতে পাৰে।

**নিষেধাজ্ঞা:** পূর্বে যদিও মানসিক রোগীৰ (বিশেষ কৰে  
সিজোফ্রেনিক) ক্ষেত্ৰে এৰ ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিলো কিন্তু  
বৰ্তমানে এৰ কোন সুস্পষ্ট প্ৰমাণ কিংবা ব্যাখ্যা পাওয়া  
যায়নি।

**গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** যেহেতু  
এল.এ, জি.এল.এ এবং ডি.জি.এল.এ মাত্দুঘেরই

কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েলের স্তন্যদানকালীন সময়ের ব্যবহার উন্নত বলে বিবেচিত। তাছাড়া ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রতিদিনকার ক্যালরির অন্তত ৫ ভাগ ক্যালরি এসেন্শিয়াল ফ্যাটি এসিড থেকে নেয়া উচিত।

**সরবরাহ:** ইপ্রিম<sup>®</sup> লিক্যাপ: প্রতি কোটায় রয়েছে ৩০টি করে ইপ্রিম<sup>®</sup> লিকুইড ফিল্ড হার্ডিজিলাটিন ক্যাপসুল।

## ইরেডেক্স<sup>TM</sup>

## Eredex<sup>TM</sup>

**উপাদান:** ইরেডেক্স<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতি ট্যাবলেটে আছে ৫.৮ মি.গ্রা. ইওহিসে স্ট্যান্ডার্ডহিজড নির্যাস।

**বিবরণ:** ঔষধি গুণ সম্পর্কিত হওয়ায় ইওহিসের বাকল বহুল ব্যবহৃত। এই চিরসবুজ গাছটির উচ্চতা ৩০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ভিতরকার অংশ লালচে খয়েরী ও বাঁকানো। এর স্বাদ তিক্ত এবং গন্ধহীন। এ গাছটি পশ্চিম আফ্রিকা, ক্যামেরুন, কঙো এবং গানবন এর বনে জন্মায়। এই বাকলের প্রধান অ্যালকালয়েড হল ইওহিসিন।

**ফার্মাকোলজি:** ইওহিসে কিছু আস্টিডোপামিনার্জিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত একটি তৈত্রি আলফা - ২ অ্যাড্রেনোসেপ্ট্রর ব্লকার এবং দুর্বল আলফা - ১ অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাস্টাগোনিস্ট। ইওহিসে সেসব অ্যাড্রেনোসেপ্ট্রের সাথে কাজ করে যারা নির্দিষ্টভাবে ক্লোনিডাইন, আলফা-মিথাইল নরএপিনেফ্রিন, ট্রামাজেলিন, গুরানাবেঞ্জ, গুয়ানফ্যাসিন দ্বারা উদ্বৃত্তিপনা লাভ করে। এটি সেই সব মৌগের সাথেও কাজ করে যারা অবাছাইকৃতভাবে নরএপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন দ্বারা উদ্বৃত্তিপনা লাভ করে। ইওহিসের ইরেক্টাইল ডিস্ফাংশন ব্যবস্থাপনায় একটি নিরাপদ এবং উপকারী ভূমিকা রয়েছে। আলফা-২ অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকিং অ্যাকশনের মাধ্যমে এই ঔষধ সিলেক্টিভ সেরেটেনিন রি-আপ্টেক ইনহিবিটর ব্যবহারের ফলে হাসপ্রাণ মৌন আকাঞ্চা এবং হাসপ্রাণ মৌন অনুভূতি জাতীয় মৌন সমস্যার কার্যকরী সমাধান দিতে সক্ষম।

**নির্দেশনা এবং ব্যবহার:** ইরেক্টাইল ডিসফাংশন, হাসপ্রাণ মৌনাকাঞ্চা, পরিশ্রান্তি।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: প্রাণু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে : ১ টি ট্যাবলেট দিনে ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** দুশ্চিন্তা, উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, ট্যাকিকার্ডিয়া, খিচুনি, ম্যানিয়া এবং বমিতা হতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এই ঔষধ যকৃত এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত, মৌনাঙ্গ অথবা প্রস্টেট গ্যাস্ট এর তীব্র প্রদাহ অথবা গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসার এ আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

**অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** ইওহিসে অ্যাস্টিহাইপারটেনসিভ ঔষধের হাইপোটেন্সিভ প্রভাবকে বাঁধা দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত করে। এটি ফার্মাসিস্টিক্যাল এমএও ইনহিবিটরদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারে।

**সর্কর্কা:** ইরেডেক্স<sup>TM</sup> সেবনকারীদের অ্যালকোহল সেবন বর্জন করা উচিত।

**সরবরাহ:** ইরেডেক্স<sup>TM</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি বারে আছে ২০ টি ট্যাবলেট অ্যালু-অ্যালু স্লিস্টার প্যাকে।

## আইবিল<sup>TM</sup>

## Eyebil<sup>TM</sup>

**উপাদান:** আইবিল<sup>TM</sup> ১৬০ ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ১৬০ মি.গ্রা. বিলবেরী (ভ্যাক্সিনিয়াম মাইরিটিলাস) ফলের স্ট্যান্ডার্ডহিজড নির্যাস।

### বিবরণ

ইউরোপীয়ান ছেট নীল বেরোই বিলবেরী নামে পরিচিত। গত দশক ধরে বিলবেরীর স্ট্যান্ডার্ডহিজড নির্যাস আমেরিকায় সম্পূর্ক খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। বিলবেরী প্রিপারেশনে ভ্যাক্সিনিয়াম মাইরিটিলাসের পুরোপুরি শুকো, পাকা, কালো অথবা নীলচে কালো ফল ব্যবহৃত হয়। কিছু ঘণিত্বৃত নির্যাসকে অ্যান্থোসায়ানোসাইড এ এমনভাবে স্ট্যান্ডার্ডহিজড করা হয় যেন ২৫% অ্যালখে স্যায়ানিডাইন থাকে। কিন্তু ওজন নির্ভর গনণা করলে অ্যান্থোসায়ানিডাইনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭%।

**ফার্মাকোলজি:** বিলবেরী নির্যাস রেটিনোপ্যাথি, চোখে ছানি, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, রেটিনাইটিস পিগ্মেন্টোসা, হেমোরেজিক রেটিনোপ্যাথি এসব রোগে ব্যবহৃত হয়। বিলবেরীতে অবস্থিত অ্যালখে

সামান্যন্তরে রোডোপসিন রিজেনারেশনের হার বাড়ায় বিধায় এটি রাতকানা এবং চোখে ছানি দূর করতেও সক্ষম। বিলবেরী বিভিন্নরকম মাইক্রোসারকুলেটেরী ডিজার্টার যেমন: শিরা ফোলা, অ্যথেরোস্কেরোসিস, ভেনাস ইন্সাফিসিয়েলি ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

#### কিভাবে কাজ করে

এটি লিউকোসাইট কর্তৃক নিঃসৃত এনজাইম দ্বারা কোলাজেনের এনজাইমেটিক ভাগনকে প্রতিরোধ করে। এটি রেটিনাল ফসফোযুকোমিউটেজ এবং ফুকোজ - ৬ - ফসফেটকে প্রতিরোধ করে রেটিনাকে সুরক্ষিত রাখে। ইশকেমিক রিপারফিউশন ইন্জুরি জনিত কারণে মাইক্রোভাস্কুলার ইমপেয়োরমেন্ট করিয়ে এটি এডোথেলিয়াম স্থুক্ষফস ক্যাপিলারি পারিফিউশন বৃদ্ধি করে থাকে। এটি প্লাটিলেট অ্যাগ্রেগেশন এবং ক্লট রিট্র্যাক্ষনের পরিমাপ নির্ভর প্রতিরোধ সৃষ্টি করে।

ড্রাই-ব্রেইন বেরিয়ার অতিক্রম করার ক্ষমতাকে কমিয়ে বেসমেন্ট মেম্ব্রেন কোলাজেন হাইড্রোলাইসিস কমায় এবং পারমিয়েলিলিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ড্রাই-ব্রেইন বেরিয়ারের পুনর্গঠন বাড়ায়।

**নির্দেশনা** এবং **ব্যবহার:** রেটিনোপ্যাথি (উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস জনিত), চোখে ছানি, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, রেটিনাইটিস পিগ্মেন্টোসা, হেমোরেজিক রেটিনোপ্যাথি এসব রোগে ব্যবহৃত হয়।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:** ১ টি করে আইবিল™ ১৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল দিনে ২ - ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** জানা যায়নি। যে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

প্রযোজ্য নয়।

**গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:**

গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহারে কোন বাঁধা নাই।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** প্রযোজ্য নয়।

**সরবরাহ:** আইবিল™ ১৬০ ক্যাপসুল : প্রতিটি বাস্কে আছে ৩০ ক্যাপসুল অ্যালু-পিভিডিসি লিস্টার প্যাকে।

**উপাদান:** গার্লিন™ লিক্যাপ: প্রতিটি এস্টেরিক কোটেড লিকুইড ফিল্ড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ১০ মি.গ্রা. রসুনের তেল (স্ট্যান্ডার্ডইজ্ড)।

#### বর্ণনা

টাটকা রসুন, রসুনের শুকনো কোষ এবং রসুনের তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রসুনে অ্যালিন এবং এর রূপাত্তরিত উপাদানসহ সালফার যুক্ত তেল থাকে। রসুনের তেল টাটকা কিংবা শুকনো রসুন থেকে পাওয়া যায় না বরং স্টাই ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে পানিতে দ্বরনীয় থায়োসালফিনেটসকে তেলে দ্বরনীয় সালফাইডে রূপাত্তরের মাধ্যমে এই তেল পাওয়া যায়। রসুনের উৎপত্তি এশিয়ার মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ ভাগের মধ্যে। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যখন রসুনের পাতা এবং কোয়া শুকিয়ে আসে তখন এটি সংগ্রহ করা হয়। নানারকম হানদোগ এড়তে রসুন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পথ্য। রসুনের প্রিপারেশন বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একটি অন্যতম বহুল বিক্রিত ভেজ।

**ফার্মাকোলজি:** গার্লিন কোলেস্টেরলের সেরাম ট্রাইলিপিসারাইড (টি জি) করায় এবং হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোট্রিন (এইচ ডি এল) বাড়ায়। এটি অনুচক্রিকার জমাট বাঁধা এবং থ্র্যাস গঠন রোধ করে এবং ফিব্রিনোলাইসিস বাড়িয়ে রক্তের ক্লটিং টাইমকে দীর্ঘায়িত করে। এটি স্বল্প ঘনত্বের লিপোপ্রোট্রিনকে (এল ডি এল) জারিত হতে দেয় না এবং দেহের অতিরিক্ত রক্তচাপ কমায়। রক্তচাপ সংক্রান্ত এওটিক স্টিফ্রেন্স রোধ করে রক্তে ঘুরোজের লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে।

#### কিভাবে কাজ করে

• টেস্টেরয়েড স্যাপোনিন, ইটেস্ট্রাইনাল লুমেনে কোলেস্টেরল এবং এল ডি এল কোলেস্টেরল এর পরিশোধনে পরিবর্তন করে এবং এর ফলে এইচ ডি এল এর উপর কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই প্লাজমা কোলেস্টেরল লেভেল হাস পায়।

• ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ লিপিড, বিশেষ করে ট্রাইগি-সারাইডের ক্যাটাৰলিজমকে বৃদ্ধি করে।

• পালমিটেট জ্বানিত কোলেস্টেরল এর বায়োসিল্থে সিস এ বাঁধা প্রদানকে ত্বরান্বিত করে।

• বিটা-হাইড্রোক্সি-বিটা মিথাইলগুটারাইল কোএনজাইম রিডাকটেস এনজাইমকে বাঁধা প্রদান করে

**জিলোবা®**

**Giloba®**

কোলেক্টরলের বায়োসিনথেসিস কমায়।

• রসুনের তেলে উপস্থিত গামা-গ্লুটামিলিসিসটেইনস এর এনজিওটেক্সিন কনভারটিং এনজাইমকে বাঁধা প্রদানের কারণে এটি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। গার্লিক এন্ডোথেলিয়াম থেকে প্রাণ শিথিলীকরণ এবং সংকোচন উভয় ফ্যান্টেরসমূহের উৎপাদন এবং কর্যপ্রনালীকে নিয়ন্ত্রণ করে হাইপোক্রিক পালমোনারি ভ্যাসোকলন্টিকশন্ এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা রাখে।

• গার্লিক বা রসুন পালমোনারি আর্টোরিতে নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসেকে সক্রিয় করে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং নাইট্রিক অক্সাইড শিথি লীকরণ ঘটায়।

• গার্লিকে উপস্থিত ফ্রক্ট্যানসমূহ বিচ্ছিন্ন কোষের এডেনোসিন ডিঅ্যামাইনেস এর নিস্টসরণ বৃক্ষ করতে পারে। এভাবে গার্লিক এডেনোসিন বৃদ্ধি করে এবং এর সাথে সংযুক্ত রক্তনালীর প্রসারণে সাহায্য করে।

**ব্যবহার:** হাইপারলিপিডেমিয়া, অ্যাথেরোক্লেরোসিস, হাইপারটেনশন।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ১ - ২ টি করে ক্যাপসুল ৮ - ১৮ সঙ্গাং কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য পেটের সমস্যা এবং ক্ষেত্র বিশেষে এলার্জিক রিঅ্যাক্শন দেখা যায়।

**নিষেধাজ্ঞা:** জার্মান কমিশন ই এর মতে, কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায় না। “ওয়ার্ক হেল্থ অর্গানাইজেশন” এর মতে রসুনে যাদের অ্যালার্জি আছে এবং যারা ওয়ারফারিন ব্যবহার করেন তাদের ক্ষেত্রে সারাধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

**গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** রসুনে অবস্থিত সালফার বুকের দুধে মিশ্রিত হয়ে এটিকে শিশুর জন্য আরও উপাদেয় করে তোলে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** রসুন, অ্যান্টি পাটিলেট এবং অ্যাস্টিকোয়াগুলেট একসাথে ব্যবহার করলে দীর্ঘ সময় ধরে রক্তপাতের সংভাবনা বেড়ে যায়। ওয়ারফারিন এবং গার্লিক সাপ্লিমেন্ট একসাথে ব্যবহার করলে রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার সময় দিগ্নম হতে দেখা যায়।

**সরবরাহ:** গার্লিন™ লিক্যাপ: প্রতিটি বাস্তে আছে ৩০ টি এন্টেরিক কোটেড ক্যাপসুল ব্লিস্টার প্যাকে।

**উপাদান:** জিলোবা® ৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে জিংকগো বিলোবা ৬০ মি.গ্রা. স্ট্যান্ডার্ডাইজড নির্যাস।

**ব্যবহার:**

প্রাথমিক ব্যবহার-

• মস্তিষ্কে রক্তব্যন্তরা, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, হতাশা, অ্যালজাইমার'স রোগের কারণে সৃষ্ট মনোযোগহীনতা ও স্মৃতিহীনতা।

• মাথাধোরা ও কানে ঘটনা ধ্বনির মত শব্দান্বৃতি।

• পেরিফেরাল ভাস্কুলার রোগ: পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ও ক্লুসিভ রোগের দ্বিতীয় ধাপে (স্টেজ-২) হঁটাজিনিত পা ব্যথার উন্নয়ন ঘটায়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যবহার

» দেহে ও রক্তে অ্যারিজেনের ঘাটতি।

» টৈব্র মধ্যকর্তৰ বাধিরতা।

» এস এস আর আই ব্যবহারজনিত হৌন অক্ষমতা। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: জিলোবা® ৬০ মি.গ্রা. ১টি বা ২টি ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** ওষুধটি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

১০,০০০ রোগীর মধ্যে পরিচালিত একটি ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দেখা গেছে জিংকগোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই কম। সহসা মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, অস্থিরতা, পাকস্তলীর সমস্যা, চামড়ায় এলার্জি এ ধরণের অল্প কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়।

প্রযোজ্য মাত্রার অতিরিক্ত ওষধ গ্রহণে ডায়ারিয়া, বিমতাব, বমি, অস্থিরতা অথবা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: যে সকল রোগীরা রক্ত জমাট বিরোধী, এস্টিপ্লাটিলেট ঔষধ যেমন-ওয়ারফেরিন, হেপারিন এবং এসপিরিন গ্রহণ করছেন, তাদের ক্ষেত্রে জিংকগো সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। যাদের রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটির দীর্ঘ ব্যবহার (৬-১২ সপ্তাহ) অনুচিত। এটি সার্জারীর পূর্বেও ব্যবহার করা অনুচিত। যে সব রোগীদের ইন্ট্রাজ্যানিয়াল রক্ত ক্ষরণের সম্ভবনা আছে তাদেরও এটি ব্যবহার অনুচিত।

**গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** জিলোবা® গৰ্ভবত্যায় অথবা স্তন্যদানকালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা আছে বলে জানা যায় না।

**সরবরাহ:** জিলোবা<sup>®</sup> ৬০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল : প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ৩০টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

## জিনটেক্স®

## Gintex®

**উপাদান:** জিনটেক্স<sup>®</sup> (জিনসেং) ক্যাপসুল : প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে প্যানাস্ত্র জিনসেং এর স্ট্যান্ডার্ডইজড নির্যাস যা ৫০০ মি.গ্রা. শুকনো মূলের সমতুল্য।

**ব্যবহার ও নির্দেশনা:** জিনটেক্স<sup>®</sup> (জিনসেং) অবসন্নতা ও স্নায়বিক চাপ কমায়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে জীবনীশক্তি বাড়ায়। এটি দীর্ঘকালীন জ্বরজনিত দুর্বলতায় নির্দেশিত। এটি যৌনাকার্যাখা বৃদ্ধি করে, শারীরিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে, সস্তান উৎপাদনে অক্ষমতা প্রতিরোধ করে। এটি ডায়াবেটিস রোগে সহায়ক ঔষধ হিসেবে নির্দেশিত।

**প্রাথমিক ব্যবহার**

- এডাপ্টোজেন (অবসন্নতা, অস্থিরতা ইত্যাদি প্রতিহতকারী) ও সাধারণ শক্তি বৃদ্ধক
- সহিষ্ণুতা ও কীড়া ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নয়নকারী

**অন্যান্য বিশেষ ব্যবহার**

- কামোদিপক, লিঙ্গেথানজনিত অপরাগতা ও অক্ষমতায়
- মেনোপজ এর লক্ষণ সমূহে
- ইনসুলিন অনিভুর ডায়াবেটিস মেলাইটাস এ ক্রমিক ও তীব্র শাসযাত্রিক রোগে খাসপ্রশ্বাস উন্নয়নকারী হিসেবে এবং শাস যন্ত্রের সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক এর সহযোগী ঔষধ হিসেবে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** বহু বছর ব্যবহারে জিনসেং এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা অন্য ঔষধের সাথে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: জিনসেং যে কোন ভিটামিন, মিলারেল অথবা হারবাল ঔষধের সাথে গ্রাহণ করা যায়। তথাপি, অন্য কোন ঔষধ গ্রাহণ কালীন সময়ে জিনসেং থাইগের ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া ভাল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জার্মান কমিশন ই এর সূত্র মতে জিনসেং এর বিরক্ত ব্যবহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

**গৰ্ভবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** জার্মান কমিশন ই ও আমেরিকান হারবাল প্রভাষ্ট এসোসিয়েশনের

সূত্র মতে গৰ্ভবস্থায় বা স্তন্যদানকালে জিনটেক্স<sup>®</sup> (জিনসেং) ব্যবহারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত বিষয়ে তথ্য অপ্রতুল। চাইনিজ ট্রেডিশনাল মেডিসিনে জিনটেক্স<sup>®</sup> (জিনসেং) মূল গৰ্ভবস্থায়, সস্তান জন্মান কালে ও জন্ম পরবর্তী কালের নির্দেশনায় কোন প্রকার বিরক্ত নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

**সতর্কতা:** জিনসেং গ্রহণে অনেক সময় অতিরিক্ত উত্তেজনা বা ইনসুলিনয়া (নির্মুম) সৃষ্টি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে অথবা যকৃৎ বা কিডনী রোগাক্রান্ত অবস্থায় জিনসেং নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

**মাতা ও ব্যবহারবিধি:** একটি করে জিনটেক্স<sup>®</sup> (জিনসেং) ক্যাপসুল দৈনিক এক বা দুইবার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সরবরাহ:** জিনটেক্স<sup>®</sup> ক্যাপসুল : প্রতিটি বাল্কে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

## ইসপারগুল<sup>®</sup>

## Ispergul<sup>®</sup>

**উপাদান:** ইসপারগুল<sup>®</sup> স্যাশে : প্রতিটি স্যাশেতে আছে ৩.৫ গ্রাম পাটাগো ও ভোটা (সিলিয়াম) হাক।

**ইসপারগুল<sup>®</sup> কটেইনার :** প্রতিটি কটেইনারে আছে ১০০ গ্রাম পাটাগো ও ভোটা (সিলিয়াম) হাক।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার:** ইসপারগুল<sup>®</sup> কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও আলসারেটিভ কোলাইটিসে নির্দেশিত। এছাড়া এটি হাইপারলিপিডেমিয়া, ভোজনোত্তৰ ডায়াবেটিস ও পেটের পীড়ীয় উপকারী।

**মাতা ও সেবনবিধি:** প্রাণু বয়স্কদের ক্ষেত্রে: ৩.৫ গ্রাম (১টি স্যাশে) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গাস পানিসহ সেব্য।

৬ - ১২ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে: ২ থেকে ৩.৫ গ্রাম (১/২ - ১টি স্যাশে) দিনে ২ থেকে ৩ বার ১ গাস পানিতে নিয়ে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড নেড়ে খেতে হবে।

**ইসপারগুল<sup>®</sup> অন্য ওষুধ গ্রহনের ৩০ থেকে ৬০ মিনিট আগে অথবা পর খেতে হবে।**

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও সতর্কতা:** ইসপারগুল সুসহনীয় ও নিরাপদ। সঠিক পদ্ধতিতে গ্রহণ না করলে (অল্প পানি দিয়ে খেলে) এটি ফুলে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের

খাদ্যনালী এবং অন্ত্রে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। প্যানক্রিয়েটিক ইনসাফিসিয়েসির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়: যাদের পরিপাকনালী অস্থাভাবিকভাবে সংকীর্ণ, অন্ত্রনালীর অবস্থাক্ষণ, গলধাঁচকরণে জটিলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** যষ্ঠিমধু, বিরেচক ও অ্যাস্টিডায়াবেটিক ওষুধের সাথে সমসাময়িক ব্যবহার করলে শরীরের পটাশিয়াম এবং ঘুকোজের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। কার্বামেজেপাইন এর সাথে সমসাময়িক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্বামেজেপাইনের বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি কমে যেতে পারে।

**গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

**সরবরাহ:**

ইস্পারগুল<sup>®</sup>: প্রতিটি বাচ্চে আছে ১৫টি ৩.৫ গ্রাম স্যাশে এবং প্রতিটি ইইচ ডি পি ই কন্টেইনারে আছে ১০০ গ্রাম পাউডার।

**ইনাসি<sup>®</sup>**

**Inacea<sup>®</sup>**

**উপাদান:** ইনাসি<sup>®</sup> ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ৪০০ মি.গ্রা. স্ট্যান্ডার্ডাইজড একিনাসি নির্ধারণ।

**বর্ণনা:** যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একিনাসি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ভেষজ পথ্য যার ভিত্তি প্রজাতির মূল ওষুধ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত। একিনাসি ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সর্বোচ্চ বিক্রীত ওষধি পথ্য হিসাবে বিবেচিত হয় যা ২০০০ সালে মূল ওষুধ বাজারের ৪৪ শতাংশ দখল করে নেয়। একিনাসি মূলত এ উত্তিদের কুঁচা কিংবা শুকনো মূল থেকে প্রস্তুত করা হয় যা নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়।

**ফার্মাকোলজি:** একিনাসি মূলত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গতিশীল করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া এটি ফ্যাগোসাইটোসিস বাড়িয়ে ন্যাচারাল কিলার সেল অ্যাক্রশন ত্বরান্বিত করে। একই সাথে চিউমার সেলের বিরুদ্ধে গড়ে

তোলে প্রবল প্রতিরোধ। এছাড়াও এটি এস্টিবডি এবং সাইটোকাইনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর।

**ব্যবহার:** শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ

মুখ ও মুখগহরের প্রদাহ

মৃত্যুতন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

কিভাবে কাজ করে

- টি-সেল লিফেসাইট এবং ম্যাক্রোফেজের কোষপঞ্চে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট রিসেপ্টরে পলিস্যাকারাইডকে আবদ্ধ করে।

- নতুন কলা পুনরুৎপাদন করে এবং হায়ালুরনিডেস্ এর উৎপাদন রোধ করে ক্ষরণ প্রতিরোধ করে।

- ম্যাক্রোফেজে সিলেষ্ট্রিত সাইটোকাইন উৎপাদন এবং অ্যারিডেটিভ বাস্ট বৃদ্ধি করে চিউমার সেল ধ্বংসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

- শ্বেত রঞ্জকনিকার ফ্যাগোসাইটোসিস (ধ্বংস) প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করে প্রতিরোধ নিশ্চিত করে।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এর আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক ব্যবহারে তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যানাফাইলেক্সিস দেখা দিতে পারে।

**সতর্কতা:** যাদের অ্যাস্টেরেসি গোত্রের উত্তিদে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** কমিশন ই এর মতে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

**গৰ্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** জার্মান কমিশন ই কতৃক কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ১টি বা ২টি করে ইনাসি<sup>®</sup> ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল দৈনিক ২ থেকে ৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সরবরাহ:** ইনাসি<sup>®</sup> ৪০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি বাচ্চে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল অ্যালু-পিভিসি রিস্টার প্যাকে।

**ক্যামোমিল<sup>®</sup>**

**Kamomil<sup>®</sup>**

**উপাদান:ক্যামোমিল® ওরাল স্পেশ:** প্রতি মি.লি.-তে আছে ৩৭০.৫০ মি.গ্রা. ক্যামোমাইল (মেটরিকারিয়া রিকুটিটা) এর নির্যাস (স্ট্যান্ডার্ডাইজড), পিপারমিট অয়েল ১৮.৫ মি.গ্রা., সেইজ অয়েল ৬ মি.গ্রা., এনিজ অয়েল ৭ মি.গ্রা., পাইন নিডল অয়েল ১ মি.গ্রা., বার্গামট অয়েল ০.৫ মি.গ্রা., ইউক্যালিপটল ৫ মি.গ্রা. এবং মিথাইল স্যালিসাইলেট ১ মি.গ্রা.।

### বিবরণ

**জার্মান ক্যামোমাইল:** ক্যামোমাইলের সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান মূলত উদ্ঘায়ী তেল যার মধ্যে বিসাবলল, বিসাবলল অক্সাইড এ এবং বি, ক্যামাজোলিন অন্যতম। ক্যামোমাইলের সক্রিয় উপাদান প্রদাহরোধী, সংকোচনরোধী এবং নরম মাংসপেশী আরামদায়ক কার্যকরিতা সম্পন্ন। ক্যামাজোলিনের সক্রিয় প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। এটি সাইক্লোক্সিজেনেজ এনজাইমকে ঝুক করে প্রোস্টাগালিন নিঃসরণে বাঁধা দেয়।

**পিপারমিট অয়েল:** এটি ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া অন্তর্ভুক্ত। পিপারমিট অয়েল সংকোচক, জীবাণু নাশক এবং প্রদাহ রোধক ক্ষমতা প্রদর্শণ করে। এতে যে এসেনশিয়াল অয়েল বিদ্যমান তা একটি শক্তিশালী জীবাণু নাশক এবং এটি মুখের দুর্গন্ধ ও সৌর প্রোট চিকিৎসায় কার্যকর। এটি দন্তক্ষয় এবং মাড়ি রোগ প্রতিরোধেও বেশ উপকারী। এটি মুখ এবং মুখগহনের ক্ষরণ উপশরণে সহায়ক। এর সংকোচক ক্ষমতা মাড়ির স্ফীত টিস্যুগুলোকে সংকুচিত করে মাড়িফোলা রোগের বেদন নিবারণ করে।

**সেইজ অয়েল:** এটি ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এর নির্যাস গলার প্রদাহ ও মুখের ক্ষতে গার্গল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গলা, টনসিল ও মুখের ক্ষত চিকিৎসায়ও এটি কাজ করে। এটির সংকোচনশীল গুণ মাড়ি থেকে রক্ত পড়া কমায় এবং লালা নিঃসরণ বাড়ায়।

**এনিজ অয়েল:** এটি দাঁতের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে।

**পাইন নিড্ল অয়েল:** পাইন নিড্ল অয়েলের ব্যাক্টেরিয়া বিনাশী ও প্রদাহরোধী ক্ষমতা নাক, কান, গলা বা দেহের নানা অঙ্গের ইনফেকশন দূর করে।  
**বার্গামট অয়েল:** বার্গামট অয়েল সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বার্গামট এসেনশিয়াল অয়েলের কিছু উপাদানের প্রাকৃতিকভাবে এন্টিবায়োটিক ও সংক্রামক রোগজীবানুনাশক ক্ষমতা রয়েছে।

**ইউক্যালিপটল:** এটি সাইটোকাইনকে প্রতিহত করে

শ্বাসতন্ত্রের অতিরিক্ত মিউকাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং শ্বাসকষ্ট কমায়। এটি ফ্রেন্ডেরি এজেন্ট হিসেবে ওয়্যাধে এবং সুগন্ধি হিসেবে অন্যান্য দ্রব্যে অন্তরিমানে ব্যবহৃত হয়।

**মিথাইল স্যালিসাইলেট:** বিভিন্ন প্রজাতির উত্তিদে প্রাকৃতিকভাবে মিথাইল স্যালিসাইলেট (উইট্টারগ্রাইন অয়েল) থাকে। উইট্টারগ্রাইন অয়েল মাথাব্যথা, জ্বর, সোর থ্রোট এবং অস্বস্থিকর বেদনা নিরাময় করে।

### নির্দেশনা

\* মুখ ও গলার প্রদাহ \* পেরিওডন্টাইটিস \* মাড়ির প্রদাহ \* দাঁত উত্তোলন পরবর্তী বেদনায় \* মিউকোসাল ইরিটেশন \* টনসিলের ব্যথা\* ক্যাঙ্কার সোরস \* মুখে দুর্গন্ধ

### প্রতিনির্দেশনা

অ্যাস্ট্রেলিয়াসি গোত্রের সদস্যদের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীদের ক্যামোমিল ওরাল স্পেশ ব্যবহার করা উচিত নয়।

### পৰ্যাপ্তি-প্রতিক্রিয়া

এনিথলের প্রতি অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

### পূর্ব সর্তর্কতা

সরাসরি নাকে স্পেশ করা যাবে না। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**গৰ্ভবত্তায় ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** গৰ্ভবত্তায় এবং স্তন্যদানকালে ক্যামোমিল ওরাল স্পেশ অতিমাত্রায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

অন্য ওয়্যাধের সাথে প্রতিক্রিয়া

অ্যাস্পিরিন, ওয়ারফারিন অথবা যে কোন এন্টিকোঅ্যাগ্লুল্যাস্ট এর সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**মাত্রা এবং ব্যবহার বিধি:** প্রাপ্তবয়স্ক: মুখ ও গলার ভিতরে আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩ বার স্পেশ ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবার ২ পাফ স্পেশ করতে হবে।  
**ক্যামোমিল® ওরাল স্পেশ খাবার পর ব্যবহার করা উচ্চম।**

**শিশ:** ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ক্যামোমিল® ওরাল স্পেশ ব্যবহার উচিত নয়।

**সরবরাহ:** ক্যামোমিল® স্পেশ: প্রতি বাস্ত্রে আছে একটি করে ক্যামোমিল® ওরাল স্পেশ কাচের বোতলে।

### ব্যবহারের নির্দেশাবলী

প্রথমবার ব্যবহারের পূর্বে অথবা কয়েক সপ্তাহ স্পেশ ব্যবহার না করে থাকলে ১ থেকে ২ বার বাতাসে স্পেশ

করুন এবং তারপর ব্যবহার করুন।

১. ব্যবহারের পূর্বে উপরের ক্যাপচিটি খুলুন।

২. কন্টেইনারের শীর্ষে অবস্থিত সাদা বাটনটিতে আঙুল রেখে এটি উর্ধ্বমুখী করে ধরুন।

৩. মুখ খুলুন এবং বোতলের শীর্ষটি যথা সম্ভব মুখের কাছে এনে আক্রান্ত হানে তাক করুন।

৪. এবার আন্তে করে বোতলের শীর্ষে অবস্থিত বাটনটিতে চাপ দিয়ে আক্রান্ত হানে ওষুধ স্প্রে করুন।

৫. বাটনটি ছেড়ে দিন এবং মুখ বদ্ধ করুন। শুস্তত্ত্বের মাধ্যমে ওষুধ গ্রহণ করবেন না। ওষুধ গ্রহণের পর ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত মুখ ধূবেন না।

৬. পুনরায় ওষুধ প্রয়োজন হলে উপরের ৩, ৪ ও ৫ নং প্রক্রিয়াগুলো আবার করুন।

৭. ক্যাপচিটি যথাস্থানে আটকিয়ে রাখুন।

## জর্ট®

## Jort®

**উপাদান:** জর্ট® ক্যাপসুল: প্রতি ক্যাপসুলে আছে ৩০০ মি.গ্রা. সেইন্ট জন'স ওর্ট এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড নির্যাস।

**নির্দেশনা:** ডিপ্রেশন বা বিষাদ, অনিদ্রা, সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিজঅর্ডার, অব্সেসিভ কম্প্যাল্সিভ ডিজঅর্ডার ইত্যাদি।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** ১ টি করে জর্ট® (সেইন্ট জন'স ওর্ট ৩০০ মি.গ্রা.) ক্যাপসুল দিনে ৩ বার সেব্য।

**সতর্কতা ও অনুপযোগিতা:** ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলার্জিক স্কিন রিঅ্যাকশন, পেটের সমস্যা, ফটোসেন্সিটাইজেশন হতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্যান্য এন্টিডিপ্রেস্যাটের সাথে ব্যবহার করা উচিত নয়।

**গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এটি গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার করা সমীচিন নয়।

**সরবরাহ:**

জর্ট® ক্যাপসুল: প্রতি বাস্তে আছে ৩০টি করে জর্ট® ক্যাপসুল অ্যালু-অ্যালু রিস্টার প্যাকে।

## লিভোলাইট®

## Livolite®

**উপাদান:** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ২০০ মি.গ্রা. এন্ড্রেগ্রাফিস (এন্ড্রেগ্রাফিস প্যানিকিউলাটা)

**স্ট্যান্ডার্ডাইজড নির্যাস।**

**নির্দেশনা:**

ভাইরাল জ্বর, সর্দিজ্বরে

ঠান্ডাকাশি

সাইনোসাইটিস

উদ্ধৃষ্টাসনালীর প্রদাহ

ভাইরাস জনিত যকৃত প্রদাহ

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** প্রাণী বয়সকদের ক্ষেত্রে (১৮ বছর বা তান্তৃর্ধ): ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ৩ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ২ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

৮ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১টি করে ক্যাপসুল দৈনিক ১ বার ৫ থেকে ১০ দিন কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি বমি এবং স্ফুরামানাদ দেখা দিতে পারে। এন্ড্রেগ্রাফোলাইডের তত্ত্ব স্বাদকে এ ধরনের উপসর্গের মূল কারণ বলা যেতে পারে।

**নিষেধাজ্ঞা:** যাদের অ্যাকান্থোসি গোত্রের উদ্ভিদের প্রতি এলার্জি রয়েছে তাদের এটি ব্যবহার করা সমীচিন নয়।

**সতর্কতা:** আইসোনিয়াজিডের সাথে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

**গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** এন্ড্রেগ্রাফিস গর্ভবত্ত্বায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।

**সরবরাহ:** লিভোলাইট® ২০০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল ৪ প্রতি বাস্তে রয়েছে ৩০ টি ক্যাপসুল রিস্টার প্যাকে।

## ন্যাভিট®

## Navit®

**উপাদান:** ন্যাভিট® ক্যাপসুল: প্রতি ক্যাপসুলে আছে ৫০০ মি.গ্রা. স্প্রিগলিনা ড্রাই পাউডার।

**নির্দেশনা:** পুষ্টিহীনতা, এলার্জিক রিঅ্যাকশন, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারজনিত দুর্বলতা, চুল পড়া,

চর্মরোগ, রক্তশূন্যতা, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, মুখের ক্যাপ্সার ইত্যাদি।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** দৈনিক ৪ - ৬ টি ক্যাপসুল (৫০০ মি.গ্রা.) অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**সর্তর্কতা ও অনুপযোগিতা:** প্রয়োজ্য নয়।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** স্প্রিঙ্গলিনার প্রতি সংবেদনশীল ব্যক্তির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি।

**গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:** গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

**সরবরাহ:**

ন্যাউটিট<sup>®</sup> ক্যাপসুল: প্রতি কোটায় রয়েছে ৩০ টি করে ন্যাউটিট<sup>®</sup> ক্যাপসুল।

এটি একটি আয়ুর্বেদিক ওষুধ যা নিরাপদ ও সুসহন্নীয়। নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এখনো পর্যন্ত কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু এর কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না।

**গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধাদানকারী ওষুধের সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

**সরবরাহ:**

প্রতিটি পিই ই টি অ্যাস্টার বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সুস্থানু ও সুগন্ধযুক্ত পেপনর<sup>®</sup> সিরাপ।

## পেপনর<sup>®</sup>

## Pepnor<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রতি ৫ মি.লি. পেপনর<sup>®</sup> সিরাপে আছে কিউমিনাম সায়মিনাম ২.৬৪ গ্রাম, সিনামোমাম জিলানিকাম ১৩.২৪ মি.গ্রা., ইলেটেরিয়া কর্ডিমোমাম ১৩.২৪ মি.গ্রা., সিনামোমাম টামেলো ১৩.২৪ মি.গ্রা., মেসুয়া ফেরো ১৩.২৪ মি.গ্রা., জিনজিবার অফিসিনালি ২৬.৪৮ মি.গ্রা., মিরিস্টিকা হ্রাণ্সেস ১৩.২৪ মি.গ্রা., সাইপেরাস রোটেনডাস ১৩.২৪ মি.গ্রা., ট্রাকিসপ্রারমাম এ্যামি ১৩.২৪ মি.গ্রা., সাইজেজিয়াম এ্যারোমেটিকাম ১৩.২৪ মি.গ্রা. সহ অন্যান্য ডেবজ উপাদানের নির্ধাস।

**নির্দেশনা ও ব্যবহার:** ডিস্পেপসিয়া বা বদহজম, পেটব্যথা, পেটফাঁপা, বমিবর্মি ভাব ও অরুচিতে নির্দেশিত। এছাড়া প্রসব পরবর্তী হজম জনিত সমস্যায় বিশেষভাবে ফলপ্রদ ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য পুষ্টিকারক ও দুঃখবর্ধক।

**মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: ১-২ চা চামচ (৫-১০ মি.লি.) দিনে ২-৩ বার।

প্রাপ্ত বয়সকদের ক্ষেত্রে: ২-৩ চা চামচ (১০-১৫ মি.লি.) দিনে ৩ বার সেব্য।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:**

## প্রোবায়ো<sup>®</sup>

## Probio<sup>®</sup>

**উপাদান:** প্রোবায়ো<sup>®</sup> ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে ল্যাক্টোব্যাসিলাস্ এ্যাসিডোফিলাস্ (২ বিলিয়ন), বিফিডোব্যাক্টেরিয়াম বিফিডাম্ (১ বিলিয়ন), ল্যাক্টোব্যাসিলাস্ বুলগারিকাস্ (১ বিলিয়ন) এবং ফুল্টো-ওলিগোস্যাকারাইডস্ (১০০ মি.গ্রা.)।

**মাত্রা ও ব্যবহারবিধি:** একটি করে প্রোবায়ো<sup>®</sup> ক্যাপসুল দৈনিক তিনি বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**ব্যবহার:**

• ডায়ারিয়া প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে ল্যাট্টোস্ ইন্টলার্যাপ্স উপশ্রেণে

• ভ্যাজাইনাল ইন্ফেকশন প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে

• রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:** এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

**নির্বেধাজ্ঞা:** প্রয়োজ্য নয়।

**গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন ব্যবহার:** গর্ভকালীন এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এর ব্যবহার কোন সমস্যা সৃষ্টি করে বলে জানা যায়নি।

**সরবরাহ:**

প্রোবায়ো<sup>®</sup> ক্যাপসুল: প্রতি বারে রয়েছে ৩০টি করে

ক্যাপসুল।

## সিলিবিন®

## Silybin®

**উপাদান:** সিলিবিন® ৭০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল: প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে সিলিমারিন ৭০ মি.গ্রা. বা মিঞ্চিথিস্ল ফলের নির্যাস হতে প্রস্তুত।

**সিলিবিন® ১৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল:** প্রতিটি ক্যাপসুলে আছে সিলিমারিন ১৪০ মি.গ্রা. বা মিঞ্চ থিস্ল ফলের নির্যাস হতে প্রস্তুত।

### নির্দেশনা:

#### জনসিস

- এলকোহলজনিত যকৃৎ রোগ

- দীর্ঘস্থায়ী যকৃৎ প্রদাহ

- লিভার সিরোসিস

### মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:

একটি করে সিলিমারিন ক্যাপসুল দৈনিক ২-৩ বার কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

**গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার:** গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সিলিমারিন ১৪০ মি.গ্রা. বা ৭০ মি.গ্রা. ব্যবহারের তেমন কোন তথ্য নেই, তবে প্রয়োজনে চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:** গ্রাণ্ড বয়স্কদের ক্ষেত্রে সিলিমারিন সুসহিতীয়। এর তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কদাচিং মৃদু বিরেচন দেখা দিতে পারে।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি।

### সরবরাহ:

**সিলিবিন® ৭০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল:** প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ক্যাপসুল প্লিস্টার প্যাক-এ।

**সিলিবিন® ১৪০ মি.গ্রা. ক্যাপসুল:** প্রতি বাস্ত্রে আছে ৩০টি ক্যাপসুল প্লিস্টার প্যাক-এ।

## টোরেল™

## Torel™

**উপাদান:** টোরেল™ মাস্ল রাব: প্রতি গ্রাম মাস্ল রাবে আছে এল - মেন্থল ২৫.৮০ মি.গ্রা., ডি - ক্যামফর ১৪.৩০ মি.গ্রা., মিথাইল স্যালিসাইলেট ৪.২০ মি.গ্রা.

ও অলিওরেসিন ক্যাপসিকাম ০.০৫ মি.গ্রা.।

**বিবরণ:** বিভিন্ন প্রজাতির কাঁচা এবং শুকনো ক্যাপসিকাম (লংকা) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদ্বায়ী জলীয় দ্রাবকের মধ্যে ক্যাপসিকাম পাউডার চালনা করে ক্যাপসিকাম অলিওরেসিন তৈরী করা হয়। ক্যাপসিকাম থেকে প্রস্তুতকৃত অলিওরেসিন ও ক্যাপসিসিন ব্যথা নাশক হিসেবে বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রেসক্রিপশনের বাইরেও বিক্রয় হয়ে থাকে। এটি মেঞ্জিকো এবং কেন্দ্রিয় আমেরিকার স্বদেশজাত ডেমেজ। মিথাইল স্যালিসাইলেট, মেন্থল এবং ক্যামফর সবই নানা রকম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। মিথাইল স্যালিসাইলেট সংগ্রহ করা হয় উইটারগ্রিন এর তেল থেকে, মেন্থল সংগ্রহ করা হয় মিট থেকে এবং ক্যামফর সংগ্রহ করা হয় পিপারামিন্ট, ইউকালিপ্টাস এবং সিডার জাতীয় গাছ থেকে।

### ফার্মাকোলজি:

ক্যাপসিকাম প্রজাতির উড্ডি হানীয় শক্তিশালী উভেজক হিসেবে পরিচিত। এটি থ্রোক্রিন বিও২ তৈরী ও লোহিত রক্ত কনিকা ভাঙার হার কমায়ে দেয় যা কোষাবরণীর দৃঢ়তা রক্ষা করে এবং ফসফেলিপেস বিও২ কে সঞ্চয় হতে বাঁধি দেয়। ক্যাপসিকাম নসিসেপ্টর তন্ত্র সমূহকে কার্যকর করে এক ধরণের উভেজনা সৃষ্টি করে। যা এটিকে তার নির্দিষ্ট ভ্যানিলয়েড রিসেপ্টরে আবদ্ধ হয়ে এর কার্যকরিতা প্রদর্শনে সাহায্য করে থাকে। ক্যাপসিকাম সি টাইপ নার্ত ফাইবার থেকে সাবস্টেস পি উৎপন্ন করে নিউরনের মধ্যে এর চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করে। পরিগামৰবপ সাবস্টেস পি এর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে যা বেদনার অনুভূতিকেও ধীরে ধীরে শূন্য করে দেয়। মিথাইল স্যালিসাইলিক এসিড এস্পিরিনের ন্যায় কাজ করে। মেহল পেইন রিসেপ্টর নিউরনের ভোটেজ অপারেটেড সোডিয়াম চ্যানেলগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে ব্যথা নিবারণ করে থাকে। মেহল অনু এজচগ-৮ রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয়ে ক্ষতিহ্রাসে একটি শীতল আরামদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করে ক্যামফর খটুঅ অনুমোদিত একটি হানীয় বেদনার নাশক। এটি প্রাণ্তীয় নার্তকে শীথিল করে বেদনার অনুভূতি প্রেরনে বাঁধি দেয়।

### নির্দেশনা এবং ব্যবহার:

মাস্স পেশীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, ফাব্রোসাইটিস, স্প্রেন, ট্রেণ, নিউরালজিয়া, অষ্টিও আপ্রাইটিস, খেলাধুলা ও হারপিস যস্টার জনিত ব্যথায় নির্দেশিত।

### **মাত্রা ও ব্যবহার বিধি:**

প্রাণ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

ক্ষত স্থান পরিকার করে নিতে হবে

হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে অল্প পরিমাণ ক্লীম নিয়ে  
দৈনিক ৩ - ৪ বার ব্যথাযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করতে হবে

৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে: প্রযোজ্য নয়।

**পর্যাপ্তিক্রিয়া:** কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিসংবেদনশীলতা  
লক্ষ্য করা যায়। নিশ্চাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে শ্বাস  
নালীর সংকোচন দেখা দিতে পারে।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এসপিরিনের প্রতি  
এলার্জি, এলাজি জনিত ত্বক প্রদাহ, একজিমা ও  
চোখের কাছাকাছি ব্যবহার করা যাবে না।

**গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহার:**

গৰ্ভকালীন ও স্তন্যদানকালীন সময়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে  
কোন নিষেধাজ্ঞার তথ্য জানা নেই।

**অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া:** জানা যায়নি।

**সাবধানতা:** আহত ত্বক ও কোষ খিলিরতে ব্যবহার  
করা যাবে না। ব্যবহার করার পর সাথে সাথে হাত  
ধূয়ে নিতে হবে। শক্ত ব্যাটেজের নিচে ব্যবহার করা  
উচিত নয়। ব্যবহারের পর চুলকানি বা জ্বালাপোড়া  
দেখা দিলে ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

**সরবরাহ টোরেল™ :** মাস্ল রাব: প্রতিটি টিউবে আছে  
২০ গ্রাম মাস্ল রাব।

# স্কয়ার : অগ্রযাত্রা ও মাইল ফলক

১৯৫৮

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের যাত্রা শুরু ।

১৯৭৪

জেনেসিন ফার্মাসিউটিক্যালস, বেলজিয়াম (জনসন এন্ড জনসন ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএ এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) এর সাথে প্রযুক্তিগত সহযোগিতাব্রহণ পথচালা শুরু হয় ।

১৯৮৫

বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের শীর্ষে আরোহণ করে ।

১৯৮৭

ওষুধ রঞ্জনী শুরু করে ।

১৯৯৫

কেমিক্যাল ডিভিশন এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল কাঁচামাল প্রস্তুত করা শুরু করে ।

১৯৯৭

জাতীয় রঞ্জনী ট্রফী জয় করে ।

২০০১

US FDA/UK MHRA এমসিএ মানসম্পন্ন নতুন ফ্যাট্টরী তার যাত্রা শুরু করে ।

২০০২

ইউনিসেফ এর আর্তজাতিক সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভূক্ত হয় ।

২০০৫

স্কয়ার সেফালোস্পরিন তার যাত্রা শুরু করে ।

২০০৭

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের কালিয়াকের, ঢাকা ইউনিট UK MHRA এর অনুমোদন পায় ।

২০০৯

US FDA এবং UK MHRA মানসম্পন্ন ইনসুলিন প্রস্তুত করা শুরু করে । শুধুমাত্র হরমোন এবং স্টেরয়েড প্রস্তুত করার জন্য একটি আলাদা ফ্যাট্টরী ইউনিট তার যাত্রা শুরু করে ।

২০১২

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা এবং স্কয়ার সেফালোস্পরিন লিমিটেড, ঢাকা UK TGA, Australia এর অনুমোদন লাভ করে ।

২০১৩

আর্তজাতিক মানসম্পন্ন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, কালিয়াকের, গাজীপুর) এর উদ্বোধনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় ।

এবং

জাতীয় রঞ্জনী ট্রফী (গোল্ড) জয় করে ।